কবিরাজ শ্রীপ্যারীমোহনসেনগুপ্তেন

অনূদিতঃ সংশোধিতশ্চ

অপর চিৎপুররোড ৩১৮ নং বটতলা

শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানী দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা

শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা অপরচিৎপুররোড শোভাবাজার
২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্নযন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৯৬ সাল

সুশ্রুত চরক প্রভৃতি প্রাচীনতম আর্যগ্রন্থে সহস্র সহস্র ঔষধের নামো-
ল্লেখ দেখা যায়। পরন্তু তন্মধ্যে ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া দুরূহ
কার্য্য। চক্রপাণি প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা এই দুরূহকার্য্য সম্পাদন করিয়া
এদেশের যে কতদূর উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না।
উক্ত মহাত্মাদিগের সংগৃহীত গ্রন্থানুসারেই এদেশের চিকিৎসাকার্য্য নির্ব্বাহ
হইতেছে। বঙ্গপ্রদেশে চক্রপাণি প্রভৃতির সংগ্রহগ্রন্থ যেমন অনেককাল হইতে
আদৃত, পশ্চিম প্রদেশে শার্ঙ্গধরের সংগ্রহও তেমন আদৃত। ইহাতে যে
সকল ঔষধ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগের অধিকাংশই দৃষ্টফল। চক্রপাণি
স্বকীয় সংগ্রহে বৈদিক গ্রন্থোক্ত কষায়যোগই অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছেন।
তান্ত্রিক গ্রন্থোক্ত রসযোগ একপ্রকার উপেক্ষা করিয়াছেন বলিলেও হয়।
পরন্তু শার্ঙ্গধর স্বকীয় গ্রন্থে বৈদিক তান্ত্রিক উভয়বিধ চিকিৎসারই ঔষধ সমূহ
সমভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ঔষধ সকলের প্রক্রিয়াভেদে ভিন্ন
ভিন্ন প্রকরণে নূতন শৃঙ্খলায় সজ্জিত করিয়াছেন। এতাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ
আমাদের বঙ্গসমাজে প্রচারিত হওয়া উচিত।

মূলগ্রন্থ সাধারণের বোধগম্য নয় এজন্য উহার নিম্নে সরল বঙ্গানুবাদ
প্রদত্ত হইল। ইতি পূর্ব্বে আমার অনুবাদিত চক্রদত্তসংগ্রহ মুদ্রিত ও প্রচা-
রিত হইয়া বিজ্ঞ সমাজে যেরূপ আদৃত হইয়াছে এসংগ্রহও তদ্রূপ আদৃত
হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কবিরাজ শ্রীপ্যারীমোহনসেনগুপ্ত।

১২৯৬ সাল আষাঢ়
১২৪ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

পূর্ব্বখণ্ডে।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তোঽয়ং পূর্ব্বখণ্ডঃ।

মধ্যখণ্ডে।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ;

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

নির্ঘণ্টপত্রম্

নির্ঘণ্টপত্রং সমাপ্তম

শার্ঙ্গধরঃ।

পূর্ব্বখণ্ডঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রিয়ং স দদ্যাদ্ভবতাম্পুরারির্যদঙ্গতেজঃপ্রসরে ভবানী।
বিরাজতে নির্ম্মলচন্দ্রিকায়াম্মহৌষধীব জ্বলিতা হিমাদ্রৌ॥
প্রসিদ্ধযোগা মুনিভিঃ প্রযুক্তাশ্চিকিৎসকৈর্যে বহুশোঽনুভূতাঃ।
বিধীয়তে শার্ঙ্গধরেণ তেষাং সুসংগ্রহঃ সজ্জনরঞ্জনায়॥
হেত্বাদিরূপাকৃতিসাত্ম্যজাতিভেদৈঃ সমীক্ষ্যাতুরসর্ব্বরোগান্।
চিকিৎসিতং কর্ষণবৃংহণাখ্যং কুর্ব্বীত বৈদ্যো বিধিবৎ সুযোগৈঃ॥
দিব্যৌষধীনাং বহবঃ প্রভেদা বৃন্দারকাণামিব বিস্ফুরন্তি।
জ্ঞাত্বেতি সন্দেহমপাস্য ধীরৈঃ সম্ভাবনীয়া বিবিধপ্রভাবাঃ॥
স্বাভাবিকাগন্তুককায়িকান্তরা রোগা ভবেয়ুঃ কিল কর্ম্মদোষজাঃ।
তচ্ছেদনার্থং দুরিতাপহারিণঃ শ্রে[illegible]ময়ান্ যোগবরান্নিযোজয়েৎ॥১৫॥

সেই ত্রিপুরারি মহাদেব আপনাদের মঙ্গল করুন্। হিমালয়ের নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় প্রদীপ্ত মহৌষধির ন্যায় যাহার অঙ্গের তেজঃপুঞ্জে ভবানী বিরাজ করেন। যে সকল সিদ্ধযোগ (ঔষধ) মুনিগণ প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের প্রত্যক্ষফল অনেক চিকিৎসক বহুবার অনুভব করিয়াছেন; সেই সকল ঔষধের একখানি সংগ্রহগ্রন্থ শার্ঙ্গধরকর্ত্তৃক রচিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা সজ্জনগণের চিত্তরঞ্জন হয় ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য। চিকিৎসকের কর্ত্তব্য এই যে, তিনি নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সংপ্রাপ্তির সমস্ত আবান্তরভেদ অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রে সম্যক্ রূপে রোগীর রোগ পরীক্ষা করেন; তৎপরে সিদ্ধফল ঔষধদ্বারা কর্ষণ বা বৃংহণ যেস্থানে যেরূপ উপযুক্ত বোধ হয়, তদ্রূপ চিকিৎসা করেন। দেবগণের ন্যায় দিব্যৌষধিগণের ও অনেক প্রকার স্ফুর্ত্তি পায়; ইহা অবগত হইয়া অসংশয়িত-চিত্তে তাহাদের বিচিত্র অচিন্তনীয়-শক্তি পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যত প্রকার রোগ আছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে

প্রয়োগানাগমাৎ সিদ্ধান্ প্রত্যক্ষাদনুমানতঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় বক্ষ্যাম্যনতিবিস্তরাৎ ॥ ৬ ॥
প্রথমং পরিভাষা স্যাদ্ভৈষজ্যাখ্যানকং তথা।
নাড়ীপরীক্ষাদিবিধিস্ততো দীপনপাচনম্ ॥
ততঃ কলাদিকাখ্যানমাহারাদিগতিস্তথা।
রোগাণাং গণনা চৈব পূর্ব্বখণ্ডোঽয়মীরিতঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥
স্বরসঃ ক্বাথফাণ্টৌ চ হিমঃ কল্কশ্চ চূর্ণকম্।
তথৈব গুড়িকালেহৌ স্নেহঃ সন্ধানমেব চ।
ধাতুশুদ্ধিরসাশ্চৈব খণ্ডোঽয়ং মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥
স্নেহপানং স্বেদবিধি র্ব্বমনঞ্চ বিরেচনম্।
ততস্তু স্নেহবস্তিঃ স্যাত্ততশ্চাপি নিরূহণম্ ॥
ততশ্চাপ্যুত্তরো বস্তিস্ততো নস্যবিধির্ম্মতঃ।
ধূমপানবিধিশ্চৈব গণ্ডূষাদিবিধিস্তথা ॥

বিভাগ করা যায়, যথা,—স্বাভাবিক, আগন্তুক, কায়িক এবং অন্তর। এই সকল রোগ কখন কর্ম্ম হইতে কখন দোষ হইতে কখন বা কর্ম্ম ও দোষ উভয়ের সম্মিলনে উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রতীকারার্থে পাপনাশক ও শুভফলদায়ক উৎকৃষ্ট যোগসমূহ ব্যবহার করিবে।—৫ ॥

যে সমস্ত প্রয়োগ বা ঔষধ, আগম, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান বলে সিদ্ধ বলিয়া স্থির হইয়াছে, সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে, এই গ্রন্থে সেই সমস্ত ঔষধ সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। ৬ ॥

এই গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ডে প্রথমতঃ পরিভাষা প্রকরণ, তৎপরে ঔষধ প্রকরণ, তৎপরে নাড়ী পরীক্ষাদি প্রকরণ, তৎপরে দীপন ও পাচন প্রকরণ, তৎপরে কলাদি কথন প্রকরণ, তৎপরে আহারাদির গতি প্রকরণ, তৎপরে রোগগণনা প্রকরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

মধ্যখণ্ডে স্বরস, ক্বাথ, ফাণ্ট, হিম, কল্ক, চূর্ণ, গুড়িকা, অবলেহ, স্নেহ (তৈলাদি), অরিষ্টাদির সন্ধান, স্বর্ণাদি ধাতু-শোধন, পারদ ও তদ্ঘটিত ঔষধ যথাক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

উত্তরখণ্ডে স্নেহপান, স্বেদের নিয়ম, বমন, বিরেচন, স্নেহবস্তি, নিরূহবস্তি, উত্তরবস্তি ও নস্য ব্যবহারের বিধি, ধূমপানের নিয়ম, গণ্ডূষাদির বিধি, লেপাদির

লেপাদীনাং বিধিঃ খ্যাতস্তথা শোণিতবিস্রুতিঃ।
নেত্রকর্ম্মপ্রকারশ্চ খণ্ডঃ স্যাদুত্তরস্ত্বয়ম্॥ ১০—১২॥
দ্বাত্রিংশৎসংমিতাধ্যায়ৈ র্যুক্তেয়ং সংহিতা স্মৃতা।
ষড়্বিংশতিশতান্যত্র শ্লোকানাং গণিতানি চ॥ ১৩॥
ন মানেন বিনা যুক্তির্দ্রব্যাণাং জায়তে ক্বচিৎ।
অতঃ প্রয়োগকার্য্যার্থং মানমত্রোচ্যতে ময়া॥ ১৪॥

অথ মাগধপরিভাষা—

জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
তস্য ত্রিংশত্তমো ভাগঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে॥
ত্রসরেণুর্বুধৈঃ প্রোক্তস্ত্রিংশতাপরমাণুভিঃ।
ত্রসরেণুস্তু পর্য্যায়ৈর্নাম্না ধ্বংসী নিগদ্যতে॥
ষড়্ধ্বংসীভির্ম্মরীচিঃ স্যাত্তাভিঃ ষড়্ভিস্তু রাজিকা।
তিসৃভী রাজিকাভিশ্চ সর্ষপঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
যবোঽষ্টসর্ষপৈঃ প্রোক্তো গুঞ্জা স্যাত্তচ্চতুষ্টয়ম্।
ষড়্ভিস্তু রক্তিকাভিঃ স্যান্মাষকো হেমধান্যকৌ॥

বিধি, রক্তমোক্ষণের বিষয় এবং নেত্রকর্ম্মের প্রকার যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে॥ ১০—১২॥

প্রস্তাবিত গ্রন্থ সাকল্যে বত্রিশটী অধ্যায় এবং ছাব্বিশশত শ্লোকে পূর্ণ হইবে॥ ১৩॥

যে কোন দ্রব্য হউক, বিনা পরিমাণে কখন ব্যবহৃত হইতে পারে না; অতএব প্রয়োগের সৌকার্য্যার্থে পরিমাণ বলা যাইতেছে॥ ১৪॥

জানালার অভ্যন্তরে সূর্য্যের রশ্মি পতিত হইলে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু সকল উড়িতে দেখা যায়। সেই এক একটী রেণুর ত্রিশ ভাগকে পরমাণু বলা যায়।

৩০ পরমাণু	... ...	১	ত্রসরেণু বা ধ্বংসী।
৬ ধ্বংসী	... ...	১	মরীচি।
৬ মরীচি	... ...	১	রাজিকা।
৩ রাজিকা	... ...	১	সর্ষপ।
৮ সর্ষপ	... ...	১	যব।
৪ যব	... ...	১	গুঞ্জা বা রক্তি।

মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাদ্ধরণঃ স নিগদ্যতে।
টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্দ্বয়ং কোলমুচ্যতে।
ক্ষুদ্রমোটরকশ্চৈব দ্রঙ্ক্ষণঃ স নিগদ্যতে॥
কোলদ্বয়ঞ্চ কর্ষঃ স্যাৎ স প্রোক্তঃ পানিমানিকঃ।
অক্ষঃ পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিৎপাণিশ্চ তিন্দুকম্॥
বিড়ালপদকঞ্চৈব তথা ষোড়শিকা মতা।
করমধ্যো হংসপদং সুবর্ণং কবড়গ্রহঃ॥
উডুম্বরঞ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষ এব নিগদ্যতে।
স্যাৎ কর্ষাভ্যামর্দ্ধপলং শুক্তিরষ্টমিকা তথা॥
শুক্তিভ্যাঞ্চ পলং জ্ঞেয়ং মুষ্টিমাত্রঞ্চতুর্থিকা।
প্রকুঞ্চঃ ষোড়শী বিল্বং পলমেবাত্র কীর্ত্ত্যতে॥
পলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতঞ্চ নিগদ্যতে।
প্রসৃতিভ্যামঞ্জলিঃ স্যাৎ কুড়বোঽর্দ্ধশরাবকঃ॥
অষ্টমানঞ্চ স জ্ঞেয়ঃ কুড়বাভ্যাঞ্চ মানিকা।
শরাবোঽষ্টপলং তদ্বৎ জ্ঞেয়মত্র বিচক্ষণৈঃ॥
শরাবাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থশ্চতুঃপ্রস্থৈস্তথাঢ়কম্।

৬ গুঞ্জা	....	...	১	মাষ, হেমক, ধান্যক।
৪ মাষা	...	...	১	শাণ, ধরণ, টঙ্ক বা অর্দ্ধতোলা।
২ শাণ	...	...	১	কোল বা ১ তোলা।
২ কোল	...	...	১	কর্ষ, পানিমানিক, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎপাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, ষোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ ও উডুম্বর।
২ কর্ষ	...	...		অর্দ্ধপল, শুক্তি ও অষ্টমিকা।
২ শুক্তি	...	...	১	পল, মুষ্টি, মাত্র, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিল্ব।
২ পল	...	...	১	প্রসৃতি ও প্রসৃত।
২ প্রসৃতি	...	...	১	অঞ্জলি, কুড়ব, অর্দ্ধশরাবক, অষ্টমান।
১ কুড়ব	....	...	১	মানিক, শরাব বা অষ্টপল।
২ শরাব	...	...	১	প্রস্থ।

ভাজনং কংসপাত্রে চ চতুঃষষ্টিপলঞ্চ তৎ ॥
চতুর্ভিরাঢ়কৈ র্দ্রোণঃ কলসো নল্বনোঽর্ম্মণঃ।
উন্মানঞ্চ ঘটো রাশি র্দ্রোণপর্য্যায়সংজ্ঞিতঃ ॥
দ্রোণাভ্যাং সূর্পকুম্ভৌ চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ।
সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্দ্রোণী বাহী গোণী চ সা স্মৃতা ॥
দ্রোণীচতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ।
চতুঃসহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা ॥
পলানাং দ্বিসহস্রঞ্চ ভার একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তুলা পলশতং জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈবৈষ নিশ্চয়ঃ ॥
মাষটঙ্কাক্ষবিল্বানি কুড়বঃ প্রস্থমাঢ়কম্।
রাশির্গোণীখারিকেতি যথোত্তরং চতুর্গুণাঃ ॥ ১৫—৩১ ॥

৪ প্রস্থ	....	...	১ আঢ়ক, ভাজন, কংস, পাত্র ও চতুঃষষ্টিপল।
৪ আঢ়ক	....	...	১ দ্রোণ,কলস,নল্বণ,অর্ম্মণ, উন্মান, ঘট ও রাশি।
২ দ্রোণ	...	...	১ সূর্প, কুম্ভ ও ৬৪ শরাবক।
২ সূর্প	...	...	১ দ্রোণী (১২৮ সের), বাহী ও গোণী।
৪ দ্রোণ	...	...	১ খারী বা ৪০৯৬ পল।
২০০০ পল	...	...	১ ভার।
১০০ পল	...	....	১ তুলা।

মাষ, টঙ্ক, অক্ষ, বিল্ব, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, রাশি, গোণী ও খারী, এই কএকটী পরিমাণ ক্রমিক পর পর চতুর্গুণ, যথা—

৪ মাষা	...	...	১ টঙ্ক।
৪ টঙ্ক	...	...	১ অক্ষ।
৪ অক্ষ	...	...	১ বিল্ব।
৪ বিল্ব	...	...	১ কুড়ব।
৪ কুড়ব	...	...	১ প্রস্থ।
৪ প্রস্থ	...	....	১ আঢ়ক।
৪ আঢ়ক	...	....	১ রাশি।
৪ রাশি	...	...	১ গোণী।
৪ গোণী	...	...	১ খারী ॥ ১৫-৩১

গুঞ্জাদিমানমারভ্য যাবৎ স্যাৎ কুড়বস্থিতিঃ।
দ্রবার্দ্রশুষ্কদ্রব্যাণাং তাবন্মানং সমং মতম্‌॥
প্রস্থাদিমানমারভ্য দ্বিগুণং তৎ দ্রবার্দ্রয়োঃ।
মানস্তথা তুলায়াস্তু দ্বিগুণং ন ক্বচিৎ স্মৃতম্‌॥ ৩২॥ ৩৩॥
মৃদ্বৃক্ষবেণুলৌহাদে র্ভাণ্ডং যচ্চতুরঙ্গুলম্‌।
বিস্তীর্ণঞ্চ তথোচ্চঞ্চ তন্মানং কুড়বং বদেৎ॥ ৩৪॥
যদৌষধন্তু প্রথমং যস্ত যোগস্ত কথ্যতে।
তন্নাম্নৈব স যোগো হি কথ্যতেহত্র বিনিশ্চয়ঃ॥ ৩৫॥

অথ কালিঙ্গপরিভাষা—

কালিঙ্গং মাগধংচেতি দ্বিবিধং মানমুচ্যতে।
কালিঙ্গান্মাগধং শ্রেষ্ঠমিতি মানবিদো বিদুঃ॥
স্থিতির্নাস্ত্যেব মাত্রায়াঃ কালমগ্নিং বয়ো বলম্‌।
প্রকৃতিং দোষদেশৌ চ দৃষ্ট্বা মাত্রাং প্রকল্পয়েৎ॥

পূর্ব্বে যে সমস্ত পরিমাণের উল্লেখ করা হইল, তাহাদের মধ্যে গুঞ্জা অর্থাৎ রক্তি হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত পরিমাণ দ্রব, আর্দ্র এবং শুষ্ক দ্রব্য সম্বন্ধে সমান রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রস্থাদি পরিমাণের পক্ষে ঐরূপ ব্যবহার নাই। প্রস্থ হইতে উর্দ্ধতন যত পরিমাণ আছে তাহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই আর্দ্র এবং দ্রব দ্রব্যের দ্বিগুণ মাত্রায় গ্রহণ করা হয়। পরন্তু তুলা পরিমাণের কোন দ্রব্যই দ্বিগুণ গ্রহণ করা হয় না॥ ৩২॥ ৩৩॥

মৃত্তিকা, বৃক্ষ, বাঁশ এবং লৌহাদিদ্বারা চতুরাঙ্গুল বিস্তীর্ণ ও চতুরাঙ্গুল উন্নত কোন পাত্র প্রস্তুত করিলে তাহাকে কুড়ব বলা যায়॥ ৩৪॥

যে যোগের প্রথমে যে ঔষধের নাম উল্লেখ থাকে, সেই ঔষধের নামানুসারে সেই যোগ কথিত হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

কালিঙ্গ (কালিঙ্গদেশ প্রচলিত) ও মাগধ (মগধদেশ প্রচলিত), এই দুই প্রকার পরিমাণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দুই প্রকারের মধ্যে মাগধপরিমাণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা যায়।

মাত্রার স্থিরতা নাই, সুতরাং কাল, অগ্নি, বয়ঃক্রম, বল, প্রকৃতি, দোষ এবং দেশ বিবেচনা পূর্ব্বক মাত্রা স্থির করা কর্ত্তব্য। কলিকালের মানবগণ স্বভাবতই

যতো মন্দাগ্নয়ো হ্রস্বা হীনসত্ত্বা নরাঃ কলৌ।
অতস্তু মাত্রা তদ্যোগ্যা প্রোচ্যতে সুজ্ঞসম্মতা॥ ৩৬—৩৮॥
যবো দ্বাদশভি র্গৌরসর্ষপৈঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
যবদ্বয়েন গুঞ্জা স্যাত্রিগুঞ্জং বল্লমুচ্যতে॥
মাষো গুঞ্জাভিরষ্টাভিঃ সপ্তভির্বা ভবেৎ ক্বচিৎ।
স্যাচ্চতুর্মাষকৈঃ শাণঃ স নিষ্কষ্টঙ্ক এব চ॥
গদ্যানো মাষকৈঃ ষড়্ভিঃ কর্ষঃ স্যাদ্দশমাষকঃ।
চতুঃকর্ষৈঃ পলং প্রোক্তং দশশাণমিতং বুধৈঃ।
চতুঃপলৈশ্চ কুড়বঃ প্রস্থাদ্যাঃ পূর্ব্ববন্মতাঃ॥ ৩৯—৪১॥
নবান্যেব হি যোজ্যানি দ্রব্যাণ্যখিলকর্ম্মসু।
বিনা বিড়ঙ্গকৃষ্ণাভ্যাং গুড়ধান্যাজ্যমাক্ষিকৈঃ॥
গুড়ূচী কুটজো বাসা কুষ্মাণ্ডশ্চ শতাবরী।

স্বল্পাগ্নি, খর্ব্বকায় এবং হীনসত্ত্ব। অতএব এই সকল মানবের উপযুক্ত মাত্রা নিম্নে বলা যাইতেছে॥ ৩৬—৩৮॥

১২ শ্বেতসর্ষপ	...	...	১	যব।
২ যব	...	...	....	১	গুঞ্জা।
৩ গুঞ্জা	...	...		১	[illegible]।
৮ গুঞ্জা	...	....	...	১	মাষা এবং কদাচিৎ ৭ গুঞ্জায় ও ১ এক মাষা হয়।
৪ মাষ	...	...	....	১	শাণ, নিষ্ক ও টঙ্ক।
৬ মাষ	...	...	...	১	গদ্যান।
১০ মাষ	...	...	...	১	কর্ষ।
৪ কর্ষ	...	....	...	১	পল ও ১০ শাণ।
৪ পল	...	...	...	১	কুড়ব।

প্রস্থাদির মাত্রা পূর্ব্বরূপই ব্যবহার হইয়া থাকে; সুতরাং এস্থলে তাহাদের বিষয় পুনর্ব্বার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন॥ ৩৯—৪১॥

ঔষধের সমুদয় কার্য্যেই অভিনব দ্রব্য গ্রহণ করিবে। কেবল বিড়ঙ্গ, পিপুল, গুড়, ধনে, ঘৃত ও মধু, এই কএকটী বস্তু পুরাতন হইলেই ভাল হয়। গুলঞ্চ, কুটজ, বাসক, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, নীলঝিন্টী, পীতঝিন্টী, শলুফা ও

অশ্বগন্ধাসহচরৌ শতপুষ্পা প্রসারণী।
প্রযোক্তব্যা সদৈবার্দ্রা দ্বিগুণং নৈব কারয়েৎ॥
শুষ্কং নবীনং যৎ দ্রব্যং যোজ্যং সকলকর্ম্মসু।
আর্দ্রং চ দ্বিগুণং যুঞ্জ্যাদেষ সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ॥ ৪২—৪৪॥
কালেঽনুক্তে প্রভাতং স্যাদঙ্গেঽনুক্তে জটা ভবেৎ।
ভাগেঽনুক্তে চ সাম্যং স্যাৎ পাত্রেঽনুক্তে চ মৃণ্ময়ম্॥
দ্রবেঽনুক্তে জলং গ্রাহ্যং তৈলেঽনুক্তে তিলোদ্ভবম্।
একমপ্যৌষধং যোগে যস্মিন্ যৎ পুনরুচ্যতে।
মানতো দ্বিগুণং প্রোক্তং তৎ দ্রব্যং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৪৫॥ ৪৬॥
চূর্ণস্নেহাসবলেহাঃ প্রায়শশ্চন্দনান্বিতাঃ।
কষায়লেপয়োঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনম্॥ ৪৭॥
গুণহীনং ভবেদ্বর্ষাদূর্দ্ধং তদ্রূপমৌষধম্।
মাসদ্বয়াত্তথা চূর্ণং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ॥

গাঁদাইল, এই সকল দ্রব্য আর্দ্রই (কাঁচা) গ্রহণ করিবে। এবং ইহাদের দ্বিগুণ কখনই ব্যবহার করিবে না। সকল কর্ম্মেই শুষ্ক ও নূতন দ্রব্য গ্রহণ করিবে, এবং আর্দ্র দ্রব্যের দ্বিগুণ ব্যবহার করিবে॥ ৪২—৪৪॥

যেস্থলে কালের অর্থাৎ প্রাতঃ, সায়ং প্রভৃতি বিশেষ কোন সময়ের নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তথায় প্রাতঃকালই বুঝিতে হইবে। কোন বৃক্ষের কোন্ অঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত না থাকিলে তথায় মূলই গ্রহণ করিবে। এবং কোন যৌগিক বা মিশ্র ঔষধের ভাগ উল্লেক না থাকিলে উহা সমানভাগই গ্রহণ করিবে। কোন পাত্রের উল্লেখ না থাকিলে তথায় মৃত্তিকাপাত্র ব্যবহার করিবে। কোন যোগে যদি কোন দ্রব্য দুইবার উল্লেখ থাকে তবে তথায় দ্রব্যের দুই ভাগ গ্রহণ করিবে॥ ৪৫॥ ৪৬॥

চূর্ণ, স্নেহ, আসব ও লেহ প্রায়ই চন্দনযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে-স্থলে কষায় বা লেপ (প্রলেপ) ব্যবহার করিতে হয়, প্রায়ই সেই সেই স্থলে রক্তচন্দন যোজিত থাকে॥ ৪৭॥

যেরূপ ঔষধই হউক এক বৎসর পরে হীন বীর্য্য হইয়া থাকে। কল্পিত ঔষধের মধ্যে চূর্ণ দুই মাস পরে, গুড়িকা ও অবলেহ এক বৎসর পরে ঘৃত ও

হীনত্বং গুড়িকালেহৌ লভেতে বৎসরাৎ পরম্ ।
হীনাঃ স্যুর্ঘৃততৈলাদ্যাশ্চতুর্মাসাধিকাস্তথা ॥
ওষধ্যো লঘুপাকাঃ স্যুর্নির্বীর্য্যা বৎসরাৎ পরম্ ।
পুরাণাঃ স্যুর্গুণৈর্যুক্তা আসবা ধাতবো রসাঃ ॥ ৪৮—৫০ ॥
ব্যাধেরযুক্তং যদ্ দ্রব্যং গণোক্তমপি তত্ত্যজেৎ ।
অনুক্তমপি যুক্তং হি যোজয়েত্তত্র তদ্বুধঃ ॥ ৫১ ॥
আগ্নেয়া বিন্ধ্যশৈলাদ্যাঃ সৌম্যো হিমগিরির্মতঃ ।
অতস্তদৌষধানি স্যুরনুরূপাণি হেতুভিঃ ।
অন্যেষ্বপি প্ররোহন্তি বনেষূপবনেষু চ ॥
গৃহ্ণীয়াত্তানি সুমনাঃ শুচিঃ প্রাতঃ সুবাসরে ।
আদিত্যসম্মুখো মৌনী নমস্কৃত্য শিবং হৃদি ।
সাধারণধরাদ্রব্যং গৃহ্ণীয়াদুত্তরাশ্রিতম্ ॥
বল্মীককুৎসিতানূপশ্মশানোষরমার্গজাঃ ।
জন্তুবহ্নিহিমব্যাপ্তা নৌষধ্যঃ কার্য্যসাধিকাঃ ॥ ৫২—৫৪ ॥

তৈল চারি মাস পরে হীনবীর্য্য হইয়া থাকে। গোধূম প্রভৃতি শস্য সকল এক বৎসর পরে লঘুপাকী এবং নির্বীর্য্য হয়। আসব, ধাতু ও রস পুরাতন হইলেই সমধিক গুণবিশিষ্ট হয় ॥ ৪৮—৫০ ॥

যদি গণোক্ত কোন দ্রব্য রোগের অনুপযুক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। এবং যদি কোন উপযুক্ত দ্রব্যের উল্লেখ না থাকে, তবে তাহা গ্রহণ করিবে ॥ ৫১ ॥

বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বত অগ্নিগুণপ্রধান এবং হিমালয় সোমগুণপ্রধান, অতএব ঐ সমস্ত পর্ব্বতে যে সকল ঔষধ উৎপন্ন হয়, সেই সকল ঔষধও উৎপত্তিস্থানানুসারে গুণযুক্ত হয়। অর্থাৎ বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বতের ঔষধ উষ্ণগুণ-প্রধান এবং হিমালয় পর্ব্বতের ঔষধসমূহ শীতগুণ-প্রধান হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বনে এবং উপবনেও বিস্তর ঔষধ জন্মিয়া থাকে। সেই সমস্ত ঔষধ শুভদিনে প্রভাতকালে গ্রহণ করিবে। ঔষধ গ্রহণ কালে সুমনাঃ ও পবিত্র হইয়া এবং সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া অন্তরের সহিত শিবকে প্রণাম করিবে। সাধারণ ভূমির ঔষধ সকল উত্তরদিক্ হইতে গ্রহণ করিবে।

বল্মীক (উইরঢিপি), কুৎসিৎ, আনূপ (সজলস্থান), শ্মশান, ঊষর (ক্ষারভূমি) ও পথস্থ এবং জন্তু, বহ্নি ও হিমব্যাপ্ত প্রদেশস্থ ঔষধসমূহ কার্য্যকারী হয় না ॥৫২—৫৪॥

শরদ্যখিলকার্য্যার্থং গ্রাহ্যং সরসমৌষধম্‌।
বিরেকবমনার্থঞ্চ বসন্তান্তে সমাহরেৎ ॥
অতিস্থূলজটা যাস্তু তাসাং গ্রাহ্যাস্ত্বচো বুধৈঃ।
গৃহ্নীয়াৎ সূক্ষ্মমূলানি সকলান্যপি বুদ্ধিমান্‌ ॥
ন্যগ্রোধাদেস্ত্বচো গ্রাহ্যাঃ সারঃ স্যাদ্বীজকাদিতঃ।
তালীশাদেশ্চ পত্রাণি ফলং স্যাত্রিফলাদিতঃ।
ধাতক্যাদেশ্চ পুষ্পাণি স্নুহ্যাদেঃ ক্ষীরমাহরেৎ ॥ ৫৫—৫৭ ॥

ইতি শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সমস্ত কার্য্যের জন্য শরৎকালে সরস (রসযুক্ত) ঔষধ এবং বসন্ত ঋতুর অন্তে বিরেচন ও বমনোপযোগী ঔষধ সকল সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। অতিস্থূল-মূল সমূহের ত্বক্‌ এবং সূক্ষ্ম-মূল সমূহের সমস্তাংশ গ্রহণ করা উচিত। ন্যগ্রোধাদির (বট প্রভৃতির) বল্কল, বীজকাদির সার, তালীশাদির পত্র, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়াদির ফল এবং ধাতকী প্রভৃতির ফুল ও সিজাদির ক্ষীর (দুগ্ধ বা আঁঠা) গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৫৫—৫৭ ॥

শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভৈষজ্যমভ্যবহরেৎ প্রভাতে প্রায়শো বুধঃ।
কষায়াংশ্চ বিশেষেণ তত্র ভেদস্তু দর্শিতঃ ॥
জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্‌।
কিঞ্চিৎ সূর্য্যোদয়ে জাতে তথা দিবসভোজনে।
সায়ন্তনে ভোজনে চ মুহুশ্চাপি তথা নিশি ॥ ১। ২ ॥

পণ্ডিতগণ প্রায়ই ঔষধ ও কষায় বস্তুসকল প্রাতঃকালে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহারই বিশেষ প্রভেদাদি নিম্নে কথিত হইবে। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে, দিবা ভোজন সময়ে, সন্ধ্যাকালীন ভোজন সময়ে, মুহুর্মুহুঃ ও রাত্রিতে ঔষধ গ্রহণের এই পাঁচটী সময় অবধারিত আছে ॥ ১ ॥ ২ ॥

অথ প্রথমকালঃ—

প্রায়ঃ পিত্তকফোদ্রেকে বিরেকবমনার্থয়োঃ।
লেপনার্থে চ ভৈষজ্যং প্রভাতে তৎ সমাচরেৎ।
এবং স্যাৎ প্রথমঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্ ॥ ৩ ॥

অথ দ্বিতীয়কালঃ—

ভৈষজ্যং বিগুণেঽপানে ভোজনাগ্রে প্রশস্যতে।
অরুচৌ চিত্রভোজ্যৈশ্চ মিশ্রং রুচিরমাহরেৎ ॥
সমানবাতে বিগুণে মন্দাগ্নাবগ্নিদীপনম্।
দদ্যাৎ ভোজনমধ্যে চ ভৈষজ্যং কুশলো ভিষক্ ॥
ব্যানকোপে চ ভৈষজ্যং ভোজনান্তে সমাহরেৎ।
হিক্কাক্ষেপককম্পেষু পূর্ব্বমন্তে চ ভোজনাৎ।
এবং দ্বিতীয়ঃ কালশ্চ প্রোক্তো ভৈষজ্যকর্ম্মণি ॥ ৪—৬ ॥

অথ তৃতীয়কালঃ—

উদানে কুপিতে বাতে স্বরভঙ্গাদিকারিণি।
গ্রাসে গ্রাসান্তরে দেয়ং ভৈষজ্যং সান্ধ্যভোজনে ॥

পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি হইলে বিরেচন ও বমনের জন্য এবং লেপন জন্য প্রায়ই প্রাতঃসময়ে ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকেই ঔষধ সেবনের প্রথমকাল বলা যায় ॥ ৩ ॥

অপানবায়ু কুপিত হইলে ভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। অরুচি হইলে মনোজ্ঞ ব্যঞ্জনাদির সহিত মিলিত রুচিকর দ্রব্য আহার করিবে। সমান বায়ু কুপিত হইলে এবং মন্দাগ্নিতে বিচক্ষণ চিকিৎসক ভোজ্যবস্তুর সংযোগে অগ্ন্যুদ্দীপক ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

ব্যানবায়ু কুপিত হইলে ভোজনান্তে এবং হিক্কা, আক্ষেপ ও কম্প হইলে আহারের পূর্ব্বে ও পরে ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাই ঔষধ গ্রহণের দ্বিতীয় কাল ॥ ৪—৬ ॥

স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগজনক উদানবায়ু কুপিত হইলে সন্ধ্যাকালীন ভোজ্য-বস্তুর গ্রাসের সহিত এবং গ্রাসান্তে ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। প্রাণবায়ু কুপিত

প্রাণে প্রদুষ্টে সান্ধ্যস্য ভুক্তস্যান্তে চ দীয়তে।
ঔষধং প্রায়শো ধীরৈঃ কালোঽয়ং স্যাত্তৃতীয়কঃ ॥ ৭। ৮ ॥

অথ চতুর্থকালঃ—

মুহুর্মুহুশ্চ তৃট্‌ছর্দ্দিহিক্কাশ্বাসগরেষু চ।
সান্নঞ্চ ভেষজং দদ্যাদিতিকালশ্চতুর্থকঃ ॥ ৯ ॥

অথ পঞ্চমকালঃ—

ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু লেখনে বৃংহণে তথা।
পাচনং শমনং দেয়মনন্নং ভেষজং নিশি।
ইতি পঞ্চমকালশ্চ প্রোক্তো ভৈষজ্যহেতবে ॥ ১০ ॥

অথ রসাঃ—

দ্রব্যে রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ।
সম্বন্ধেন ক্রমাদেতাঃ পঞ্চাবস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
মধুরোঽম্লঃ পটুশ্চৈব তিক্তঃ কটুকষায়কঃ।
ইত্যেতে ষড়্‌রসা খ্যাতা নানাদ্রব্যসমাশ্রিতাঃ ॥
ধরাম্বুক্ষ্মানলজলজ্বলনাকাশমারুতৈঃ।
বায়্বগ্নিক্ষ্মানিলৈ ভূতদ্বয়ৈ রসভবঃ ক্রমাৎ ॥ ১১—১৩ ॥

হইলে বিচক্ষণ বৈদ্যগণ প্রায়ই সন্ধ্যাকালীন আহারান্তে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাই ঔষধ সেবনের তৃতীয় কাল ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

তৃষ্ণা, বমন, হিক্কা ও শ্বাসে এবং উপবিষাদি সেবিত ব্যক্তিকে অন্নের সহিত পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। ঔষধ সেবনের এই চতুর্থ কাল ॥ ৯ ॥

ঊর্দ্ধজত্রুরোগে, লেখনে ও বৃংহণে পাচক ও শমক ঔষধ, অন্ন সংযোগ-ব্যতীত রাত্রিতে ব্যবহার করিতে দিবেন। ঔষধ সেবনের এই পঞ্চম কাল ॥১০॥

রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও শক্তি এই পাঁচটী প্রত্যেক দ্রব্য গত বলিয়া জানিবে এবং মধুর, অম্ল, পটু (লবণ), তিক্ত, কটু (ঝাল) ও কষায় এই ছয় প্রকার রস বিবিধ বস্তু গত বলিয়া জানিবে।

ধরা ও জল সংযোগে মধুররস, ক্ষিতি ও অনল সংযোগে অম্লরস, জল ও অগ্নি সংযোগে লবণরস, আকাশ ও বায়ু সংযোগে তিক্তরস, বায়ু ও অগ্নি সংযোগে কটুরস এবং ক্ষিতি ও অনিল সংযোগে কষায় রস উৎপন্ন হয় ॥১১-১৩॥

অথ গুণাঃ—

গুরুঃ স্নিগ্ধশ্চ তীক্ষ্ণশ্চ রুক্ষো লঘুরিতি ক্রমাৎ ।
ধরাম্বুবহ্নিপবনব্যোম্নাং প্রায়ো গুণাঃ স্মৃতাঃ ।
এষ্বেবান্তর্ভবন্ত্যন্যে গুণেষু গুণসঞ্চয়াঃ ॥ ১৪ ॥

অথ বীর্য্যম্—

বীর্য্যমুষ্ণং তথা শীতং প্রায়শো দ্রব্যসংশ্রয়ম্ ।
যৎসর্ব্বমগ্নিসোমীয়ং দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ে ।
অত্রৈবান্তর্ভবিষ্যন্তি বীর্য্যাণ্যন্যানি যান্যপি ॥ ১৫ ॥

অথ বিপাকঃ—

ত্রিধা বিপাকো দ্রব্যস্য স্বাদ্বম্লকটুকাত্মকঃ ।
মিষ্টঃ পটুশ্চ মধুরমম্লোঽম্লং পচ্যতে রসঃ ।
কষায়কটুতিক্তানাং পাকঃ স্যাৎ প্রায়শঃ কটুঃ ॥
মধুরাজ্জায়তে শ্লেষ্মা পিত্তমম্লাচ্চ জায়তে ।
কটুকাজ্জায়তে বায়ুঃ কর্ম্মাণ্যেতানি পাকতঃ । ১৬ । ১৭ ॥

অথ প্রভাবঃ—

প্রভাবস্তু যথা ধাত্রী লঘুশ্চাপি রসাদিভিঃ ।
সমাপি কুরুতে দোষত্রিতয়স্য বিনাশনম্ ॥
ক্বচিত্তু কেবলং দ্রব্যং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রভাবতঃ ।
জ্বরং হন্তি শিরোবদ্ধা সহদেবজটা যথা ॥

প্রায়ই পৃথিবীর গুণ গুরু, অম্বুর গুণ স্নিগ্ধ, অগ্নির গুণ তীক্ষ্ণ, বায়ুর গুণ রুক্ষ এবং ব্যোমের গুণ লঘু বলিয়া কথিত হয় অন্যান্য গুণসমূহ ইহাদেরই অন্তর্ভূত ॥ ১৪ ॥

পৃথিবীতে অগ্নি ও সোমগুণযুক্ত যে সমস্ত দ্রব্য দৃষ্ট হয়, তাহারা প্রায়ই শীতোষ্ণবীর্য্য এবং অন্যান্য বীর্য্যসমূহ উহাদেরই অন্তর্ভূত ॥ ১৫ ॥

দ্রব্যের বিপাক তিন প্রকার যথা,—স্বাদু, অম্ল ও কটু । মিষ্ট পটুদ্রব্য পরিপাকে মধুর, অম্লদ্রব্য পরিপাকে অম্ল, এবং কষায়, কটু ও তিক্তদ্রব্য পরিপাকে প্রায়ই কটুরসবিশিষ্ট হইয়া থাকে । মধুর রস হইতে শ্লেষ্মা, অম্লরস হইতে পিত্ত এবং কটু রস হইতে বায়ু উৎপন্ন হয় ॥ ১৬ ॥

ইহাকেই প্রভাব বলে, যেমন,—ধাত্রী (আমলকী) লঘু এবং রসাদি (গুণবীর্য্যাদি) দ্বারা সমগুণযুক্ত হইলেও প্রভাবদ্বারা দোষত্রয়ের (বায়ু, পিত্ত ও কফ) বিনাশক ।

ক্কচিদ্রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ।
কর্ম্ম স্বং স্বং প্রকুর্ব্বন্তি দ্রব্যমাশ্রিত্য যে স্থিতাঃ॥ ১৮—২০॥
চয়কোপশমা যস্মিন্ দোষানাং সম্ভবন্তি হি।
ঋতুষট্‌কং তদাখ্যাতং রবেরাশিষু সংক্রমাৎ॥
গ্রীষ্মে মেষবৃষৌ প্রোক্তৌ প্রাবৃট্ মিথুনকর্কয়োঃ।
সিংহকন্যে স্মৃতা বর্ষা তুলাবৃশ্চিকয়োঃ শরৎ।
ধনুগ্রাহৌ চ হেমন্তে বসন্তঃ কুম্ভমীনয়োঃ॥ ২১। ২২॥
গ্রীষ্মে সঞ্চীয়তে বায়ুঃ প্রাবৃট্‌কালে প্রকুপ্যতি।
বর্ষাসু চীয়তে পিত্তং শরৎকালে প্রকুপ্যতি।
হেমন্তে চীয়তে শ্লেষ্মা বসন্তে চ প্রকুপ্যতি॥
প্রায়েণ প্রশমং যান্তি স্বয়মেব সমীরণঃ।
শরৎকালে চ হেমন্তে পিত্তং প্রাবৃট্‌ঋতৌ কফঃ॥ ২৩। ২৪॥
কার্ত্তিকস্য দিনান্যষ্টাবষ্টাবাগ্রহণস্য চ।
যমদংষ্ট্রা সমাখ্যাতা অল্পাহারী স জীবতি॥ ২৫॥

কোন কোন স্থলে কেবল একটী মাত্র দ্রব্যের প্রভাবেই কার্য্য হইয়া থাকে। যেরূপ আপাঙ্গমূল মস্তকে ধারণ করিলে জ্বর নষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে দ্রব্যগত রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও শক্তিই স্বস্ব কার্য্য করিয়া থাকে॥ ১৮—২০॥

দোষ সমূহের (বায়ু, পিত্ত ও কফের) সঞ্চয়, প্রকোপ ও শমতাকেই ষড়্ ঋতু বলা যায়। সূর্য্যের এক রাশি হইতে অপর রাশিতে গমন জন্য উক্ত ঋতুভেদ হইয়া থাকে॥ গ্রীষ্মকালে মেষ ও বৃষ, প্রাবৃট্‌কালে মিথুন ও কর্কট, বর্ষাকালে সিংহ ও কন্যা, শরৎকালে বৃশ্চিক ও তুলা, হেমন্তে ধনু ও মকর এবং বসন্তকালে কুম্ভ ও মীন রাশিতে সূর্য্য গমন করিয়া থাকেন॥ ২১॥ ২২॥

গ্রীষ্মকালে সঞ্চিত বায়ু প্রাবৃট্‌কালে, বর্ষাকালে সঞ্চিত পিত্ত শরৎকালে, এবং হেমন্তকালে সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্তকালে প্রকুপিত হইয়া থাকে। এবং শরৎকালে বায়ু, হেমন্তকালে পিত্ত এবং প্রাবৃটকালে কফ স্বয়ংই প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৩॥ ২৪॥

কার্ত্তিক মাসের অষ্টাহ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের অষ্টাহ পর্য্যন্ত সময়কে যমদ্রংষ্ট্রা বলিয়া থাকেন। অল্পাহারী ব্যক্তিই এই সময়ে জীবিত থাকিতে পারে। অর্থাৎ এই সময়ে অপরিমিতাহারী ব্যক্তি সহজেই পীড়িত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়॥ ২৫॥

চয়কোপশমা দোষা বিহারাহারসেবনৈঃ।
সমানৈর্যান্ত্যকালেঽপি বিপরীতৈর্বিপর্য্যয়ম্॥
লঘুরুক্ষমিতাহারাদতিশীতাচ্ছ্রমাত্তথা।
প্রদোষে কামশোকাভ্যাং ভীচিন্তারাত্রিজাগরৈঃ॥
অভিঘাতাদপাং গাহাজ্জীর্ণান্নে ধাতুসঙ্ক্ষয়াৎ।
বায়ুঃ প্রকোপং যাত্যেভিঃ প্রত্যনীকৈশ্চ শাম্যতি॥ ২৬—২৮॥
বিদাহিকটুকাম্লোষ্ণভোজ্যৈরত্যুষ্ণসেবনাৎ।
মধ্যাহ্নে ক্ষুৎতৃষারোধাজ্জীর্য্যত্যন্নেঽর্দ্ধরাত্রকে।
পিত্তং প্রকোপং যাত্যেভিঃ প্রত্যনীকৈশ্চ শাম্যতি॥
মধুরস্নিগ্ধশীতাদিভোজ্যৈ র্দিবসনিদ্রয়া।
মন্দেঽগ্নৌ চ প্রভাতে চ ভুক্তমাত্রে তথা শ্রমাৎ।
শ্লেষ্মা প্রকোপং যাত্যেভিঃ প্রত্যনীকৈশ্চ শাম্যতি॥ ২৯। ৩০॥
ইতি শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দোষসমূহ সমান আহার বিহারাদি দ্বারা অকালেও সঞ্চয়, প্রকোপ ও শমতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উহার বিপরীত হইলেই বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। লঘু, রুক্ষ ও পরিমিতাহার, অতি শীত, পরিশ্রম, প্রাতঃকাল, কাম, শোক, ভয়, রাত্রি-জাগরণ, চিন্তা, অভিঘাত ও জলাবগাহন হইতে এবং অন্ন জীর্ণ হইলে বায়ু প্রকুপিত হয়। এবং ইহার বিপরীত হইলে প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৬—২৮॥

বিদাহি (বংশকরিরাদি), কটু, অম্ল, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ও অত্যুষ্ণ সেবনে, এবং মধ্যাহ্ন সময়ে, ক্ষুধা ও পিপাসা রোধে, অন্ন জীর্ণ সময়ে ও অর্দ্ধরাত্রিকালে পিত্তের প্রকোপ হয়। ইহার বিপরীত হইলে প্রশমিত হয়।

মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতাদিদ্রব্য সেবনে, দিবানিদ্রা ও অজীর্ণ হইতে এবং প্রভাতে, আহারান্তে ও পরিশ্রমদ্বারা শ্লেষ্মা প্রকুপিত আর ইহার বিপরীত হইলেই প্রশমিত হয়॥ ২৯॥ ৩০॥

শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে দ্বিতীয় [illegible]ধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ নাড়ীপরীক্ষামাহ—

করস্যাঙ্গুষ্ঠমূলে যা ধমনী জীবসাক্ষিণী।
তচ্চেষ্টয়া সুখং দুঃখং জ্ঞেয়ং কায়স্য পণ্ডিতৈঃ॥ ১॥
নাড়ী ধত্তে মরুৎকোপে জলৌকাসর্পয়োর্গতিম্।
কুলিঙ্গকাকমণ্ডূকগতিং পিত্তস্য কোপতঃ।
হংসপারাবতগতিং ধত্তে শ্লেষ্মপ্রকোপতঃ॥
লাবতিত্তিরবর্ত্তীনাং গমনং সন্নিপাততঃ।
কদাচিন্মন্দগমনী কদাচিদ্বেগবাহিণী।
দ্বিদোষকোপতো জ্ঞেয়া হন্তি চ স্থানবিচ্যুতা॥ ২। ৩॥
স্থিত্বা স্থিত্বা চলতি যা সা স্মৃতা প্রাণনাশিনী।
অতিক্ষীণা চ শীতা চ জীবিতং হন্ত্যসংশয়ম্॥
জ্বরকোপে তু ধমনী চোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।
কামক্রোধাদ্বেগবহা ক্ষীণা চিন্তাভয়প্লুতা॥ ৪। ৫॥

করের অঙ্গুষ্ঠ মূলে যে ধমনী আছে তাহার সঞ্চালন দ্বারাই জীবন আছে বলিয়া জানা যায়। পণ্ডিতগণ ধমনীর সঞ্চালন দ্বারাই শরীরের সুখ ও দুঃখ অবগত হইয়া থাকেন॥ ১॥

বায়ুর প্রকোপে নাড়ী জলৌকা (জোঁক) ও সর্পের গতিবিশিষ্ট, পিত্তের প্রকোপে কুলিঙ্গ (চড়াইপক্ষী), কাক ও ভেকের গতিবিশিষ্ট, শ্লেষ্মার প্রকোপে হংস ও কবুতরের গতিবিশিষ্ট, সন্নিপাতে লাব, তিত্তিরি ও বর্ত্তী গতিবিশিষ্ট, এবং দ্বিদোষে নাড়ী কখন মন্দ কখনও বা বেগবতী হয়। নাড়ী স্বস্থান হইতে স্খলিত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়॥ ২॥ ৩॥

যে নাড়ী থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হয়, তাহাকে প্রাণনাশিনী এবং যে নাড়ী অতি ক্ষীণ ও শীতল, তাহাকে নিশ্চয় প্রাণনাশিনী বলিয়া জানিবে। জ্বরে নাড়ী উষ্ণ ও বেগবতী, কামক্রোধে বেগবতী এবং চিন্তা ও ভয়াক্রান্ত ব্যক্তির নাড়ীর ভগিক্ষীণ হয়॥ ৪॥ ৫॥

মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণধাতোশ্চ নাড়ী মন্দতরা ভবেৎ ।
অসৃক্‌পূর্ণা ভবেৎ কোষ্ণা গুর্ব্বী সামা গরীয়সী ॥
লঘ্বী বহতি দীপ্তাগ্নেস্তথা বেগবতী মতা ।
সুখিতস্য স্থিরা জ্ঞেয়া তথা বলবতী স্মৃতা ।
চপলা ক্ষুধিতস্য স্যাৎ তৃপ্তস্য বহতি স্থিরা ॥ ৬ । ৭ ॥

অথ দূতলক্ষণম্—

দূতাঃ স্বজাতয়োঽব্যঙ্গাঃ পটবো নির্ম্মলাম্বরাঃ ।
সুখিনোঽশ্ববৃষারূঢ়াঃ শুভ্রপুষ্পফলৈ র্যুতাঃ ॥
সুজাতয়ঃ সুচেষ্টাশ্চ জীবেশদিশি সংশ্রিতাঃ ।
ভিষজং সময়ে প্রাপ্তা রোগিণঃ সুখহেতবে ॥ ৮ । ৯ ॥

অথ শকুনম্—

বৈদ্যাহ্বানায় দূতস্য গচ্ছতো রোগিণঃ কৃতে ।
ন শুভং সৌম্যশকুনং প্রদীপ্তঞ্চ সুখাবহম্ ॥
চিকিৎসাং রোগিণঃ কর্ত্তুং গচ্ছতো ভিষজঃ শুভম্ ।
যাত্রায়াং সৌম্যশকুনং প্রোক্তং দীপ্তং ন শোভনম্ ॥ ১০ । ১১ ॥

অথ রোগিলক্ষণম্—

নিজপ্রকৃতিবর্ণাভ্যাং যুক্তঃ সত্ত্বেন সংযুতঃ ।
চিকিৎস্যো ভিষজা রোগী বৈদ্যভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥

মন্দাগ্নি ও ক্ষীণধাতু ব্যক্তির নাড়ী মৃদুগামিনী, রক্তপূর্ণা নাড়ী ঈষদুষ্ণ ও অত্যন্ত গুরু এবং আমযুক্ত নাড়ী গুরু হয় । দীপ্তাগ্নিতে নাড়ী কখন লঘু কখন বা বেগবতী হয় । ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির নাড়ী চঞ্চল, পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির ও সুখী ব্যক্তির নাড়ী স্থির, ক্ষুধিত ব্যক্তির নাড়ী চঞ্চল হয় । এবং ভুক্তব্যক্তির নাড়ী স্থির হয় ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

স্বজাতি, ব্যঙ্গশূন্য, কার্য্যকুশল, নির্ম্মল বস্ত্রধারী, সুন্দর, অশ্ব বা বৃষারূঢ়, শুভ্রবর্ণ ফলপুষ্প সমন্বিত, সুজাত ও সৎকার্য্যপরায়ণ দূত রোগীর মঙ্গলের জন্য দক্ষিণ মুখ হইয়া যথাসময়ে চিকিৎসককে আহ্বান করিতে যাইবে ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

রোগীর হিতার্থে, চিকিৎসক আহ্বানকারী দূতের সৌম্য শকুন দর্শন অশুভ, পরন্তু অগ্নি দর্শন করিলে শুভ হয় । কিন্তু চিকিৎসকের গমন কালীন অগ্নি দর্শন অশুভ ও সৌম্য শকুন দর্শন শুভজন্য জানিবে ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

চিকিৎসক, নিজের প্রকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট, সবল, বৈদ্যভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় রোগীকেই চিকিৎসা করিবেন ॥ ১২ ॥

স্বপ্নেষু নগ্নান্ মুণ্ডাংশ্চ রক্তকৃষ্ণাম্বরাবৃতান্।
ব্যঙ্গাংশ্চ বিকৃতান্ কৃষ্ণান্ সপাশান্ সায়ুধানপি।
বধ্নতো নিঘ্নতশ্চাপি দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতান্॥
মহিষোষ্ট্রখরারূঢ়ান্ স্ত্রীপুংসো যস্তু পশ্যতি।
স স্বস্থো লভতে ব্যাধিং রোগী যাত্যেব পঞ্চতাম্॥ ১৩। ১৪॥
অধো যো নিপতত্যুচ্চাজ্জলেঽগ্নৌ বা বিলীয়তে।
শ্বাপদৈর্হন্যতে যোঽপি মৎস্যাদ্যৈর্গিলিতো ভবেৎ॥
যস্য নেত্রে বিলীয়েতে দীপো নির্বাণতাং ব্রজেৎ।
তৈলং সুরাং পিবেদ্বাপি লৌহং বা লভতে তিলান্॥
পক্বান্নং লভতেঽশ্নাতি বিশেৎ কূড্যঞ্চ মাতরম্।
স স্বস্থো লভতে ব্যাধিং রোগী যাত্যেব পঞ্চতাম্॥ ১৫—১৭॥
দুঃস্বপ্নান্যেবমাদীনি দৃষ্ট্বা ব্রূয়ান্ন কস্যচিৎ।
স্নানং কুর্য্যাদুষস্যেব দদ্যাদ্ধেমতিলানি চ॥
পঠেৎ স্তোত্রাণি দেবানাং রাত্রৌ দেবালয়ে বসেৎ।
কৃত্বৈবং ত্রিদিনং মর্ত্ত্যো দুঃস্বপ্নাৎ পরিমুচ্যতে॥ ১৮। ১৯॥

স্বপ্নেতে যে ব্যক্তি উলঙ্গ, মুণ্ড (নেড়া), কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণবস্ত্রাবৃত, ব্যঙ্গযুক্ত, বিকৃতাঙ্গ, কৃষ্ণবর্ণ, রজ্জু ও অস্ত্রধারী, কোন জন্তু বাঁধিতেছে, কোন জন্তু বধ করিতেছে, দক্ষিণদিকে দাঁড়াইয়া আছে ও মহিষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভারূঢ় স্ত্রী পুরুষকে দর্শন করে সে ব্যক্তি সুস্থ থাকিলে পীড়িত হয় এবং রোগী হইলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ১৩॥ ১৪॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নেতে উচ্চস্থান (পর্ব্বতাদি) হইতে নিম্নে পতিত, জলে বা অগ্নিতে বিলীন, শ্বাপদ কর্ত্তৃক হত, মৎস্যাদি জলজন্তু কর্ত্তৃক গিলিত, চক্ষুর্দ্বয় বিলয়প্রাপ্ত, দীপনির্ব্বাণ, তৈল ও সুরা পান, লৌহ, তিল ও পক্বান্ন লাভ ও সেবন ও মাতৃগৃহে প্রবেশ এই সমস্ত দর্শন করে সে ব্যক্তি সুস্থ থাকিলে পীড়িত হয় এবং রোগী হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥ ১৫—১৭॥

পূর্ব্বোক্ত দুঃস্বপ্ন সমূহ কাহাকেও বলিবে না। পরন্তু উষাকালে স্নান করিয়া স্বর্ণাদিদান, দেবতাদিগের স্তোত্রপাঠ ও রাত্রিতে দেবালয়ে বাস করিবে॥ এইরূপ তিন দিবস করিলে মনুষ্যের দুঃস্বপ্ন সকল মোচন হয়॥ ১৮॥ ১৯॥

স্বপ্নেষু যঃ সুরান্ ভূপান্ জীবতঃ সুহৃদো দ্বিজান্।
গোসমিদ্ধাগ্নিতীর্থানি পশ্যেৎ সুখমবাপ্নুয়াৎ॥
তীর্ত্বা কলুষনীরাণি জিত্বা শত্রুগণানপি।
আরুহ্য সৌধগোশৈলকরিবাহান্ সুখী ভবেৎ॥
শুভ্রপুষ্পাণি বাসাংসি মাংসমৎস্যফলানি চ।
প্রাপ্যাতুরঃ সুখী ভূয়াৎ স্বস্থো ধনমবাপ্নুয়াৎ॥ ২০—২২॥
অগম্যাগমনং লেপো বিষ্ঠয়া রুদিতং মৃতিঃ।
আমমাংসাশনং স্বপ্নে ধনারোগ্যাপ্তয়ে বিদুঃ॥
জলৌকা ভ্রমরী সর্পো মক্ষিকা বাপি যং দশেৎ।
রোগী স ভূয়াদরোগঃ স্বস্থো ধনমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৩। ২৪॥
ইতি শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

স্বপ্নে যে ব্যক্তি দেবতা, রাজা, মৃত সুহৃদ্ ও মৃত ব্রাহ্মণকে জীবিত, গো, প্রদীপ্ত অগ্নি ও তীর্থস্থান সকল দর্শন করে তাহাতে তাহার সুখ বৃদ্ধি হয়।

স্বপ্নে, কলুষ জলযুক্ত নদী উত্তীর্ণ, শত্রুজয়, শৌধ, গো, শৈল (পর্ব্বত), করী (হস্তি) ও অশ্বারূঢ় হইলে সুখ বৃদ্ধি হয়।

যে ব্যক্তি স্বপ্নে, শুভ্রবর্ণ পুষ্প ও বস্ত্র এবং মাংস, মৎস্য ও ফল দর্শন করে সেইব্যক্তি পীড়িত হইলে সুস্থ হয়, এবং সুস্থ হইলে তাহার ধনলাভ হয়॥ ২০—২২॥

যে, অগম্যাগমন, বিষ্ঠাদ্বারা শরীর লেপন, রোদন, মৃত্যু ও অপক্ব মাংস ভোজন ইত্যাদি স্বপ্নে দর্শন করে তাহার ধন ও আরোগ্য লাভ হয়।

স্বপ্নে জলৌকা (জোঁক), ভ্রমর, সর্প ও মক্ষিকা কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে রোগীব্যক্তি রোগ মুক্ত ও সুস্থ ব্যক্তি ধনপ্রাপ্ত হয়॥ ২৩॥ ২৪॥

শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পচেন্নামং বহ্নিকৃচ্চ দীপনং তদ্যথা মিষিঃ।
পচত্যামং ন বহ্নিঞ্চ কুর্য্যাদ্যত্তদ্ধি পাচনম্।
নাগকেশরবদ্বিদ্যাচ্চিত্রং দীপনপাচনং॥ ১॥

যাহাদ্বারা আমের পরিপাক না হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয় তাহাকে দীপন কহে। যথা,—মিষ (মৌরী) অগ্ন্যুদ্দীপক, পরন্তু আমের পরিপাক করে না।

ন শোধয়তি ন দ্বেষ্টি সমান্দোষাংস্তথোদ্ধতান্ ।
সমীকরোতি বিষমান্ শমনং তদ্যথামৃতা ॥ ২॥
কৃত্বা পাকং মলানাং যদ্ভিত্ত্বা বন্ধমধো নয়েৎ ।
তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী ॥ ৩ ॥
পক্তব্যং যদপক্বৈব শ্লিষ্টং কোষ্ঠে মলাদিকম্ ।
নয়ত্যধঃ স্রংসনন্তদ্যথা স্যাৎ কৃতমালকম্ ॥ ৪ ॥
মলাদিকমবদ্ধং যৎ বদ্ধং বা পিণ্ডিতং মলৈঃ ।
ভিত্ত্বাধঃ পাতয়তি তদ্ভেদনং কটুকী যথা ॥ ৫ ॥
বিপক্কং যদপক্কং বা মলাদিদ্রবতাং নয়েৎ ।
রেচয়ত্যপি তজ্জ্ঞেয়ং রেচনং ত্রিবৃতা যথা ॥ ৬ ॥
অপক্কপিত্তশ্লেষ্মাণং বলাদূর্দ্ধং নয়েত্তু যৎ ।
বমনং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং মদনস্য ফলং যথা ॥ ৭ ॥

যদ্দ্বারা আমের পরিপাক হয় অথচ অগ্নি প্রদীপ্ত হয় না তাহাকে পাচন বলা যায়। যথা,—নাগকেশর। চিতার দীপকত্ব ও পাচকত্ব উভয় গুণই আছে ॥ ১ ॥

উদ্ধত দোষকে বিকৃত করে না এবং সমান দোষকেও শোধন করে না অথচ বিষম দোষকে সমান করে এরূপ বস্তু বা উপায়কে শমন বলা যায়।—যথা,—গুলঞ্চ উক্ত গুণবিশিষ্ট ॥ ২ ॥

মলের পরিপাক ও বন্ধন ভিন্ন করিয়া যদ্দ্বারা অধোদেশে নীত হয়, তাহাকে অনুলোমন কহা যায়। যথা,—হরীতকী উক্ত গুণবিশিষ্ট ॥ ৩ ॥

কোষ্ঠস্থিত পক্তব্য ও শ্লিষ্ট (বহির্গমনোন্মুখ) মলাদি যদ্দ্বারা অপক্কাবস্থায় অধোদেশে আনীত হয় তাহাকে স্রংসন বলা যায়। যথা,—কৃতমালক (ডহরকরঞ্জ) উক্ত গুণযুক্ত বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪ ॥

যদ্দ্বারা বদ্ধ বা অবদ্ধ এবং দোষ দ্বারা পিণ্ডিত মল ভিন্ন করিয়া অধোদেশে আনীত হয় তাহাকে ভেদন বলা যায়। যথা,—কটুকী ভেদন গুণযুক্ত ॥ ৫ ॥

যাহা বিপক্ক বা অপক্ক মলসমূহকে দ্রব (পাতলা) করিয়া বিরেচন করায় তাহাকে রেচন বলা যায়। যথা,—ত্রিবৃৎ (তেউড়ী) রেচক গুণযুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৬ ॥

যাহা অপক্ক পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে বলপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে আনয়ন করে তাহাকে বমন, বলা যায়। যথা,—মদনফল উক্ত গুণযুক্ত ॥ ৭ ॥

স্থানাদ্বহির্নয়েদূর্দ্ধমধো বা মলসঞ্চয়ম্।
দেহে সংশোধনং তৎ স্যাদ্দেবদালীফলং যথা॥ ৮॥
শ্লিষ্টান্ কফাদিকান্দোষানুন্মূলয়তি যদ্বলাৎ।
ছেদনং তদ্যথা ক্ষারমরিচানি শিলাজতু॥ ৯॥
ধাতূন্মলান্বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ।
লেখনং তদ্যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ॥ ১০॥
দীপনং পাচনং যৎ স্যাদুষ্ণত্বাদ্ দ্রবশোষকম্।
গ্রাহি তচ্চ যথা শুণ্ঠী জীরকং গজপিপ্পলী॥ ১১॥
রৌক্ষ্যাচ্ছৈত্যাৎ কষায়ত্বাল্লঘুপাকাচ্চ যদ্ভবেৎ।
বাতকৃৎ স্তম্ভনং তৎ স্যাদ্যথা বৎসকটুণ্টুকৌ॥ ১২॥
রসায়নঞ্চ তজ্জ্ঞেয়ং যজ্জরাব্যাধিনাশনম্।
যথামৃতা রুদন্তী চ গুগ্গুলুশ্চ হরীতকী॥ ১৩॥
যস্মাদ্ দ্রব্যাদ্ভবেৎ স্ত্রীষু হর্ষো বাজীকরঞ্চ তৎ।
যথা নাগবলাদ্যাঃ স্যুর্বীজঞ্চ কপিকচ্ছুজম্॥ ১৪॥

যদ্দ্বারা সঞ্চিত মলসমূহ স্বস্থান হইতে বাহিরে, ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে নীত হয় তাহাকে সংশোধন বলা যায়। যথা,—দেবদালী ফল॥ ৮॥

শ্লিষ্ট কফাদিদোষসমূহ (বায়ু পিত্ত ও কফ) যদ্দ্বারা বল পূর্ব্বক উন্মূলিত হয় তাহাকে ছেদন বলিয়া জানিবে। যথা,—ক্ষার, মরিচ, শিলাজতু ইত্যাদি॥৯॥

যদ্দ্বারা দেহের ধাতু ও মলসমূহ বিশুষ্ক হইয়া উল্লেক হয় তাহাকে লেখন বলা যায়। যথা,—মধু, উষ্ণাম্বু, বচ ও যব॥ ১০॥

দীপন ও পাচন, যাহা উষ্ণজন্য দ্রব বস্তুকে শোষণ করে তাহাকে গ্রাহি (সংকোচক) বলা যায়। যথা,—শুঁঠ, জীরা ও গজপিপুল॥ ১১॥

যাহা রুক্ষ, শৈত্য, কষায় ও লঘুপাক বশতঃ বায়ু জনক তাহাকেই স্তম্ভন বলা যায়। যথা,—বৎসক ও টুণ্টক॥ ১২॥

যাহাদ্বারা জরাব্যাধি বিনষ্ট হয় তাহাকে রসায়ন বলিয়া জানিবে। যথা,—গুলঞ্চ, রুদন্তী, গুগ্গুলু ও হরীতকী॥ ১৩॥

যে সকল দ্রব্যদ্বারা স্ত্রীতে আসক্তি জন্মায় তাহাকে বাজীকরণ বলা যায়। যথা,—নাগবলা প্রভৃতি এবং আলকুশীবীজ॥ ১৪

যস্মাচ্ছুক্রস্য বৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছুক্রলঞ্চ তদুচ্যতে।
যথাশ্বগন্ধা মুশলী শর্করা চ শতাবরী ॥ ১৫ ॥
দুগ্ধমাষাশ্চ ভল্লাতফলমজ্জামলানি চ।
প্রবর্ত্তকানি কথ্যন্তে জনকানি চ রেতসঃ ॥
প্রবর্ত্তনং স্ত্রী শুক্রস্য রেচনং বৃহতীফলম্।
জাতীফলং স্তম্ভনঞ্চ শোষ্ণী চ হরীতকী ॥
দেহস্য সূক্ষ্মছিদ্রেষু বিশেদযৎ সূক্ষ্মমুচ্যতে।
তদ্যথা সৈন্ধবং ক্ষৌদ্রং নিম্বতৈলং রুবূদ্ভবম্ ॥ ১৬—১৮ ॥
পূর্ব্বং ব্যাপ্যাখিলং কায়ং ততঃ পাকঞ্চ গচ্ছতি।
ব্যবায়ি তদ্যথা ভঙ্গা ফেনঞ্চাহিসমুদ্ভবম্ ॥ ১৯ ॥
সন্ধিবন্ধাংস্তু শিথিলান্ যৎ করোতি বিকাশি তৎ।
বিশ্লেষ্যৌজশ্চ ধাতুভ্যো যথা ক্রমুককোদ্রবৌ ॥
বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্ দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে।
তমোগুণপ্রধানঞ্চ যথা মদ্যং সুরাদিকম্ ॥ ২০ । ২১ ॥

যে বস্তু দ্বারা শুক্র বৃদ্ধি হয় তাহাকে শুক্রল বলা যায়। যথা,—অশ্বগন্ধা, তালমূলী, চিনি ও শতাবরী ॥ ১৫ ॥

দুগ্ধ, মাষকলাই, ভেলার আঠা ও আমলকী, ইহারা কামোদ্দীপক ও শুক্র-বর্দ্ধক ॥

স্ত্রী, শুক্রের প্রবর্ত্তক, বৃহতীফল শুক্রের রেচক, জাতিফল শুক্রের স্তম্ভক, এবং হরীতকী শুক্রের শোষক।

যাহারা শরীরের সূক্ষ্ম ছিদ্রসমূহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে সূক্ষ্ম বলা যায়। যথা,—সৈন্ধব, মধু, নিম্বতৈল ও এরণ্ড তৈল ॥ ১৬—১৮ ॥

যাহা প্রথমতঃ সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া, পরে ক্রিয়া (যাহার যে শক্তি) প্রকাশ করে তাহাকে ব্যবায়ি (তেজস্কর) বলা যায়। যথা,—ভাঙ্গ (সিদ্ধি) ও অহিফেন ॥ ১৯ ॥

যাহা ধাতুসমূহের মধ্যে ওজঃ ধাতুকে বিশ্লিষ্ট (বিচ্ছিন্ন) করিয়া সন্ধিবন্ধন সকল শিথিল করে তাহাকে বিকাশি বলা যায়। যথা,—ক্রমুক ও কোদ্রব।
যে সকল দ্রব্য বুদ্ধিলোপ করে তাহাকে মাদক বলা যায়। মাদক দ্রব্য তমগুণ প্রধান। যথা,—মদ্য ও সুরা প্রভৃতি ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

ব্যবায়ি চ বিকাশি স্যাৎ সূক্ষ্মং ছেদি মদাবহম্।
আগ্নেয়ং জীবিতহরং যোগবাহি স্মৃতং বিষম্॥ ২২॥
নিজবীর্য্যেণ যদ্ দ্রব্যং স্রোতোভ্যো দোষসঞ্চয়ম্।
নিরস্যতি প্রমাথি স্যাত্তদ্যথা মরিচং বচা॥
পৈচ্ছিল্যাদ্গৌরবাদ্ দ্রব্যং রুদ্ধ্বা রসবহাঃ শিরাঃ।
ধত্তে যদ্গৌরবং তৎ স্যাদভিষ্যন্দি যথা দধি॥ ২৩। ২৪॥

ইতি শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

বিষ, ব্যবায়ি, বিকাশি, সূক্ষ্ম, ছেদি, মাদক, অগ্ন্যুদ্দীপক, প্রাণনাশক ও যোগবাহি বলিয়া জানিবে॥ ২২॥

যে সকল দ্রব্য স্বীয় বীর্য্যবলে স্রোতঃসমূহে দোষ সকল স্রাব করে, তাহাকে প্রমাথি কহা যায়। যথা,—মরিচ ও বচ।

যে সকল দ্রব্য পিচ্ছিলত্ব ও গুরুত্ব জন্য রসবাহি শিরা সকল রুদ্ধ করিয়া শরীরের গুরুত্ব জন্মায় তাহাকে অভিষ্যন্দি বলিয়া জানিবে। যথা,—দধি॥ ২৩॥ ২৪॥

শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

কলাঃ সপ্তাশয়াঃ সপ্ত ধাতবঃ সপ্ত তন্মলাঃ।
সপ্তোপধাতবঃ সপ্ত ত্বচঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ত্রয়ো দোষা নবশতং স্নায়ূনাং সন্ধয়স্তথা।
দশাধিকঞ্চ দ্বিশতমস্থ্নাঞ্চ ত্রিশতং মতম্॥
সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং শিরা সপ্তশতন্তথা।
চতুর্বিংশতিরাখ্যাতা ধমন্যো রসবাহিকাঃ॥
মাংসপেশ্যঃ সমাখ্যাতা নৃণাং পঞ্চশতং বুধৈঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ বিংশত্যধিকাঃ কণ্ডরাশ্চৈব ষোড়শ॥

কলা ৭টী, আশয় ৭টী, ধাতু ৭টী, তন্মল ৭টী, উপধাতু ৭টী, চর্ম্ম ৭টী, দোষ ৩, স্নায়ু ৯০০, সন্ধি ২১০, অস্থি ৩০০, মর্ম্ম ১০৭, শিরা ৭০০, রসবাহিকা ধমনী ২৪, মাংস পেশী ৫০০, স্ত্রীদিগের ২০টী মাংসপেশী অধিক। কণ্ডরা ১৬,

নৃদেহে দশরন্ধ্রাণি নারীদেহে ত্রয়োদশ।
এতৎ সমাসতঃ প্রোক্তং বিস্তরেণাধুনোচ্যতে॥ ১—৫॥

অথ সপ্ত কলাঃ—

মাংসাসৃগ্‌মেদসাং তিস্রো যকৃৎপ্লীহোশ্চতুর্থিকা।
পঞ্চমী চ তথান্নানাং ষষ্ঠী চাগ্নিধরা মতা।
রেতোধরা সপ্তমী স্যাদিত্তিসপ্ত কলাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬॥

অথ সপ্তাশয়াঃ—

শ্লেষ্মাশয়ঃ স্যাদুরসি তস্মাদামাশয়স্ত্বধঃ।
ঊর্দ্ধমগ্ন্যাশয়ো নাভের্বামভাগে ব্যবস্থিতঃ॥
তস্যোপরি তিলং জ্ঞেয়ং তদধঃ পবনাশয়ঃ।
মলাশয়স্ত্বধস্তস্য বস্তিমূত্রাশয়ঃ স্মৃতঃ॥
জীবরক্তাশয়মুরো জ্ঞেয়াঃ সপ্তাশয়াস্ত্বমী।
পুরুষেভ্যোঽধিকাশ্চান্যে নারীণামাশয়াস্ত্রয়ঃ।
ধরাগর্ভাশয়ঃ প্রোক্তঃ স্তনৌ স্তন্যাশয়ৌ মতৌ॥ ৭—৯॥

অথ ধাতবঃ—

রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ।
জায়ন্তেঽন্যোঽন্যতঃ সর্ব্বে পাচিতাঃ পিত্ততেজসা॥ ১০॥

নরদেহে ১০ ও নারীদেহে ১৩টী রন্ধ্র আছে। এই সকল সংক্ষেপে বলা হইল সম্প্রতিক বিস্তৃতরূপে বলা যাইতেছে॥ ১—৫॥

মাংস, রক্ত ও মেদধরা ত্রয়, যকৃৎ ও প্লীহধরা চতুর্থ, অন্ন ধরা পঞ্চম, বহ্নি ধরা ষষ্ঠ ও রেত ধরা সপ্তম। ইহারা কলা নামে বিখ্যাত॥ ৬॥

জীবগণের বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মাশয়, ত[illegible]ম্নে আমাশয়, নাভির ঊর্দ্ধে ও বামপার্শ্বে অগ্ন্যাশয়, তাহার উপরিভাগে তিল(পিপাসাস্থান) ও নিম্নে বাতাশয়, তন্নিম্নে মলাশয়, মলাশয়ের নিম্নে বস্তি বা মূত্রাশয় এবং বক্ষঃস্থলে রক্তাশয়, এই সাতটীকে আশয় বলা যায়। স্ত্রীদি[illegible]ের তিনটী আশয় অধিক। যথা,—গর্ভাশয়, স্তনদ্বয় বা স্তন্যাশয়॥ ৭—৯॥

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু। ইহারা ক্রমে পিত্ততেজোদ্বারা পাচিত হইয়া রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস ইত্যাদি ক্রমে উৎপন্ন হয়॥ ১০॥

অথ সপ্ত তন্মলাঃ—

জিহ্বানেত্রকপোলানাং জলং পিত্তঞ্চ রঞ্জকম্।
কর্ণবিড়্রসনাদন্তকক্ষামেঢ্রাদিজং মলম্॥
নখা নেত্রমলং বক্ত্রে স্নিগ্ধত্বং পিড়্কাস্তথা।
জায়ন্তে সপ্তধাতূনাং মলান্যেতান্যনুক্রমাৎ॥ ১১।১২॥

অথ সপ্তোপধাতবঃ—

স্তন্যং রজশ্চ নারীণাং কালে ভবতি গচ্ছতি।
শুদ্ধমাংসভবঃ স্নেহো সা বসা পরিকীর্ত্তিতা।
স্বেদো দন্তাস্তথা কেশাস্তথৈবৌজশ্চ সপ্তমম্॥
ওজঃ সর্ব্বশরীরস্থং শীতং স্নিগ্ধং স্থিরং মতম্।
সোমাত্মকং শরীরস্য বলপুষ্টিকরঞ্চ তৎ।
ইতি ধাতুভবা জ্ঞেয়া এতে সপ্তোপধাতবঃ॥ ১৩।১৪॥

অথ সপ্ত ত্বচঃ—

জ্ঞেয়াবভাসিনী পূর্ব্বং সিধ্মস্থানঞ্চ সা মতা।
দ্বিতীয়া লোহিতা জ্ঞেয়া তিলকালকজন্মভূঃ॥
শ্বেতা তৃতীয়া সংখ্যাতা স্থানং চর্ম্মদলস্য চ।
তাম্রা চতুর্থী বিজ্ঞেয়া কিলাসশ্বিত্রভূমিকা॥

জিহ্বা, চক্ষু ও কপোলের জল, রঞ্জকপিত্ত, কর্ণ, জিহ্বা, দন্ত, কক্ষ (কাঁক বা বাহুমূলী) ও মেঢ্রের (শিশ্নের) মল, নখ, চক্ষুর মল, বক্ত্রের (মুখের) স্নিগ্ধত্ব ও পিড়্কা, এই সাতটিকে ধাতুর মল বলা যায়॥ ১১॥ ১২॥

স্ত্রীদিগের স্তন্য (স্তনদুগ্ধ) ও রজঃ কালক্রমে আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়। শুদ্ধ মাংস হইতে যে স্নেহ পদার্থ জন্মে, তাহাকে বসা বলা যায়।

স্তনদুগ্ধ, রজঃ, বসা, ঘর্ম্ম, দন্ত, কেশ ও ওজঃ, ইহারা ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে উপধাতু বলা যায়। ওজঃ সর্ব্বশরীর ব্যাপক, শীতল, স্নিগ্ধ, স্থির, সোমাত্মক এবং শরীরের বল ও পুষ্টিকারক॥ ১৩॥ ১৪॥

ত্বক্ সাত প্রকার; যথা,—প্রথমা—অবভাসিনী, ইহাতে সিধ্ম নামক চর্ম্মরোগ, দ্বিতীয়া—লোহিতা, ইহাতে তিলকালক (চর্ম্মরোগবিশেষ), তৃতীয়া—শ্বেতা, ইহাতে চর্ম্মদল রোগ, চতুর্থী—তাম্রা, ইহাতে কিলাস ও শ্বিত্ররোগ, পঞ্চমী—

পঞ্চমী বেদিনী খ্যাতা সর্ব্বকুষ্ঠোদ্ভবস্ততঃ।
বিখ্যাতা লোহিতা ষষ্ঠী গ্রন্থীগণ্ডাপচীস্থিতিঃ॥
স্থূলাত্বক্ সপ্তমী খ্যাতা বিদ্রধ্যাদেঃ স্থিতিশ্চ সা।
ইতি সপ্ত ত্বচঃ প্রোক্তাঃ স্থূলা ব্রীহিদ্বিমাত্রয়া॥ ১৫—১৮॥

অথ ত্রয়ো দোষাঃ—

বায়ুঃ পিত্তং কফো দোষা ধাতবশ্চ মলা মতাঃ।
তত্রাপি পঞ্চধা খ্যাতাঃ প্রত্যেকং দেহধারণাৎ॥
পবনস্তেষু বলবান্ বিভাগকরণান্মতঃ।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতো রুক্ষো লঘুশ্চলঃ॥
শরীরদূষণাদ্দোষা ধাতবো দেহধারণাৎ।
বাতপিত্তকফা জ্ঞেয়া মলিনীকরণান্মলাঃ॥
পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র গচ্ছন্তি মেঘবৎ॥ ১৯—২২॥

অথ পঞ্চ বায়বঃ—

মলাশয়ে চরন্ কোষ্ঠবহ্নিস্থানে তথা হৃদি।
কণ্ঠে সর্ব্বাঙ্গদেশেষু বায়ুঃ পঞ্চপ্রকারতঃ॥

বেদিনী, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ; ষষ্ঠী—লোহিতা, ইহাতে গ্রন্থী, গণ্ড ও অপচীরোগ এবং সপ্তমী—স্থূলাত্মক, ইহাতে বিদ্রধি প্রভৃতি রোগোৎপন্ন হয়। উক্ত সাত প্রকার ত্বক্ই দুই যব প্রমাণ পুরু হইয়া থাকে॥ ১৫—১৮॥

বায়ু, পিত্ত ও কফ, ইহাদিগকেই দোষ, ধাতু বা মল বলা যায়। দেহ ধারণ জন্য ইহারা প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে বায়ু বিভাগকারী বলিয়া বলবান্ এবং রজোগুণময়, সূক্ষ্ম, শীতল, রুক্ষ, লঘু ও চঞ্চল।

বায়ু, পিত্ত ও কফ, ইহারা শরীরকে দূষিত করে বলিয়া দোষ, দেহ ধারণ করে বলিয়া ধাতু এবং শরীরকে মলিন করে বলিয়া মল বলা যায়। পিত্ত, কফ, মল ও ধাতু, ইহারা প্রত্যেকেই পঙ্গু, বায়ুকর্ত্তৃক যেখানে চালিত হয়, মেঘের ন্যায় তথায়ই গমন করে॥ ১৯—২২॥

মলাশয়ে, কোষ্ঠবহ্নিস্থানে, হৃদয়ে, কণ্ঠে ও সর্ব্বাঙ্গে পাঁচ প্রকার বায়ু

অপানঃ স্যাৎ সমানশ্চ প্রাণোদানৌ তথৈব চ।
ব্যানশ্চেতি সমীরস্য নামান্যুক্তান্যনুক্রমাৎ ॥
হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥ ২৩—২৫ ॥

অথ পঞ্চ পিত্তানি—

পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরম্।
কটুতিক্তরসং জ্ঞেয়ং বিদগ্ধং চাম্লতাং ব্রজেৎ ॥
অগ্ন্যাশয়ে ভবেৎ পিত্তমগ্নিরূপং তিলোন্মিতম্।
ত্বচি কান্তিকরং জ্ঞেয়ং লেপাভ্যঙ্গাদিপাচকম্।
দৃশ্যং যকৃতি যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ ॥
যৎ পিত্তং নেত্রযুগলে রূপদর্শনকারি তৎ।
যৎ পিত্তং হৃদয়ে তিষ্ঠেন্মেধাপ্রজ্ঞাকরঞ্চ তৎ ॥
পাচকং ভ্রাজকঞ্চৈব রঞ্জকালোচকে তথা।
সাধকঞ্চেতি পঞ্চৈব পিত্তনামান্যনুক্রমাৎ ॥ ২৬—২৯ ॥

অথ পঞ্চ কফাঃ—

কফঃ স্নিগ্ধো গুরুঃ শ্বেতঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা।
তমোগুণাধিকঃ স্বাদু র্বিদগ্ধো লবণো ভবেৎ ॥

বিচরণ করে। ইহাদের নাম যথা,—অপান, সমান, প্রাণ, উদান ও ব্যান। মলাশয়ে অপান, কোষ্ঠবহ্নিস্থানে সমান, হৃদয়ে প্রাণ, কণ্ঠে উদান ও সর্ব্বাঙ্গে ব্যান বায়ুর অবস্থান ॥ ২৩—২৫ ॥

পিত্ত, উষ্ণ, দ্রব, পীত ও নীলবর্ণ, সত্ত্বগুণশ্রেষ্ঠ, কটু ও তিক্তরস বিশিষ্ট, পরন্তু পিত্ত বিদগ্ধ হইলে অম্লরসযুক্ত হয়। অগ্ন্যাশয়ে যে পিত্ত জন্মে, তাহা অগ্নিরূপ তিলোন্মিত। চর্ম্মে যে পিত্ত জন্মে, তাহা কান্তিকর এবং লেপ ও অভ্যঙ্গের পাচক। যকৃতে যে পিত্ত জন্মে, তাহা রসকে শোণিতরূপে পরিণত করে। নেত্রযুগলে যে পিত্ত জন্মে, তাহা রূপদর্শন কারক। হৃদয়ে যে পিত্ত জন্মে, তাহা মেধা ও প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) জনক।

পাচক, ভ্রাজক, রঞ্জক, আলোচক ও সাধক এই পাঁচ প্রকার পিত্ত। ইহারা ক্রমে অর্থাৎ অগ্ন্যাশয়ে পাচক, চর্ম্মে ভ্রাজক, যকৃতে রঞ্জক, নেত্রদ্বয়ে আলোচক এবং হৃদয়ে সাধক পিত্ত অবস্থান করে ॥ ২৬—২৯

কফশ্চামাশয়ে মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে হৃদি চ সন্ধিষু।
তিষ্ঠন্ করোতি দেহেষু স্থৈর্য্যং সর্ব্বাঙ্গপাটবম্॥
ক্লেদনঃ স্নেহনশ্চৈব রসনশ্চাবলম্বনঃ।
শ্লেষকশ্চেতি নামানি কফস্যোক্তান্যনুক্রমাৎ॥ ৩০—৩২॥
স্নায়বো বন্ধনং প্রোক্তাং দেহে মাংসাস্থিমেদসাম্।
আধারশ্চ তথা সারঃ কায়েঽস্থীনি বুধা বিদুঃ॥
মর্ম্মাণি জীবাধারাণি প্রায়েণ মুনয়ো জগুঃ।
সন্ধিবন্ধনকারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ শিরাঃ॥ ৩৩। ৩৪॥
ধমন্যো রসবাহিন্যো ধমন্তি পবনং তনৌ।
মাংসপেশ্যো বলায় স্যুরবষ্টম্ভায় দেহিনাম্।
প্রসারণাকুঞ্চনয়োরঙ্গানাং কণ্ডরা মতাঃ॥
নাসানয়নকর্ণানাং দ্বে দ্বে রন্ধ্রে প্রকীর্ত্তিতে।
মেহনাপানবক্ত্রাণামেকৈকং রন্ধ্রমুচ্যতে।
দশমং মস্তকে প্রোক্তং রন্ধ্রাণীতি নৃণাং বিদুঃ॥

কফ স্নিগ্ধ, গুরু, শ্বেত, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণশ্রেষ্ঠ ও স্বাদু; পরন্তু কফ বিদগ্ধ হইলে লবণরস যুক্ত হয়। কফ আমাশয়ে, মস্তকে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, সন্ধিস্থলে থাকিয়া দেহের স্থৈর্য্য ও সর্ব্বশরীরের পটুতা সম্পাদন করে।

শ্লেষ্মা পাঁচ প্রকার; যথা,—ক্লেদন, স্নেহন, রসন, অবলম্বন ও শ্লেষক। আমাশয়ে ক্লেদন, মস্তকে স্নেহন, কণ্ঠে রসন, হৃদয়ে অবলম্বন ও সন্ধিস্থলে শ্লেষক অবস্থান করে॥ ৩০—৩২॥

পণ্ডিতগণ বলেন, স্নায়ুই শরীরের মাংস অস্থি ও মেদঃ সকলের বন্ধনস্বরূপ এবং অস্থিই শরীরের আধার ও সার এবং প্রায় মর্ম্ম সকলই জীবনাধার। সন্ধিবন্ধনকারী শিরাসমূহ, দোষ ও ধাতু সকলকে বহন করিয়া থাকে॥ ৩৩॥ ৩৪॥

রসবাহিনী ধমনী সকল শরীরে বায়ু সঞ্চালন করে। মাংস পেশীই মনুষ্যের বল ও সোজা হইয়া দাঁড়াইবার কারণস্বরূপ এবং কণ্ডরাদ্বারাই হস্ত-পাদাদির প্রসারণ ও আকুঞ্চন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণের দুই দুইটী করিয়া রন্ধ্র; মেহন (শিশ্ন), অপান (মলদ্বার) ও বক্ত্রের এক একটী রন্ধ্র, এবং মস্তকে দশটী ও স্ত্রীলোকের অধিক তিনটী

স্ত্রীণাং ত্রীণ্যধিকানি স্যুঃ স্তনয়ো র্গর্ভবর্ত্মনঃ।
সূক্ষ্মছিদ্রাণি চান্যানি মতানি ত্বচি জন্মিনাম্॥ ৩৫—৩৭॥
তদ্বামে ফুস্ফুসপ্লীহৌ দক্ষিণাঙ্গে যকৃন্মতম্।
উদানবায়োরাধারঃ ফুস্ফুসঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
রক্তবাহিশিরামূলং প্লীহাখ্যাতো মহর্ষিভিঃ।
যকৃদ্রঞ্জকপিত্তস্য স্থানং রক্তস্য সংশ্রয়ঃ॥ ৩৮। ৩৯॥
জলবাহিশিরামূলং তৃষ্ণাচ্ছাদনকং তিলম্।
বুক্কৌ পুষ্টিকরৌ প্রোক্তৌ জঠরস্থস্য মেদসঃ॥
বীর্য্যবাহিশিরাধারৌ বৃষণৌ পৌরুষাবহৌ।
গর্ভাধানকরং লিঙ্গময়নং বীর্য্যমূত্রয়োঃ॥
হৃদয়ং চেতনাস্থানমোজসশ্চাশ্রয়ং মতম্।
শিরাধমন্যো নাভিস্থাঃ সর্ব্বাং ব্যাপ্য স্থিতাস্তনুম্।
পুষ্ণন্তি চানিশং বায়োঃ সংযোগাৎ সর্ব্বধাতুভিঃ॥
নাভিস্থঃ প্রাণপবনঃ স্পৃষ্ট্বা হৃৎকমলান্তরম্।
কণ্ঠাদ্বহির্বিনির্যাতি পাতুং বিষ্ণুপদামৃতম্॥

রন্ধ্র আছে। যথা,—স্তনদ্বয়ে দুই ও গর্ভবর্ত্ম এক, এই তিন। ইহা ব্যতীত চর্ম্মের উপরে আরও অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রন্ধ্র আছে॥ ৩৫—৩৭॥

প্রাণিমাত্রেরই বামভাগে ফুস্ফুস্ ও প্লীহা এবং দক্ষিণপার্শ্বে যকৃতের অবস্থান। পণ্ডিতগণ বলেন, ফুস্ফুস্ উদান বায়ুর আধার এবং রক্তবাহি শিরামূলদেশকে প্লীহা এবং যকৃৎ রঞ্জকপিত্তের আধার ও রক্তের আশ্রয় বলিয়া থাকেন॥৩৮॥৩৯॥

তিল জলবাহিশিরারমূল ও তৃষ্ণার আচ্ছাদক এবং বুক্কদ্বয় জঠরস্থ মেদের পুষ্টিকর বলিয়া কথিত হয়।

পুরুষত্ববহনকারী বৃষণ (অণ্ডকোষ), বীর্য্যবাহি শিরার আধার। লিঙ্গ গর্ভাধান-কর এবং বীর্য্য ও মূত্রের দ্বার। হৃদয় চেতনাস্থান ও ওজোধাতুর আশ্রয়। নাভিস্থ শিরা ও ধমনী সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হইয়া বায়ুর সংযোগে ধাতু সকলের সহিত শরীরের পুষ্টি সাধন করে। নাভিস্থ প্রাণবায়ু হৃদয়পথের অভ্যন্তর স্পর্শ করিয়া বিষ্ণু পদামৃত পান করিবার জন্য বহির্গত হয় এবং অম্বর পীযূষ পানান্তে

পীত্বা চাম্বরপীযূষং পুনরায়াতি বেগতঃ।
প্রীণয়ন্ দেহমখিলং জীবয়ন্ জঠরানলম্ ॥ ৪০—৪৪॥
শরীরপ্রাণয়োরেবং সংযোগাদায়ুরুচ্যতে।
কালেন তদ্বিয়োগাচ্চ পঞ্চত্বং কথ্যতে বুধৈঃ ॥
ন জন্তুঃ কশ্চিদমরঃ পৃথিব্যাং জায়তে ক্বচিৎ।
অতো মৃত্যুরবার্য্যঃ স্যাৎ কিন্তু রোগান্ নিবারয়েৎ ॥ ৪৫।৪৬ ॥
যাপ্যত্বং যাতি সাধ্যশ্চ যাপ্যো গচ্ছত্যসাধ্যতাম্।
জীবিতং হন্ত্যসাধ্যস্তু নরস্যাপ্রতিকারিণঃ ॥ ৪৭ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ।
অতো রুগ্‌ভ্যস্তনুং রক্ষেন্নরঃ কর্ম্মবিপাকবিৎ ॥ ৪৮ ॥
ধাতবস্তন্মলা দোষা নাশয়ন্ত্যসমাস্তনুম্।
সমাঃ সুখায় বিজ্ঞেয়াঃ বলায়োপচয়ায় চ ॥ ৪৯ ॥

ইতি কলাদিকথনম্।

অখিল দেহের প্রফুল্লতা সম্পাদন ও জঠরানলকে জীবিত করিয়া পুনর্ব্বার বেগের সহিত শরীরে প্রবেশ করে ॥ ৪০—৪৪ ॥

শরীরের ও প্রাণবায়ুর ঐরূপ (পূর্ব্বোক্তরূপ) মিলনকেই আয়ুঃ বলা যায়। কালক্রমে উহার বিয়োগ ঘটিলে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই পঞ্চত্ব (মৃত্যু) বলিয়া থাকেন। পৃথিবীতে কেহই অমর নয়, সুতরাং মৃত্যু অবধার্য্য হইলেও রোগ হইলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা অবশ্য করিবে ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

অপ্রতিকারী (যে ব্যক্তি উপস্থিত রোগের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করে না) ব্যক্তির সাধ্যরোগ যাপ্য, যাপ্যরোগ অসাধ্য ও অসাধ্যরোগ মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

শরীরদ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধিত হয়, অতএব কার্য্য পরিনামা-দর্শী ব্যক্তি রোগ হইতে শরীরকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন ॥ ৪৮ ॥

ধাতু, তন্মল ও দোষ, ইহারা অসম হইলে শরীর বিনাশক এবং উক্ত ধাতু, তন্মল ও দোষ সম হইলে শরীরের সুখকর ও বলবর্দ্ধক হয় ॥ ৪৯ ॥

কলাদিকথন সমাপ্ত।

ঢমঃ—

জগদ্যোনেরনিচ্ছস্য চিদানন্দৈকরূপিণঃ।
পুংসোঽস্তি প্রকৃতির্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ॥
অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ।
অকরোদ্বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতি ॥ ৫০ । ৫১ ॥
প্রকৃতির্বিশ্বজননী পূর্ব্বং বুদ্ধিমজীজনৎ।
ইচ্ছাময়ীং মহদ্রূপামহঙ্কারস্ততোঽভবৎ।
ত্রিবিধঃ সোঽপি সঞ্জাতো রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ॥
তস্মাৎ সত্ত্বরজোযুক্তাদিন্দ্রিয়াণি দশাভবৎ।
মনশ্চ জাতং তান্যাহুঃ শ্রোত্রং ত্বক্ নয়নং তথা॥
জিহ্বাঘ্রাণবচোহস্তপাদোপস্থগুদানি চ।
পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ প্রাক্তনানীতরাণি চ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব কথ্যন্তে সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ॥
তমঃসত্ত্বগুণোৎকৃষ্টাদহঙ্কারাদথাভবৎ।
তন্মাত্রপঞ্চকং তস্য নামান্যুক্তানি সূরিভিঃ॥
শব্দতন্মাত্রকং স্পর্শতন্মাত্রং রূপমাত্রকম্।
রসতন্মাত্রকং গন্ধতন্মাত্রঞ্চেতি [illegible]ঃ ॥ ৫২—৫৬ ॥

জগদ্যোনি, ইচ্ছাশূন্য, চিদানন্দ ও একরূপী পুরুষের ভাস্করের প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় প্রকৃতি নিত্যা। ঐ প্রকৃতি চেতনারহিত হইলেও পরমাত্মার যোগবশত চৈতন্যযুক্ত' এবং তিনিই এই অনিত্য নাটকাকৃতি অখিল পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

বিশ্বজননী প্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ ইচ্ছাময়ী মহদ্রূপা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, এবং উক্ত বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে রাজসিক, সাত্ত্বিক ও তামসিক, এই তিন প্রকার অহঙ্কার জন্মে এবং সত্ত্ব ও রজ গুণযুক্ত উক্ত অহঙ্কার হইতে দশেন্দ্রিয় এবং মন উৎপন্ন হয়। দশেন্দ্রিয় যথা,—শ্রোত্র, ত্বক্, নয়ন, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, হস্ত, পাদ, উপস্থ ও গুদ। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং শেষের পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। সত্ত্ব ও তমোগুণভূয়িষ্ঠ অহঙ্কার হইতে পাঁচটী তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদিগের নাম নিম্নে বলা যাইতেছে। যথা,—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র ॥ ৫২—৫৬

তন্মাত্রপঞ্চকাৎ তস্মাৎ সঞ্জাতং ভূতপঞ্চকম্।
ব্যোমানিলানলজলক্ষৌণীরূপঞ্চ তন্মতম্॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসগন্ধাবনুক্রমাৎ।
তন্মাত্রাণাং বিশেষাঃ স্যুঃ স্থূলভাবমুপাগতাঃ॥ ৫৭। ৫৮॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং পঞ্চৈব শব্দাদ্যা বিষয়া মতাঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বিষয়া ভাষাদানবিহারিতাঃ।
আনন্দোৎসর্গকৌ চৈব কথিতাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৫৯॥
প্রধানং প্রকৃতিঃ শক্তির্নিত্যা চাবিকৃতিস্তথা।
এতানি তস্যা নামানি শিবমাশ্রিত্য যা স্থিতা॥
মহানহঙ্কৃতিঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি পৃথক্ পৃথক্।
প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চৈব সপ্তৈতানি বুধা জগুঃ॥ ৬০। ৬১॥
দশেন্দ্রিয়াণি চিত্তঞ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ।
বিকারাঃ ষোড়শ জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বং ব্যাপ্য জগৎ স্থিতাঃ॥ ৬২॥
এবং চতুর্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ সিদ্ধে বপুর্গৃহে।
জীবাত্মা নিয়তো নিত্যং বসতি স্বাত্মদুতবান্॥ ৬৩॥

উক্ত পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্চভূত যথা,—ব্যোম, অনিল, অনল, জল ও ক্ষিতি। ক্রমে ইহাদের গুণ বলা যাইতেছে। যথা,—ব্যোমের শব্দ, অনিলের স্পর্শ, অনলের রূপ, জলের রস ও ক্ষিতির গুণ গন্ধ। তন্মাত্রার স্থূলভাবকে বিশেষ বলা যায়॥ ৫৭॥ ৫৮॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয় পাঁচটী। যথা,—শ্রোত্রের শব্দ, চর্ম্মের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, জিহ্বার রস ও নাসিকার গন্ধ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়ও পাঁচটী; যথা—বাকের ভাষা, হস্তের আদান, পাদের বিহার, উপস্থের আনন্দ ও গুদের উৎসর্গ॥ ৫৯॥

যে শক্তি, পুরুষকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার নাম প্রধান, প্রকৃতি, শক্তি, নিত্যা ও অবিকৃতি। মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রকৃতি ও বিকৃতি॥ ৬০॥ ৬১॥

দশেন্দ্রিয় ও চিত্ত এবং পঞ্চমহাভূত, এই ষোলটী বিকার, ইহারা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে॥ ৬২॥

এইরূপ চতুর্বিংশতি তত্ত্বদ্বারা লিখিত বপুরূপগৃহে জীবাত্মা স্বাত্মদুতবান্ হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করে। ॥ ৬৩॥

স দেহী কথ্যতে পাপপুণ্যদুঃখসুখাদিভিঃ।
ব্যাপ্তো বদ্ধশ্চ মনসা কৃত্রিমৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ॥
কামক্রোধৌ লোভমোহাবহঙ্কারশ্চ পঞ্চমঃ।
দশেন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিশ্চ তস্য বন্ধায় দেহিনঃ॥
আপ্নোতি বন্ধমজ্ঞানাদাত্মজ্ঞানাচ্চ মুচ্যতে।
তদ্দুঃখযোগকৃদ্ব্যাধিরারোগ্যং তৎসুখাবহম্॥ ৬৪—৬৬॥

ইতি শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পাপ, পুণ্য, সুখ ও দুঃখাদিদ্বারা ব্যাপ্ত এবং মন ও কৃত্রিমকর্ম্মবন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হইলেই তাহাকে দেহী বলা যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কার, এই পাঁচটী এবং দশেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দেহীর বন্ধনস্বরূপ। দেহিগণ অজ্ঞানতা দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং আত্মজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করে। ব্যাধি হইতে দেহীর দুঃখ এবং আরোগ্য হইতে সুখলাভ হয়॥ ৬৪—৬৬॥

শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যাত্যামাশয়মাহারঃ পূর্ব্বং প্রাণানিলেরিতঃ।
মাধুর্য্যং ফেনভাবঞ্চ ষড়্‌রসোঽপি লভেত সঃ॥
অথ পাচকপিত্তেন বিদগ্ধশ্চাম্লতাং ব্রজেৎ।
ততঃ সমানমরুতা গ্রহণীমভিনীয়তে॥
গ্রহণ্যাং পাচিতঃ কোষ্ঠবহ্নিনা জায়তে কটুঃ।
রসো ভবতি সংপক্কাদপক্কাদামসম্ভবঃ॥ ১—৩॥

আহার প্রথমত প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আমাশয়ে নীত হয়। আহার ষড়্‌রসযুক্ত হইলেও আমাশয়ে যাইয়া মধুরতা ও ফেনভাব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর পাচক পিত্ত দ্বারা (অর্থাৎ যে পিত্ত পরিপাক করে) বিদগ্ধ হইয়া অম্লত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সমান বায়ুদ্বারা গ্রহণী নামক নাড়ীতে নীত হয়। তথায় উক্ত আহার কোষ্ঠাগ্নিদ্বারা পাচিত হইয়া কটুরস বিশিষ্ট হয়। উক্ত আহার সম্যক্‌রূপ পরিপাক হইলে বিশুদ্ধ রস এবং অপরিপাক হইলে (সম্যক্‌রূপ পরিপাক না হইলে) আমরস (অপক্করস) উৎপন্ন হয়॥ ১—৩॥

বহ্নের্বলেন মাধুর্য্যং স্নিগ্ধতাং যাতি তদ্রসঃ।
পুষ্ণাতি ধাতূনখিলান্ সম্যক্‌পক্বোঽমৃতোপমঃ॥
মন্দবহ্নিবিদগ্ধশ্চ কটুরম্লো ভবেদ্রসঃ।
বিষভাবং ব্রজেদ্বাপি কুর্য্যাদ্বা রোগসঙ্করম্॥ ৪। ৫॥
আহারস্য রসঃ সারঃ সারহীনো মলদ্রবঃ।
শিরাভিস্তজ্জলং নীতং বস্তৌ মূত্রত্বমাপ্নুয়াৎ।
তৎকিট্টঞ্চ মলং জ্ঞেয়ং তিষ্ঠেৎ পক্বাশয়ে চ তৎ॥
বলিত্রিতয়মার্গেণ যাত্যপানেন নোদিতম্।
প্রবাহিনী সর্জ্জনী চ গ্রাহিকেতি বলিত্রয়ম্॥ ৬। ৭॥
রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমানমরুতেরিতঃ।
রঞ্জিতঃ পাচিতস্তত্র পিত্তেনায়াতি রক্ততাম্॥
রক্তং সর্ব্বশরীরস্থং জীবস্যাধারমুত্তমম্।
স্নিগ্ধং গুরু চলং স্বাদু বিদগ্ধং পিত্তবদ্ভবেৎ॥ ৮। ৯॥
পাচিতাঃ পিত্ততাপেন রসাদ্যা ধাতবঃ ক্রমাৎ।
শুক্রত্বং যান্তি মাসেন তথা স্ত্রীণাং রজো ভবেৎ॥

উক্ত রস অগ্নিতেজে মধুরতা ও স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হয় এবং সম্যক্ পরিপাক হইলে অমৃতের ন্যায় সমস্ত ধাতুকে পোষণ করে। রস মন্দাগ্নি দ্বারা বিদগ্ধ হইলে (অর্থাৎ সম্যক্ পরিপাক না হইলে) কটু, অম্ল অথবা বিষতুল্য হইয়া বিবিধ রোগোৎপাদন করে॥ ৪॥ ৫॥

আহারের সার পদার্থ রস, সারহীন প্রদার্থ দ্রব মল। ঐ দ্রব মলের জলীয়াংশ শিরাদ্বারা বস্তিদেশে নীত হইয়া মূত্র এবং তাহার (দ্রবমলের) কিট্টাংশ মলরূপে পরিণত হয়; উক্ত মল পক্বাশয়ে অবস্থিতি করে এবং অপান বায়ুদ্বারা বলিত্রয়পথ দিয়া বাহিরে গমন করে। বলিত্রয় যথা,—প্রবাহিনী, সর্জ্জনী ও গ্রাহি॥ ৬॥ ৭॥

রস, সমান বায়ু কর্ত্তৃক হৃদয়ে আনীত হয় এবং তথায় রঞ্জিত (রক্তবর্ণ) ও পাচিত হইয়া পিত্ত দ্বারা রক্তরূপে পরিণত হয়। সর্ব্বশরীরস্থ রক্তই জীবনের আধার; উহা স্নিগ্ধ, গুরু, চঞ্চল ও স্বাদু এবং বিদগ্ধ হইলে পিত্তবৎ গুণবিশিষ্ট হয়॥ ৮॥ ৯॥

রসাদি ধাতুসমূহ ক্রমে পিত্ততাপে পাচিত হইয়া মাসান্তে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীদিগের রজোরূপে পরিণত হয়। কামজন্য স্ত্রীপুরুষ সংযোগে বিশুদ্ধ শুক্র

কামাগ্নিথুনসংযোগে শুদ্ধশোণিতশুক্রজঃ।
গর্ভঃ সংজায়তে নার্য্যাঃ স জাতো বালউচ্যতে॥
আধিক্যে রজসঃ কন্যা পুত্রঃ শুক্রাধিকে ভবেৎ।
নপুংসকং সমত্বেন যথেচ্ছা পারমেশ্বরী॥
অস্থীনি মজ্জা শুক্রঞ্চ পিতুরংশাস্ত্রয়ো মতাঃ।
রক্তরোমাণি পললং মাতুরংশাস্ত্রয়ো মতাঃ।
শুক্রাশ্রিতো ভবেৎ শ্যাবো গৌরশ্চ রজসাশ্রিতঃ॥ ১০—১৩॥
বালস্য প্রথমে মাসি দেয়া ভেষজরক্তিকা।
অবলেহীকৃতৈকৈব ক্ষীরক্ষৌদ্রসিতাঘৃতৈঃ॥
বর্দ্ধয়েত্তাবদেকৈকাং যাবদ্ভবতি বৎসরঃ।
মাষৈর্বৃদ্ধিস্তদূর্দ্ধং স্যাদ্যাবৎ ষোড়শ বৎসরাঃ॥
ততঃ স্থিরা ভবেৎ তাবদ্যাবদ্বর্ষাণি সপ্ততিঃ।
ততো বালকবন্মাত্রা হ্রাসনীয়া শনৈঃ শনৈঃ।
মাত্রেয়ং কল্কচূর্ণানাং কষায়াণাং চতুর্গুণা॥ ১৪—১৬॥

শোণিত দ্বারা স্ত্রীদিগের গর্ভ জন্মে; উক্ত গর্ভস্থ সন্তান জন্মিলে তাহাকেই বাল (বালক) বলা যায়।

রজ আধিক্যে কন্যা, শুক্রাধিক্যে পুত্র এবং উভয়ের সমানে (শুক্র ও শোণিত সমভাগ হইলে) নপুংসক সন্তান উৎপন্ন হয়। অথবা ঈশ্বরেচ্ছাই উক্ত পুত্রাদি উৎপত্তির কারণ।

পিতার অংশ হইতে অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এবং মাতার অংশ হইতে রক্ত, রোম ও মাংস উৎপন্ন হয়। শুক্রাশ্রিত হইলে শ্যাববর্ণ এবং রক্তাশ্রিত হইলে গৌরবর্ণ হইয়া থাকে॥ ১০—১৩॥

বালককে প্রথম মাসে, দুগ্ধ, মধু, চিনি ও ঘৃত সহ অবলেহ প্রস্তুত করিয়া এক রতি প্রমাণ ঔষধ লেহন করাইবে, এইরূপ এক বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে এবং ঐ এক বৎসর হইতে যোল বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরে এক এক মাষা বৃদ্ধি করিবে। সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করিবে না, অর্থাৎ যোল বৎসর হইতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত যোল মাষা পরিমাণেই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। তৎপর বালকের ন্যায় ক্রমে (অর্থাৎ প্রথম এক রতি, পরে এক মাষা) মাত্রার হ্রাস করিবে। কল্কচূর্ণাদির মাত্রা এইরূপ, কিন্তু কষায় বস্তুর মাত্রা কল্ক চূর্ণাদির চতুর্গুণ॥ ১৪—১৬॥

অঞ্জনঞ্চ তথা লেপঃ স্নানমভ্যঙ্গকর্ম্ম চ।
বমনং প্রতিমর্শশ্চ জন্মপ্রভৃতি শস্যতে॥
কবলঃ পঞ্চমাদ্বর্ষাদষ্টমান্নস্যকর্ম্ম চ।
বিরেকঃ ষোড়শাদ্বর্ষাদ্ বিংশতেশ্চৈব মৈথুনম্॥ ১৭। ১৮॥
বাল্যং বৃদ্ধির্বপুর্ম্মেধা ত্বগ্ দৃষ্টিঃ শুক্রবিক্রমৌ।
বুদ্ধিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চেতো জীবিতং দশতো হ্রসেৎ॥ ১৯॥
অল্পকেশঃ কৃশো রুক্ষো বাচালশ্চলমানসঃ।
আকাশচারী স্বপ্নেষু বাতপ্রকৃতিকো নরঃ॥
অকালে পলিতৈর্ব্যাপ্তো ধীমান্ স্বেদী চ রোষণঃ।
স্বপ্নেষু জ্যোতিষাং দ্রষ্টা পিত্তপ্রকৃতিকো নরঃ॥
গম্ভীরবুদ্ধিঃ স্থূলাঙ্গঃ স্নিগ্ধকেশো মহাবলঃ।
স্বপ্নে জলাশয়ালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ।
জ্ঞাতব্যা মিশ্রচিহ্নৈশ্চ দ্বিত্রিদোষোল্বণা নরাঃ॥ ২০—২২॥

জন্মিবার পর হইতেই অঞ্জন, লেপ, স্নান, অভ্যঙ্গ, বমন ও প্রতিমর্শকর্ম্ম; পঞ্চম বর্ষ হইতে কবল; অষ্টম বর্ষ হইতে নস্যকর্ম্ম; ষোল বৎসর হইতে বিরেচন এবং বিংশতি বৎসর হইতে মৈথুন হিতকর॥ ১৭॥ ১৮॥

বাল্য, বৃদ্ধি, বপুঃ, মেধা, ত্বক্, দৃষ্টি, শুক্র, বিক্রম, বুদ্ধি, কর্ম্মেন্দ্রিয়, চিত্ত ও জীবন, ইহারা ক্রমে দশ বৎসর অন্তর হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথম দশ বৎসরে বাল্য, বিংশতি বৎসরে বৃদ্ধি, ত্রিশ বৎসরে বপুঃ, চল্লিশ বৎসরে মেধা, পঞ্চাশ বৎসরে ত্বক্, ষাট বৎসরে দৃষ্টি, সত্তর বৎসরে শুক্র, আশী বৎসরে বিক্রম, নব্বই বৎসরে বুদ্ধি, একশত বৎসরে কর্ম্মেন্দ্রিয়, একশতদশ বৎসরে চিত্ত এবং একশত বিংশতি বৎসরে জীবন হ্রাস প্রাপ্ত হয়॥ ১৯॥

যে ব্যক্তি অল্প-কেশ, কৃশ, রুক্ষ, বাচাল ও চঞ্চলমানস এবং স্বপ্নে আকাশ-চারী হয়, তাহাকে বাতপ্রকৃতির লোক, এবং যে ব্যক্তি অকালে জরাক্রান্ত (অর্থাৎ কেশ পক্কতা প্রভৃতি), ধীমান্, ঘর্ম্মাক্ত ও ক্রোধী এবং যে স্বপ্নে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সকল দর্শন করে তাহাকে পিত্তপ্রকৃতির লোক এবং যে ব্যক্তি গম্ভীরবুদ্ধি, স্থূলাঙ্গ, স্নিগ্ধকেশ ও মহাবলবান্ এবং স্বপ্নেতে জলাশয় দর্শন করে তাহাকে শ্লেষ্ম প্রকৃতির লোক বলিয়া জানিবে। ইহা ব্যতীত মিলিত চিহ্নদ্বারা দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাধিক্য প্রকৃতিলোককে জ্ঞাত হইবে॥ ২০—২২॥

কৌমারং যৌবনং বার্দ্ধং প্রাণিনাং ত্রিবিধং বয়ঃ।
কফপিত্তানিলপ্রায়ং ক্রমতঃ প্রকৃতিস্ত্রিধাঃ॥
আ ষোড়শাদ্ভবেদ্বালো বর্ষাৎ ক্ষীরান্নবর্দ্ধিতঃ।
মধ্যমং সপ্ততির্যাবৎ তদূর্দ্ধং বৃদ্ধ উচ্যতে॥
তমঃকফাভ্যাং নিদ্রা স্যাৎ মূর্চ্ছা পিত্ততমোভবা।
রজঃপিত্তানিলৈর্ভ্রান্তিস্তন্দ্রা শ্লেষ্মতমোঽনিলৈঃ॥
গ্লানিরোজঃক্ষয়াদ্ দুঃখাদজীর্ণাচ্চ শ্রমাদ্ভবেৎ।
যঃ সামর্থ্যেঽপ্যনুৎসাহস্তদালস্যমুদীর্য্যতে॥ ২৩—২৬॥
চৈতন্যশিথিলত্বাদ্ যৎ পীত্বৈকং শ্বাসমুদ্বমেৎ।
বিদীর্ণবদনঃ শ্বাসং জৃম্ভা সা কথ্যতে বুধৈঃ॥ ২৭॥
উদানপ্রাণয়োরূর্দ্ধযোগান্মৌলিকফস্রবাৎ।
শব্দঃ সঞ্জায়তে তেন ক্ষুতং তৎকথ্যতে বুধৈঃ॥
উদানকোপাদাহারস্যাস্থিরত্বাচ্চ যদ্ভবেৎ।
পবনস্যোর্দ্ধগমনং তমুদ্গারং প্রচক্ষতে॥ ২৮। ২৯॥

ইতি শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

কুমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, এই তিন প্রকার বয়স। কফপ্রকৃতি, বাত প্রকৃতি ও পিত্ত প্রকৃতি, এই তিন প্রকার প্রকৃতি। ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমকে বাল্যাবস্থা বলে। এই বাল্যাস্থা ত্রিবিধ; যথা,—ক্ষীরবর্দ্ধিত, ক্ষীরান্নবর্দ্ধিত ও অন্নবর্দ্ধিত। (এক বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষীরপায়ী, দুই বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষীরান্নভোজী এবং তৎপরে অন্নভোজী) সতর বৎসর হইতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন এবং ইহার পরে বৃদ্ধাবস্থা কথিত হয়।

তমঃ ও কফদ্বারা নিদ্রা, পিত্ত ও তমোদ্বারা মূর্চ্ছা, রজঃ, পিত্ত ও অনিলদ্বারা ভ্রান্তি এবং শ্লেষ্মা, তমঃ ও অনিলদ্বারা তন্দ্রা (নিদ্রাবৎ ক্লান্তি) উৎপন্ন হয়। ওজোধাতুর ক্ষয়, দুঃখ, অজীর্ণ ও শ্রম হইতে গ্লানি উৎপন্ন হয়। শক্তি থাকিতেও অনুৎসাহ হওয়াকে আলস্য বলা যায়॥ ২৩—২৬॥

চৈতন্যের শিথিলতা প্রযুক্ত মুখ ব্যাদান করিয়া তদ্দ্বারা শ্বাস গ্রহণানন্তর পুনর্ব্বার যে শ্বাস পরিত্যাগ করা যায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে জৃম্ভা বলিয়া থাকেন॥২৭॥

উদান ও প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধ সংযোগ ও মৌলিস্থান হইতে কফস্রাব বশত যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষুৎ বা হাঁচি বলা যায়। উদান বায়ুর প্রকোপে ও আহারের অস্থিরতা বশত বায়ুর ঊর্দ্ধগমনকে উদ্গার কহা যায়॥ ২৮॥ ২৯॥

শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

রোগাণাং গণনা পূর্ব্বং মুনিভির্যা প্রকীর্ত্তিতা।
ময়াত্র প্রোচ্যতে সৈব তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥ ১ ॥

জ্বররোগ-গণনা—

পঞ্চবিংশতিরুদ্দিষ্টা জ্বরাস্তদ্ভেদ উচ্যতে।
পৃথগ্দোষৈস্ত্রিধা দ্বন্দ্বভেদেন ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥
একশ্চ সন্নিপাতেন তদ্ভেদাবহবঃ স্মৃতাঃ।
প্রায়শঃ সন্নিপাতেন পঞ্চ স্যুর্বিষমজ্বরাঃ ॥
সন্ততঃ সততশ্চৈব অন্যেদ্যুষ্কস্তৃতীয়কঃ।
চাতুর্থকশ্চ পঞ্চৈতে কীর্ত্তিতা বিষমজ্বরাঃ ॥
তথাগন্তুজ্বরোঽপ্যেকস্ত্রয়োদশবিধো মতঃ।
অভিচারগ্রহাবেশশাপৈরাগন্তুকস্ত্রিধা ॥
শ্রমাচ্ছেদাৎ ক্ষতাদ্দাহাচ্চতুর্দ্ধা ঘাতজো জ্বরঃ।
কামাদ্ভীতেঃ শুচো রোষাদ্বিষাদোষধিগন্ধতঃ।
অভিষঙ্গজ্বরাঃ ষট্ স্যুরেবং জ্বরবিনি[illegible] ॥ ২—৬ ॥

মুনিগণকর্ত্তৃক রোগগণনা যে[illegible] কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদিগের অনেক প্রভেদ আছে। সম্প্রতি সেই সকল রোগগণনা নিম্নে বলা যাইতেছে ॥ ১ ॥

জ্বর পঞ্চবিংশতি প্রকার, প্রথমতঃ তাহাদেরই (জ্বরের) ভেদ বলা যাইতেছে। জ্বর পৃথক্ পৃথক্ দোষভেদে তিন এ[illegible] দ্বন্দ্বজ ভেদেও তিন প্রকার। সন্নিপাত হইতে এক প্রকার জ্বর উৎপন্ন হ[illegible] ও তাহার আবার অনেক ভেদ আছে। প্রায়শঃ সন্নিপাত হইতে পাঁচ প্র[illegible]র বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়; যথা,—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতু[illegible]ক।

আগন্তুজ জ্বর এক প্রকার হ[illegible]লেও তাহার ত্রয়োদশ প্রকার ভেদ আছে। অভিচার, গ্রহাবেশ ও শাপভে[illegible] আগন্তুজজ্বর তিন প্রকার। শ্রম, ছেদ, ক্ষত ও দাহ হইতে চারি প্রকার অভি[illegible]াতজ এবং কাম, ভয়, শোক, রোষ, বিষ ও ওষধি [illegible]ন্ধ হইতে ছয় প্রকার অভি[illegible]ঙ্গ জ্বর (আগন্তুজ্বরের ভেদ) উৎপন্ন হয় ॥ ২—৬ ॥

অতীসারাদিরোগ-গণনা—

পৃথক্ ত্রিদোষৈঃ সমস্তৈশ্চ শোকাদামাদ্ভয়াদপি ।
অতীসারঃ সপ্তধা স্যাদ্ গ্রহণী পঞ্চধা মতা ॥
পৃথগ্‌দোষৈঃ সন্নিপাতাৎ তথা চামেন পঞ্চমী ।
প্রবাহিকা চতুর্দ্ধা স্যাৎ পৃথগ্‌দোষৈস্তথাস্রতঃ ॥ ৭ । ৮ ॥

অজীর্ণাদিরোগ-গণনা—

অজীর্ণং ত্রিবিধং প্রোক্তং বিষ্টব্ধং বায়ুনা মতম্ ।
পিত্তাদ্বিদগ্ধং বিজ্ঞেয়ং কফেনামং তদুচ্যতে ॥
বিষাজীর্ণং রসাদেকং দোষৈঃ স্যাদলসস্ত্রিধা ।
বিসূচী ত্রিবিধা প্রোক্তা দোষৈঃ সা স্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥
দণ্ডকালসকশ্চৈবমেকৈকং স্যাদ্বিলম্বিকা ॥ ৯ । ১০ ॥

অর্শোরোগ-গণনা—

অর্শাংসি ষড়্‌বিধান্যাহুর্বাতপিত্তকফাস্রতঃ ।
সন্নিপাতাচ্চ সংসর্গাৎ তেষাং ভেদো দ্বিধা মতঃ ।
সহজোত্তরজন্মভ্যাং তথা শুষ্কার্দ্রভেদতঃ ॥ ১১ ॥

চর্ম্মকীলাদিরোগ-গণনা—

ত্রিধৈব চর্ম্মকীলানি বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদপি ।

পৃথক্ পৃথক্ ত্রিদোষ ও সমস্তদোষ (সন্নিপাত) হইতে এবং শোক, অপক্ক রস ও ভয় হইতে সাতপ্রকার অতীসার এবং পৃথক্ পৃথক্ দোষ, সন্নিপাত ও অপক্ক রস হইতে পাঁচ প্রকার গ্রহণী এবং পৃথক্ পৃথক্ দোষ ও রক্ত হইতে চারি প্রকার প্রবাহিকা রোগ উৎপন্ন হয় ॥ ৭ ॥ ৮ ।

বায়ু হইতে বিষ্টব্ধ, পিত্ত হইতে বিদগ্ধ ও কফ হইতে আমাজীর্ণ, এই তিন প্রকার অজীর্ণ । রস হইতে এক প্রকার বিষাজীর্ণ জন্মে এবং দোষ হইতে তিন প্রকার অলসক জন্মে ।

পৃথক্ পৃথক্ দোষ হইতে বিসূচী তিন প্রকার এবং দণ্ডকালসক ও বিলম্বিকা, ইহারা প্রত্যেকে এক এক প্রকার ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, সন্নিপাত ও সংসর্গ হইতে ছয় প্রকার অর্শঃ উৎপন্ন হইলেও তাহারা আবার সহজ ও উত্তরজন্ম এবং শুষ্কার্দ্রভেদে দুই প্রকার ॥ ১১ ॥

বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন প্রকার চর্ম্মকীল রোগোৎপন্ন হয় । কৃমি

একবিংশতিভেদেন ক্রময়ঃ স্যুর্দ্বিধোচ্যতে ॥
বাহ্যাস্তথাভ্যন্তরাঃ স্যুস্তেষু যূকা বহিশ্চরাঃ।
লিখ্যাশ্চান্যেঽন্তরচরাঃ কফাৎ তে হৃদয়াদকাঃ॥
অন্ত্রাদা উদরাবেষ্টাশ্চ্যুরবশ্চ মহাগুদাঃ।
সুগন্ধা দর্ভকুসুমাস্তথা রক্তাচ্চ মাতরঃ॥
সহ সৌরসা লোমবিধ্বংসা লোমদ্বীপা উডুম্বরাঃ।
কেশাদাশ্চ তথৈবান্যে শকৃজ্জাতা মকেরুকাঃ॥
লেহীহাশ্চ সশূলাশ্চ সৌসুরাদাঃ ককেরুকাঃ।
তথান্যে কফরক্তাভ্যাং সঞ্জাতাঃ স্নায়ুকাঃ স্মৃতাঃ॥ ১২—১৬॥

পাণ্ডুরোগাদি-গণনা—

পাণ্ডুরোগাশ্চ পঞ্চ স্যুর্বাতপিত্তকফৈস্ত্রিধা।
ত্রিদোষৈর্মৃত্তিকাভিশ্চ তথৈকা কামলা স্মৃতা।
স্যাৎ কুম্ভকামলা চৈকা তথৈকঞ্চ হলীমকম্॥ ১৭॥

রক্তপিত্তরোগ-গণনা—

রক্তপিত্তং ত্রিধা প্রোক্তমূর্দ্ধগং কফসঙ্গতম্।
অধোগং মারুতাজ্ জ্ঞেয়ং তদ্দ্বয়েন দ্বিমার্গগম্॥ ১৮॥

বিংশতি প্রকার হইলেও বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে দুই প্রকার; তন্মধ্যে লিখ্যা ও যূকা বহিশ্চর, অবশিষ্ট অন্তরচর। হৃদয়াদক, অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, চ্যুরু, মহাগুদ, সুগন্ধ ও দর্ভকুসুম, ইহারা কফজ; মাতৃনামা, সহসৌরস, লোমবিধ্বংস, লোমদ্বীপ, উডুম্বর ও কেশদ, ইহারা রক্তজ; মকেরুক, লেলিহ, সশূল, সৌসুরাদ ও ককেরুক ইহারা বিষ্ঠা বা মলজ; ইহা ব্যতীত কফ ও রক্ত হইতে স্নায়ুক ক্রমি উৎপন্ন হয়॥ ১২—১৬॥

পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার; যথা, বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন, সন্নিপাত ও মৃত্তিকা ভক্ষণজন্য দুই, এই পাঁচ প্রকার। কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমক, ইহারা প্রত্যেকে এক এক প্রকার॥ ১৭

রক্তপিত্ত তিন প্রকার; যথা,—কফ হইতে ঊর্দ্ধগ, বায়ু হইতে অধোগ এবং কফ ও বায়ু হইতে ঊর্দ্ধাধোগ রক্তপিত্ত উৎপন্ন হয়। ঊর্দ্ধগ হইলে মুখ ও নাসিকা দ্বারা এবং অধোগ হইলে শিশ্ন (লিঙ্গ) ও মলদ্বার দ্বারা এবং ঊর্দ্ধাধোগ হইলে উভয় পথ অর্থাৎ মুখ ও নাসিকা এবং শিশ্ন ও মলদ্বারদ্বারা রক্ত নিঃসৃত হয়॥১৮॥

কাসরোগ-গণনা—

কাসাঃ পঞ্চ সমুদ্দিষ্টাস্তে ত্রয়ঃ স্যুস্ত্রিভির্ম্মলৈঃ।
উরঃক্ষতাচ্চতুর্থঃ স্যাৎ ক্ষয়াদ্ধাতোশ্চ পঞ্চমঃ॥ ১৯॥

ক্ষয়শোষরোগয়োর্গণনা—

ক্ষয়াঃ পঞ্চৈব বিজ্ঞেয়াস্ত্রিভির্দ্দোষৈস্ত্রয়শ্চ তে।
চতুর্থঃ সন্নিপাতেন পঞ্চমঃ স্যাদুরঃক্ষতাৎ॥
শোষাঃ স্যুঃ ষট্‌প্রকারেণ স্ত্রীপ্রসঙ্গাচ্ছুচো ব্রণাৎ।
অধ্বশ্রমাচ্চ ব্যায়ামাদ্বার্দ্ধক্যাদপি জায়তে॥ ২০। ২১॥

শ্বাসহিক্কারোগয়োর্গণনা—

শ্বাসাশ্চ পঞ্চ বিজ্ঞেয়াঃ ক্ষুদ্রঃ স্যাৎ তমকস্তথা।
ঊর্দ্ধশ্বাসো মহাশ্বাসশ্ছিন্নশ্বাসশ্চ পঞ্চমঃ॥
কথিতাঃ পঞ্চ হিক্কাস্তু তাসু ক্ষুদ্রান্নজা তথা।
গম্ভীরা যমলা চৈব মহতী পঞ্চমী তথা॥ ২২। ২৩॥

অগ্নিবিকার-গণনা—

চত্বারোঽগ্নিবিকারাঃ স্যুর্বিষমো বাতসম্ভবঃ।
তীক্ষ্ণঃ পিত্তাৎ কফান্মন্দো ভস্মকো বাতপিত্তয়োঃ॥ ২৪॥

ছর্দ্দ্যরোচকরোগয়োর্গণনা—

পঞ্চৈবারোচকাঃ জ্ঞেয়া বাতপিত্তকফৈস্ত্রিধা।
সন্নিপাতান্মনস্তাপাৎ ছর্দ্দয়ঃ [illegible]ধা মতাঃ॥

কাসরোগ পঞ্চবিধ; যথা,—ত্রয়মল (বায়ু, পিত্ত ও কফ) হইতে তিন, উরঃক্ষত হইতে এক এবং ধাতুক্ষয় হইতে এক, এই পাঁচ প্রকার॥ ১৯॥

ক্ষয়রোগ পাঁচ প্রকার; যথা,—ত্রিদোষ হইতে তিন, সন্নিপাত ও উরঃক্ষত হইতে দুই, এই পঞ্চবিধ। স্ত্রীসংসর্গ, শোক, ব্রণ, পথশ্রম, ব্যায়াম ও বার্দ্ধক্য হইতে ছয় প্রকার শোষরোগ উৎপন্ন হয়॥ ২০॥ ২১॥

শ্বাস পঞ্চবিধ; যথা,—ক্ষুদ্রশ্বাস, তমশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস, মহাশ্বাস ও ছিন্নশ্বাস। হিক্কা পাঁচ প্রকার; যথা,—ক্ষুদ্রা, অন্নজা, গম্ভীরা, যমলা ও মহতী॥ ২২॥ ২৩॥

অগ্নিবিকার চার প্রকার; যথা,—বিষম, তীক্ষ্ণ, মন্দ ও ভস্মক। বায়ু হইতে বিষমাগ্নি, পিত্ত হইতে তীক্ষ্ণাগ্নি, কফ হইতে মন্দাগ্নি এবং বাত ও পিত্ত হইতে ভস্মকাগ্নি উৎপন্ন হয়॥ ২৪॥

ত্রিভির্দোষৈঃ পৃথক্ তিস্রঃ কৃমিভিঃ সন্নিপাততঃ।
ঘৃণয়া চ তথা স্ত্রীণাং গর্ভাধানাচ্চ জায়তে ॥ ২৫। ২৬॥

স্বরভেদতৃষ্ণারোগয়োর্গণনা—

স্বরভেদাঃ ষড়েব স্যুর্বাতপিত্তকফৈস্ত্রয়ঃ।
মেদসা সন্নিপাতেন ক্ষয়াৎ ষষ্ঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
তৃষ্ণা চ ষড়্‌বিধা প্রোক্তা বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদপি।
ত্রিদোষৈরুপসর্গেণ ক্ষয়াদ্ধাতোশ্চ ষষ্ঠিকা॥ ২৭। ২৮॥

মূর্চ্ছাদিরোগ-গণনা—

মূর্চ্ছা চতুর্বিধা জ্ঞেয়া বাতপিত্তকফৈঃ পৃথক্।
চতুর্থী সন্নিপাতেন তথৈকশ্চ ভ্রমঃ স্মৃতঃ।
নিদ্রা তন্দ্রা চ সন্ন্যাসো গ্লানিশ্চৈকৈকশঃ স্মৃতঃ॥ ২৯॥

মদাদিরোগ-গণনা—

মদাঃ সপ্ত সমাখ্যাতা বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ ত্রয়ঃ।
ত্রিদোষৈরসৃজা মদ্যাদ্বিষাদপি চ সপ্তমঃ॥

অরুচি পাঁচ প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং সন্নিপাত ও মনস্তাপ হইতে দুই, এই পাঁচ প্রকার অরুচি।

ছর্দ্দিরোগ সাত প্রকার; যথা,—পৃথক্ পৃথক্ ত্রিদোষ হইতে তিন এবং কৃমি, সন্নিপাত, ঘৃণা ও স্ত্রীদিগের গর্ভাধান হইতে চারি, এই সাত প্রকার ছর্দ্দি-রোগ॥ ২৫॥ ২৬॥

স্বরভেদ ছয় প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং মেদঃ, সন্নিপাত ও ক্ষয় হইতে তিন, এই ছয় প্রকার স্বরভেদ।

তৃষ্ণা ছয় প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং সন্নিপাত, উপসর্গ ও ধাতুক্ষয় হইতে তিন, এই ছয় প্রকার তৃষ্ণারোগ॥ ২৭॥ ২৮॥

মূর্চ্ছা চারি প্রকার; যথা,—পৃথক্ পৃথক্ বায়ু, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং সন্নিপাত হইতে এক, এই চারি প্রকার মূর্চ্ছা। ভ্রম, নিদ্রা, তন্দ্রা (নিদ্রাবৎ ক্লান্তি), সন্ন্যাস ও গ্লানি, ইহারা প্রত্যেকে এক এক প্রকার॥ ২৯॥

মত্ততা সাত প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং সন্নিপাত, রক্ত, মদ্য ও বিষ হইতে চারি, এই সাত প্রকার।

মদাত্যয়শ্চতুর্দ্ধা স্যাদ্বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদপি।
ত্রিদোষৈরপি বিজ্ঞেয়ঃ একঃ পরমদস্তথা ॥ ৩০ । ৩১ ॥

পানাজীর্ণাদিরোগ-গণনা—

পানাজীর্ণং তথৈবৈকং তথৈকঃ পানবিভ্রমঃ।
পানাত্যয়স্তথা চৈকো দাহাঃ সপ্ত মতাস্তথা ॥
রক্তপিত্তাৎ তথা রক্তাৎ তৃষ্ণায়াঃ পিত্ততস্তথা।
ধাতুক্ষয়ান্মর্ম্মঘাতাৎ রক্তপূর্ণোদরাদপি ॥ ৩২ । ৩৩ ॥

উন্মাদরোগ-গণনা—

উন্মাদাঃ ষট্ সমাখ্যাতাস্ত্রিভির্দ্দোষৈস্ত্রয়শ্চ তে।
সন্নিপাতাদ্বিষাজ্জ্ঞেয়ঃ ষষ্ঠো দুঃখেন চেতসঃ ॥
ভূতোন্মাদা বিংশতিঃ স্যুস্তে দেবাদ্দানবাদপি।
গন্ধর্ব্বাৎ কিন্নরাদ্যক্ষাৎ পিতৃভ্যো গুরুশাপতঃ ॥
প্রেতাচ্চ গুহ্যকাৎ বৃদ্ধাৎ সিদ্ধাদ্ভূতাৎ পিশাচতঃ।
জলাধিদেবতায়াশ্চ নাগাচ্চ ব্রহ্মরাক্ষসাৎ।
রাক্ষসাদপি কুষ্মাণ্ডাৎ কৃত্যাবেতালয়োরপি ॥ ৩৪—৩৬ ॥

অপস্মাররোগ-গণনা—

অপস্মারশ্চতুর্দ্ধা স্যাৎ সমীরাৎ পিত্ততস্তথা।
শ্লেষ্মণোঽপি তৃতীয়ঃ স্যাচ্চতুর্থঃ সন্নিপাততঃ ॥

মদাত্যয় চারি প্রকার ; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং সন্নিপাত হইতে এক, এই চারি প্রকার। পরমদ এক প্রকার ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

পানাজীর্ণ, পানবিভ্রম ও পানাত্যয়, ইহারা প্রত্যেকে এক এক প্রকার।

দাহ সাত প্রকার ; যথা,—রক্তপিত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা, পিত্ত, ধাতুক্ষয়, মর্ম্মঘাত ও রক্তপূর্ণোদর হইতে এই সাত প্রকার দাহ উৎপন্ন হয় ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

উন্মাদরোগ ছয় প্রকার ; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং সন্নিপাত, বিষ ও শোক হইতে তিন, এই ছয় প্রকার উন্মাদ।

ভূতোন্মাদ.—দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, পিতৃগণ, গুরুশাপ, প্রেত, গুহ্যক, বৃদ্ধ, সিদ্ধ, ভূত, পিশাচ, জলাধিদেবতা, নাগ, ব্রহ্মরাক্ষস, রাক্ষস, কুষ্মাণ্ড, কৃত্যা ও বৈতাল হইতে বিংশতি প্রকার ভূতোন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয় ॥ ৩৪—৩৬ ॥

আমবাতাদিরোগ-গণনা—

চত্বারশ্চামবাতাঃ স্যুর্বাতপিত্তকফৈস্ত্রিধা।
চতুর্থঃ সন্নিপাতেন শূলান্যষ্টৌ বুধা জগুঃ ॥
পৃথগ্‌দোষৈস্ত্রিধা দ্বন্দ্বভেদেন ত্রিবিধান্যপি।
আমেন সপ্তমং প্রোক্তং সন্নিপাতে ন চাষ্টমম্ ॥
পরিণামভবং শূলমষ্টধা পরিকীর্ত্তিতম্।
মলৈর্যৈঃ শূলসংখ্যা স্যাত্তৈরেব পরিণামজম্।
অন্নদ্রবভবং শূলং জরৎপিত্তভবং তথা ॥
একৈকং গণিতং সুজ্ঞৈরুদাবর্ত্তাস্ত্রয়োদশ।
একঃ ক্ষুন্নিগ্রহাৎ প্রোক্তস্তৃষ্ণারোধাদ্‌ দ্বিতীয়কঃ ॥
নিদ্রাঘাতাৎ তৃতীয়ঃ স্যাচ্চতুর্থঃ শ্বাসনিগ্রহাৎ।
ছর্দ্দিরোধাৎ পঞ্চমঃ স্যাৎ ষষ্ঠঃ ক্ষবথুনিগ্রহাৎ ॥
জৃম্ভারোধাৎ সপ্তমঃ স্যাদুদ্গারগ্রহতোঽষ্টমঃ।
নবমং স্যাদশ্রুরোধাদ্দশমঃ শুক্রধারণাৎ ॥
মূত্ররোধান্মলস্যাপি রোধাদ্বাতবিনিগ্রহাৎ।
উদাবর্ত্তাস্ত্রয়শ্চৈতে ঘোরোপদ্রবকারকাঃ ॥ ৩৭—৪৪

অপস্মার চারি প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা হইতে তিন এবং সন্নিপাত হইতে এক এই চারি প্রকার। আমবাত চারি প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত, ও কফ হইতে তিন এবং সন্নিপাত হইতে এক, এই চারি প্রকার আমবাত। শূলরোগ আট প্রকার; যথা,—পৃথক্ পৃথক্ দোষ হইতে তিন, দ্বন্দ্বভেদে তিন এবং আমরস ও সন্নিপাত হইতে দুই, এই আট প্রকার শূলরোগ জানিবে।

যে যে দোষে আট প্রকার শূলরোগ হয় সেই সেই দোষ হইতে আট প্রকার পরিণামশূল উৎপন্ন হয়। অন্নদ্রব এবং জরৎপিত্ত সমুদ্ভব দ্বিবিধ শূলরোগ প্রত্যেকে এক এক প্রকার।

ক্ষুধারোধ, তৃষ্ণারোধ, নিদ্রাব্যাঘাত, শ্বাসরোধ, বমনবেগরোধ, হাঁচিরোধ, জৃম্ভারোধ, উদ্গাররোধ, অশ্রুরোধ, শুক্ররোধ, মল ও মূত্রের বেগরোধ ও বায়ুরোধ হইতে ত্রয়োদশ প্রকার উদাবর্ত্ত রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত তিনটী ঘোর উপদ্রবকারক বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭—৪৪ ॥

আনাহরোগ-গণনা—

আনাহো দ্বিবিধো জ্ঞেয় একঃ পক্বাশয়োদ্ভবঃ।
আমাশয়োদ্ভবশ্চান্যঃ প্রত্যানাহশ্চ কথ্যতে ॥ ৪৫ ॥

উরোগ্রহাদিরোগ-গণনা—

উরোগ্রহস্তথা চৈকো হৃদ্রোগাঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
বাতাদিভিস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাশ্চতুর্থঃ সন্নিপাততঃ।
পঞ্চমঃ ক্রিমিসংজাতস্তথাষ্টাবুদরাণি চ ॥
বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ ত্রীণি ত্রিদোষেভ্যো জলাদপি।
প্লীহ্নঃ ক্ষতাদ্বদ্ধগুদাদষ্টমং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৬। ৪৭ ॥

গুল্মমূত্রাঘাতরোগয়োর্গণনা—

গুল্মাস্ত্বষ্টৌ সমাখ্যাতা বাতপিত্তকফৈস্ত্রয়ঃ।
দ্বন্দ্বভেদৈস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ সপ্তমঃ সন্নিপাততঃ ॥
রক্তাদষ্টমকঃ খ্যাতো মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ।
বাতকুণ্ডলিকা পূর্ব্বং বাতাষ্ঠীলা ততঃ পরা ॥
বাতবস্তিস্তৃতীয়ঃ স্যাৎ মূত্রাতীতশ্চতুর্থকঃ।
পঞ্চমং মূত্রজঠরং ষষ্ঠো মূত্রক্ষয়ঃ স্মৃতঃ ॥
মূত্রোৎসঙ্গঃ সপ্তমঃ স্যাৎ মূত্রগ্রন্থিস্তথাষ্টমঃ।
মূত্রশুক্রঞ্চ নবমং বিড়্ঘাতো দশমঃ স্মৃতঃ ॥

আনাহ দুই প্রকার, প্রথম আমাশয়জাত ও দ্বিতীয় পক্বাশয়জাত; ইহার অপর নাম প্রত্যানাহ ॥ ৪৫ ॥

উরোগ্রহ এক প্রকার। হৃদ্রোগ পাঁচ প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং সন্নিপাত ও ক্রিমি হইতে দুই, এই পাঁচ প্রকার। উদররোগ আট প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং সন্নিপাত, জল, প্লীহা, ক্ষত ও বদ্ধগুদ হইতে পাঁচ, এই আট্ প্রকার উদররোগ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

গুল্মরোগ আট প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন, দ্বন্দ্বদোষ ভেদে তিন এবং সন্নিপাত ও রক্ত হইতে দুই, এই আট প্রকার।

মূত্রাঘাত ত্রয়োদশ প্রকার; যথা,—বাতকুণ্ডলিকা, বাতাষ্ঠীলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, মূত্রজঠর, মূত্রক্ষয়, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, বিড়্ঘাত, মূত্রসাদ,

মূত্রসাদশ্চোষ্ণবাতো বস্তিকুণ্ডলিকা তথা।
ত্রয়োহপ্যেতে মূত্রাঘাতাঃ পৃথগ্‌ঘোরাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৮—৫২ ॥

মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রমেহরোগয়োর্গণনা—

মূত্রকৃচ্ছ্রাণি চাষ্টৌ স্যুর্বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ ত্রিধা।
সন্নিপাতাচ্চতুর্থঃ স্যাচ্ছুক্রকৃচ্ছ্রঞ্চ পঞ্চমম্ ॥
বিট্‌কৃচ্ছ্রং ষষ্ঠমাখ্যাতং ধাতুকৃচ্ছ্রঞ্চ সপ্তমম্।
অষ্টমঞ্চাশ্মরীকৃচ্ছ্রং চতুর্দ্ধা চাশ্মরী মতা ॥
বাতাৎ পিত্তাৎ কফাচ্ছুক্রাত্তথামেহাশ্চ বিংশতিঃ।
ইক্ষুমেহঃ সুরামেহঃ পিষ্টমেহশ্চ সান্দ্রকঃ ॥
শুক্রমেহোদকাখ্যো চ লালামেহশ্চ শীতকঃ।
সিকতাখ্যঃ শনৈর্মেহো দশৈতে কফসম্ভবাঃ ॥
মঞ্জিষ্ঠাখ্যো হরিদ্রাখ্যো নীলমেহশ্চ রক্তকঃ।
কৃষ্ণমেহঃ ক্ষারমেহঃ ষড়েতে পিত্তসম্ভবাঃ ॥
হস্তিমেহো বসামেহো মজ্জামেহো মধুপ্রভঃ।
চত্বারো বাতজা মেহা ইতি মেহাশ্চ বিংশতিঃ ॥ ৫৩—৫৮ ॥

সোমরোগ-গণনা তথা মেহপিড়কাগণনা চ—

সোমরোগস্তথা চৈকঃ প্রমেহপিড়কাদশ।
শরাবিকা কচ্ছপিকা পুত্রিণী বিনতালজী ॥

উষ্ণবাত ও বস্তিকুণ্ডলিকা, এই ত্রয়োদশ প্রকার। ইহাদের শেষোক্ত তিনটী অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া জানিবে ॥ ৪৮—৫২ ॥

মূত্রকৃচ্ছ্র আট প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন, সন্নিপাত হইতে চতুর্থ, শুক্রকৃচ্ছ্র পঞ্চম, বিট্‌কৃচ্ছ্র ষষ্ঠ, ধাতুকৃচ্ছ্র সপ্তম এবং অষ্টম অশ্মরী-কৃচ্ছ্র। অশ্মরী চতুর্ব্বিধ; যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও শুক্রজ, এই চারি প্রকার।

মেহ বিংশতি প্রকার; যথা,—ইক্ষুমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, সান্দ্রমেহ, শুক্র-মেহ, উদকমেহ, লালামেহ, শীতকমেহ, সিকতামেহ ও শনৈর্মেহ, এই দশ প্রকার কফজ এবং মঞ্জিষ্ঠামেহ, হরিদ্রামেহ, নীলমেহ, রক্তমেহ, কৃষ্ণমেহ ও ক্ষারমেহ, এই ছয় প্রকার পিত্তজ এবং হস্তিমেহ, বসামেহ, মজ্জামেহ ও মধুমেহ, এই চারি প্রকার বাতজ ॥ ৫৩—৫৮ ॥

মসূরিকা সর্ষপিকা জালিনী চ বিদারিকা।
বিদ্রধিশ্চ দশৈতাঃ স্যুঃ পিড়কা মেহসম্ভবাঃ ॥ ৫৯। ৬০॥

মেদোদোষ-গণনা তথা শোথরোগ-গণনা চ—

মেদোদোষস্তথা চৈকঃ শোথরোগা নব স্মৃতাঃ।
দোষৈঃ পৃথক্ দ্বয়ৈঃ সর্ব্বৈরভিঘাতাদ্বিষাদপি ॥ ৬১॥

বৃদ্ধ্যাদিরোগ-গণনা—

বৃদ্ধয়ঃ সপ্ত গদিতা বাতাৎ পিত্তাৎ কফেন চ।
রক্তেন মেদসা মূত্রাদন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ সপ্তমঃ ॥
অণ্ডবৃদ্ধিস্তথা চৈকা তথৈকা গণ্ডমালিকা।
গণ্ডাপচীতি চৈকা স্যাৎ গ্রন্থয়ে নবধা মতাঃ ॥
ত্রিভির্দোষৈস্ত্রয়ো রক্তাচ্ছিরাভির্মেদসো ব্রণাৎ।
অস্থ্না মাংসেন নবমঃ ষড়্‌বিধং স্যাত্তথার্ব্বুদম্।
বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদ্রক্তান্মাংসাদপি চ মেদসঃ ॥ ৬২—৬৪॥

শ্লীপদাদিরোগ-গণনা—

শ্লীপদশ্চ ত্রিধা প্রোক্তো বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদপি।
বিদ্রধিঃ ষড়্‌বিধা খ্যাতা বাতপিত্তকফৈস্ত্রয়ঃ।

সোমরোগ এক প্রকার। প্রমেহ পিড়কা দশ প্রকার; যথা,—শরাবিকা, কচ্ছপিকা, পুত্রিণী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, জালিনী, বিদারিকা ও বিদ্রধি, এই দশ প্রকার ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

মেদোরোগ এক প্রকার। শোথরোগ নয় প্রকার; যথা,—পৃথক্ পৃথক্ দোষ হইতে তিন, দ্বন্দ্বজ তিন এবং সন্নিপাত, অভিঘাত ও বিষ হইতে তিন, এই নয় প্রকার শোথরোগ ॥ ৬১ ॥

বৃদ্ধিরোগ সাত প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন, রক্ত, মেদ ও মূত্র হইতে তিন এবং অন্ত্রবৃদ্ধি এক, এই সাত প্রকার।

অণ্ডবৃদ্ধি, গণ্ডমালা ও গণ্ডাপচী, ইহারা প্রত্যেকে এক এক প্রকার। গ্রন্থিরোগ নয় প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফজ তিন এবং রক্ত, শিরা, মেদঃ, ব্রণ, অস্থি ও মাংস হইতে ছয়, এই নয় প্রকার।

অর্ব্বুদ ছয় প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং রক্ত, মাংস ও মেদো হইতে তিন, এই ছয় প্রকার ॥ ৬২—৬৪ ॥

রক্তাৎ ক্ষতাত্রিদোষৈশ্চ ব্রণাঃ পঞ্চদশোদিতাঃ ॥
তেষাং চতুর্দ্ধা ভেদাঃ স্যুরাগন্তুর্দ্দেহজস্তথা।
শুদ্ধো দুষ্টশ্চ বিজ্ঞেয়স্তৎসংখ্যা কথ্যতে পৃথক্ ॥
বাতব্রণঃ পিত্তজশ্চ কফজো রক্তজোব্রণঃ।
বাতপিত্তভবশ্চান্যো বাতশ্লেষ্মভবস্তথা ॥
তথা পিত্তকফাভ্যাঞ্চ সন্নিপাতেন চাষ্টমঃ।
নবমো বাতরক্তেন দশমো রক্তপিত্ততঃ ॥
শ্লেষ্মরক্তভবশ্চান্যো বাতপিত্তাসৃগুদ্ভবঃ।
বাতশ্লেষ্মাসৃগুৎপন্নঃ পিত্তশ্লেষ্মাস্রসম্ভবঃ।
সন্নিপাতাসৃগুদ্ভূত ইতি পঞ্চদশ ব্রণাঃ ॥ ৬৫—৬৯ ॥

সদ্যোব্রণাদিরোগ-গণনা—

সদ্যোব্রণস্ত্বষ্টধা স্যাদবক্লিপ্তবিলম্বিনৌ।
ছিন্নভিন্নপ্রচলিতাঃ ঘৃষ্টবিদ্ধনিপাতিতাঃ ॥
কোষ্ঠভেদো দ্বিধা প্রোক্তশ্ছিন্নান্ত্রো নিঃসৃতান্ত্রকঃ।
অস্থিভঙ্গোঽষ্টধা প্রোক্তো ভগ্নপিষ্টবিদারিতাঃ ॥
বিবর্ত্তিতশ্চ বিশ্লিষ্টস্তির্য্যক্‌ক্ষিপ্তস্ত্বধোগতঃ।

শ্লীপদ তিন প্রকার; যথা,—বাতজ, পিত্তজ, ও কফজ। বিদ্রধি ছয় প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফজভেদে তিন এবং রক্ত, ক্ষত ও সন্নিপাতজভেদে তিন, এই ছয় প্রকার।

ব্রণ পঞ্চদশ প্রকার; তাহারা আবার আগন্তুজ, দেহজ, শুদ্ধ ও দুষ্টভেদে চারি প্রকার। পঞ্চদশ প্রকার; যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, বাত-পিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, বাতরক্তজ, রক্তপিত্তজ, শ্লেষ্মরক্তজ, বাতপিত্তরক্তজ, বাতশ্লেষ্মরক্তজ, পিত্তশ্লেষ্মরক্তজ, সন্নিপাতরক্তজ ॥ ৬৫—৬৯ ॥

সদ্যোব্রণ আট্ প্রকার; যথা,—অবক্লিপ্ত, বিলম্বিনী, ছিন্ন, ভিন্ন, প্রচলিত, ঘৃষ্ট, বিদ্ধ ও নিপাতিত। কোষ্ঠভেদ দুই প্রকার; যথা,—ছিন্নান্ত্র ও নিঃসৃতান্ত্র।

অস্থিভঙ্গ অষ্টবিধ; যথা,—ভগ্নপিষ্ট, বিদারিত, বিবর্ত্তিত, বিশ্লিষ্ট, তির্য্যক্‌-ক্ষিপ্ত, অধোগত, উর্দ্ধগত ও সন্ধিভগ্ন।

ঊর্দ্ধগঃ সন্ধিভগ্নশ্চ বহ্নিদগ্ধশ্চতুর্বিধঃ।
প্লুষ্টোঽতিদগ্ধো দুর্দ্দগ্ধঃ সম্যগদগ্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৭০—৭২॥

নাড়ীগণনা তথা ভগন্দরগণনা চ—

নাড্যঃ পঞ্চ সমাখ্যাতা বাতপিত্তকফৈস্ত্রিধা।
ত্রিদোষৈরপি শল্যেন তথাষ্টৌ স্যুর্ভগন্দরাঃ॥
শতপোতস্তু পবনাদুষ্ণগ্রীবশ্চ পিত্ততঃ।
পরিস্রাবী কফাজ্জ্ঞেয় ঋজুর্বাতকফোদ্ভবঃ॥
পরিক্ষেপী মরুৎপিত্তাদর্শোজঃ কফপিত্ততঃ।
আগন্তুজাতশ্চোন্মার্গঃ শম্বূকাবর্ত্তস্ত্রিদোষজঃ॥ ৭৩—৭৫॥

উপদংশরোগ-গণনা তথা শূকাময় গণনা চ—

মেঢ়ে পঞ্চোপদংশাঃ স্যুর্বাতপিত্তকফৈস্ত্রিধা।
সন্নিপাতেন রক্তাচ্চ মেঢ়ে শূকাময়াস্তথা॥
চতুর্বিংশতিসংখ্যাতা লিঙ্গার্শো গ্রথিতস্তথা।
বিবৃতমবমন্থশ্চ মৃদিতং শতপোনকঃ॥
অষ্ঠীলিকা সর্ষপিকা ত্বক্‌পাকশ্চাবপাটিকঃ।
মাংসপাকঃ স্পর্শহানির্বিরুদ্ধমণিরুন্নতঃ॥

বহ্নিদগ্ধ চারি প্রকার; যথা,—প্লুষ্ট, অতিদগ্ধ, দুর্দ্দগ্ধ ও সম্যগদগ্ধ॥৭০—৭২॥

নাড়ী পাঁচ প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং সন্নিপাত ও শল্য হইতে দুই, এই পঞ্চবিধ।

ভগন্দর আট প্রকার; যথা,—শতপোত, উষ্ণগ্রীব, পরিস্রাবী, ঋজু, পরিক্ষেপী, অর্শোজ, উন্মার্গ ও শম্বূকাবর্ত্ত। বায়ু হইতে শতপোত, পিত্ত হইতে উষ্ণগ্রীব, কফ হইতে পরিস্রাবী, বাতকফ হইতে ঋজু, বাতপিত্ত হইতে পরিক্ষেপী, কফপিত্ত হইতে অর্শোজ, আগন্তু হইতে উন্মার্গ এবং সন্নিপাত হইতে শম্বূকাবর্ত্ত উৎপন্ন হয়॥ ৭৩—৭৫॥

মেঢ়ে (লিঙ্গে) পাঁচ প্রকার উপদংশ উৎপন্ন হয়; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং সন্নিপাত ও রক্ত হইতে দুই, এই পাঁচ প্রকার।

মেঢ়ে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার শূকদোষ উৎপন্ন হয়; যথা,—লিঙ্গার্শো, গ্রথিত, বিবৃত, অবমন্থ, মৃদিত, শতপোনক, অষ্ঠীলিকা, সর্ষপিকা, ত্বক্‌পাক, অবপাটিক, মাংসপাক, স্পর্শহানি, বিরুদ্ধমণি, উন্নত, মাংসার্ব্বুদ, পুষ্করিকা,

মাংসার্ব্বুদং পুষ্করিকা সংমূঢ়পিড়কালজী।
রক্তার্ব্বুদং বিদ্রধিশ্চ কুম্ভিকা তিলকালকঃ।
নিরুদ্ধপ্রকাশঃ প্রোক্তস্তথৈব পরিবর্ত্তিকঃ॥ ৭৬—৭৯॥

কুষ্ঠরোগ-গণনা—

কুষ্ঠান্যষ্টাদশোক্তানি বাতাৎ কাপালিকং ভবেৎ।
পিত্তেনোড়ুম্বরং প্রোক্তং কফান্মণ্ডলচর্চ্চিকম্॥
মরুৎপিত্তাদ্রক্তজিহ্বং শ্লেষ্মবাতাদ্বিপাদিকা।
তথা সিধ্মৈককুষ্ঠঞ্চ কিটিমঞ্চালসং তথা॥
কফপিত্তাৎ পুনর্দ্দদ্রুঃ পামাবিস্ফোটকস্তথা।
মহাকুষ্ঠং চর্ম্মদলং পুণ্ডরীকং শতারুকম্॥
ত্রিদোষৈঃ কাকণং জ্ঞেয়ং তথান্যচ্ছিত্রসংজ্ঞকম্।
তচ্চ বাতেন পিত্তেন শ্লেষ্মণা চ ত্রিধা ভবেৎ॥ ৮০—৮৩॥

ক্ষুদ্ররোগ-গণনা—

ক্ষুদ্ররোগাঃ ষষ্টিসংখ্যাস্তেষ্বাদৌ শর্করার্ব্বুদম্।
ইন্দ্রবিদ্ধা পনসিকা বিবৃতান্ত্রালজী তথা॥
বারাহদংষ্ট্রো বল্মীকং কচ্ছপী তিলকালকঃ।
গর্দ্দভী মাষকা চৈব যবপ্রখ্যা বিদারিকা॥
কদরো মসকশ্চৈব নীলিকা জালগর্দ্দভঃ।
ইরিবেল্লী জতুমণিগুদভ্রংশোঽগ্নিরোহিণী॥

সংমূঢ়পিড়কা, অলজী, রক্তার্ব্বুদ, বিদ্রধি, কুম্ভিকা, তিলকালক, নিরুদ্ধপ্রকাশ, ও পরিবর্ত্তিক, এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার॥ ৭৬—৭৯॥

কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার; যথা,—বায়ু হইতে কাপালিক, পিত্ত হইতে উডুম্বর, কফ হইতে মণ্ডলচর্চ্চিক, বাতপিত্ত হইতে রক্তজিহ্ব, বাতশ্লেষ্মা হইতে বিপাদিকা, সিধ্ম, এককুষ্ঠ, কিটিম ও অলস, কফপিত্ত হইতে দদ্রু, পামা, বিস্ফোটক, মহাকুষ্ঠ, চর্ম্মদল, পুণ্ডরীক ও শতারুক, সন্নিপাত হইতে কাকণ এবং বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাভেদে তিন প্রকার শ্বিত্র, এই অষ্টাদশ প্রকার॥ ৮০—৮৩॥

ক্ষুদ্ররোগ ষষ্টি (৬০) প্রকার; যথা,—শর্করার্ব্বুদ, ইন্দ্রবিদ্ধা, পনসিকা, বিবৃতা, অন্ত্রালজী, বারাহদংষ্ট্র, বল্মীক, কচ্ছপা, তিলকালক, গর্দ্দভী, মাষকা, যবপ্রখ্যা, বিদারিকা, কদর, মসক, নীলিকা, জালগর্দ্দভ, ইরিবেল্লী, জতুমণি, গুদভ্রংশ,

সন্নিরুদ্ধগুদঃ কোঠঃ কুনখোঽনুশয়ী তথা।
পদ্মিনীকণ্টকশ্চিপ্পমলসো মুখদূষিকা॥
কক্ষা বৃষণকচ্ছূশ্চ গন্ধঃ পাষাণগর্দ্দভঃ।
রাজিকা চ তথা ব্যঙ্গশ্চতুর্দ্ধা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ রক্তাদিত্যুক্তং ব্যঙ্গলক্ষণম্।
বিস্ফোটাঃ ক্ষুদ্ররোগেষু তেঽষ্টধা পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
পৃথগ্দোষৈস্ত্রয়ো দ্বন্দ্বৈস্ত্রিবিধাঃ সপ্তমোঽস্রজঃ।
অষ্টমঃ সন্নিপাতেন ক্ষুদ্ররুক্ মসূরিকা॥
চতুর্দ্দশপ্রকারেণ ত্রিভির্দ্দোষৈস্ত্রিধা চ সা।
দ্বন্দ্বজাৎ ত্রিবিধা প্রোক্তা সন্নিপাতেন সপ্তমী॥
অষ্টমী ত্বগ্গতা জ্ঞেয়া রক্তজা নবমী মতা।
দশমী মাংসজা খ্যাতা চতস্রোঽন্যাশ্চ দুস্তরাঃ।
মেদোঽস্থিমজ্জশুক্রস্থাঃ ক্ষুদ্ররোগা ইতীরিতাঃ॥ ৮৪—৯২॥

বিসর্পরোগ-গণনা—

বিসর্পরোগো নবধা বাতপিত্তকফৈস্ত্রিধা।
ত্রিধা দ্বন্দ্বস্য ভেদেন সন্নিপাতেন সপ্তমঃ।
অষ্টমো বহ্নিদাহেন নবমশ্চাভিঘাতজঃ॥ ৯৩॥

অগ্নিরোহিণী, সন্নিরুদ্ধগুদ, কোঠ, কুনখ, অনুশয়ী, পদ্মিনীকণ্টক, চিপ্প, অলস, মুখদূষিকা, কক্ষা বৃষণকচ্ছূ, গন্ধ, পাষাণগর্দ্দভ, রাজিকা, এই ৩৪টী এবং বাত, পিত্ত, কফ ও রক্ত হইতে চারি প্রকার ব্যঙ্গ। বিস্ফোট পৃথক্ পৃথক্ দোষ হইতে তিন, দ্বন্দ্বজ দোষ হইতে তিন এবং রক্ত ও সন্নিপাত হইতে দুই, এই আট প্রকার। চতুর্দ্দশ প্রকার মসূরিকা; যথা,—ত্রিদোষ হইতে তিন ও দ্বন্দ্বজ দোষ হইতে তিন, সন্নিপাত হইতে সপ্তম, চর্ম্ম হইতে অষ্টম, রক্ত হইতে নবম ও মাংস হইতে দশম এবং মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র হইতে চারি প্রকার, এই চতুর্দ্দশ প্রকার। সমুদয়ে ষাট প্রকার। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত চারিটী অর্থাৎ যাহারা মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে অতি দুস্তর বলিয়া জানিবে॥ ৮৪—৯২॥

বিসর্পরোগ নয় প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন ও দ্বন্দ্বজভেদে তিন এবং সন্নিপাত, অগ্নিদাহ ও অভিঘাত হইতে তিন, এই নয় প্রকার॥ ৯৩॥

উদর্দ্ধাদিরোগ-গণনা—

তথৈকঃ শ্লেষ্মপিত্তাভ্যামুদর্দ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বাতপিত্তেন চৈকস্তু শীতপিত্তাময়ঃ স্মৃতঃ॥
অম্লপিত্তং ত্রিধা প্রোক্তং বাতেন শ্লেষ্মণা তথা।
তৃতীয়ং শ্লেষ্মবাতাভ্যাং বাতরক্তং তথাষ্টধা॥
বাতাধিক্যেন পিত্তাচ্চ কফাদ্দোষত্রয়েণ চ।
রক্তাধিক্যেন দোষাণাং দ্বন্দ্বেন ত্রিবিধং মতম্॥ ৯৪—৯৬॥

বাতজরোগ-গণনা—

অশীতির্বাতজা রোগাঃ কথ্যন্তে মুনিভাষিতাঃ।
আক্ষেপকো হনুস্তম্ভ ঊরুস্তম্ভঃ শিরোগ্রহঃ॥
বাহ্যায়ামোন্তরায়ামঃ পার্শ্বশূলং কটীগ্রহঃ।
দণ্ডাপতানকঃ খল্লী জিহ্বাস্তম্ভস্তথার্দ্দিতঃ॥
পক্ষাঘাতঃ ক্রোষ্টুশীর্ষং মন্যাস্তম্ভশ্চ পঙ্গুতা।
কলায়খঞ্জতা তূনী প্রতিতূনী চ খঞ্জতা॥
পাদহর্ষো গৃধ্রসী চ বিশ্বচী চাপবাহুকঃ।
অপতানো ব্রণায়ামো বাতকণ্টোঽপতন্ত্রকঃ॥
অঙ্গভেদোঽঙ্গশোষশ্চ মিম্মিনত্বঞ্চ গদ্গদঃ।
প্রত্যষ্ঠীলাষ্ঠীলিকা চ বামনত্বঞ্চ কুব্জতা॥

শ্লেষ্মা ও পিত্ত হইতে এক প্রকার উদর্দ্ধ এবং বাত ও পিত্ত হইতে এক প্রকার শীতপিত্ত রোগ উৎপন্ন হয়।

অম্লপিত্ত তিন প্রকার; যথা,—বাতজ, শ্লেষ্মজ ও শ্লেষ্মবাতজ। বাতরক্ত আট প্রকার; যথা,—বাতাধিক্য, পিত্ত, কফ, সন্নিপাত ও রক্তাধিক্য হইতে পাঁচ প্রকার এবং দ্বন্দ্বদোষ হইতে তিন, এই আট প্রকার বাতরক্ত॥ ৯৪—৯৬॥

বায়ুজনিত রোগ অশীতি (৮০) প্রকার; যথা,—আক্ষেপক, হনুস্তম্ভ, ঊরুস্তম্ভ, শিরোগ্রহ, বাহ্যায়াম, উত্তরায়াম, পার্শ্বশূল, কটীগ্রহ, দণ্ডাপতানক, খল্লী, জিহ্বাস্তম্ভ, অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত, ক্রোষ্টুশীর্ষ, মন্যাস্তম্ভ, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা, তূণী, প্রতিতূণী, খঞ্জতা, পাদহর্ষ, গৃধ্রসী, বিশ্বচী, অপবাহুক, অপতান, ব্রণায়াম, বাতকণ্টক, অপতন্ত্রক, অঙ্গভেদ, অঙ্গশোষ, মিম্মিনত্ব, গদ্গদত্ব, প্রত্যষ্ঠীলা, অষ্ঠীলিকা, বামনত্ব,

অঙ্গপীড়াঙ্গশূলঞ্চ সঙ্কোচস্তম্ভরূক্ষতা।
অঙ্গভঙ্গোঽঙ্গবিভ্রংশো বিড়্গ্রহো বদ্ধবিট্‌কতা॥
মূকত্বমতিজৃম্ভা স্যাদত্যুদ্গারোঽন্ত্রকূজনম্।
বাতপ্রবৃত্তিঃ স্ফুরণং শিরাণাং পূরণন্তথা॥
কম্পঃ কার্শ্যং শ্যাবতা চ প্রলাপঃ ক্ষিপ্রমূত্রতা।
নিদ্রানাশঃ স্বেদনাশো দুর্ব্বলত্বং বলক্ষয়ঃ॥
অতিপ্রবৃত্তিঃ শুক্রস্য কার্শ্যং নাশশ্চ রেতসঃ।
অনবস্থিতচিত্তত্বং কাঠিন্যং বিরসাস্যতা।
কষায়বক্ত্রতাধ্মানং প্রত্যাধ্মানঞ্চ শীততা॥
রোমহর্ষশ্চ ভীরুত্বং তোদঃ কণ্ডূ রসাজ্ঞতা।
শব্দাজ্ঞতা প্রসুপ্তশ্চ গন্ধাজ্ঞত্বং দৃশঃ ক্ষয়ঃ॥ ৯৭—১০৬॥

পিত্তজরোগ-গণনা—

অথ পিত্তভবা রোগাশ্চত্বারিংশদিহোদিতাঃ।
ধূমোদ্গারো বিদাহঃ স্যাদুষ্ণাঙ্গত্বং মতিভ্রমঃ॥
কান্তিহানিঃ কণ্ঠশোষো মুখশোষোঽল্পশুক্রতা।
তিক্তাস্যতাম্লবক্ত্রত্বং স্বেদস্রাবোঽঙ্গপাকতা।
ক্লমো হরিতবর্ণত্বমতৃপ্তিঃ পীতগাত্রতা॥
রক্তস্রাবোঽঙ্গদরণং লোহগন্ধাস্যতা তথা।
দৌর্গন্ধ্যং পীতমূত্রত্বমরতিঃ পীতবিট্‌কতা॥

কুব্জতা, অঙ্গপীড়া, অঙ্গশূল, সংঙ্কোচ, স্তম্ভ, রূক্ষতা, অঙ্গভঙ্গ, অঙ্গবিভ্রংশ, বিড়্গ্রহ, বদ্ধবিট্‌কতা, মূকত্ব, অতিজৃম্ভা, অত্যুদ্গার, অন্ত্রকূজন, বাতপ্রবৃত্তি, শিরা সকলের স্ফুরণ ও পূরণ, কম্প, কার্শ্য, শ্যাবতা, প্রলাপ, ক্ষিপ্রমূত্রতা, নিদ্রানাশ, স্বেদনাশ, দুর্ব্বলতা, বলক্ষয়, শুক্রের অতিপ্রবৃত্তি ও অল্পতা, রেতোনাশ, অনবস্থিতচিত্ততা, কঠিনতা, বিরসাস্যতা, কষায়বক্ত্রতা, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, শীততা, রোমহর্ষ, ভীরুত্ব, তোদ, কণ্ডূ, রসাজ্ঞতা, শব্দাজ্ঞতা, অসারতা, গন্ধাজ্ঞত্ব ও দৃষ্টিক্ষয়॥৯৭—১০৬॥

পিত্তজরোগ চত্বারিংশৎ (৪০) প্রকার; যথা,— ধূমোদ্গার, বিদাহ, উষ্ণাঙ্গত্ব, মতিভ্রম, কান্তিহানি, কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, অল্পশুক্রতা, তিক্তাস্যতা, অম্লবক্ত্রত্ব; স্বেদস্রাব, অঙ্গপাকতা, ক্লম, হরিৎবর্ণত্ব, অতৃপ্তি, পীতগাত্রতা, রক্তস্রাব, অঙ্গদরণ, মুখে লৌহগন্ধ ও দৌর্গন্ধ্য, পীতমূত্রত্ব, অরতি, পীতমলত্ব, পীতাবলোকন, পীত-

পীতাবলোকনং পীতনেত্রতা দন্তপীততা।
শীতেচ্ছা পীতনখতা তেজো দ্বেষোঽল্পনিদ্রতা॥
কোপশ্চ গাত্রসাদশ্চ ভিন্নবিট্কত্বমন্ধতা।
উষ্ণোচ্ছ্বাসত্বমুষ্ণত্বং মূত্রস্য চ মলস্য চ॥
তমসো দর্শনং পীতমণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্।
নিঃসহত্বঞ্চ পিত্তস্য চত্বারিংশদ্রুজঃ স্মৃতাঃ॥ ১০৭—১১৩॥

কফজরোগ-গণনা—

কফস্য বিংশতিঃ প্রোক্তা রোগাস্তন্দ্রাতিনিদ্রতা।
গৌরবং মুখমাধুর্য্যং মুখলেপঃ প্রসেকতা॥
শ্বেতাবলোকনং শ্বেতবিট্কত্বং শ্বেতমূত্রতা।
শ্বেতাঙ্গবর্ণতা শৈত্যমুষ্ণেচ্ছা তিক্তকামিতা॥
মলাধিক্যঞ্চ শুক্রস্য বাহুল্যং বহুমূত্রতা।
আলস্যং মন্দবুদ্ধিত্বং তথা ঘুর্ঘুরবাক্যতা।
অচৈতন্যঞ্চ গদিতা বিংশতিঃ শ্লেষ্মজা গদাঃ॥ ১১৪—১১৬॥

রক্তজরোগ-গণনা—

রক্তস্য চ দশ প্রোক্তা ব্যাধয়স্তেষু গৌরবম্।
রক্তমণ্ডলতা রক্তনেত্রত্বং রক্তমূত্রতা॥
রক্তনিষ্ঠীবনং রক্তপিড়কানাঞ্চ দর্শনম্।
ঔষ্ণ্যঞ্চ পূতিগন্ধত্বং পীড়া পাকশ্চ জায়তে॥ ১১৭। ১১৮॥

নেত্রত্ব, দন্তপীতত্ব, শীতেচ্ছা, পীতনখতা, তেজঃ, দ্বেষ, অল্পনিদ্রতা, কোপ, গাত্রসাদ, মলভেদ, অন্ধতা, মল ও মূত্রের উষ্ণোচ্ছ্বাসত্ব ও উষ্ণত্ব, অন্ধকার দর্শন, পীতমণ্ডল দর্শন, নিঃসহত্ব (অসহিষ্ণুতা)॥ ১০৭—১১৩॥

কফজরোগ বিংশতি (২০) প্রকার; যথা,—তন্দ্রা (নিদ্রাবৎ ক্লান্তি), অতিনিদ্রা, গৌরব, মুখের মধুরতা, মুখলেপ, প্রসেকতা, শ্বেতাবলোকন, মলের শ্বেতত্ব, শ্বেতমূত্রত্ব, অঙ্গের শ্বেতবর্ণতা, শৈত্য ও উষ্ণেচ্ছা, তিক্তকামিতা, মলাধিক্য, শুক্রবাহুল্যতা, বহুমূত্রতা, আলস্য, মন্দবুদ্ধিত্ব, ঘুরঘুরবাক্যতা ও অচৈতন্য॥ ১১৪—১১৬॥

রক্তজরোগ দশ প্রকার; যথা,—গৌরব, রক্তমণ্ডলতা, রক্তনেত্রত্ব, রক্তমূত্রতা, রক্তনিষ্ঠীবন, রক্তপিড়কা দর্শন, উষ্ণতা, পূতিগন্ধত্ব, পীড়া ও পাক॥ ১১৭॥১১৮॥

মুখরোগ-গণনা—

চতুঃসপ্ততিসংখ্যাতা মুখরোগাস্তথোদিতাঃ।
তেষ্বোষ্ঠরোগগণিতা একাদশমিতা বুধৈঃ।
বাতপিত্তকফৈস্ত্রিধা ত্রিদোষৈরসৃজা তথা॥
ক্ষতং মাংসার্ব্বুদঞ্চৈব খণ্ডৌষ্ঠঞ্চ গলার্ব্বুদম্।
মেদোঽর্ব্বুদং চার্ব্বুদঞ্চ রোগা একাদশৌষ্ঠজাঃ॥

(ইতি ওষ্ঠরোগ-গণনা।)

দন্তরোগা দশাখ্যাতা দালনঃ কৃমিদন্তকঃ।
দন্তহর্ষঃ করালশ্চ দন্তচালশ্চ শর্করা।
অধিদন্তঃ শ্যাবদন্তো দন্তভেদঃ কপালিকা॥

(ইতি দন্তরোগ-গণনা।)

তথা ত্রয়োদশমিতা দন্তমূলাময়াঃ স্মৃতাঃ।
শীতাদোপকুশৌ দ্বৌ তু দন্তবিদ্রধিপুপ্পুটৌ।
অধিমাংসো বিদর্ভশ্চ মহাশুষিরশৌষিরৌ॥
তেষ্বেব গতয়ঃ পঞ্চ বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদপি।
সন্নিপাতাৎ গতিশ্চান্যা রক্তনাড্যা চ পঞ্চমী॥

(ইতি দন্তমূলরোগ-গণনা।)

মুখরোগ চতুঃসপ্ততি (৭৪) প্রকার, তন্মধ্যে—ওষ্ঠগত রোগ একাদশ প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন, ত্রিদোষ ও রক্ত হইতে দুই এবং ক্ষত, মাংসার্ব্বুদ, খণ্ডৌষ্ঠ, গলার্ব্বুদ, মেদোর্ব্বুদ ও অর্ব্বুদ, এই একাদশ প্রকার ওষ্ঠগত রোগ।

দন্তরোগ দশ প্রকার; যথা,—দালন, কৃমিদন্তক, দন্তহর্ষ, দন্তকরাল, দন্তচাল, দন্তশর্করা, অধিদন্ত, শ্যাবদন্ত, দন্তভেদ ও দন্তকপালিকা।

দন্তমূলগত রোগ ত্রয়োদশ প্রকার; যথা,—শীতাদ, উপকুশ, দন্তবিদ্রধি, দন্তপুপ্পুট, অধিমাংস, দন্তবিদর্ভ, মহাশুষির, শৌষির এবং বাত, পিত্ত, কফ ও সন্নিপাত হইতে চারি প্রকার নালী ও রক্তনালী, এই পাঁচ প্রকার গতি (অর্থাৎ নালী বা শোষ)।

তথা জিহ্বাময়াঃ ষট্ স্যুর্বাতপিত্তকফৈস্ত্রিধা।
অলসশ্চ চতুর্থঃ স্যাদধিজিহ্বা চ পঞ্চমী ॥
ষষ্ঠী চৈবোপজিহ্বা স্যাৎ তথাষ্টৌ তালুজা গদাঃ।
অর্ব্বুদং তালুপিড়কা কচ্ছপী তালুসংহতিঃ।
গলশুণ্ঠী তালুশোষস্তালুপাকশ্চ পুপ্পুটঃ ॥

(ইতি জিহ্বাতালুরোগয়োর্গণনা।)

গলরোগাস্তথাখ্যাতা অষ্টাদশমিতা বুধৈঃ।
বাতরোহিণিকা পূর্ব্বং দ্বিতীয়া পিত্তরোহিণী ॥
কফরোহিণিকা প্রোক্তা ত্রিদোষৈরপরোহিণী।
মেদোরোহিণিকা বৃন্দো গলৌঘো গলবিদ্রধিঃ ॥
স্বরহা তুণ্ডিকেরী চ শতঘ্নী তালুকোঽর্ব্বুদম্।
গিলায়ুর্বলয়শ্চাপি বাতাদ্ গণ্ডঃ কফাত্তথা।
মেদোগণ্ডস্তথৈকঃ স্যাদত্যষ্টাদশকণ্ঠজাঃ ॥

(ইতি গলরোগ-গণনা।)

মুখান্তঃসম্ভবা রোগা অষ্টৌ খ্যাতা মহর্ষিভিঃ।
মুখপাকো ভবেদ্বাতাৎ পিত্তাত্তদ্বৎ কফাদপি ॥

জিহ্বাগত রোগ ছয় প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং অলস, অধিজিহ্বা ও উপজিহ্বা, এই ছয় প্রকার। তালুগত রোগ আট প্রকার; যথা,—অর্ব্বুদ, তালুপিড়কা, কচ্ছপী, তালুসংহতি, গলশুণ্ঠী, তালুশোষ, তালুপাক ও তালুপুপ্পুট, এই আট প্রকার।

গলগত রোগ অষ্টাদশ প্রকার; যথা,—বাতরোহিণী, পিত্তরোহিণী, কফরোহিণী, সন্নিপাতরোহিণী, মেদোরোহিণী, বৃন্দ, গলৌঘ, গলবিদ্রধি, স্বরহা, তুণ্ডিকেরী, শতঘ্নী, তালুক, অর্ব্বুদ, গিলায়ু, বলয়, বাতগণ্ড, কফগণ্ড ও মেদোগণ্ড, এই অষ্টাদশ প্রকার গলগত রোগ।

মুখান্তঃভবরোগ আট প্রকার; যথা,—বাতজ মুখপাক, পিত্তজ মুখপাক, কফজ মুখপাক, রক্তজ মুখপাক, সন্নিপাতজ মুখপাক, পূত্যাস্য, ঊর্দ্ধগদ ও অর্ব্বুদ, এই আট প্রকার।

ওষ্ঠগত রোগ এগার প্রকার, দন্তগত রোগ দশ প্রকার, দন্তমূলগত রোগ তের প্রকার, জিহ্বাগতরোগ ছয় প্রকার, তালুগতরোগ আট প্রকার, গলগত-

রক্তাচ্চ সন্নিপাতাচ্চ পৃত্যাস্যোর্দ্ধ্বপদাবপি।
অর্ব্বুদশ্চেতি মুখজাশ্চতুঃসপ্ততিরাময়াঃ॥ ১১৯—১৩০॥
(ইতি মুখান্তর্ভবরোগ-গণনা।)

কর্ণরোগ-গণনা—

কর্ণরোগাঃ সমাখ্যাতা অষ্টাদশমিতা বুধৈঃ।
বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদ্রক্তাৎ সন্নিপাতাচ্চ বিদ্রধিঃ॥
শোথোঽর্ব্বুদং পূতিকর্ণঃ কর্ণার্শঃ কর্ণহল্লিকা।
বাধির্য্যং তন্ত্রিকা কণ্ডূঃ শষ্কুলী কৃমিকর্ণকঃ।
কর্ণনাদঃ প্রতীনাহ ইত্যষ্টাদশ কর্ণজাঃ॥ ১৩১। ১৩২॥

কর্ণপালীরোগ-গণনা—

কর্ণপালীসমুদ্ভূতা রোগাঃ সপ্ত ইহোদিতাঃ।
উৎপাতঃ পালীশোষশ্চ বিদারী দুঃখবর্দ্ধনঃ।
পরিপোটশ্চ লেহী চ পিপ্পলী চেতি সংস্মৃতাঃ॥ ১৩৩॥

নাসাকর্ণমূলরোগয়োর্গণনা—

কর্ণমূলাময়াঃ পঞ্চ বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদপি।
সন্নিপাতাচ্চ রক্তাচ্চ তথা নাসাভবা গদাঃ॥
অষ্টাদশৈব সংখ্যাতাঃ প্রতিশ্যায়স্তু তেষ্বপি।
বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ রক্তাৎ সন্নিপাতেন পঞ্চমঃ॥

রোগ আঠার প্রকার, এবং মুখান্তর্ভব রোগ আট প্রকার, সমুদয়ে চুয়াত্তর প্রকার মুখরোগ॥ ১১৯—১৩০॥

কর্ণরোগ অষ্টাদশ প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও সন্নিপাত হইতে পাঁচ প্রকার এবং কর্ণবিদ্রধি, কর্ণশোথ, কর্ণার্ব্বুদ, পূতিকর্ণ, কর্ণার্শঃ, কর্ণহল্লিকা, বাধির্য্য, তন্ত্রিকা, কর্ণকণ্ডূ, শষ্কুলী, কৃমিকর্ণক, কর্ণনাদ ও কর্ণপ্রতীনাহ, এই অষ্টাদশ প্রকার॥ ১৩১॥॥ ১৩২॥

কর্ণপালীগতরোগ সাত প্রকার; যথা,—উৎপাত, পালীশোষ, বিদারী, দুঃখ-বর্দ্ধন, পরিপোট, লেহী ও পিপ্পলী॥ ১৩৩॥

কর্ণমূলগত রোগ পাঁচ প্রকার; যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ ও সন্নিপাতজ।

নাসারোগ অষ্টাদশ প্রকার। তন্মধ্যে বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত ও সন্নিপাত

অপীনসঃ পূতিনাসো নাসার্শশ্চ ভৃশক্ষবঃ।
নাসানাহঃ পূতিরক্তমর্ব্বুদং দুষ্টপীনসম্।
নাসশোষো ঘ্রাণপাকঃ পুটকস্রাবদীপ্তয়ঃ॥ ১৩৪—১৩৬॥

শিরোরোগ-গণনা—

তথা দশ শিরোরোগা বাতেনার্দ্ধাবভেদকঃ।
শিরস্তাপশ্চ বাতেন পিত্তপীড়া তৃতীয়কা॥
চতুর্থী কফজা পীড়া রক্তজা সন্নিপাতজা।
সূর্য্যাবর্ত্তঃ শিরঃপাকাৎ ক্রিমিভিঃ শঙ্খকেন চ॥ ১৩৭। ১৩৮॥

কপালরোগ-গণনা—

তথা কপালরোগাঃ স্যুর্নব তেষূপশীর্ষকম্।
অরুংষিকা বিদ্রধিশ্চ দারুণং পিড়কার্ব্বুদম্।
ইন্দ্রলুপ্তশ্চ খলতিঃ পলিতঞ্চেতি তে নব॥ ১৩৯॥

নেত্রভবরোগ-গণনা—

তথা নেত্রভবাঃ খ্যাতাশ্চতুর্নবতিরাময়াঃ।
তেষু বর্ত্মগদাঃ প্রোক্তাশ্চতুর্বিংশতিসংজ্ঞিতাঃ॥
কৃচ্ছ্রোন্মীলঃ পক্ষ্মঘাতঃ কফোৎক্লিষ্টশ্চ লোহিতঃ।
রুগ্নিমেষঃ কর্দ্দমশ্চ রক্তোৎক্লিষ্টং কুকূণকম্॥
পক্ষ্মার্শঃ পক্ষ্মরোধশ্চ পিত্তোৎক্লিষ্টশ্চ পোথকী।

হইতে প্রতিশ্যায় পাঁচ প্রকার এবং অপীনস, পূতিনাস, নাসার্শো, ভৃশক্ষব, নাসানাহ, পূতিরক্ত, নাসার্ব্বুদ, দুষ্টপীনস, নাসাশোষ, ঘ্রাণপাক, পুটক, নাসাস্রাব ও দীপ্তি, এই অষ্টাদশ প্রকার॥ ১৩৪—১৩৬॥

শিরোরোগ দশ প্রকার; যথা,—বাতজ অর্দ্ধাবভেদক, বাতজ শিরস্তাপ, পিত্তপীড়া, কফজপীড়া, রক্তজপীড়া, সন্নিপাতজপীড়া ও সূর্য্যাবর্ত্ত, এই সাত এবং শিরঃপাক, ক্রিমি ও শঙ্খক হইতে তিন, এই দশ প্রকার॥ ১৩৭॥ ১৩৮॥

কপালরোগ নয় প্রকার; যথা,—উপশীর্ষক, অরুংষিকা, বিদ্রধি, দারুণ, পিড়কা, অর্ব্বুদ, ইন্দ্রলুপ্ত, খলতি ও পলিত, এই নয় প্রকার॥ ১৩৯॥

নেত্রভব রোগ চুয়ানব্বই প্রকার। তন্মধ্যে বর্ত্মগভরোগ চব্বিশ প্রকার; যথা,—কৃচ্ছ্রোন্মীল, পক্ষ্মঘাত, কফোৎক্লিষ্ট লোহিত, রুগ্নিমেষ, কর্দ্দম, রক্তোৎক্লিষ্ট, কুকূণক, পক্ষ্মার্শঃ, পক্ষ্মরোধ, পিত্তোৎক্লিষ্ট, পোথকী, ক্লিষ্টবর্ত্মা, বহল,

ক্লিষ্টবর্ত্মা চ বহুলঃ পক্ষ্মোৎসঙ্গস্তথার্ব্বুদম্ ॥
কুম্ভিকা সিকতাবর্ত্মা নগণোঽঞ্জননামিকা ।
তথৈব শ্যাববর্ত্মা চ বিশবর্ত্মা তথালজী ।
তথৈবোৎক্লিষ্টবর্ত্মেতি প্রোক্তা বর্ত্মসমুদ্ভবাঃ ॥

(ইতি বর্ত্মগতরোগ-গণনা ।)

নেত্রসন্ধিসমুদ্ভূতাঃ নব রোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
জলস্রাবঃ কফস্রাবো রক্তস্রাবশ্চ পর্ব্বণী ॥
পূয়স্রাবঃ ক্রিমিগ্রন্থিরুপনাহস্তথালজী ।
পূয়ালস ইতি প্রোক্তা রোগা নয়নসন্ধিজাঃ ॥

(ইতি নেত্রসন্ধিগতরোগ-গণনা ।)

তথা শুক্লগতা রোগাঃ বুধৈঃ প্রোক্তাস্ত্রয়োদশ ।
শিরোৎপাতঃ শিরাহর্ষঃ শিরাজালশ্চ শুক্তিকা ॥
শুক্লার্ম্মা চাধিমাংসার্ম্মা প্রস্তার্য্যর্ম্মা চ পিষ্টকঃ ।
শিরায়াঃ পিড়কা চৈব কফগ্রন্থিতকোর্জ্জুনঃ ।
স্নাযুর্ম্মা চাধিমাংসঃ স্যাদিতি শুক্লগতা গদাঃ ॥

(ইতি শুক্লগতরোগ-গণনা ।)

তথা কৃষ্ণসমুদ্ভূতাঃ পঞ্চরোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
শুদ্ধশুক্রং শিরাশুক্রং ক্ষতশুক্রং তথাজকা ।
শিরাসঙ্গশ্চ সর্ব্বেঽপি প্রোক্তাঃ কৃষ্ণগতা গদাঃ ॥

(ইতি কৃষ্ণগতরোগ-গণনা ।)

পক্ষ্মোৎসঙ্গ, অর্ব্বুদ, কুম্ভিকা, সিকতাবর্ত্মা, নগণ, অঞ্জননামিকা, শ্যাববর্ত্মা, বিশবর্ত্ম, অলজী ও উৎক্লিষ্টবর্ত্মা, এই চব্বিশ প্রকার।

নেত্রসন্ধিভব রোগ নয় প্রকার ; যথা,—জলস্রাব, কফস্রাব, রক্তস্রাব, পর্ব্বণী, পূয়স্রাব, ক্রিমিগ্রন্থি, উপনাহ, অলজী ও পূয়ালস, এই নয় প্রকার।

শুক্লগত রোগ ত্রয়োদশ প্রকার ; যথা,—শিরোৎপাত, শিরাহর্ষ, শিরাজাল, শুক্তিকা, শুক্লার্ম্মা, অধিমাংসার্ম্মা, প্রস্তার্য্যর্ম্মা, পিষ্টক, শিরঃপীড়কা, কফগ্রন্থি, তকোর্জ্জুন, স্নাযুর্ম্মা ও অধিমাংস, এই ত্রয়োদশ প্রকার।

কৃষ্ণোৎভব রোগ পাঁচ প্রকার ; যথা,—শুদ্ধশুক্র, শিরাশুক্র, ক্ষতশুক্র, অজকা ও শিরাসঙ্গ, এই পাঁচ প্রকার।

কাচন্তু ষড়্‌বিধং জ্ঞেয়ং বাতপিত্তকফাদপি।
সান্নিপাতাচ্চ রক্তাচ্চ ষষ্ঠং সংসর্গসম্ভবম্ ॥
(ইতি কাচরোগ-গণনা।)

তিমিরাণি ষড়েব স্যুর্বাতপিত্তকফৈস্ত্রিধা।
সংসর্গেণ চ রক্তেন ষষ্ঠং স্যাৎ সন্নিপাততঃ ॥
(ইতি তিমিররোগ-গণনা।)

লিঙ্গনাশঃ সপ্তধা স্যাদ্বাতাৎ পিত্তাৎ কফেন চ।
ত্রিদোষৈরুপসর্গেণ সংসর্গেণাসৃজা তথা ॥
(ইতি লিঙ্গনাশরোগ-গণনা।)

অষ্টধা দৃষ্টিরোগাঃ স্যুস্তেষু পিত্তবিদগ্ধকম্।
অম্লপিত্তবিদগ্ধঞ্চ তথৈবোষ্ণবিদগ্ধকম্ ॥
নকুলান্ধ্যং ধূসরান্ধ্যং রাত্র্যন্ধ্যং হ্রস্বদৃষ্টিকম্।
গম্ভীরদৃষ্টিরিত্যেতে রোগা দৃষ্টিগতাঃ স্মৃতাঃ ॥
(ইতি দৃষ্টিগতরোগ-গণনা।)

অভিষ্যন্দাশ্চ চত্বারো রক্তাদ্দোষৈস্ত্রিভিস্ত্রিধা।
চত্বারশ্চাধিমন্থাঃ স্যুর্বাতপিত্তকফাসৃজঃ ॥
(ইতি অভিষ্যন্দাধিমন্থরোগয়োর্গণনা।

কাচরোগ ছয় প্রকার ; যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, রক্তজ ও সংসর্গজ।

তিমির রোগ ছয় প্রকার ; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং সংসর্গ, রক্ত ও সন্নিপাত হইতে তিন, এই ছয় প্রকার।

লিঙ্গনাশ সাত প্রকার ; যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, উপসর্গজ, সংসর্গজ ও রক্তজ।

দৃষ্টিগতরোগ আট প্রকার ; যথা,—পিত্তবিদগ্ধ, অম্লপিত্তবিদগ্ধ, উষ্ণবিদগ্ধ, নকুলান্ধ্য, ধূসরান্ধ্য, রাত্র্যন্ধ্য, হ্রস্বদৃষ্টি ও গম্ভীরদৃষ্টি, এই আট প্রকার।

অভিষ্যন্দ রোগ চারি প্রকার ; যথা,—রক্ত হইতে এক, এবং বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন, এই চারি প্রকার।

অধিমন্থ চারি প্রকার ; যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও রক্তজ।

সর্ব্বাক্ষিরোগাশ্চাষ্টৌ স্যুস্তেষু বাতবিপর্য্যয়ঃ।
অল্পশোথোঽন্যতোবাতস্তথা পাকাত্যয়ঃ স্মৃতঃ॥
শুষ্কাক্ষিপাকশ্চ তথা শোফোঽধ্যুষিত এব চ।
হতাধিমন্থ ইত্যেতে রোগাঃ সর্ব্বাক্ষিসম্ভবাঃ॥ ১৪০—১৫৬॥

(ইতি সর্ব্বাক্ষিরোগ-গণনা।)

পুংস্ত্বদোষশুক্রদোষয়োর্গণনা—

পুংস্ত্বদোষাস্তু পঞ্চৈব প্রোক্তাস্তত্রের্ষ্যকঃ স্মৃতঃ।
আসেক্যশ্চৈব কুম্ভীকঃ সুগন্ধী ষণ্ডসংজ্ঞিতঃ॥
শুক্রদোষাস্তথাষ্টৌ স্যুর্বাতপিত্তকফেন চ।
কুণপং শ্লেষ্মবাতাভ্যাং পূয়াভং শ্লেষ্মপিত্ততঃ॥
ক্ষীণঞ্চ বাতপিত্তাভ্যাং গ্রন্থিতং শ্লেষ্মরক্ততঃ।
মলাভং সন্নিপাতাচ্চ শুক্রদোষা ইতীরিতাঃ॥ ১৫৭—১৫৯॥

আর্ত্তবদোষাদি-গণনা—

অথ স্ত্রীরোগনামানি প্রোচ্যন্তে পূর্ব্বশাস্ত্রতঃ।
অষ্টবার্ত্তবদোষাঃ স্যুর্বাতপিত্তকফৈস্ত্রিধা।

সর্ব্বাক্ষি রোগ আট প্রকার; যথা,—বাতবিপর্য্যয়, অল্পশোথ, অন্যতোবাত, পাকাত্যয়, শুষ্কাক্ষিপাক, শোফ, অধ্যুষিত ও হতাধিমন্থ, এই আট প্রকার।

বর্ত্মাগতরোগ চব্বিশ, নেত্রসন্ধিগতরোগ নয়, শুক্লগতরোগ তের, কৃষ্ণগত-রোগ পাঁচ, কাচরোগ ছয়, তিমিররোগ ছয়, লিঙ্গনাশ সাত, দৃষ্টিগতরোগ আট, অভিষ্যন্দ চারি, অধিমন্থ চারি এবং সর্ব্বাক্ষিরোগ আট প্রকার, সমুদয়ে চুরানব্বই প্রকার নেত্ররোগ॥ ১৪০—১৫৬॥

পুংস্ত্বদোষ পাঁচ প্রকার; যথা,—ঈর্ষ্যক, আসেক্য, কুম্ভীক, সুগন্ধী ও ষণ্ড, এই পাঁচ প্রকার।

শুক্রদোষ আট প্রকার; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং বাত-শ্লেষ্ম হইতে কুণপ, শ্লেষ্মপিত্ত হইতে পূয়াভ, বাতপিত্ত হইতে ক্ষীণ, শ্লেষ্মরক্ত হইতে গ্রথিত ও সন্নিপাত হইতে মলাভ, এই আট প্রকার॥ ১৫৭—১৫৯॥

অনন্তর প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীরোগ সমূহের নাম বলা যাইতেছে।

আর্ত্তবদোষ আট প্রকার; যথা,—বায়ু, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং পূয়াভ কুণপ, গ্রন্থি, ক্ষীণ ও মলসম, এই আট প্রকার।

পূয়াভং কুণপং গ্রন্থিঃ ক্ষীণং মলসমং তথা ॥
তথা চ রক্তপ্রদরং চতুর্ব্বিধমুদীরিতম্।
বাতপিত্তকফৈস্ত্রিধা চতুর্থং সন্নিপাততঃ ॥
বিংশতির্যোনিরোগাঃ স্যুর্বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদপি।
সন্নিপাতাচ্চ রক্তাচ্চ লোহিতং ক্ষয়তস্তথা ॥
শুষ্কা চ বামিনী চৈব খণ্ডিতান্তমুর্খী তথা।
সূচীমুখী বিপ্লুতা চ জাতঘ্নী চ পরিপ্লুতা॥
উপপ্লুতা প্রাক্‌চরণা মহাযোনিস্তু কর্ণিকা।
অত্যানন্দা চাতিচরণা যোনিরোগা ইতীরিতাঃ ॥ ১৬০—১৬৪ ॥

যোনিকন্দগর্ভজরোগয়োর্গণনা—

চতুর্বিধং যোনিকন্দং বাতপিত্তকফৈস্ত্রিধা।
চতুর্থং সন্নিপাতেন তথাষ্টৌ গর্ভজা গদাঃ ॥
উপবিষ্টকগর্ভঃ স্যাৎ তথা নাগোদরঃ স্মৃতঃ।
মক্কল্লো মূঢ়গর্ভশ্চ বিষ্কম্ভো গূঢ়গর্ভকঃ।
জরায়ুদোষো গর্ভস্য পাতশ্চাষ্টমকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬৫ । ১৬৬ ॥

স্তনরোগগণনা তথা স্ত্রীদোষ-গণনা চ—

পঞ্চৈব স্তনরোগাঃ স্যুর্বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদপি।
সন্নিপাতাৎ ক্ষতাচ্চৈব তথা [illegible]ন্যোদ্ভবা গদাঃ ॥

রক্তপ্রদর চারি প্রকার ; যথা—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন এবং সন্নিপাত হইতে এক, এই চারি প্রকার।

যোনিরোগ বিংশতি প্রকার ; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন, সন্নিপাত, রক্ত হইতে দুই ও ক্ষয় হইতে লোহিত এবং শুষ্কা, বামনী, খণ্ডিতা, অন্তর্মুখী, সূচীমুখী, বিপ্লুতা, জাতঘ্নী, পরিপ্লুতা, উপপ্লুতা, প্রাকৃচরণা, মহাযোনি, কর্ণিকা, অত্যানন্দ ও অতিচরণা, এই বিংশতি প্রকার ॥ ১৬০—১৬৪ ॥

যোনিকন্দ চারি প্রকার ; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফ হইতে তিন ও সন্নিপাত হইতে এক, এই চারি প্রকার।

গর্ভজরোগ আট প্রকার ; যথা,—উপবিষ্টকগর্ভ, নাগোদরগর্ভ, মক্কল্লগর্ভ, মূঢ়গর্ভ, বিষ্কম্ভগর্ভ, গূঢ়গর্ভ, গর্ভের জরায়ুদোষ ও গর্ভপাত, এই আট প্রকার ॥ ১৬৫ ॥ ১৬৬ ॥

বালরোগেষু কথিতা স্ত্রীদোষাশ্চ ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
অদক্ষপুরুষোৎপন্নঃ সপত্নীবিহিতস্তথা॥
দৈবাজ্জাতস্তৃতীয়স্তু তথা যে সূতিকাগদাঃ।
জ্বরাদয়শ্চিকিৎস্যাস্তে যথাদোষং যথাবলম্॥ ১৬৭—১৬৯॥

বালরোগ-গণনা—

দ্বাবিংশতির্বালরোগাস্তেষু ক্ষীরভবাস্ত্রয়ঃ।
বাতাৎ পিত্তাৎ কফাচ্চৈব দন্তোদ্ভেদশ্চতুর্থকঃ॥
দন্তঘাতো দন্তশব্দঃ কালদন্তোঽহিপূতনম্।
মুখপাকো মুখস্রাবো গুদপাকোপশীর্ষকৌ॥
পার্শ্বারুণস্তালুকণ্ঠৌ বিচ্ছিন্নং পরিগর্ভিকঃ।
দৌর্ব্বল্যং গাত্রশোষশ্চ শয্যামূত্রং কুকূণকঃ।
রোদনঞ্চাজগল্লী স্যাদিতি দ্বাবিংশতিঃ স্মৃতাঃ॥ ১৭০—১৭২॥

বালগ্রহ-গণনা—

তথা বালগ্রহাখ্যাতা দ্বাদশৈব মুনীশ্বরৈঃ।
স্কন্দগ্রহো বিশাখঃ স্যাৎ স্বগ্রহশ্চ পিতৃগ্রহঃ॥
নৈগমেয়গ্রহস্তদ্বচ্ছকুনিঃ শীতপূতনা।
মুখমুণ্ডিতিকা তদ্বৎ পূতনাচান্ধপূতনা॥

স্তনরোগ পাঁচ প্রকার ; যথা,—বাত, পিত্ত, কফ ও সন্নিপাত হইতে চারি এবং ক্ষত হইতে এক, এই পাঁচ প্রকার। স্তন্যরোগের বিশেষ বিবরণ বাল-রোগেতেই বিশেষ রূপ কথিত হইয়াছে।

স্ত্রীদোষ তিন প্রকার ; যথা,—অদক্ষপুরুষোৎপন্ন, সপত্নীবিহিত ও দৈব-জাত। সূতিকা ও জ্বরাদি রোগের দোষ বল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য॥ ১৬৭-১৬৯॥

বালরোগ দ্বাবিংশতি প্রকার ; যথা,—বাত, পিত্ত ও কফভেদে ক্ষীরভব তিন এবং দন্তোৎভেদ, দন্তঘাত, দন্তশব্দ, কালদন্ত, অহিপূতন, মুখপাক, মুখস্রাব, গুদপাক, উপশীর্ষক, পার্শ্বারুণ, তালুবিচ্ছিন্ন, কণ্ঠবিচ্ছিন্ন, পরিগর্ভিক, দৌর্ব্বল্য, গাত্রশোষ, শয্যামূত্র, কুকূণক, রোদন ও অজগল্লী, এই বাইশ প্রকার॥১৭০-১৭২॥

বালগ্রহ দ্বাদশ প্রকার ; যথা,—স্কন্দগ্রহ, বিশাখ, স্বগ্রহ, পিতৃগ্রহ, নৈগমেয়-

রেবতী চৈব সংখ্যাতা তথা স্যাচ্ছুষ্করেবতী।
তথাবরণভেদাস্তু বাতরক্তাদিকাশ্চ যে॥
দ্বিচত্বারিংশদুক্তাস্তে রোগেষ্বেব মুনীশ্বরৈঃ।
দ্বিষষ্টির্দোষভেদাঃ স্যুঃ সন্নিপাতাদিকাশ্চ যে।
তেঽপি রোগেষু গণিতাঃ পৃথক্ প্রোক্তা ন তে ক্বচিৎ॥১৭৩—১৭৬॥

পঞ্চকর্ম্মভব-রোগ-গণনা—

হীনমিথ্যাতিযোগানাং ভেদৈঃ পঞ্চদশোদিতাঃ।
পঞ্চকর্ম্মভবা রোগাস্তেষু রোগেষু সংজ্ঞিতাঃ॥
স্নেহঃ স্বেদো তথা ধূমো গণ্ডূষোঽঞ্জনতর্পণে।
অষ্টাদশৈতজ্জাঃ পীড়াস্তাশ্চ রোগেষু লক্ষিতাঃ॥ ১৭৭। ১৭৮॥

শীতোপদ্রবাদি-গণনা—

শীতোপদ্রব একঃ স্যাদেকশ্চোষ্ণোপতাপকঃ।
শল্যোপদ্রব একশ্চ ক্ষীরশ্চৈকঃ স্মৃতস্তথা॥ ১৭৯॥

স্থাবরবিষাদি-গণনা—

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব কৃত্রিমঞ্চ ত্রিধা বিষম্।
তেষাঞ্চ কালকূটাদ্যৈর্নবধা স্থাবরং বিষম্॥

গ্রহ, শকুনি, শীতপূতনা, মুখমুণ্ডিতিকা, পূতনা, অন্ধপূতনা, রেবতী ও শুষ্ক-রেবতী, এই দ্বাদশ প্রকার।

রোগ মধ্যে, আবরণভেদে বাতরক্তাদি দ্বিচত্বারিংশৎ প্রকার উক্ত হইয়াছে।

সন্নিপাতাদিভেদে দোষ দ্বিষষ্টি প্রকার। ইহাদিগকে রোগ মধ্যে গণিত হইয়াছে পৃথক্ কোথাও বলা হয় নাই। ১৭৩॥ ১৭৬॥

পঞ্চকর্ম্ম উৎপন্ন রোগসমূহ, হীনযোগ, মিথ্যাযোগ এবং অতিযোগ ভেদে পঞ্চদশ প্রকার কথিত হইয়া থাকে। উক্ত পঞ্চদশ প্রকার রোগ তৎ তৎ রোগ চিকিৎসায়ই অবগত হইবে।

স্নেহ, স্বেদ, ধূম, গণ্ডূষ, অঞ্জন ও তর্পণ জনিত অষ্টাদশ প্রকার পীড়া তৎ তৎ রোগ চিকিৎসায়ই উক্ত আছে॥ ১৭৭॥ ১৭৮॥

শীতোপদ্রব, উষ্ণোপতাপ, শল্যোপদ্রব এবং ক্ষীর; ইহারা প্রত্যেকে এক এক প্রকার॥ ১৭৯॥

স্থাবর, জঙ্গম ও কৃত্রিমভেদে বিষ সমাস্ততঃ তিন প্রকার। তন্মধ্যে আবার কালকূটাদি ভেদে স্থাবর বিষ নয় প্রকার হইয়া থাকে।

জঙ্গমং বহুধা প্রোক্তং তত্র লূতা ভুজঙ্গমাঃ।
বৃশ্চিকা মূষিকাঃ কীটাঃ প্রত্যেকং তে চতুর্বিধাঃ।
দংষ্ট্রাবিষং নখবিষং বালশৃঙ্গাস্থিভিস্তথা ॥
মূত্রাৎ পুরীষাচ্ছুক্রাচ্চ দৃষ্টের্নিশ্বাসতস্তথা।
লালায়াঃ স্পর্শতশ্চৈব তথাশঙ্কাবিষং মতম্ ॥ ১৮০—১৮২ ॥

কৃত্রিমবিষাদি-গণনা—

কৃত্রিমং দ্বিবিধং প্রোক্তং গরদূষীবিভেদতঃ।
সপ্তধাতুবিষং জ্ঞেয়ং তথা সপ্তোপধাতুজম্ ॥
তথৈবোপবিষেভ্যশ্চ জাতং সপ্তবিধং বিষম্।
দুষ্টনীরং বিষঞ্চৈকং তথৈকং দিগ্ধজং বিষম্ ॥
কপিকচ্ছূভবা কণ্ডূর্দুষ্টনীরভবা তথা।
তথা শূরণকণ্ডূশ্চ শোথো ভল্লাতজস্তথা।
মদশ্চতুর্বিধশ্চান্যঃ পূগভঙ্গাক্ষকোদ্রবৈঃ ॥
চতুর্ব্বিধোঽন্যো দ্রব্যাণাং ফলত্বগ্মূলপত্রজঃ।
ইতি প্রসিদ্ধা গণিতা যে কিলোপদ্রবা ভুবি।
অসংখ্যাশ্চাপরে ধাতুমূলজীবাদিসম্ভবাঃ ॥ ১৮৩—১৮৬ ॥

ইতি শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তোঽয়ং পূর্ব্বখণ্ডঃ।

জঙ্গম বিষ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে লূতা (মাকড়সা), ভুজঙ্গম (সর্প), বৃশ্চিক, মূষিক এবং কীট, ইহারা বিষধর, ইহারাও আবার প্রত্যেকে চারি প্রকার এবং দংষ্ট্রা (দন্ত) বিষ, নখবিষ, বালবিষ, শৃঙ্গবিষ ও অস্থিবিষ এবং মূত্র, পুরীষ (বিষ্ঠা), শুক্র, দৃষ্টি, নিশ্বাস, লালা, স্পর্শ ও আশঙ্কা বিষভেদে জঙ্গম বিষ অনেক প্রকার ॥ ১৮০—১৮২ ॥

গর ও দূষীভেদে কৃত্রিম বিষ দুই প্রকার। ধাতুজ বিষ, উপধাতুজ বিষ এবং উপবিষজাত বিষ, ইহারা প্রত্যেকে সাত প্রকার। দুষ্টজলও এক প্রকার বিষ এবং দিগ্ধজ বিষ এক প্রকার। কপিকচ্ছু, দুষ্টজল ও শূরণ হইতে কণ্ডূ (চুল্কণা) এবং ভল্লাতক (ভেলা) হইতে শোথ উৎপন্ন হয়। পূগ, ভাঙ্গ, অক্ষ ও কোদ্রবজ ভেদে মদ (মত্ততা) চারি প্রকার এবং দ্রব্যের ফল, ত্বক্, মূল ও পত্রজভেদেও অপর চারি প্রকার হইয়া থাকে।

যে সমস্ত রোগ ধরাতলে প্রসিদ্ধ, তাহাই কথিত হইল। তদ্ব্যতীত ধাতু, মল ও জীবাদি সম্ভূত আরও বিবিধ রোগ আছে, তাহাদের সংখ্যা করা অসাধ্য ॥ ১৮৩-১৮৬ ॥

শার্ঙ্গধরে সূত্রস্থানে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ইতি পূর্ব্বখণ্ড।

শার্ঙ্গধরঃ।

মধ্যখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাত্র স্বরসঃ কল্কঃ ক্বাথশ্চ হিমফাণ্টকৌ।
জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চৈতে লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্ ॥ ১ ॥

অথ স্বরসকল্পনা—

আহতাত্তৎক্ষণাকৃষ্টাদ্ দ্রব্যাৎ ক্ষুণ্ণাৎ সমুদ্ভবঃ।
বস্ত্রনিষ্পীড়িতো যঃ স্যাৎ স্বরসো রস উচ্যতে ॥ ২ ॥
কুড়বং চূর্ণিতং দ্রব্যং ক্ষিপ্তঞ্চ দ্বিগুণে জলে।
অহোরাত্রাৎ স্থিতং তস্মাদ্ভবেদ্বা রস উত্তমঃ ॥
আদায় শুষ্কং দ্রব্যং বা স্বরসানামসম্ভবে।
জলেঽষ্টগুণিতে সাধ্যং পাদশেষঞ্চ গৃহ্যতে ॥ ৩। ৪ ॥
স্বরসস্য গুরুত্বাচ্চ পলমর্দ্ধং প্রয়োজয়েৎ।
নিশোষিতঞ্চাগ্নিসিদ্ধং পলমাত্রং রসং পিবেৎ ॥

স্বরস, কল্ক, ক্বাথ, হিম ও ফাণ্ট, এই পঞ্চ প্রকার কষায়। ইহারা উত্তরোত্তর লঘু অর্থাৎ স্বরস হইতে কল্ক, কল্ক হইতে ক্বাথ, ক্বাথ হইতে হিম ও হিম হইতে ফাণ্ট লঘু ॥ ১ ॥

দ্রব্য আহরণ হইলে তৎক্ষণাৎ থেঁত করিয়া বস্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়ন করিলে তাহা হইতে যে রস নির্গত হয় তাহাকেই স্বরস বলা যায় ॥ ২ ॥

কুড়ব অর্থাৎ ৩২ তোলা চূর্ণিত দ্রব্য দ্বিগুণ জলে নিক্ষেপ করিয়া অহোরাত্র ভিজাইয়া রাখিলে সেই জলকে শ্রেষ্ঠ রস বলা যায়।

স্বরস অভাবে শুষ্ক দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ অর্থাৎ সিকি থাকিতে নামাইয়া ঐ জল বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

স্বরস গুরুপাকী বলিয়া পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার না করিয়া অর্দ্ধ পল মাত্রায়

সিতামধুগুড়ক্ষারান্ জীরকং লবণং তথা।
ঘৃতং তৈলঞ্চ চূর্ণাদীন্ কোলমাত্রান্ রসে ক্ষিপেৎ ॥ ৫ । ৬ ॥
অমৃতায়াঃ রসঃ ক্ষৌদ্রযুক্তঃ সর্ব্বপ্রমেহজিৎ।
হরিদ্রাচূর্ণযুক্তো বা রসো ধাত্র্যাঃ সমাক্ষিকঃ ॥
বাসকঃ স্বরসঃ পেয়ো মধুনা রক্তপিত্তজিৎ।
জ্বরকাসক্ষয়হরঃ কামলাশ্লেষ্মপিত্তহা ॥ ৭ । ৮ ॥
ত্রিফলায়া রসঃ ক্ষৌদ্রযুক্তো দার্ব্বীরসোঽথবা।
নিম্বস্থ বা গুড়ূচ্যা বা পীতো জয়তি কামলাম্ ॥
পীতো মরিচচূর্ণেন তুলসীপত্রজো রসঃ।
দ্রোণপুষ্পীরসোঽপ্যেবং নিহন্তি বিষমজ্বরান্ ॥ ৯ । ১০ ॥
জম্ব্বাম্রামলকীনাঞ্চ পল্লবোত্থো রসো জয়েৎ।
মধ্বাজ্যক্ষীরসংযুক্তো রক্তাতীসারমুল্বণম্ ॥
স্থূলবব্বুলিকাপত্ররসঃ পানাদ্যপোহতি।
সর্ব্বাতিসারান্ শ্যোনাককুটজত্বগ্রসোঽথবা ॥ ১১ । ১২ ॥

ব্যবহার করিবে। নিশোষিত (বাসী) এবং অগ্নিসিদ্ধ রস এক পল মাত্রায় পান করিবে। (৮ আট তোলায় এক পল হয়।)

চিনি, মধু, গুড়, ক্ষার, জীরা, লবণ, ঘৃত, তৈল ও চূর্ণাদি কোলমাত্রায় রসে প্রক্ষেপ করিবে। (এক তোলার নাম কোল) ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

গুলঞ্চের রস মধু সংযুক্ত করিয়া অথবা আমলকীর রস হরিদ্রা চূর্ণ ও মধু-মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রমেহ রোগ নষ্ট হয়।

বাসকের রস মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, কাস, ক্ষয়, কামলা, শ্লেষ্মা ও পিত্ত নষ্ট হয় ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, নিম্ব ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের রস মধুর সহিত পান করিলে কামলারোগ বিনষ্ট হয়।

তুলসীপাতার রস বা দ্রোণপুষ্পের রস মরিচ চূর্ণের সহিত পান করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

জাম, আম ও আমলকীপাতার রস মধু, ঘৃত ও দুগ্ধসহ পান করিলে প্রবৃদ্ধ রক্তাতীসার রোগ প্রশমিত হয়।

স্থূল বব্বুলিকা (বাবলা) পত্রের রস অথবা নাউশোনা ও কুটজত্বকের রস পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতীসার প্রশমিত হয় ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

আর্দ্রকস্বরসঃ ক্ষৌদ্রযুক্তো বৃষণবাতনুৎ।
শ্বাসকাসারুচিং হন্তি প্রতিশ্যায়ং ব্যপোহতি॥
বীজপূররসঃ পানাৎ মধুক্ষারযুতো জয়েৎ।
পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলানি কোষ্ঠবায়ুঞ্চ দারুণম্॥ ১৩। ১৪॥
শতাবর্য্যাশ্চ মধুনা পিত্তশূলহরো রসঃ।
নিশাচূর্ণযুতঃ কন্যারসঃ প্লীহাপচীহরঃ॥
অলম্বুষায়াঃ স্বরসঃ পীতো দ্বিপলমাত্রয়া।
অপচীগণ্ডমালানাং কামলায়াশ্চ নাশনঃ॥ ১৫। ১৬॥
রসো মুণ্ড্যাঃ সকোষ্ণো বা মরিচৈরবধূলিতঃ।
জয়েৎ সপ্তদিনাভ্যাসাৎ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদকৌ॥
ব্রাহ্মীকুষ্মাণ্ডষড়্গ্রন্থাশঙ্খিনীস্বরসাঃ পৃথক্।
মধুকুষ্ঠযুতাঃ পীতাঃ সর্ব্বোন্মাদাপহারিণঃ॥ ১৭। ১৮॥
কুষ্মাণ্ডকস্য স্বরসো গুড়েন সহ যোজিতঃ।
কুষ্ঠকোদ্রবসঞ্জাতং মদং পানাদ্ব্যপোহতি॥

আর্দ্রক স্বরস মধুর সহিত পান করিলে বৃষণবাত, শ্বাস, কাস, অরুচি ও প্রতিশ্যায় বিনষ্ট হয়।

বীজপূর রস মধু ও ক্ষারের সহিত পান করিলে পার্শ্ব, হৃদ্ ও বস্তিশূল এবং দারুণ কোষ্ঠবায়ু প্রশমিত হয়॥ ১৩॥ ১৪॥

শতাবরীর রস মধুর সহিত পান করিলে পিত্তশূল এবং ঘৃতকুমারীর রস হরিদ্রাচূর্ণের সহিত পান করিলে প্লীহা ও অপচীরোগ বিনষ্ট হয়।

অলম্বুষার স্বরস দুই পল মাত্রায় পান করিলে অপচী, গণ্ডমালা ও কামলারোগ নষ্ট হয়॥ ১৫॥ ১৬॥

মুণ্ডীর রস ঈষদুষ্ণ করিয়া মরিচচূর্ণের সহিত সপ্তাহ পর্য্যন্ত পান করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধভেদক রোগ প্রশমিত হয়।

ব্রাহ্মী, কুষ্মাণ্ড, শঠী ও চোরপুষ্পীর রস পৃথক্ পৃথক্ মধু ও কুড়চূর্ণের সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৭॥ ১৮॥

কুষ্মাণ্ডের স্বরস গুড়ের সহিত পান করিলে কুড় ও কোদ্রব ভক্ষণ জনিত মত্ততা বিনষ্ট হয়।

খড়্গাদিছিন্নগাত্রস্য তৎকালং পূরিতো ব্রণঃ।
গাঙ্গেরুকীমূলরসৈর্জায়তে গতবেদনঃ ॥ ১৯। ২০ ॥

অথ পুটপাকঃ—

পুটপাকস্য কল্কস্য স্বরসো গৃহ্যতে যতঃ।
অতস্তু পুটপাকানাং যুক্তিরত্রোচ্যতে ময়া ॥
পুটপাকস্য মাত্রেয়ং লেপস্যাঙ্গারবর্ণতা।
লেপঞ্চ দ্ব্যঙ্গুলং স্থূলং কুর্য্যাদ্বাঙ্গুষ্ঠমাত্রকম্ ॥
কাশ্মরীবটজম্ব্বাদিপত্রৈর্বেষ্টনমুত্তমম্।
পলমাত্রো রসো গ্রাহ্যঃ কর্ষমাত্রং মধু ক্ষিপেৎ।
কল্কচূর্ণদ্রবাদ্যাস্তু দেয়াঃ স্বরসবদ্বুধৈঃ ॥ ২১—২৩ ॥

কুটজপুটপাকঃ—

তৎকালাকৃষ্টকুটজত্বচং তণ্ডুলবারিণা।
পিষ্টাং চতুঃপলমিতাং জম্বূপল্লববেষ্টিতাম্ ॥
সূত্রবদ্ধাঞ্চ গোধূমপিষ্টেন পরিবেষ্টিতাম্।
লিপ্তাঞ্চ ঘনপঙ্কেন গোময়ৈর্বহ্নিনা দহেৎ ॥
অঙ্গারবর্ণাঞ্চ মৃদং দৃষ্ট্বা বহ্নেঃ সমুদ্ধরেৎ।

খড়্গাদিদ্বারা কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ গাঙ্গেরুকীমূলের (নাগবলা) রসবিচ্ছিন্ন স্থানে প্রদান করিলে বেদনা প্রশমিত হয় ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

সর্ব্বত্র পুটপাকের কল্করস ব্যবহার হয় বলিয়া অধুনা পুটপাকের যুক্তি (নিয়মাদি) বলা যাইতেছে। পুটপাকের নিয়ম এই—ঔষধদ্রব্য, গাম্ভারী, বট বা জামপাতা দিয়া উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া, দ্ব্যঙ্গুল বা অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত লেপ দিবে, লেপ অঙ্গার-বর্ণ হইলে তুলিয়া লইবে। উক্ত পুটপাকের রস এক পল লইয়া তাহাতে এককর্ষ (২ তোলা) মধু প্রক্ষেপ করিয়া পান করিবে। কল্ক, চূর্ণ ও দ্রবাদি বস্তুর মাত্রা স্বরসের মাত্রার ন্যায় ॥ ২১—২৩ ॥

কুটজ পুটপাক। সদ্য সংগৃহীত কুটজছাল চাউলের জলদ্বারা পেষণ করিবে, অনন্তর উক্ত পেষিত দ্রব্য চারি পল পরিমাণে গ্রহণ করতঃ জামপত্রদ্বারা বেষ্টন ও সূত্রদ্বারা বন্ধন এবং গোধূমপিষ্টক ও ঘনপঙ্কদ্বারা লেপন পূর্ব্বক মৃত্তিকা অঙ্গারবর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত গোময়বহ্নিতে (ঘুঁটের অগ্নিতে) দগ্ধ করিবে, তৎপরে উহার রস

ততো রসং গৃহীত্বা চ শীতং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
জয়েৎ সর্ব্বানতীসারান্ দুস্তরান্ সুচিরোত্থিতান্ ॥ ২৪—২৬ ॥

তণ্ডুলজলং—

কুট্টিতং তণ্ডুলপলং জলেহষ্টগুণিতে ক্ষিপেৎ।
ভাবয়িত্বা জলং গ্রাহ্যং দেয়ং সর্ব্বত্র কর্ম্মসু ॥ ২৭ ॥

অরলুপুটপাকঃ—

অরলুত্বক্কৃতশ্চৈব পুটপাকোহগ্নিদীপনঃ।
মধুমোচরসাভ্যাঞ্চ যুক্তঃ সর্ব্বাতিসারজিৎ ॥ ২৮ ॥

তিত্তিরিপুটপাকঃ—

ন্যগ্রোধাদেশ্চ কল্কেন পূরয়েদ্গৌরতিত্তিরং।
নিরন্ত্রমুদরং সম্যক্ পুটপাকেন তৎ পচেৎ।
তৎকল্কস্য রসঃ ক্ষৌদ্রযুক্তঃ সর্ব্বাতিসারনুৎ ॥ ২৯ ॥

দাড়িমীপুটপাকঃ—

পুটপাকেন বিপচেৎ সুপক্কং দাড়িমীফলম্।
তদ্রসো মধুসংযুক্তঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ ॥ ৩০ ॥

পল্লবপুটপাকঃ—

বীজপূরাম্রজম্বূনাং পল্লবানি জটাঃ পৃথক্।

গ্রহণ করতঃ শীতল হইলে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহাদ্বারা অতি কঠোর ও বহুকালের সর্ব্বপ্রকার অতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ২৪—২৬ ॥

এক পল (৮ তোলা) কুট্টিত তণ্ডুল অষ্টগুণ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। উক্ত তণ্ডুল জলই সকল কার্য্যে ব্যবহার করিবে ॥ ২৭ ॥

অরলুত্বক্ (শ্যোনাকত্বক্) কৃত পুটপাকরস অগ্ন্যুদ্দীপক, পরন্তু ইহা মধু ও মোচরসচূর্ণের সহিত পান করিলে সকল প্রকার অতীসার রোগ বিনষ্ট হয় ॥২৮॥

ন্যগ্রোধাদির (বট ডুমুর প্রভৃতি) কল্ক গৌরতিত্তিরি পক্ষীর নিরন্ত্র উদরে পূরণ করিয়া সম্যক্‌রূপ পুটপাক করিবে। উহার কল্করস মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার অতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥

সুপক্ক দাড়িমফল পুটপাকবৎ পাক করিয়া উহার রস মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার অতীসার প্রশমিত হয় ॥ ৩০ ॥

বিপচেৎ পুটপাকেন ক্ষৌদ্রযুক্তশ্চ তদ্রসঃ।
ছর্দ্দিং নিবারয়েৎ ঘোরাং সর্ব্বদোষসমুদ্ভবাম্॥ ৩১॥

বাসাপুটপাকঃ—

পিষ্টানাং বৃষপত্রাণাং পুটপাকরসো হিমঃ।
মধুযুক্তো জয়েৎ রক্তপিত্তকাসজ্বরক্ষয়ান্॥ ৩২॥

কন্টকারী পুটপাকঃ—

পচেৎ ক্ষুদ্রাং সপঞ্চাঙ্গাং পুটপাকেন তদ্রসঃ।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তঃ কাসশ্বাসকফাপহঃ॥ ৩৩॥

বিভীতকপুটপাকঃ—

বিভীতকফলং কিঞ্চিদ্ঘৃতেনাভ্যজ্য লেপয়েৎ।
গোধূমপিষ্টেনাঙ্গারৈর্বিপচেৎ পুটপাকবৎ॥
ততঃ পক্বং সমুদ্ধৃত্য ত্বচং তস্য মুখে ক্ষিপেৎ।
কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়স্বরভঙ্গান্ জয়েৎ ততঃ॥ ৩৪। ৩৫॥

শুণ্ঠীপুটপাকঃ—

চূর্ণং কিঞ্চিদ্ঘৃতাভ্যক্তং শুণ্ঠ্যা এরণ্ডজৈর্দ্দলৈঃ।
বেষ্টিতং পুটপাকেন বিপচেৎ মন্দবহ্নিনা॥
তত উদ্ধৃত্য তচ্চূর্ণং গ্রাহ্যং প্রাতঃ সিতান্বিতম্।
তেন যান্তি শমং পীড়া চামাতীসারসম্ভবাঃ॥ ৩৬। ৩৭॥

বীজপূর (টাবালেবু), আম ও জামের পাতা ও জটা (ঝুরী বা মূল) পৃথক্ পৃথক্ পুটপাক করিয়া উহার রস মধুর সহিত পান করিলে সর্ব্বদোষসমুদ্ভব অতি ভয়ানক ছর্দ্দিরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩১॥

পেষিত বৃষপত্র (বাসকপত্র) পুটপাক করিয়া উহার রস শীতল করতঃ মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত, কাস, জ্বর ও ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩২॥

কন্টকারীর ফল, পত্র, মূল, পুষ্প ও ত্বক্ পুটপাক বিধানে পাক করিয়া উহার রস পিপুলচূর্ণের সহিত পান করিলে কাস, শ্বাস ও কফ নষ্ট হয়॥ ৩৩॥

বিভীতক ফল (বহেড়া) কিঞ্চিৎ ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া গোধূম পিষ্টকদ্বারা লেপন করতঃ পুটপাকের ন্যায় অঙ্গারে পাক করিবে। উহার ত্বক্ মুখে রাখিয়া চুষিয়া খাইলে কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় ও স্বরভঙ্গ বিনষ্ট হয়॥ ৩৪॥ ৩৫॥

শুঁঠের চূর্ণে কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইয়া এরণ্ডপত্রদ্বারা বেষ্টন করতঃ মৃদু অগ্নিতে

দ্বিতীয়শুণ্ঠীপুটপাকঃ—

শুণ্ঠীকল্কং বিনিক্ষিপ্য রসৈরেরণ্ডমূলজৈঃ।
বিপচেৎ পুটপাকেন তদ্রসঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
আমবাতসমুদ্ভূতাং পীড়াং জয়তি দুস্তরাম্ ॥ ৩৮ ॥

শূরণপুটপাকস্তথা হরিণশৃঙ্গপুটপাকঃ—

শৌরণং কন্দমাদায় পুটপাকেন পাচয়েৎ।
সতৈললবণস্তস্য রসশ্চার্শোবিকারনুৎ ॥
শরাবসংপুটে দগ্ধং শৃঙ্গং হরিণজং পিবেৎ।
গব্যেন সর্পিষা পিষ্টং হৃচ্ছূলং নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ৩৯। ৪০ ॥

ইতি শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

পুটপাক করিবে। পরে অগ্নি হইতে তুলিয়া ঐ চূর্ণ চিনির সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাদ্বারা আমাতীসার সম্ভূত পীড়া সকল প্রশমিত হয় ॥৩৬॥৩৭॥

এরণ্ডমূলের রসে শুঁঠের কল্ক নিক্ষেপ করতঃ পুটপাকবৎ পাক করিয়া উহার রস মধুর সহিত পান করিলে দুস্তর আমবাতসম্ভূত পীড়া সকল বিনষ্ট হয় ॥৩৮॥

শূরণ (ওল) মূল পুটপাক করিয়া তাঁহার রস তৈল ও লবণসহ পান করিলে অর্শোরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হরিণের শৃঙ্গ শরাবসংপুটে দগ্ধ করিয়া গব্যঘৃত সহিত পেষণ করতঃ লেহন করিলে নিশ্চয় হৃদ্শূল বিলয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ ক্বাথকল্পনা—

পানীয়ং ষোড়শগুণং ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে ক্বাথয়েদ্ গ্রাহ্যমষ্টমাংশাবশেষিতম্॥
তজ্জলং পায়য়েৎ ধীমান্ কোষ্ণং মৃদ্বগ্নিসাধিতম্।
শৃতঃ ক্বাথঃ কষায়শ্চ নির্য্যূহঃ স নিগদ্যতে॥ ১। ২॥
আহাররসপাকে চ সঞ্জাতে দ্বিপলোন্মিতম্।
বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশেন পিবেৎ ক্বাথং সুপাচিতম্॥
ক্বাথে ক্ষিপেৎ সিতামংশৈশ্চতুর্থাষ্টমষোড়শৈঃ।
বাতপিত্তকফাতঙ্কে বিপরীতং মধু স্মৃতম্॥ ৩। ৪॥
জীরকং গুগ্গুলুং ক্ষারং লবণঞ্চ শিলাজতু।
হিঙ্গুত্রিকটুকঞ্চৈব ক্বাথে শাণোন্মিতং ক্ষিপেৎ॥
ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ং তৈলং মূত্রং চান্যদ্রবস্তথা।
কল্কং চূর্ণাদিকং ক্বাথে নিক্ষিপেৎ কর্ষসম্মিতম্॥ ৫। ৬॥

গুড়ূচ্যাদিগণক্বাথঃ—

গুড়ূচীধান্যকারিষ্টপদ্মকর্ণরক্তচন্দনম্।

একপল কুট্টিত দ্রব্য ষোড়শগুণ জল সহিত মৃৎপাত্রে মৃদু অগ্নিতে জাল দিয়া আট ভাগের এক ভাগ থাকিতে নামাইয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে পান করিবে। ইহাকেই শৃত, ক্বাথ, কষায় ও নির্য্যূহ বলা যায়॥ ১॥ ২॥

আহার রস পরিপাক হইলে বিচক্ষণ বৈদ্যের উপদেশমতে দুই পল পরিমিত সুপাচিত ক্বাথ পান করিবে। বাতজ পীড়ার চারি ভাগ, পিত্তজ পীড়ায় আট ভাগ ও কফজ পীড়ায় ষোড়শ ভাগ চিনি মিলিত করিয়া ক্বাথ পান করিবে। ইহার বিপরীত রোগে মধুসহ পান করিবে॥ ৩॥ ৪॥

জীরা, গুগ্গুলু, ক্ষার, লবণ, শিলাজতু, হিঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ অৰ্দ্ধ তোলা পরিমাণে ক্বাথে প্রক্ষেপ করিবে। এবং দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, তৈল, গোমূত্র, অন্যান্য দ্রব পদার্থ, কল্ক ও চূর্ণাদি কর্ষ পরিমাণে ক্বাথে প্রক্ষেপ করিবে॥৫॥ ৬॥

গুড়ূচ্যাদিগণক্কাথঃ সর্ব্বজ্বরহরঃ পরঃ।
দীপনো দাহহৃল্লাসতৃষ্ণাছর্দ্দ্যরুচিং জয়েৎ॥ ৭॥

(১) গুড়ূচ্যাদিক্কাথঃ—

গুড়ূচীপিপ্পলীমূলং নাগরৈঃ পাচনং স্মৃতম্।
দদ্যাৎ বাতজ্বরে পূর্ণে লিঙ্গে সপ্তমবাসরে॥ ৮॥

শালিপর্ণ্যাদিক্কাথঃ—

শালিপর্ণী বলা রাস্না গুড়ূচী সারিবা তথা।
আসাং ক্কাথং পিবেৎ কোষ্ণং তীব্রবাতজ্বরচ্ছিদং॥ ৯॥

কাশ্মর্য্যাদিক্কাথঃ—

কাশ্মরীসারিবাদ্রাক্ষাত্রায়মাণামৃতাভবৃঃ।
কষায়ঃ সগুড়ঃ পীতো বাতজ্বরবিনাশনঃ॥ ১০॥

কট্ফলাদিক্কাথঃ—

কট্ফলেন্দ্রযবারিষ্টতিক্তামুস্তৈঃ শৃতং জলম্।
পাচনং দশমেঽহ্নি স্যাত্তীব্রপিত্তজ্বরে নৃণাম্॥ ১১॥

পর্প্পটাদিক্কাথঃ—

পর্প্পটো বাসকস্তিক্তা কৈরাতো ধন্বযাসকঃ।
প্রিয়ঙ্গুশ্চ কৃতঃ ক্কাথ এষাং শর্করয়া সহ।

গুলঞ্চ, ধনে, নিম্ব, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন; ইহাদিগকে গুড়ূচ্যাদিগণ বলা যায়। ইহার ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বর নাশক, দীপক এবং দাহ, হৃল্লাস, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি ও অরুচি নাশক॥ ৭॥

গুলঞ্চ, পিপুলমূল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পাচক এবং বাতজ্বরে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সপ্তম দিবসে প্রযোজ্য॥ ৮॥

শালপর্ণী, বলা (বেড়েলা), রাস্না, গুলঞ্চ ও অনন্তমূল, ইহাদিগের ঈষদুষ্ণ ক্বাথ পান করিলে তীব্রবাতজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৯॥

গাম্ভারী, অনন্তমূল, কিস্‌মিস্, ত্রায়মাণা (বলালতা) ও গুলঞ্চের কষায় গুড়ের সহিত পান করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ১০॥

কট্‌ফল, ইন্দ্রযব, নিম্ব, কটুকী ও মুতা; ইহাদিগের শৃতজল দশদিবসের তীব্র পিত্তজ্বরের পাচক॥ ১১॥

পিপাসাদাহপিত্তাস্রযুক্তং পিত্তজ্বরং জয়েৎ ॥ ১২ ॥

দ্রাক্ষাদিক্বাথঃ—

দ্রাক্ষাহরীতকীমুস্তং কটুকী কৃতমালকম্।

পর্পটশ্চ কৃতঃ ক্বাথ এষাং পিত্তজ্বরাপহঃ।

তৃণ্মূর্চ্ছাদাহপিত্তাসৃক্‌শমনো ভেদনঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩ ॥

বীজপূরশিকাপথ্যানাগরগ্রন্থিকৈঃ শৃতম্।

সক্ষারং পাচনং শ্লেষ্মজ্বরে দ্বাদশবাসরে ॥ ১৪ ॥

ভূনিম্বাদিক্বাথঃ—

ভূনিম্বনিম্বপিপ্পল্যঃ শটী শুণ্ঠী শতাবরী।

গুড়ূচী বৃহতী চেতি ক্বাথো হন্যাৎ কফজ্বরান্ ॥ ১৫ ॥

(১) পটোলাদিক্বাথঃ—

পটোলত্রিফলাতিক্তাশটীবাসামৃতাভবঃ।

ক্বাথো মধুযুতঃ পাতো হন্যাৎ কফকৃতং জ্বরম্ ॥ ১৬ ॥

পঞ্চভদ্রম্—

পর্পটাব্দামৃতাবিশ্বকিরাতৈঃ সাধিতং জলম্।

পঞ্চভদ্রমিদং জ্ঞেয়ং বাতপিত্তজ্বরাপহম্ ॥ ১৭ ॥

ক্ষেতপাপ্ড়া, বাসক, কটুকী, চিরতা, দুরালভা ও প্রিয়ঙ্গুকৃত ক্বাথ চিনির সহিত পান করিলে পিপাসা, দাহ ও রক্তপিত্তযুক্ত পিত্তজ্বর প্রশমিত হয় ॥ ১২ ॥

কিস্‌মিস্, হরীতকী, মুতা, কটুকী, ডহরকরঞ্জ ও ক্ষেতপাপ্ড়ার ক্বাথ পিত্তজ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ ও রক্তপিত্ত নিবারক এবং ভেদক গুণ বিশিষ্ট ॥ ১৩ ॥

সক্ষার ছোলঙ্গলেবুরমূল, হরীতকী, শুঁঠ ও পিপুলের মূলের ক্বাথ দ্বাদশদিবসের শ্লেষ্মজ্বরের পাচক ॥ ১৪ ॥

চিরতা, নিম্ব, পিপুল, শঠী, শুঁঠ, শতমূলী, গুলঞ্চ ও বৃহতীর ক্বাথ কফজ্বর নাশক ॥ ১৫ ॥

পটোল, ত্রিফলা, তিক্তা, শঠী, বাসক ও গুলঞ্চের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে কফকৃতজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

ক্ষেতপাপ্ড়া, মুতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও চিরতার ক্বাথ পান করিলে বাতপিত্ত-জ্বর বিনষ্ট হয়। উক্ত পঞ্চ প্রকার দ্রব্যকে পঞ্চভদ্র বলা যায় ॥ ১৭ ॥

লঘুক্ষুদ্রাদিক্বাথঃ—

ক্ষুদ্রাশুণ্ঠীগুডূচীনাং কষায়ঃ পৌষ্করস্য চ।
কফবাতাধিকে পেয়ো জ্বরে বাপি ত্রিদোষজে।
কাসশ্বাসারুচিকরে পার্শ্বশূলবিধায়িনি॥ ১৮॥

আরগ্বধাদিক্বাথঃ—

আরগ্বধকণামূলমুস্তাতিক্তাভয়াকৃতঃ।
ক্বাথঃ শময়তি ক্ষিপ্রং জ্বরং বাতকফোত্তরম্।
আমশূলপ্রশমনো ভেদী দীপনপাচনঃ॥ ১৯॥

অমৃতাষ্টকম্—

অমৃতারিষ্টকটুকামুস্তেন্দ্রযবনাগরৈঃ।
পটোলচন্দনাভ্যাঞ্চ পিপ্পলীচূর্ণযুক্শৃতম্॥
অমৃতাষ্টকমেতচ্চ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাসদাহতৃষ্ণানিবারণম্॥ ২০। ২১॥

কণ্টকারীক্বাথঃ—

কণ্টকারীদ্বয়ং শুণ্ঠী ধান্যকং সুরদারু চ।
এভিঃ শৃতং পাচনং স্যাৎ সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥ ২২॥

কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চের বা পুষ্করের ক্বাথ কফবাতাধিক্য সন্নিপাতজ্বরে অথবা কাস, শ্বাস, অরুচি ও পার্শ্বশূলজনক সন্নিপাতজ্বরে হিতকর বলিয়া জানিবে॥ ১৮॥

সোঁদালের আঁঠা, কণামূল (পিপুলমূল), মুতা, কটুকী ও হরীতকীর ক্বাথ বাতকফপ্রধান জ্বর ও আমশূল আশু প্রশমক এবং ইহা ভেদী, দীপক ও পাচক গুণবিশিষ্ট॥ ১৯॥

গুলঞ্চ, নিম্ব, কটুকী, মুতা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, পটোল ও রক্তচন্দনের ক্বাথ পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়। ইহাকে অমৃতাষ্টক বলা যায়। ইহাদ্বারা বমন, অরুচি, হৃল্লাস, দাহ ও তৃষ্ণাও প্রশমিত হয়॥২০॥২১॥

বৃহতী, কণ্টকারী, শুঁঠ, ধনে ও সুরদারু (দেবদারু), ইহাদিগের শৃত (ক্বাথ) পাচক এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক॥ ২২॥

দশমূলম্—

শালিপর্ণীপৃশ্নিপর্ণীবৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ।
বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাককাশ্মরীপাটলাযুতৈঃ॥
দশমূলমিতিখ্যাতং ক্বথিতং তজ্জলং পিবেৎ।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং বাতশ্লেষ্মহরং পরম্॥
সন্নিপাতজ্বরহরং সূতিকাদোষনাশনম্।
শোষশৈত্যভ্রমস্বেদকাসশ্বাসবিকারনুৎ।
হৃৎকণ্ঠগ্রহপার্শ্বার্ত্তিতন্দ্রামস্তকশূলনুৎ॥ ২৩—২৫॥

অভয়াদিক্বাথঃ—

অভয়ামুস্তধন্যাকরক্তচন্দনপদ্মকৈঃ।
বাসকেন্দ্রযবোশীরগুড়ূচীকুতমালকৈঃ॥
পাঠানাগরতিক্তাভিঃ পিপ্পলীচূর্ণযুক্শৃতম্।
পিবেত্ত্রিদোষজ্বরজিৎ পিপাসাদাহকাসনুৎ॥
প্রলাপশ্বাসতন্দ্রাঘ্নং দীপনং পাচনং পরম্।
বিণ্মূত্রানিলবিষ্টম্ভবমীশোষারুচিং জয়েৎ॥ ২৬—২৮॥

অষ্টাদশাঙ্গঃ—

কৈরাতকটুকামুস্তাধান্যেন্দ্রযবনাগরৈঃ।
দশমূলমহাদারুগজপিপ্পলিকাযুতৈঃ॥

শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শ্যোনাছাল, গাম্ভারীছাল ও পারুলছাল, ইহাদিগকে দশমূল বলা যায়। দশমূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ সহিত পান করিলে বাতশ্লেষ্মা ও সন্নিপাতজ্বর, সূতিকা দোষ, শোষ, শৈত্য, ভ্রম, ঘর্ম্ম, কাস, শ্বাস এবং হৃদ্‌পীড়া, কণ্ঠপীড়া, পার্শ্বশূল, তন্দ্রা ও শিরঃপীড়া বিনষ্ট হয়॥ ২৩—২৫॥

হরীতকী, মুতা, ধনে, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বাসক, ইন্দ্রযব, বেণারমূল, গুলঞ্চ, ডহরকরঞ্জ, পাঠা (আকনদ), শুঁঠ ও কটুকী, ইহাদের ক্বাথ পিপুল চূর্ণসহ পান করিলে সন্নিপাতজ্বর, পিপাসা, দাহ, কাস, প্রলাপ, শ্বাস ও তন্দ্রা প্রশমিত হয় এবং মল, মূত্র ও বায়ুর বিষ্টম্ভতা, বমন, শোষ ও অরুচি নষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত দীপক ও পাচক॥ ২৬-২৮॥

চিরতা, কটুকী, মুতা, ধনে, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দশমূল, দেবদারু ও গজপিপুল,

কৃতঃ কষায়ঃ পার্শ্বার্ত্তিং সন্নিপাতজ্বরং জয়েৎ।
কাসশ্বাসবমীহিক্কাতন্দ্রাহৃদ্‌গ্রহনাশনঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

কট্‌ফলাদ্যাদিক্কাথত্রয়ম্—

কট্‌ফলাম্বুদভার্গীভির্ধান্যরোহিষপর্প টৈঃ।
বচাহরীতকীশৃঙ্গীদেবদারুমহৌষধৈঃ।
ক্কাথঃ কাসং জ্বরং হন্তি শ্বাসশ্লেষ্মগলগ্রহান্।
ক্কাথো জীর্ণজ্বরহরো গুডূচ্যাঃ পিপ্পলীযুতঃ।
তথা পর্পটজঃ ক্কাথঃ পিত্তজ্বরহরো পরঃ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

নিদিগ্ধিকাদিক্কাথঃ—

নিদিগ্ধিকামৃতাশুণ্ঠীকষায়ং পায়য়েদ্ভিষক্।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং শ্বাসকাসার্দ্দিতাপহম্।
পীনসারুচিবৈস্বর্য্যশূলজীর্ণজ্বরাপহম্ ॥ ৩৩ ॥

বৃহৎক্ষুদ্রাদিক্কাথঃ—

ক্ষুদ্রাধন্যাকশুণ্ঠীভিগুডূচীমুস্তপদ্মকৈঃ।
রক্তচন্দনভূনিম্বপটোলবৃষপৌষ্করৈঃ ॥
কটুকেন্দ্রযবারিষ্টভার্গীপর্পটকৈঃ সমৈঃ।
ক্কাথং প্রাতর্নিষেবেত সর্ব্বশীতজ্বরচ্ছিদম্ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

ইহাদের কষায় পার্শ্বশূল, সন্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস, বমন, হিক্কা, তন্দ্রা ও হৃদ-শূল নাশক ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

কট্‌ফল, মুতা, বামুনহাটী, ধনে, কর্ত্তৃন, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, বচ, হরীতকী, কাকৃড়া-শৃঙ্গী, দেবদারু ও মহৌষধের (শুঁঠের) ক্কাথ কাস, জ্বর, শ্বাস, শ্লেষ্মা ও গলগ্রহ নাশক। পিপুলচূর্ণযুক্ত গুলঞ্চের ক্কাথ জীর্ণজ্বর এবং ক্ষেতপাপ্‌ড়ার ক্কাথ পিত্তজ্বর নাশক ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

নিদিগ্ধিকা (কণ্টকারী), গুলঞ্চ ও শুঁঠের ক্কাথ পিপুলচূর্ণের সহিত পান করিলে শ্বাস, কাস, অর্দ্দিত, পীনস, অরুচি, বৈস্বর্য্য, শূল ও জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয় ॥ ৩৩ ॥

সমভাগ ক্ষুদ্রা, ধনে, শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, চিরতা, পলটোলপত্র, বাসক, পুষ্কর, কটুকী, ইন্দ্রযব, নিম্ব, বামুনহাটী ও ক্ষেতপাপ্‌ড়ার ক্কাথ প্রাতঃকালে পান করিলে সকল প্রকার শীতপ্রধান জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

মুস্তকাদিক্বাথঃ—

মুস্তাক্ষুদ্রামৃতাশুণ্ঠীধাত্রীক্বাথঃ সমাক্ষিকঃ।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তো বিষমজ্বরনাশনঃ ॥ ৩৬ ॥

(১) পটোলাদিক্বাথঃ—

পটোলত্রিফলানিম্বদ্রাক্ষাসম্পাকবাসকৈঃ।
ক্বাথঃ সিতামধুযুতো জয়েদৈকাহিকজ্বরম্ ॥ ৩৭ ॥

(২) গুড়ূচ্যাদিক্বাথঃ—

গুড়ূচীধান্যমুস্তাভিশ্চন্দনোশীরনাগরৈঃ।
কৃতং ক্বাথং পিবেৎ ক্ষৌদ্রসিতাযুক্তং জ্বরাতুরঃ।
তৃতীয়জ্বরনাশায় তৃষ্ণাদাহনিবারণম্ ॥ ৩৮ ॥

দেবদার্বাদিক্বাথঃ—

দেবদারুশিবাবাসাশালিপর্ণীমহৌষধৈঃ।
ধাত্রীযুক্তৈঃ শৃতং শীতং দদ্যান্মধুসিতাযুতম্।
চাতুর্থকজরে শ্বাসে কাসে মন্দানলে তথা ॥ ৩৯ ॥

বৃহৎগুড়ূচ্যাদিক্বাথঃ—

গুড়ূচীধান্যকোশীরশুণ্ঠীবালকপর্পটৈঃ।
বিল্বপ্রতিবিষাপাঠারক্তচন্দনবৎসকৈঃ ॥
কিরাতমুস্তেন্দ্রযবৈঃ ক্বথিতং শিশিরং পিবেৎ।
সক্ষৌদ্রং রক্তপিত্তঘ্নং জ্বরাতীসারনাশনম্ ॥ ৪০ । ৪১ ॥

মুতা, ক্ষুদ্রা, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও আমলকীর ক্বাথ মধু ও পিপুলচূর্ণসহ পান করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

পটোল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিম্ব, কিস্‌মিস্, সোঁদালের আঁঠা ও বাসক, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধুসহ পান করিলে ঐকাহিক জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

গুলঞ্চ, ধনে, মুতা, রক্তচন্দন, উশীর (বেণারমূল) ও শুঁঠের ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে তৃতীয়কজ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ হয় ॥ ৩৮ ॥

দেবদারু, শিবা (হরীতকী), বাসক, শালপর্ণী, শুঁঠ ও আমলকীর শীতল শৃত অর্থাৎ ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে চাতুর্থকজ্বর, শ্বাস, কাস ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

গুলঞ্চ, ধনে, বেণারমূল, শুঁঠ, বালক (বালা), ক্ষেতপাপ্‌ড়া, বেলছাল, আতিষ,

নাগরাদিক্কাথঃ—

নাগরং কুটজো মুস্তমমৃতাতিবিষা তথা ।

এভিঃ কৃতং পিবেৎ ক্কাথং জ্বরাতিসারনাশনম্ ॥ ৪২ ॥

ধান্যপঞ্চকম্—

ধান্যনাগরবিল্বাব্দবালকৈঃ সাধিতং জলম্ ।

আমশূলহরং গ্রাহি দীপনং পাচনং পরম্ ॥ ৪৩ ॥

ধান্যনাগরম্—

ধান্যনাগরজঃ ক্কাথঃ পাচনো দীপনস্তথা ।

এরণ্ডমূলযুক্তশ্চ জয়েদামানিলব্যথাং ॥ ৪৪ ॥

বৎসকাদিঃ—

বৎসকাতিবিষাবিল্বমুস্তবালকজঃ শৃতঃ ।

অতীসারং জয়েৎ সামং চিরজং রক্তশূলজিৎ ॥ ৪৫ ॥

কুটজাষ্টকম্—

কুটজাতিবিষাপাঠাধাতকীলোধ্রমুস্তকৈঃ ।

হ্রীবেরদাড়িমযুতৈঃ কৃতঃ ক্কাথঃ সমাক্ষিকঃ ॥

পেয়ো মোচরসেনৈব কুটজাষ্টকসংজ্ঞকঃ ।

অতীসারান্ জয়েদ্দাহরক্তশূলামদুস্তরান্ ॥ ৪৬ । ৪৭ ॥

আকনাদি, রক্তচন্দন, কুটজ, চিরতা, মুতা ও ইন্দ্রযবের ক্কাথ শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত ও জ্বরাতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

শুঁঠ, কুটজ, মুতা, গুলঞ্চ ও আতিষের ক্কাথ পান করিলে জ্বরাতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ৪২ ॥

ধনে, শুঁঠ, বেলছাল, মুতা ও বালার ক্কাথ পান করিলে আমশূল বিনষ্ট হয় । ইহা গ্রাহী, দীপক ও পাচক ॥ ৪৩ ॥

ধনে ও শুঁঠের ক্কাথ পাচক ও দীপক পরন্তু ইহা এরণ্ডমূলরসের সহিত পান করিলে আম ও বায়ুজন্য ব্যথা দূরীভূত হয় ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্রযব, আতিষ, বেলছাল, মুতা ও বালার ক্কাথ পান করিলে আমাতীসার ও বহুকালের রক্তজশূল প্রশমিত হয় ॥ ৪৫ ॥

কুটজ, আতিষ, আকনাদি, ধাইফুল, লোধ, মুতা, বালা ও দাড়িমখোঁসার ক্কাথ মধু ও মোচরসের সহিত পান করিলে অতীসার এবং কঠিন দাহ, রক্ত, শূল ও আমবিনষ্ট হয় ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

হ্রীবেরাদিঃ—

হ্রীবেরধাতকীলোধ্রপাঠালজ্জালুবৎসকৈঃ।
ধান্যকাতিবিষামুস্তগুড়ূচীবিল্বনাগরৈঃ॥
কৃতঃ কষায়ঃ শময়েদতীসারং চিরোত্থিতম্।
অরোচকামশূলাস্রো জ্বরঘ্নঃ পাচনঃ স্মৃতঃ॥ ৪৮। ৪৯॥

ধাতক্যাদিঃ—

ধাতকীবিল্বলোধ্রাণি বালকং গজপিপ্পলী।
এভিঃ কৃতং শৃতং শীতং শিশুভ্যঃ ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
প্রদদ্যাদবলেহং বা সর্ব্বাতীসারশান্তয়ে॥ ৫০॥

(২) শালিপর্ণ্যাদিঃ—

শালিপর্ণীবলাবিল্বধান্যশুণ্ঠীকৃতঃ শৃতঃ।
আধ্মানশূলসহিতাং বাতজাং গ্রহণীং জয়েৎ॥ ৫১॥

চাতুর্ভদ্রকম্—

গুড়ূচ্যাতিবিষাশুণ্ঠীমুস্তৈঃ ক্বাথঃ কৃতো জয়েৎ।
আমানুসক্তাং গ্রহণীং গ্রাহী পাচনদীপনঃ॥ ৫২॥

ইন্দ্রযবাদিঃ—

যবধান্যপটোলানাং ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
যোজ্যশ্ছর্দ্দ্যতিসারেষু বিল্বাম্রাস্থিভবস্তথা। ৫৩॥

বালা, ধাইফুল, লোধ, আকনাদি, লজ্জালু (স্বনামখ্যাত), ইন্দ্রযব, ধনে, আতিষ, মুতা, গুলঞ্চ, বেলছাল ও শুঁঠ, ইহাদিগের কষায় (ক্বাথ) পান করিলে বহুদিনের অতীসার এবং অরুচি, আমশূল, রক্ত ও জ্বর প্রশমিত হয়। ইহা পাচক গুণবিশিষ্ট॥ ৪৮। ৪৯॥

ধাইফুল, বিল্ব, লোধ, বালা ও গজপিপুলের ক্বাথ শীতল করিয়া শিশুদিগের অতীসার বিনাশের জন্য মধুর সহিত অবলেহ প্রস্তুত করিয়া লেহন করিতে দিবে॥ ৫০॥

শালপর্ণী, বলা (স্বনামখ্যাত), বেলশুঠ, ধনে ও শুঁঠের ক্বাথ, আধ্মান ও শূল-যুক্ত বাতজ গ্রহণীরোগ নাশক॥ ৫১॥

গুলঞ্চ, আতিষ, শুঁঠ ও মুতার ক্বাথ পান করিলে আমযুক্ত গ্রহণী বিনষ্ট হয়। ইহা গ্রাহী, পাচক ও দীপক॥ ৫২॥

ইন্দ্রযব, ধনে ও পটোলের ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত এবং বেলশুঠ ও

ত্রিফলাদিঃ—

ত্রিফলা দেবদারুশ্চ মুস্তামূষককর্ণিকা।
শিগ্রুরেতৈঃ কৃতঃ ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
বিড়ঙ্গচূর্ণযুক্তশ্চ কৃমিঘ্নঃ ক্রিমিরোগহা॥ ৫৪॥

ফলত্রিকাদিঃ—

ফলত্রিকামৃতাতিক্তানিম্বকৈরাতবাসকৈঃ।
জয়েৎ মধুযুতঃ ক্বাথঃ কামলাং পাণ্ডুতাস্তথা॥ ৫৫॥

পুনর্নবাদিঃ—

পুনর্নবাভয়ানিম্বদার্বীতিক্তপটোলকৈঃ।
গুড়ূচীনাগরযুতৈঃ ক্বাথো গোমূত্রসংযুতঃ।
পাণ্ডুকাসোদরশ্বাসশূলসর্ব্বাঙ্গশোথহা॥ ৫৬॥

বাসাদিক্বাথঃ—

বাসাদ্রাক্ষাভয়াক্বাথঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
নিহন্তি রক্তপিত্তার্ত্তিং শ্বাসকাসঞ্চ দারুণম্॥
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্লেষ্মপিত্তজ্বরস্তথা।
কেবলো বাসকঃ ক্বাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ নাশয়েৎ॥ ৫৭। ৫৮॥

আম্রকশীর ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে ছর্দ্দি ও অতীসাররোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫৩॥

ত্রিফলা, দেবদারু, মুতা, ইন্দুরকাণি ও শিগ্রু (সজিনা), ইহাদিগের ক্বাথ পিপুল ও বিড়ঙ্গচূর্ণ সহিত পান করিলে কৃমিজন্য রোগ ও কৃমি বিনষ্ট হয়॥ ৫৪॥

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, কটুকী, নিম্ব, চিরতা ও বাসকের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫৫॥

পুনর্নবা, হরীতকী, নিম্ব, দারুহরিদ্রা, কটুকী, পটোল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ গোমূত্রের সহিত পান করিলে পাণ্ডু, কাস, উদর, শ্বাস, শূল ও সর্ব্বাঙ্গ শোথ প্রশমিত হয়॥ ৫৬॥

বাসক, কিস্‌মিস্ ও হরীতকীর ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে দারুণ রক্তপিত্ত, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়। কেবল বাসকের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলেও রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস ও শ্লেষ্মপিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৫৭॥ ৫৮॥

দ্বিতীয়বাসাদিক্কাথঃ—

বাসাক্ষুদ্রামৃতাক্কাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহা।
কাসঘ্নঃ পিপ্পলীচূর্ণযুক্তঃ ক্ষুদ্রামৃতস্তথা॥ ৫৯॥

ক্ষুদ্রাদিক্কাথঃ—

ক্ষুদ্রাকুলত্থবাসাভির্নাগরেণ চ সাধিতঃ।
ক্কাথঃ পৌষ্করচূর্ণাঢ্যঃ শ্বাসকাসৌ নিবারয়েৎ॥ ৬০॥

রেণুকাদ্যাদিযোগচতুষ্টয়ম্—

রেণুকাপিপ্পলীক্কাথো হিঙ্গুকল্কেন সংযুতঃ।
পানাৎ এব হি পঞ্চাপি হিক্কা নাশয়তি ক্ষণাৎ॥
বিল্বত্বচো গুড়ূচ্যা বা ক্কাথঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুতঃ।
জয়েৎত্রিদোষজাং ছর্দ্দিং পর্পটঃ পিত্তজাং তথা॥ ৬১। ৬২॥

গৃধ্রস্যাং যোগদ্বয়ম্—

হিঙ্গুপৌষ্করচূর্ণাঢ্যো দশমূলশৃতো জয়েৎ।
গৃধ্রসীং কেবলঃ ক্কাথঃ শেফালীপত্রজস্তথা॥ ৬৩॥

রাস্নাপঞ্চকম্—

রাস্নামৃতামহাদারুনাগরৈরণ্ডজং শৃতম্।
সপ্তধাতুগতে বাতে সামে সর্ব্বাঙ্গগে পিবেৎ॥ ৬৪॥

বাসক, কন্টকারী ও গুলঞ্চের ক্কাথ মধুর সহিত পান করিলে জ্বর ও কাস এবং কন্টকারী ও গুলঞ্চের ক্কাথ পিপুলচূর্ণ সহিত পান করিলে কাস বিনষ্ট হয়॥ ৫৯॥

কন্টকারী, কুলথকলাই, বাসক ও শুঁঠের ক্কাথ পুষ্করচূর্ণসহ পান করিলে শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয়॥ ৬০॥

রেণুকা ও পিপুলের ক্কাথ হিঙ্গুকল্কসহ পান করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চবিধ হিক্কা বিনষ্ট হয়। বেলছালের অথবা গুলঞ্চের ক্কাথ মধুসহযোগে পান করিলে ত্রিদোষজছর্দ্দি এবং ক্ষেতপাপ্‌ড়ার ক্কাথ মধু সহযোগে পান করিলে পিত্তজছর্দ্দির নিবৃত্তি হয়॥ ৬১॥ ৬২॥

দশমূলের ক্কাথ হিঙ্গু ও পুষ্করমূলের চূর্ণসহ পান করিলে এবং কেবল শেফালী-পত্রের ক্কাথ পান করিলে ও গৃধ্রসীরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৬৩॥

রাস্না, গুলঞ্চ, দেবদারু, শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্কাথ সর্ব্বাঙ্গ ও সপ্তধাতুগত আমবাতে হিতকর॥ ৬৪॥

রাস্নাসপ্তকম্—

রাস্নাগোক্ষুরকৈরণ্ডদেবদারুপুনর্নবাঃ।
গুড়ূচ্যারগ্বধশ্চৈব ক্বাথমেষাং বিপাচয়েৎ॥
শুণ্ঠীচূর্ণেন সংযুক্তং পিবেৎ জঙ্ঘাকটীগ্রহে।
পার্শ্বপৃষ্ঠোরুপীড়ায়ামামবাতে সুদুস্তরে॥ ৬৫। ৬৬॥

মহারাস্নাদিক্বাথঃ—

রাস্নাদ্বিগুণভাগাস্যাদেকা ভাগাস্ততোঽপরাঃ।
ধন্বযাসবলৈরণ্ডদেবদারুশটীবচাঃ॥
বাসকো নাগরং পথ্যাচব্যমুস্তপুনর্নবাঃ।
গুড়ূচী বৃদ্ধদারশ্চ শতপুষ্পা চ গোক্ষুরঃ॥
অশ্বগন্ধাপ্রতিবিষা কৃতমালশতাবরী।
কৃষ্ণা সহচরশ্চৈব ধান্যকং বৃহতীদ্বয়ম্॥
এভিঃ কৃতং পিবেৎ ক্বাথং শুণ্ঠীচূর্ণেন সংযুতম্।
কৃষ্ণাচূর্ণেন বা যোগরাজগুগ্‌গুলুনাথবা॥
অজমোদাদিনা বাপি তৈলেনৈরণ্ডজেন বা।
সর্ব্বাঙ্গকম্পে কুব্জত্বে পক্ষাঘাতেঽববাহুকে॥
গৃধ্রস্যামামবাতে চ শ্লীপদে চাপতন্ত্রকে।
অন্ত্রবৃদ্ধৌ তথাধ্মানে জঙ্ঘাজানুগদেঽর্দ্দিতে॥

রাস্না, গোক্ষুর, এরণ্ড, দেবদারু, পুনর্নবা, গুলঞ্চ ও আরগ্বধ, ইহাদের ক্বাথ শুঁঠের চূর্ণসহ পান করিলে জঙ্ঘা ও কটীগ্রহ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও উরুপীড়া এবং অতি কঠিন আমবাতের নিবৃত্তি হয়॥ ৬৫। ৬৬॥

রাস্না দুই ভাগ এবং দুরালভা, বলা, এরণ্ডমূল, দেবদারু, শটী, বচ, বাসক, শুঁঠ, হরীতকী, চই, মুতা, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, বৃদ্ধদারক, শলুফা, গোক্ষুর, অশ্বগন্ধা, আতিষ, ডহরকরঞ্জ, শতমূলী, কৃষ্ণা (পিপুল), সহচর (ঝিন্টী), ধনে, বৃহতী ও কন্টকারী, ইহাদের ক্বাথ শুঁঠচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ, যোগরাজগুগ্‌গুলু, অজমোদা (বনযমানী) ও এরণ্ডতৈল, ইহাদের যে কোনটীর সহিত পান করিলে সর্ব্বাঙ্গকম্প, কুব্জত্ব, পক্ষাঘাত, অববাহুক, গৃধ্রসী, আমবাত, শ্লীপদ, অপতন্ত্রক, অন্ত্রবৃদ্ধি, আধ্মান, জঙ্ঘা ও জানুরোগ, অর্দ্দিত, শুক্রাময়, মেঢ্ররোগ, বন্ধ্যারোগ ও যোনি-

শুক্রাময়ে মেঢ্রুরোগে বন্ধ্যাযোন্যাময়েষু চ।
মহারাস্নাদিরাখ্যাতো বন্ধ্যায়া গর্ভকারণম্ ॥ ৬৭—৭৩ ॥

এরণ্ডসপ্তকম্—

এরণ্ডো বীজপূরশ্চ গোক্ষুরং বৃহতীদ্বয়ম্।
অশ্মভেদস্তথাবিল্ব এতন্মূলৈঃ কৃতঃ শৃতঃ॥
এরণ্ডতৈলহিঙ্গ্বাঢ্যো যবক্ষারঃ সসৈন্ধবঃ।
স্তনস্কন্ধকটীমেঢ্রহৃদয়োত্থাং ব্যথাং জয়েৎ ॥ ৭৪। ৭৫ ॥

(২) নাগরাদিক্বাথঃ—

নাগরৈরণ্ডয়োঃ ক্বাথঃ ক্বাথ ইন্দ্রযবস্য বা।
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলোপেতো বাতশূলনিবারণঃ ॥ ৭৬ ॥

ত্রিফলাদিক্বাথঃ—

ত্রিফলারগ্বধঃ ক্বাথঃ শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
রক্তপিত্তহরো দাহপিত্তশূলনিবারণঃ ॥ ৭৭ ॥

এরণ্ডাদিক্বাথঃ—

এরণ্ডমূলং দ্বিপলং জলেঽষ্টগুণিতে পচেৎ।
তৎক্বাথো যাবশূকাঢ্যঃ পার্শ্বহৃৎকফশূলহা ॥ ৭৮ ॥

রোগ প্রশমিত হয়। ইহাকে মহারাস্নাদি বলা যায়। ইহাদ্বারা বন্ধ্যাদিগের গর্ভাধান হইয়া থাকে ॥ ৬৭—৭৩ ॥

এরণ্ড, ছোলঙ্গলেবু, গোক্ষুর, কন্টকারী, বৃহতী, অশ্মভেদ (পাষাণভেদী) ও বিল্ব, ইহাদিগের মূলের ক্বাথ এরণ্ডতৈল, হিঙ্গু, যবক্ষার ও সৈন্ধবের সহিত পান করিলে স্তন, স্কন্ধ, কটী, মেঢ্র ও হৃদয়ের ব্যথা প্রশমিত হয় ॥ ৭৪। ৭৫ ॥

শুঁঠ ও এরণ্ডের ক্বাথ বা ইন্দ্রযবের ক্বাথ হিঙ্গু ও সৌবর্চ্চল লবণের সহিত পান করিলে বাতশূল প্রশমিত হয় ॥ ৭৬ ॥

ত্রিফলা ও আরগ্বধের ক্বাথ শর্করা ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত, দাহ ও পিত্তশূল বিনষ্ট হয় ॥ ৭৭ ॥

এরণ্ডমূল দুই পল, আট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ যবক্ষারের সহিত পান করিলে পার্শ্ব, হৃদ ও কফজশূল প্রশমিত হয় ॥ ৭৮ ॥

দশমূলাদিক্বাথঃ—

দশমূলকৃতঃ ক্বাথঃ সযবক্ষারসৈন্ধবঃ।
হৃদ্রোগগুল্মশূলানি কাসং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥ ৭৯॥

হরীতক্যাদিক্বাথঃ—

হরীতকীদুরালভাকৃতমালকগোক্ষুরৈঃ।
পাষাণভেদসহিতৈঃ ক্বাথো মাক্ষিকসংযুতঃ।
বিবন্ধে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ সদাহে সরুজে হিতঃ॥ ৮০॥

বীরতর্বাদিক্বাথঃ—

বীরতরুবৃক্ষবন্দাকাশাঃ সহচরত্রয়ম্।
কুশদ্বয়ং নলো গুন্দ্রা বকপুষ্পোঽগ্নিমন্থকঃ॥
মূর্ব্বা পাষাণভেদশ্চ শ্যোনাকো গোক্ষুরস্তথা।
অপামার্গশ্চ কমলং ব্রাহ্মী চেতি গণো বরঃ॥
বীরতর্বাদিরিত্যুক্তঃ শর্করাশ্মরিকৃচ্ছ্রহা।
মূত্রাঘাতং বায়ুরোগান্নাশয়েন্নিখিলানপি॥ ৮১—৮৩॥

এলাদিক্বাথঃ—

এলামধুকগোকণ্টরেণুকৈরণ্ডবাসকাঃ।
কৃষ্ণাশ্মভেদসহিতাঃ ক্বাথ এষাং সুসাধিতঃ।
শিলাজতুযুতঃ পেয়ঃ শর্করাশ্মরিকৃচ্ছ্রহা॥ ৮৪॥

দশমূলের ক্বাথ যবক্ষার ও সৈন্ধবের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ, গুল্ম, শূল কাস ও শ্বাস বিনষ্ট হয়॥ ৭৯॥

হরীতকী, দুরালভা, ডহরকরঞ্জ, গোক্ষুর ও পাষাণভেদের (অশ্মভেদী) ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে দাহ ও বেদনাযুক্ত বিবন্ধ ও মূত্রকৃচ্ছ্রের নিবৃত্তি হয়॥৮০॥

অর্জ্জুনবৃক্ষ, বৃক্ষবন্দা, কাশতৃণ, ঝিণ্টীত্রয়, কুশদ্বয়, নল, ভদ্রমুস্তক, বকপুষ্প, অগ্নিমন্থ, মূর্ব্বা, পাষাণভেদী, শ্যোনাক, গোক্ষুর, আপাঙ্গ, কমল ও ব্রহ্মীশাক, ইহাদিগকে বীরতর্বাদিগণ বলা যায়। ইহাদ্বারা শর্করা, অশ্মরীকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত এবং সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৮১—৮৩॥

এলাচ, মধুক (যষ্টিমধু), গোক্ষুর, রেণুকা, এরণ্ড, বাসক, পিপুল ও অশ্মভেদ (পাষাণভেদী), ইহাদিগের ক্বাথ শিলাজতুর সহিত পান করিলে শর্করা ও অশ্মরী কৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়॥ ৮৪॥

গোক্ষুরাদিক্কাথঃ—

সমূলগোক্ষরক্কাথঃ সিতামাক্ষিকসংযুতঃ।
নাশয়েৎ মূত্রকৃচ্ছ্রাণি তথা চোষ্ণসমীরণম্॥ ৮৫॥

বরাদিক্কাথঃ—

বরাদার্ব্ব্যব্দদারূণাং ক্কাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহা।
বৎসকস্ত্রিফলা দার্ব্বী মুস্তকো বীজকস্তথা॥ ৮৬॥

ফলত্রিকাদিক্কাথঃ—

ফলত্রিকাব্দদার্ব্বীণাং বিশালায়াঃ শৃতং পিবেৎ।
নিশাকল্কযুতং সর্ব্বপ্রমেহং বিনিবর্জ্জয়েৎ॥ ৮৭॥

দার্ব্বাদিক্কাথঃ—

দার্ব্বীরসাঞ্জনং মুস্তং ভল্লাতঃ শ্রীফলং বৃষঃ।
কৈরাতশ্চ পিবেদেষাং ক্কাথং শীতং সমাক্ষিকম্।
জয়েৎ শূলং প্রদরং পীতশ্বেতাসিতারুণম্॥ ৮৮॥

ন্যগ্রোধাদিঃ—

ন্যগ্রোধপ্লক্ষকোশাম্রবেতসো বদরী তূণিঃ।
মধুযষ্টীপিয়ালশ্চ লোধ্রদ্বয়মুডুম্বরঃ॥
পিপ্পলশ্চ মধূকশ্চ তথা পারিশপিপ্পলঃ।

সমূলগোক্ষুরের ক্কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও উষ্ণ সমীরণ প্রশমিত হয়॥ ৮৫॥

ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, মুতা ও দেবদারুর কাথ মধুর সহিত পান করিলে মেহ নষ্ট হয়। ইন্দ্রযব, ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, মুতা ও বীজকের (ছোলঙ্গলেবু) ক্কাথ মধুসহ পান করিলেও প্রমেহরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৮৬॥

ত্রিফলা, মুতা, দারুহরিদ্রা ও বিশালা (রাখালশশা), ইহাদিগের ক্কাথ নিশা (হরিদ্রা) কল্কের সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৮৭॥

দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, মুতা, ভল্লাতক (ভেলা), শ্রীফল, বাসক ও চিরতার ক্কাথ শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করিলে শূল এবং শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও অরুণ প্রদররোগ বিনষ্ট হয়॥ ৮৮॥

বট, পাকুর, ক্যাওড়া, বেতস, কুল, তুণি, যষ্টিমধু, পিয়াল, লোধ, সাবর লোধ, যজ্ঞডুম্বর, পিপুল, মৌউল, পারিপিপ্পল, সল্লকী, গাব, জাম, বনজাম, আম্র,

সল্লকী তিন্দুকী জম্বুদ্বয়মাম্রতরুঃ শিবা ॥
কদম্বককুভৌ চৈব ভল্লাতকফলানি চ।
ন্যগ্রোধাদিগণক্কাথং যথালাভঞ্চ কারয়েৎ ॥
অয়ং ক্কাথো মহাগ্রাহী ব্রণভগ্নঞ্চ সাধয়েৎ।
যোনিদোষহরো দাহমেদোমেহবিষাপহঃ ॥ ৮৯—৯২ ॥

মেদোঘ্নযোগত্রয়ম্—

বিল্বোঽগ্নিমন্থঃ শ্যোনাকঃ কাশ্মরী পাটলা তথা।
ক্কাথ এষাং জয়েৎ মেদোদোষং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতঃ ॥
ক্ষৌদ্রেণ ত্রিফলাক্কাথঃ পীতো মেদোহরঃ স্মৃতঃ।
শীতীভূতং তথোষ্ণাম্বু মেদোহৃৎ ক্ষৌদ্রসংযুতম্ ॥ ৯৩ । ৯৪ ॥

চব্যাদিঃ—

চব্যচিত্রকবিশ্বানাং সাধিতো দেবদারুণা।
ক্কাথস্ত্রিবৃচ্চূর্ণযুতো গোমূত্রেণোদরান্ জয়েৎ ॥ ৯৫ ॥

পুনর্নবাদিক্কাথঃ—

পুনর্নবামৃতাদারুপথ্যানাগরসাধিতঃ।
গোমূত্রগুগ্‌গুলুযুতঃ ক্কাথঃ শোথোদরাপহঃ ॥ ৯৬ ॥

হরীতকী, কদম্ব, অর্জ্জুন ও ভেলা, ইহাদিগকে ন্যগ্রোধাদিগণ বলা যায়। ইহাদিগের মধ্যে যে যে বস্তু পাওয়া যায় তদ্দ্বারাই ক্কাথ প্রস্তুত করিবে। ইহার ক্কাথ অত্যন্ত গ্রাহী, ব্রণ ও ভগ্নসাধক এবং যোনিদোষ, দাহ, মেদঃ, বিষ ও মেহ বিনাশক ॥ ৮৯—৯২ ॥

বিল্ব, অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী), শোনালু, গাম্ভারী ও পারুলের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে মেদোদোষ প্রশমিত হয়।

ত্রিফলার ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে মেদোরোগ বিনষ্ট হয় এবং উষ্ণ জল শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করিলেও মেদোরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

চই, চিতা, বিশ্ব (শুঁঠ) ও দেবদারু, ইহাদিগের কষায় ত্রিবিৎ চূর্ণ ও গোমূত্রের সহিত পান করিলে উদররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯৫ ॥

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠের ক্বাথ গোমূত্র ও গুগ্‌গুলু সহ পান করিলে শোথ ও উদররোগ প্রশমিত হয় ॥ ৯৬ ॥

১২

পথ্যাদিক্কাথঃ—

পথ্যারোহিতকং ক্বাথং যবক্ষারকণাযুতম্।
পিবেৎ প্রাতর্যকৃৎপ্লীহগুল্মোদরনিবৃত্তয়ে ॥ ৯৭ ॥

শোথে পুনর্নবাদিক্বাথঃ—

পুনর্নবা দারুনিশা নিশা শুণ্ঠী হরীতকী।
গুড়ূচী চিত্রকো ভার্গী দেবদারুকৃতঃ শৃতঃ।
পাণিপাদোদরমুখপ্রাপ্তং শোফং নিবারয়েৎ ॥ ৯৮ ॥

ফলত্রিকাদিক্বাথঃ—

ফলত্রিকোদ্ভবং ক্বাথং গোমূত্রেণৈব পায়য়েৎ।
বাতশ্লেষ্মকৃতং হন্তি শোথং বৃষণসম্ভবম্ ॥ ৯৯ ॥

রাস্নাদ্যাদিক্বাথত্রয়ম্—

রাস্নামৃতাবলাযষ্টীগোকণ্টৈরণ্ডজঃ শৃতঃ।
এরণ্ডতৈলসংযুক্তো বৃদ্ধিমন্ত্রভবাং জয়েৎ ।।
কাঞ্চনারত্বচঃ ক্বাথঃ শুণ্ঠীচূর্ণেন নাশয়েৎ।
গণ্ডমালাস্তথাক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ বরুণত্বচঃ ॥ ১০০। ১০১ ॥

হরীতকী ও রোহিতকের (রয়না) ক্বাথ যবক্ষার ও কণা (পিপুল) চূর্ণ সহিত প্রাতে পান করিলে যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম ও উদররোগ নষ্ট হয় ॥ ৯৭ ॥

পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, শুঁঠ, হরীতকী, গুলঞ্চ, চিতা, ভার্গী (বামনহাটী) ও দেবদারুর ক্বাথ পান করিলে হস্ত, পদ, উদর ও মুখশোথ প্রশমিত হয় ॥ ৯৮ ॥

ত্রিফলার ক্বাথ গোমূত্রের সহিত পান করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত অণ্ডকোষস্থ শোথ প্রশমিত হয় ॥ ৯৯ ॥

রাস্না, গুলঞ্চ, বেড়েলা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও এরণ্ডের ক্বাথে শুঁঠের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধির নিবৃত্তি হয়। কাঞ্চনার ছালের ক্বাথ শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত পান করিলে গণ্ডমালা নষ্ট হয় এবং বরুণছালের ক্বাথ পান করিলেও গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় ॥ ১০০ ॥ ১০১ ॥

শাখোটাদ্যাদিক্কাথত্রয়ম্—

শাখোটবল্কলক্কাথং গোমূত্রেণ যুতং পিবেৎ।
শ্লীপদানাং বিনাশায় মেদোদোষনিবৃত্তয়ে॥
পুনর্নবাবরুণয়োঃ ক্কাথোঽন্তর্বিদ্রধিং জয়েৎ।
তথা শিগ্রুভবঃ ক্কাথো হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুতঃ॥ ১০২। ১০৩॥

বরুণাদিগণক্কাথঃ—

বরুণাদিগণক্কাথমপক্কে মধ্যবিদ্রধৌ।
ঊষকাদিরজোযুক্তং পিবেচ্ছমনহেতবে॥
বরুণো বকপুষ্পশ্চ বিল্বাপামার্গচিত্রকম্।
অগ্নিমন্থদ্বয়ং শিগ্রুদ্বয়ঞ্চ বৃহতীদ্বয়ম্॥
সৈরেয়কত্রয়ং মূর্ব্বা মেষশৃঙ্গী কিরাতকঃ।
অজাশৃঙ্গী চ বিম্বী চ করঞ্জশ্চ শতাবরী॥
বরুণাদিগণক্কাথঃ কফমেদোহরঃ স্মৃতঃ।
হন্তি গুল্মং শিরঃশূলং তথা বিদ্রধিপীনসান্॥ ১০৪—১০৭॥

খদিরাদিক্কাথঃ—

খদিরত্রিফলাক্কাথো মহিষীঘৃতসংযুতঃ।
বিড়ঙ্গচূর্ণযুক্তশ্চ ভগন্দরবিনাশনঃ॥ ১০৮॥

শাখোট (স্বনামখ্যাত) ছালের ক্কাথ গোমূত্রের সহিত পান করিলে শ্লীপদ ও মেদোদোষ বিনষ্ট হয়। পুনর্নবা ও বরুণের ক্কাথে অন্তর্ব্বিদ্রধির নিবৃত্তি হয়। শিগ্রুকের (সজিনা) ক্কাথে হিঙ্গু ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও অন্তর্ব্বিদ্রধি প্রশমিত হয়॥ ১০২॥ ১০৩॥

অপক্ক মধ্যবিদ্রধি প্রশমের জন্য বরুণাদিগণের ক্কাথ ঊষকাদির চূর্ণ সহিত পান করিবে। বরুণ, বকপুষ্প, বিল্ব, অপামার্গ, চিতা, অগ্নিমন্থদ্বয় (গণিয়ারীদ্বয়), শিগ্রুদ্বয় (রক্ত ও শ্বেত সজিনা), কণ্টকারী, বৃহতী, সৈরেয়কত্রয় (নীল, পীত ও শ্বেতঝিণ্টী), মূর্ব্বা (মূচীমুখী), মেষশৃঙ্গী (কর্কটশৃঙ্গী), চিরতা, অজাশৃঙ্গী (মেড়াশৃঙ্গী), তেলাকুচ, করঞ্জ ও শতমূলী, এই বরুণাদিগণক্কাথ কফ, মেদঃ, গুল্ম, শিরঃপীড়া, বিদ্রধি ও পীনসরোগনাশক॥ ১০৪—১০৭॥

খদির ও ত্রিফলার ক্কাথ মহিষীঘৃত ও বিড়ঙ্গচূর্ণ সহিত পান করিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়॥ ১০৮॥

উপদংশে পটোলাদিক্কাথঃ—

পটোলত্রিফলারিষ্টকিরাতখদিরাশনৈঃ।
ক্কাথঃ পীতো জয়েৎ সর্ব্বানুপদংশান্ সগুগ্‌গুলুঃ ॥ ১০৯ ॥

অমৃতাদিক্কাথঃ—

অমৃতৈরণ্ডবাসানাং ক্কাথ এরণ্ডতৈলযুক্।
পীতঃ সর্ব্বাঙ্গসঞ্চারি বাতরক্তং জয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১১০ ॥

পটোলাদিক্কাথঃ—

পটোলং ত্রিফলা তিক্তা গুডূচী চ শতাবরী।
এতদক্কাথো জয়েৎ পীতো বাতাস্রং দাহসংযুতম্ ॥ ১১১ ॥

ধাত্র্যাদিক্কাথঃ—

ক্কাথো বল্গুজচূর্ণাঢ্যো ধাত্রীখদিরসারয়োঃ।
জয়েৎ সুশীতিলো নিত্যং শ্বিত্রং পথ্যাশিনাং নৃণাম্ ॥ ১১২ ॥

লঘুমঞ্জিষ্ঠাদিঃ—

মঞ্জিষ্ঠাত্রিফলাতিক্তাবচাদারুনিশামৃতাঃ।
নিম্বশ্চৈষাং কৃতঃ ক্কাথো বাতরক্তবিনাশনঃ।
পামাকপালিকাকুষ্ঠরক্তমণ্ডলজিৎ মতঃ ॥ ১১৩ ॥

পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিম্ব, চিরতা, খদির ও অশনের (অশনবৃক্ষ) ক্কাথ গুগ্‌গুলু সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ প্রশমিত হয় ॥ ১০৯ ॥

গুলঞ্চ, এরণ্ড ও বাসকের ক্কাথ এরণ্ড তৈলের সহিত পান করিলে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত বাতরক্ত নিশ্চয় বিনষ্ট হয় ॥ ১১০ ॥

পটোলপত্র, ত্রিফলা, কটুকী, গুলঞ্চ ও শতমূলীর কাথ পান করিলে দাহযুক্ত বাতরক্ত প্রশমিত হয় ॥ ১১১ ॥

ধাত্রী (আমলকী) ও খদিরসারের ক্কাথ শীতল করিয়া বল্গুজ (বাকুচী) চূর্ণ সহিত নিত্য পান করিলে হিতপথ্যাশী মানবদিগের শ্বিত্ররোগ প্রশমিত হয় ॥ ১১২ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, কটুকী, বচ, দেবদারু, নিশা (হরিদ্রা), গুলঞ্চ ও নিম্ব, ইহাদের ক্কাথদ্বারা বাতরক্ত এবং পামা, কপালিকা ও রক্তমণ্ডল প্রভৃতি কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ১১৩ ॥

বৃহৎমঞ্জিষ্ঠাদিঃ—

মঞ্জিষ্ঠামুস্তকুটজগুড়ূচীকুষ্ঠনাগরৈঃ।
ভার্গীক্ষুদ্রাবচানিম্বনিশাদ্বয়ফলত্রিকৈঃ॥
পটোলকটুকামূর্ব্বাবিড়ঙ্গাশনচিত্রকৈঃ।
শতাবরীত্রায়মাণাকৃষ্ণেন্দ্রযববাসকৈঃ॥
ভৃঙ্গরাজমহাদারুপাঠাখদিরচন্দনৈঃ।
ত্রিবৃদ্বরুণকৈরাতবাকুচীকৃতমালকৈঃ॥
শাখোটকমহানিম্বকরঞ্জাতিবিষাজলৈঃ।
ইন্দ্রবারুণিকানন্তাশারিবাপর্পটৈঃ সমৈঃ॥
এভিঃ কৃতং পিবেৎ ক্কাথং কণাগুগ্‌গুলুসংযুতম্।
অষ্টাদশসু কুষ্ঠেষু বাতরক্তেঽর্দ্দিতে তথা॥
উপদংশে শ্লীপদে চ প্রসুপ্তৌ পক্ষঘাতকে।
মেদোদোষে নেত্ররোগে মঞ্জিষ্ঠাদিঃ প্রশস্যতে॥ ১১৪—১১৯॥

পথ্যাদিক্কাথঃ—

পথ্যাক্ষধাত্রীভূনিম্বৈর্নিশানিম্বামৃতাযুতৈঃ।
ক্কাথঃ কৃতঃ ষড়ঙ্গোঽয়ং সগুড়ঃ শীর্ষশূলহা॥
ভ্রূশঙ্খকর্ণশূলানি তথা চার্দ্ধশিরোরুজম্।
সূর্য্যাবর্ত্তং শঙ্খকঞ্চ দন্তপাতঞ্চ তদ্রুজম্।

সমভাগ মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, কুটজ, গুলঞ্চ, কুষ্ঠ (কুড়), শুঁঠ, ভার্গী (বামুনহাটী), ক্ষুদ্রা (কন্টকারী), বচ, নিম্ব, নিশাদ্বয় (হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা), ত্রিফলা, পটোলপত্র, কটুকী, মূর্ব্বা, বিড়ঙ্গ, অশন (অশনবৃক্ষ), চিতা, শতমূলী, বলালতা, পিপুল, ইন্দ্রযব, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, দেবদারু, আকনাদি, খদির, চন্দন, ত্রিবৃৎ, বরুণ, চিরতা, বাকুচী (সোমরাজ), ডহরকরঞ্জ, শেওড়া, মহানিম্ব, করঞ্জ, আতিষ, জল (বালা), ইন্দ্রবারুণী, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও ক্ষেতপাপ্‌ড়া, ইহাদের কাথ পিপুলচূর্ণ ও গুগ্‌গুলু সহিত পান করিলে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, অর্দ্দিত, উপদংশ, শ্লীপদ, প্রসুপ্তি, পক্ষাঘাত, মেদোদোষ ও নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। উক্ত দ্রব্য সকলকে মঞ্জিষ্ঠাদিগণ বলা যায়॥ ১১৪—১১৯॥

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, ভূনিম্ব (চিরতা), হরিদ্রা, নিম্ব ও গুলঞ্চ, এই ষড়ঙ্গের কাথ গুড়ের সহিত পান করিলে শিরঃপীড়া, ভ্রূ, শঙ্খ ও কর্ণশূল, অর্দ্ধ-

নক্তান্ধ্যং পটোলং শুক্রং চক্ষুঃপীড়াং ব্যপোহতি ॥ ১২০ । ১২১ ॥

বাসাদি ক্বাথঃ—

বাসাবিশ্বামৃতাদার্ব্বীরক্তচন্দনচিত্রকৈঃ।
ভূনিম্বনিম্বকটুকাপটোলত্রিফলাম্বুদৈঃ ॥
যবকলিঙ্গকুটজৈঃ ক্বাথঃ সর্ব্বাক্ষিরোগহা।
বৈস্বর্য্যং পীনসং শ্বাসং নাশয়েদুরসঃ ক্ষতম্ ॥ ১২২ । ১২৩ ॥

অমৃতাশ্বত্থয়োঃক্বাথঃ—

অমৃতাত্রিফলাক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
সক্ষৌদ্রঃ শীতলো নিত্যং সর্ব্বনেত্রব্যথাং জয়েৎ ॥
অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষবটবেতসজঃ শৃতঃ।
ব্রণশোথোপদংশানাং নাশনঃ ক্ষালনাৎ স্মৃতঃ ॥ ১২৪ । ১২৫ ॥

অথ প্রমথ্যা—

প্রমথ্যা প্রোচ্যতে দ্রব্যপলাৎ কল্কীকৃতাচ্ছৃতা।
তোয়েঽষ্টগুণিতে তস্যাঃ পানমাহুঃ পলদ্বয়ম্ ॥
মুস্তকেন্দ্রযবৈঃ সিদ্ধা প্রমথ্যা দ্বিপলোন্মিতা।
সুশীতা মধুসংযুক্তা রক্তাতীসারনাশিনী ॥ ১২৬ । ১২৭ ॥

শিরঃপীড়া, সূর্য্যাবর্ত্ত, শঙ্খক, দন্তপাত ও দন্তবেদনা প্রশমিত হয় এবং রাত্র্যান্ধতা, শুক্র, পটোল ও চক্ষুঃপীড়া নষ্ট হয় ॥ ১২০ ॥ ১২১ ॥

বাসক, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, চিতা, ভূনিম্ব, নিম্ব, কটুকী, পটোল, ত্রিফলা, মুতা, ইন্দ্রযব ও কুটজ, ইহাদের ক্বাথ সকল প্রকার চক্ষুরোগ, বৈস্বর্য্য, পীনস, শ্বাস ও উরঃক্ষত নাশক ॥ ১২২ ॥ ১২৩ ॥

গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার ক্বাথ শীতল করিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত নিত্য পান করিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

অশ্বত্থ, উডুম্বর, পাকুড়, বট ও বেতসের ক্বাথদ্বারা ধৌত করিলে ব্রণশোথ ও উপদংশ প্রশমিত হয় ॥ ১২৪ ॥ ১২৫ ॥

কল্কীকৃত পলপরিমিত দ্রব্য অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। উক্ত ক্বাথকেই প্রমথ্যা বলা যায়। ইহার দুই পল পান করা কর্ত্তব্য।

মুতা ও ইন্দ্রযব সাধিত প্রমথ্যা সুশীতল করিয়া মধুর সহিত (দুই পল পরিমাণে) পান করিলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয় ॥ ১২৬ ॥ ২৭ ॥

অথ যবাগূকল্পনা—

সাধ্যং চতুঃপলং দ্রব্যং চতুঃষষ্টিপলেঽম্বুনি।
তৎক্বাথেনার্দ্ধশিষ্টেন যবাগূং সাধয়েদ্ঘনাম্ ॥
আম্রাম্রাতকজম্বুত্বক্কষায়ে বিপচেদ্বুধঃ।
যবাগূং শালিভির্যুক্তাং তাং ভুক্ত্বা গ্রহণীং জয়েৎ ॥ ১২৮ । ১২৯ ॥

অথ যূষকল্পনা—

কল্কদ্রব্যং পলং শুণ্ঠীপিপ্পলী চার্দ্ধকার্ষিকী।
বারিপ্রস্থেন বিপচেৎ স দ্রবো যূষ উচ্যতে ॥ ১৩০ ॥

সপ্তমুষ্টিকযূষঃ—

কুলত্থযবকোলৈশ্চ মুদ্গৈর্মূলকশুষ্ককৈঃ।
শুণ্ঠীধন্যাকযুক্তৈশ্চ যূষঃ শ্লেষ্মানিলাপহঃ ॥
সপ্তমুষ্টিক ইত্যেষঃ সন্নিপাতজ্বরান্ জয়েৎ।
আমবাতহরঃ কণ্ঠহৃদ্বক্ত্রাণাং বিশোধনঃ ॥ ১৩১ । ১৩২ ॥

অথ পানাদিকল্পনা—

ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সাধ্যং চতুঃষষ্টিপলে জলে।
অর্দ্ধশিষ্টঞ্চ তদ্দেয়ং পানে ভক্তাদিসংবিধৌ ॥

চারি পল অর্থাৎ ৩২ বত্রিশ তোলা দ্রব্য, ৬৪ চৌষট্টি পল অর্থাৎ ৮ আট সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথদ্বারা ঘন যবাগূ প্রস্তুত করিবে।

আম্র, আম্রাতক (আম্ড়া) ও জামছালের কষায় দ্বারা শালিধান্যের যবাগূ প্রস্তুত করিবে। উক্ত যবাগূ পান করিলে গ্রহণী নষ্ট হয় ॥ ১২৮ ॥ ১২৯ ॥

কল্কদ্রব্য এক পল এবং শুঁঠ ও পিপুল অর্দ্ধকর্ষ (অর্থাৎ এক তোলা), চারি সের জলসহ পাক করিলে তাহাকে যূষ বলা যায় ॥ ১৩০ ॥

কুলত্থকলাই, যব, কুল, মুগ্দা, শুষ্কমূলা, শুঁঠ ও ধনেসহ সিদ্ধ যূষ শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক। ইহাকে সপ্তমুষ্টি যূষ বলা যায়। ইহা সান্নপাত জ্বর ও আমবাত-নাশক এবং কণ্ঠ, হৃদ্ ও মুখশোধক ॥ ১৩১ ॥ ১৩২ ॥

কুট্টিত দ্রব্য এক পল, ৬৪ চৌষট্টি পল জল সহ সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল পান এবং অন্ন ও যবাগূ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে

উশীরপর্পটোদীচ্যমুস্তনাগরচন্দনৈঃ।
জলং শৃতং হিমং পেয়ং পিপাসাজ্বরনাশনম্॥ ১৩৩। ১৩৪॥

অথোষ্ণোদকম্—

অষ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেনার্দ্ধকেন বা।
অথবা ক্বথনেনৈব সিদ্ধমুষ্ণোদকং পিবেৎ॥
শ্লেষ্মামবাতমেদোঘ্নং বস্তিশোধনদীপনম্।
কাসশ্বাসজ্বরং হন্তি পীতমুষ্ণোদকং নিশি॥ ১৩৫। ১৩৬॥

অথ ক্ষীরপাকবিধিঃ—

ক্ষীরমষ্টগুণং দ্রব্যাৎ ক্ষীরান্নীরং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষং তৎপীতং শূলমামোদ্ভবং জয়েৎ॥ ১৩৭॥

অথান্নপ্রক্রিয়া—

অথান্নপ্রক্রিয়াত্রৈব প্রোচ্যতে নাতিবিস্তরাৎ।
যবাগূঃ ষড়্গুণজলে সিদ্ধা স্যাৎ কৃশরা ঘনা॥
তণ্ডুলৈর্মুদ্গমাষৈশ্চ তিলৈর্বাসাধিতা হিতা।
যবাগূর্গ্রাহিণো বল্যা তর্পণী বাতনাশিনী॥ ১৩৮। ১৩৯॥

প্রশস্ত। বেণারমূল, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, বালা, মুতা, শুঁঠ ও রক্তচন্দন, ইহাদের শৃতজল শীতল করিয়া পান করিলে পিপাসা ও জ্বর নষ্ট হয়॥ ১৩৩॥ ১৩৪॥

জলের অষ্টম বা চতুর্থ অথবা অর্দ্ধাংশকে উষ্ণোদক বলা যায়। অর্থাৎ যে জল সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ বা অর্দ্ধাংশ থাকিতে নামান যায় তাহাকেই উষ্ণোদক বলা যায়। এই উষ্ণোদক রাত্রিতে পান করিলে শ্লেষ্মা, আমবাত, ও মেদো নষ্ট হয় এবং বস্তিশোধন ও অগ্নিরদীপ্তি হয়, পরন্তু কাস, শ্বাস ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৩৫॥ ১৩৬॥

দ্রব্যের অষ্টগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চতুর্গুণ জল সহিত একত্র জাল দিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। উহা পান করিলে আমজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হয়॥১৩৭॥

সম্প্রতিক অতি সংক্ষেপে অন্নপ্রক্রিয়া বলা যাইতেছে। ষড়্গুণ জলে সিদ্ধ ও ঘন হইলে তাহাকে যবাগূ এবং তণ্ডুল, মুদ্গ, মাষ ও তিলসাধিত যবাগূকে কৃশরা বলা যায়। যবাগূ গ্রাহিণী, বলপ্রদায়িনী তর্পণী ও বাতনাশিনী॥ ১৩৮॥ ১৩৯॥

অথ বিলেপী—

বিলেপী ঘননিক্থাথ সিদ্ধা নীরে চতুর্গুণে।
বৃংহণী তর্পণী হৃদ্যা মধুরা পিত্তনাশিনী॥ ১৪০॥

অথ পেয়াযূষৌ—

দ্রবাধিকা স্বল্পসিক্থা চ চতুর্দ্দশগুণে জলে।
সিদ্ধা পেয়া বুধৈর্জ্ঞেয়া যূষঃ কিঞ্চিদ্ঘনস্ততঃ॥
পেয়া লঘুতরা জ্ঞেয়া গ্রাহিণী ধাতুপুষ্টিদা।
যূষো বল্যতরঃ কণ্ঠ্যো লঘুপাককফাপহঃ॥ ১৪১। ১৪২॥

অথ ভক্তকল্পনা—

জলে চতুর্দ্দশগুণে তণ্ডুলানাং চতুঃপলম্।
বিপচেৎ স্রাবয়েন্মণ্ডং স ভক্তো মধুরো লঘুঃ॥ ১৪৩॥

অথ শুদ্ধমণ্ডকল্পনা—

নীরে চতুর্দ্দশগুণে সিদ্ধো মণ্ডস্ত্বসিক্থকঃ।
শুণ্ঠীসৈন্ধবসংযুক্তঃ পাচনো দীপনঃ স্মৃতঃ॥ ১৪৪॥

অথাষ্টগুণমণ্ডঃ—

ধান্যত্রিকটুসিন্ধূত্থযুক্তস্তক্রেণ যোজিতঃ।
ভৃষ্টশ্চ হিঙ্গুতৈলাভ্যাং স মণ্ডোঽষ্টগুণঃ স্মৃতঃ॥
দীপনঃ প্রাণদো বস্তিশোধনো রক্তবর্দ্ধনঃ।
জ্বরজিৎ সর্ব্বদোষঘ্নো মণ্ডোঽষ্টগুণ উচ্যতে॥ ১৪৫। ১৪৬॥

চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ, ঘন ও সিক্থ বিশিষ্ট হইলে তাহাকে বিলেপী বলা যায়। ইহা বৃংহণী, তর্পণী, হৃদ্যা, মধুরা ও পিত্তনাশিনী॥ ১৪০॥

যাহা চতুর্দ্দশগুণ জলে সিদ্ধ, অধিক তরল ও অল্প সিক্থ বিশিষ্ট তাহাকে পেয়া এবং যাহা পেয়া হইতে কিঞ্চিৎ ঘন তাহাকে যূষ বলা যায়। পেয়া লঘুতরা, গ্রাহিণী ও ধাতুপুষ্টিদা। যূষ বল্যতর, কণ্ঠ্য, লঘুপাকী ও কফঘ্ন॥ ১৪১॥ ১৪২॥

চারি পল তণ্ডুল, চতুর্দ্দশগুণ জলে সিদ্ধ ও রগ্ড়াইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইলে যে মণ্ড বাহির হয় তাহাকে ভক্ত বলা যায়। ইহা মধুর ও লঘু॥ ১৪৩॥

যাহা চতুর্দ্দশগুণ জলে সিদ্ধ ও সিক্থশূন্য তাহাকে মণ্ড বলা যায়। ইহা শুঁঠ ও সৈন্ধবের সহিত পান করিলে পাচক ও দীপক গুণবিশিষ্ট হয়॥ ১৪৪॥

ধনে, ত্রিকটু, সৈন্ধব ও তক্রযুক্ত এবং হিঙ্গু ও তৈলসহ ভৃষ্ট মণ্ডকে অষ্টবিধ

অথ বাদ্যমণ্ডঃ—

সুকণ্ডিতৈস্তথা ভৃষ্টৈর্বাদ্যমণ্ডো যবৈর্ভবেৎ।
কফপিত্তহরঃ কণ্ঠ্যো রক্তপিত্তপ্রসাদনঃ ॥ ১৪৭ ॥

অথ লাজমণ্ডঃ—

লাজৈর্ব্বা তণ্ডুলৈর্ভৃষ্টৈর্লাজমণ্ডঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্লেষ্মপিত্তহরো গ্রাহী পিপাসাজ্বরজিন্মতঃ ॥ ১৪৮ ॥

ইতি শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

গুণযুক্ত বলিয়া জানিবে। অষ্টবিধ গুণ যথা,—দীপক, প্রাণদ, বস্তিশোধক, রক্ত-বর্দ্ধক, জ্বরনাশক এবং বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক ॥ ১৪৫ ॥ ১৪৬ ॥

সুকণ্ডিত ও ভৃষ্ট যবের মণ্ডকে বাদ্যমণ্ড বলা যায়। ইহা কফপিত্তঘ্ন, কণ্ঠ্য এবং রক্ত ও পিত্ত প্রসাধনকর ॥ ১৪৭ ॥

ভৃষ্ট খই বা তণ্ডুলের মণ্ডকে লাজমণ্ড বলা যায়। ইহা শ্লেষ্মপিত্তঘ্ন, গ্রাহী এবং পিপাসাজ্বরনাশক ॥ ১৪৮ ॥

শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ ফাণ্টকল্পনা—

ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে সম্যক্ জলমুষ্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে কুড়বোন্মানং ততস্তু স্রাবয়েৎ পটাৎ ॥
তস্য চূর্ণদ্রবঃ ফাণ্টস্তন্মানং দ্বিপলোন্মিতম্।
সিতামধুগুড়াদীংস্তু ক্বাথবদত্র নিক্ষেপেৎ ॥ ১। ২ ॥

সম্যক্ কুট্টিত দ্রব্য এক পল (৮ তোলা), মৃৎপাত্রে কুড়ব (অর্দ্ধ সের) পরিমিত উষ্ণজলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইলে ঐ জলকে ফাণ্ট বলা যায়। ইহার পরিমাণ দুই পল। ক্বাথের ন্যায় ইহাতেও চিনি, মধু ও গুড় প্রভৃতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে ॥ ১ ॥ ২ ॥

মধূকফাণ্টঃ—

মধূকপুষ্পং মধুকং চন্দনং সপরূষকম্ ।
মৃণালং কমলং লোধ্রং গাম্ভারীং নাগকেশরম্ ॥
ত্রিফলাসারিবাদ্রাক্ষালাজাং কোষ্ণে জলে ক্ষিপেৎ ।
সিতামধুযুতঃ পেয়ঃ ফাণ্টো বাসৌ হিমোঽথবা ॥
বাতপিত্তং জ্বরং দাহং তৃষ্ণামূর্চ্ছারতিভ্রমান্ ।
রক্তপিত্তং মদং হন্যাৎ নাত্রকার্য্যাবিচারণা ॥ ৩—৫ ॥

আম্রাদিফাণ্টঃ—

আম্রজম্বূকিশলয়ৈর্বটশুঙ্গপ্ররোহকৈঃ ।
উশীরেণ কৃতঃ ফাণ্টঃ সক্ষৌদ্রো জ্বরনাশনঃ ।
পিপাসাছর্দ্দ্যতীসারান্ মূর্চ্ছাঞ্জয়তি দুস্তরান্ ॥ ৬ ॥

লঘু মধূকাদিফাণ্টঃ—

মধূকপুষ্পগাম্ভারীচন্দনোশীরধান্যকৈঃ ।
দ্রাক্ষয়া চ কৃতঃ ফাণ্টঃ শীতঃ শর্করয়া যুতঃ ।
তৃষ্ণাপিত্তহরঃ প্রোক্তো দাহমূর্চ্ছাভ্রমান্ জয়েৎ ॥ ৭ ॥

অথ মন্থকল্পনা—

মন্থোঽপি ফাণ্টভেদঃ স্যাত্তেন চাত্রৈব কথ্যতে ।

মধূকপুষ্প, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, পরূষক (পরষূয়া), মৃণাল, কমল, লোধ্র, গাম্ভারী, নাগকেশর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, অনন্তমূল, কিস্‌মিস্ ও খই, ইহাদিগকে ঈষদুষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিবে। এই ফাণ্টে চিনি ও মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিবে, অথবা ঐ সকল দ্রব্যের বক্ষ্যমাণ নিয়মে হিম প্রস্তুত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত পান করিবে। ইহাদ্বারা বাতপিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অরতি, ভ্রম, রক্তপিত্ত ও মত্ততা নিশ্চয় বিনষ্ট হয় ॥ ৩—৫ ॥

আম ও জামের নবপল্লব, বটের শুঙ্গ (অঙ্কুর) ও বেণারমূলের ফাণ্ট মধুর সহিত পান করিলে জ্বর এবং দুস্তর তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, অতীসার ও মূর্চ্ছারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

মধূকপুষ্প, গাম্ভারী, রক্তচন্দন, বেণারমূল, ধনে ও কিস্‌মিসের ফাণ্ট শীতল করিয়া চিনির সহিত পান করিলে তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা ও ভ্রম প্রশমিত হয় ॥ ৭ ॥

ফাণ্টের অন্য এক প্রকার ভেদ আছে, এস্থলে তাহাই বলা যাইতেছে।

জলে চতুঃপলে শীতে ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে মন্থয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ॥ ৮॥

খর্জ্জূরাদিমন্থঃ—

খর্জূরদাড়িমদ্রাক্ষাতিন্তিড়ীকাম্লিকামলৈঃ।
সপরূষৈঃ কৃতো মন্থঃ সর্ব্বমদ্যবিকারনুৎ॥ ৯॥

মসূরাদিমন্থঃ—

ক্ষৌদ্রযুক্তা মসূরাণাং শক্তবো দাড়িমাম্ভসা।
মথিতা বারয়ন্ত্যাশু ছর্দ্দিং দোষত্রয়োদ্ভবাম্॥ ১০॥

যবাদিমন্থঃ—

প্লাবিতৈঃ শীতনীরেণ সঘৃতৈর্যবসক্তুভিঃ।
নাতিসান্দ্রদ্রবৈর্মন্থস্তৃষ্ণাদাহাস্রপিত্তহা॥ ১১॥

ইতি শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ফাণ্টের অন্য প্রকার ভেদই মন্থ। এক পল কুট্টিত দ্রব্য চারি পল শীতল জলসহ মৃৎপাত্রে রাখিয়া সম্যক্রূপ মন্থন করতঃ ছাঁকিয়া লইলে তাহাকেই মন্থ বলে। ইহা দুই পল পরিমাণে পান করিবে॥ ৮॥

খর্জ্জূর, দাড়িম, কিস্‌মিস্‌, তেঁতুল, আমরুল, আমলকী ও পরূষকের মন্থ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মদ্যজনিত বিকার প্রশমিত হয়॥ ৯॥

মসূরের ছাতু ও দাড়িমের রস একত্র মন্থন করিয়া মধুসহ পান করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত ছর্দ্দিরোগ বিনষ্ট হয়॥ ১০॥

ঘৃত সহিত যবের ছাতু শীতল জলে গুলিয়া নাতিগাঢ় ও নাতিদ্রব মন্থ প্রস্তুত করিবে। উক্ত মন্থ পান করিলে তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়॥ ১১॥

শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

—•○•—

অথ হিমকল্পনা—

ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সম্যক্ ষড়্‌ভির্নীরপলৈঃ প্লুতম্।
নিশোষিতং হিমঃ সঃ স্যাত্তথা শীতকষায়কঃ।
তন্মানং ফাণ্টবৎ জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈবৈষ নিশ্চয়ঃ॥ ১॥

আম্রাদিহিমঃ—

আম্রজম্বূ চ ককুভং চূর্ণীকৃত্য জলে ক্ষিপেৎ।
হিমং তস্য পিবেৎ প্রাতঃ সক্ষৌদ্রং রক্তপিত্তজিৎ॥ ২॥

মরিচাদিহিমঃ—

মরিচং মধুযষ্টী চ কাকোডুম্বরপল্লবং।
নীলোৎপলং হিমস্তস্য তৃষ্ণাছর্দ্দিনিবারণঃ॥ ৩॥

নীলোৎপলাদিশীতকষায়ঃ—

নীলোৎপলং বলা দ্রাক্ষা মধূকং মধুকস্তথা।
উশীরং পদ্মকঞ্চৈব কাশ্মরী চ পরূষকম্॥
এতচ্ছীতকষায়শ্চ বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ।
সপ্রলাপভ্রমং ছর্দ্দিমোহতন্দ্রানিবারণঃ॥ ৪। ৫॥

এক পল কুট্টিত শুষ্ক দ্রব্য, রাত্রে ছয় পল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পর দিবস ছাকিয়া লইবে। ইহাকে হিম ও শীতকষায় বলে। ইহা পানের পরিমাণ ফাণ্টের ন্যায়॥ ১॥

আম্র, জাম ও অর্জ্জুনছাল চূর্ণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। এই হিম প্রাতে মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়॥ ২॥

মরিচ, যষ্টিমধু, কাকোডুম্বরপত্র (কাকডুমুর) ও নীলোৎপলের হিম পান করিলে তৃষ্ণা ও ছর্দ্দি প্রশমিত হয়॥ ৩॥

নীলোৎপল, বেড়েলা, কিস্‌মিস্, মধূকপুষ্প, যষ্টিমধু, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারী ও পরূষকের শীতকষায় প্রলাপ ও ভ্রমযুক্ত বাতপিত্তজ্বর এবং ছর্দ্দি, মোহ ও তন্দ্রা নিবারক॥ ৪॥ ৫॥

অমৃতাদিহিমঃ—

অমৃতায়া হিমঃ পেয়ো জীর্ণজ্বরহরঃ স্মৃতঃ।
বাসায়াশ্চ হিমঃ কাসরক্তপিত্তজ্বরং জয়েৎ ॥ ৬ ॥

ধন্যাকাদিহিমঃ—

প্রাতঃ সশর্করঃ পেয়ো হিমো ধন্যাকসম্ভবঃ।
অন্তর্দ্দাহং তথা তৃষ্ণাং জয়েৎ স্রোতোবিশোধনঃ ॥
ধন্যাকধাত্রীবাসানাং দ্রাক্ষাপর্পটয়োর্হিমঃ।
রক্তপিত্তং জ্বরং দাহং তৃষ্ণাং শোষঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৭। ৮ ॥

ইতি শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

গুলঞ্চের হিম পান করিলে জীর্ণজ্বর এবং বাসকের হিম পান করিলে কাস, রক্তপিত্ত ও জ্বরের নিবৃত্তি হয় ॥ ৬ ॥

প্রাতঃকালে চিনির সহিত ধনের হিম পান করিলে অন্তর্দ্দাহ ও তৃষ্ণা নষ্ট এবং নাড়ী বিশোধিত হয়। ধনে, আমলকী, বাসক এবং কিস্‌মিস্‌ ও ক্ষেতপাপ্‌ড়ার হিম পান করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ তৃষ্ণা ও শোষের নিবৃত্তি হয় ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথ কল্ককল্পনা—

দ্রব্যমার্দ্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা সজলং পিবেৎ।
প্রক্ষেপাশ্চাপি কল্কাস্তে তন্মানং কর্ষসম্মিতম্ ॥
কল্কে মধু ঘৃতং তৈলং দেয়ং দ্বিগুণমাত্রয়া।
সিতাং গুড়ং সমং দদ্যাদ্ দ্রবা দেয়াশ্চতুর্গুণাঃ ॥ ১। ২ ॥

আর্দ্রদ্রব্য জল ব্যতীত এবং শুষ্কদ্রব্য জলের সহিত শিলাতে পেষণ করিবে। উক্ত শিলাপিষ্ট দ্রব্যকে প্রক্ষেপ অথবা কল্ক বলা যায়। উহা সেবনের মাত্রা কর্ষ পরিমিত। কল্কে দ্বিগুণমাত্রায় মধু, ঘৃত ও তৈল প্রদান করিবে এবং চিনি ও গুড় সমান ও দ্রবাদি চতুর্গুণ মাত্রায় প্রদান করিবে ॥ ১ ॥ ২ ॥

পিপ্পলীবৰ্দ্ধমানং—

ত্রিবৃদ্ধ্যা পঞ্চবৃদ্ধ্যা বা সপ্তবৃদ্ধ্যাথবা কণাঃ।
পিবেৎ পিষ্ট্বা দশদিনং তথা চৈবাপকর্ষয়েৎ।
এবং বিংশদ্দিনং সিদ্ধং পিপ্পলীবৰ্দ্ধমানকম্॥
অনেন পাণ্ডুবাতাস্রকাসশ্বাসারুচিজ্বরাঃ।
উদরার্শঃক্ষয়শ্লেষ্মবাতা নশ্যন্ত্যুরোগ্রহঃ॥ ৩। ৪॥

নিম্বপত্রাদিকল্কঃ—

লেপান্নিম্বদলৈঃ কল্কো ব্রণশোধনরোপণঃ
ভক্ষণাচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠানি পিত্তশ্লেষ্মকৃমীন্ জয়েৎ॥ ৫॥
মহানিম্বজটাকল্কো গৃধ্রসীনাশনঃ স্মৃতঃ।
শুদ্ধকল্কো রসোনস্য তিলতৈলেন মিশ্রিতঃ।
বাতরোগান্ জয়েত্তীব্রান্ বিষমজ্বরনাশনঃ॥ ৬॥

রসোনকল্কঃ—

পক্বকন্দরসোনস্য গুলিকা নিস্তুষীকৃতা।
পাটয়িত্বা চ তন্মধ্যং দূরীকৃত্য তদঙ্কুরম্॥
তদুগ্রগন্ধনাশায় রাত্রৌ তক্রে বিনিক্ষিপেৎ।
অপনীয় চ তন্মধ্যাচ্ছিলায়াং পেষয়েত্ততঃ॥

পেষিত পিপুল ৩টী বা ৫টী কিম্বা ৭টী করিয়া প্রত্যেক দিন বৃদ্ধি করতঃ দশ দিবস পর্য্যন্ত সেবন করিবে। পরে আর দশ দিবস ঐরূপ ৩টী বা ৫টী অথবা ৭টী করিয়া হ্রাস করিবে। এইরূপে বিংশতি দিবসে পিপ্পলী বৰ্দ্ধমান সিদ্ধ হয়। ইহাদ্বারা পাণ্ডু, বাতরক্ত, কাস, শ্বাস, অরুচি, জ্বর, উদর, অর্শঃ, ক্ষয়, শ্লেষ্মবাত ও উরোগ্রহ বিনষ্ট হয়॥ ৩॥ ৪॥

নিম্বপত্রের কল্ক লেপন করিলে ব্রণশোধন ও রোপণ হয় এবং উহা সেবন করিলে ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও কৃমির নিবৃত্তি হয়॥ ৫॥

মহানিম্বের মূলকল্ক গৃধ্রসীরোগ নাশক। রসোনের শুদ্ধকল্ক তিল-তৈলসহ পান করিলে তীব্রবাতরোগ ও বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৬॥

পক্বকন্দর বিশিষ্ট রসোনের নিস্তুষীকৃত গুলিকা (কোঁয়া) গ্রহণ করতঃ উহার মধ্যস্থিত অঙ্কুর ফেলিয়া উগ্র গন্ধ নাশের জন্য রাত্রিতে তক্রের মধ্যে ফেলিয়া রাখিবে, পরে তাহা হইতে উঠাইয়া শিলাতে পেষণ করিবে এবং সৌবর্চ্চল,

তন্মধ্যে পঞ্চমাংশেন চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ।
সৌবর্চ্চলং যমানীঞ্চ ভর্জ্জিতং হিঙ্গু সৈন্ধবম্ ॥
ত্রিকটুং জীরকঞ্চৈব সমভাগানি কারয়েৎ।
একীকৃত্য ততঃ সর্ব্বং কল্কং কর্ষপ্রমাণতঃ ॥
খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী ঋতুদোষাদ্যপেক্ষয়া।
অনুপানং ততঃ কুর্য্যাদেরণ্ডশৃতমন্বহম্ ॥
সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গজং বাতমর্দ্দিতঞ্চাপতন্ত্রকম্।
অপস্মারং তথোন্মাদমূরুস্তম্ভঞ্চ গৃধ্রসীম্ ॥
উরঃপৃষ্ঠকটীপার্শ্বকুক্ষিপীড়াং ক্রিমীন্ জয়েৎ।
অজীর্ণমাতপং রোষমতিনীরপয়ো গুড়ম্ ॥
রসোনমশ্নন্ পুরুষস্ত্যজেদেতন্নিরন্তরম্।
মদ্যং মাংসং তথাম্লঞ্চ রসং সেবেত নিত্যশঃ ॥ ৭—১৪ ॥
পিপ্পলীপিপ্পলীমূলং ভল্লাতকফলানি চ।
এতৎকল্কশ্চ সক্ষৌদ্র উরুস্তম্ভনিবারণঃ ॥
বিষ্ণুক্রান্তাজটাকল্কঃ সিতাক্ষৌদ্রঘৃতৈর্যুতঃ।
পরিণামভবং শূলং নাশয়েৎ সপ্তভির্দ্দিনৈঃ ॥ ১৫ । ১৬ ॥
শুণ্ঠীগুড়তিলৈঃ কল্কং দুগ্ধেন সহ যোজয়েৎ।
পরিণামভবং শূলমামবাতং বিনাশয়েৎ ॥

যোয়ান, ভৃষ্টহিঙ্গু, সৈন্ধব, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও জীরা, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে উক্ত রসোনের পঞ্চমাংশের একাংশ একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নিবল, ঋতু ও দোষানুসারে ২ তোলা প্রমাণে এরণ্ডতৈলের সহিত প্রত্যহ সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গবাতরোগ, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপস্মার, উন্মাদ, উরুস্তম্ভ, গৃধ্রসী, এবং বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, কটী, পার্শ্ব ও কুক্ষিপীড়া ও ক্রিমি নষ্ট হয়। রসোন সেবী ব্যক্তির অজীর্ণকরদ্রব্য, আতপ, রোষ, অতিশয় জল ও দুগ্ধ পান এবং গুড় সেবন ইত্যাদি অবশ্য পরিত্যজ্য। পরন্তু মদ্য, মাংস ও অম্ল নিত্য সেবন করিবে ॥ ৭—১৪ ॥

পিপুল, পিপুলমূল ও ভল্লাতকের (ভেলা) কল্ক মধু সহিত পান করিলে উরুস্তম্ভ প্রশমিত হয়। বিষ্ণুক্রান্তামূলের কল্ক চিনি, ঘৃত ও মধুসহ পান করিলে সাতদিনের মধ্যে পরিণামশূল বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

শুঁঠ, গুড় ও তিলের কল্ক দুগ্ধের সহিত পান করিলে পরিণামশূল ও আম-

অপামার্গস্য বীজানাং কল্কস্তণ্ডুলবারিণা।
পীতো রক্তার্শসাং নাশং কুরুতে নাত্রসংশয়ঃ॥ ১৭। ১৮॥
বদরীমূলকল্কেন তিলকল্কশ্চ যোজিতঃ।
মধুক্ষীরযুতঃ কুর্য্যাদ্রক্তাতীসারনাশনঃ॥
কুষ্মাণ্ডকরসৈঃ পিষ্টাং লাক্ষাং কর্ষমিতাং পিবেৎ।
রক্তক্ষয়মুরোঘাতং ক্ষয়রোগঞ্চ নাশয়েৎ॥ ১৯। ২০॥
তণ্ডুলীয়জটাকল্কঃ সক্ষৌদ্রঃ সরসাঞ্জনঃ।
তণ্ডুলোদকসম্পীতো রক্তপ্রদরনাশনঃ॥
অঙ্কোঠমূলকল্কশ্চ সক্ষৌদ্রস্তণ্ডুলাম্বুনা।
অতীসারহরঃ প্রোক্তস্তথা বিষহরঃ স্মৃতঃ॥ ২১। ২২॥
বন্ধ্যাকর্কোটিকামূলং পাটলায়া জটাথবা।
ঘৃতেন বিল্বমূলং বা বিবিধং নাশয়েদ্বিষম্॥
অভয়াসৈন্ধবকণাশুণ্ঠীকল্কস্ত্রিদোষহা।
পথ্যাসৈন্ধবশুণ্ঠীভিঃ কল্কো দীপনপাচনঃ॥ ২৩। ২৪॥

বাত বিনষ্ট হয়। অপামার্গবীজের কল্ক চাউলের জলের সহিত পান করিলে নিশ্চয় রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়॥ ১৭॥ ১৮॥

বদরীমূলকল্কের সহিত তিলের কল্ক মিশ্রিত করিয়া মধু ও দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তাতীসার বিনষ্ট হয়। কুষ্মাণ্ডের রসসহ এক কর্ষ অর্থাৎ দুই তোলা লাক্ষা পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তক্ষয়, উরোঘাত ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়॥ ১৯॥ ২০॥

তণ্ডুলীয় (চাঁপানটে) মূলের কল্ক মধু, রসাঞ্জন ও তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে রক্তপ্রদর নষ্ট হয়। অঙ্কোঠ (উকুড়া) মূলের কল্ক মধু ও চাউলের জলসহ পান করিলে অতীসার ও বিষদোষ প্রশমিত হয়॥ ২১॥ ২২॥

বন্ধ্যাকর্কোটিকা (বৃক্ষবিশেষ) মূল অথবা পারুলমূল কিম্বা বিল্বমূলকল্ক ঘৃতসহ পান করিলে বিবিধ বিষদোষ নষ্ট হয়। হরীতকী, সৈন্ধব, পিপুল ও শুঁঠের কল্ক ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) নাশক এবং হরীতকী, সৈন্ধব ও শুঁঠের কল্ক দীপক ও পাচক॥ ২৩॥ ২৪॥

ত্রিবৃৎপলাশবীজানি পারসীকযমানিকা।
কম্পিল্লকং বিড়ঙ্গঞ্চ গুড়শ্চ সমভাগিকঃ॥
তক্রেণ কল্ক এতেষাং পীতঃ ক্রিমিগণাপহঃ।
নবনীততিলৈঃ কল্কো জেতা রক্তার্শসাং স্মৃতঃ॥
নবনীতসিতানাগকেশরৈশ্চাপি তদ্বিধঃ।
পীতো মসূরযূষেণ কল্কো বিল্বশলাটুজঃ।
জয়েৎ সংগ্রহণীং তদ্বত্তক্রেণ বৃহতীভবঃ॥ ২৫—২৭॥

ইতি শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিবৃৎ, পলাশবীজ, পারসীক (খোরাসনী) যমানী, কম্পিল্লক (কমলাগুড়ী) বিড়ঙ্গ ও গুড়, ইহাদের সমভাগ কল্ক তক্রের সহিত পান করিলে ক্রিমিসমূহ নষ্ট হয়। নবনীতসহ তিলের কল্ক পান করিলে এবং নবনীত ও চিনিসহ নাগকেশরের কল্ক পান করিলে রক্তার্শঃ বিনষ্ট হয়। বিল্বশলাটুর কল্ক মসূরযূষের সহিত পান করিলে এবং বৃহতীর কল্ক তক্রের সহিত পান করিলে সংগ্রহগ্রহণী প্রশমিত হয়॥ ২৫—২৭॥

শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথ চূর্ণকল্পনা—

অত্যন্তশুষ্কং যদ্দ্রব্যং সুপিষ্টং বস্ত্রগালিতম্।
তৎ স্যাচ্চূর্ণং রজঃ ক্ষোদস্তন্মাত্রা কর্ষসম্মিতা॥
চূর্ণে গুড়ঃ সমো দেয়ঃ শর্করা দ্বিগুণা ভবেৎ।
চূর্ণেষু ভর্জ্জিতং হিঙ্গু দেয়ং নো ক্লেদকৃদ্ভবেৎ॥ ১। ২॥

অত্যন্ত শুষ্কদ্রব্য উত্তমরূপ পেষণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইলে নিম্নে যে চূর্ণ ভাগ পতিত হয় তাহাকে রজঃ বা ক্ষোদও বলা যায়। উহা কর্ষ অর্থাৎ দুই তোলা পরিমাণে পান করা কর্ত্তব্য।

চূর্ণে গুড় তুল্যভাগ এবং চিনি দ্বিগুণ ভাগ প্রদান করিয়া পান করিবে।

লিহেচ্চূর্ণং দ্রবৈঃ সর্ব্বৈর্ঘৃতাদ্যৈর্দ্বিগুণোন্মিতৈঃ।
পিবেচ্চতুর্গুণৈরেব চূর্ণমালোড়িতং দ্রবৈঃ॥
চূর্ণাবলেহগুড়িকাকল্কানামনুপানকম্।
বাতপিত্তকফোদ্রেকে ত্রিদ্ব্যেকপলমাহরেৎ॥
যথা তৈলং জলং প্রাপ্য ক্ষণেনৈব প্রসর্পতি।
স্বনুপানবলাদঙ্গে তথা সর্পতি ভেষজম্॥
দ্রবেণ যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতং ভবেৎ।
ভাবনায়াঃ প্রমাণন্তু চূর্ণে প্রোক্তং ভিষগ্বরৈঃ॥ ৩—৬॥

আমলক্যাদিচূর্ণম্—

আমলং চিত্রকং পথ্যা পিপ্পলী সৈন্ধবস্তথা।
চূর্ণিতোহয়ং গণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।
ভেদী রুচিকরঃ শ্লেষ্মজেতা দীপনপাচনঃ॥ ৭॥

মধুপিপ্পলী—

মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং লিহেৎ কাসজ্বরাপহম্।
হিক্কাশ্বাসহরং কণ্ঠ্যং প্লীহঘ্নং বালকোচিতম্॥ ৮॥

চূর্ণে হিঙ্গুও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অতএব উহা যথারীতি ভাজিয়া প্রয়োগ করিলে ক্লেদকারক হয় না॥ ১॥ ২॥

ঘৃতাদি সকল প্রকার দ্রবপদার্থই দ্বিগুণপরিমিতদ্বারা চূর্ণ লেহন করিবে এবং চতুর্গুণ দ্রবদ্রব্যদ্বারা চূর্ণ আলোড়ন করিয়া পান করিবে। চূর্ণ, অবলেহ, গুড়িকা ও কল্ক পান করিয়া বাত, পিত্ত ও কফোদ্রেকে ক্রমে তিন পল, দুই পল ও এক পল অনুপান করিবে।

যেরূপ তৈল জলে পতিত হইলে ক্ষণকাল মধ্যে বহুস্থান বিস্তৃত হয় সেইরূপ সু-অনুপান বলে ঔষধ ক্ষণকাল মধ্যে সর্ব্বশরীরে কার্য্য প্রকাশ করে। যে পরিমাণ দ্রববস্তুদ্বারা চূর্ণ সম্যক্‌রূপ পরিপ্লুত হয় তাহাই ভাবনার পরিমাণ॥ ৩—৬॥

আমলকী, চিতা, হরীতকী, পিপুল ও সৈন্ধব, এই চূর্ণিতগণ সকল প্রকার জ্বরনাশক এবং ভেদী, রুচিকর, শ্লেষ্মঘ্ন, দীপক ও পাচক॥ ৭॥

মধুর সহিত পিপুলচূর্ণ লেহন করিবে। ইহা কাস, জ্বর, হিক্কা ও শ্বাস নিবারক, কণ্ঠ্য ও প্লীহঘ্ন এবং বালকোচিত ঔষধ॥ ৮॥

অথ ত্রিফলা—

একা হরীতকী যোজ্যা দ্বৌ তু যোজ্যৌ বিভীতকৌ।
চত্বার্য্যামলকান্যেবং ত্রিফলৈষা প্রকীর্ত্তিতা॥
ত্রিফলা মেহশোথঘ্নী নাশয়েদ্বিষমজ্বরান্।
দীপনী শ্লেষ্মপিত্তঘ্নী কুষ্ঠহন্ত্রী রসায়নী।
সর্পির্মধুভ্যাং সংযুক্তা সৈব নেত্রাময়াঞ্জয়েৎ॥ ৯। ১০॥

অথ ত্র্যূষণম্—

পিপ্পলী মরিচং শুণ্ঠী ত্রিভিস্ত্র্যূষণমুচ্যতে।
দীপনং শ্লেষ্মদোষঘ্নং কুষ্ঠপীনসনাশনম্।
জয়েদরোচকং সামং মেহগুল্মগলাময়ান্॥ ১১॥

অথ পঞ্চকোলম্—

পিপ্পলীচবিকাবিশ্বাপিপ্পলীমূলচিত্রকৈঃ।
পঞ্চকোলমিতি খ্যাতং রুচ্যং পাচনদীপনম্।
আনাহপ্লীহগুল্মঘ্নং শূলশ্লেষ্মোদরাপহম্॥ ১২॥

অথ ত্রিগন্ধচতুর্জ্জাতকম্—

ত্রিগন্ধমেলাত্বক্পত্রৈশ্চতুর্জ্জাতং সকেশরং।
ত্রিগন্ধং সচতুর্জ্জাতং রুক্ষোষ্ণং লঘু পিত্তকৃৎ।
বর্ণ্যং রুচিকরং তীক্ষ্ণং বিষশ্লেষ্মামযাঞ্জয়েৎ॥ ১৩॥

হরীতকী ১টী, আমলকী ২টী ও বহেড়া ৪টী একত্র যোজিত হইলে তাহাকে ত্রিফলা বলা যায়। উক্ত ত্রিফলা মেহ, শোথ ও বিষমজ্বরনাশিনী এবং দীপনী, শ্লেষ্মপিত্তঘ্নী, কুষ্ঠহন্ত্রী ও রসায়নী, পরন্তু ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত প্রযুক্ত হইলে নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়॥ ৯॥ ১০॥

পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ, এই তিনটীকে ত্র্যূষণ বলা যায়। ইহা দীপক, শ্লেষ্মদোষঘ্ন এবং কুষ্ঠ, পীনস, আম, অরুচি, মেহ, গুল্ম ও গলরোগ নাশক॥ ১১॥

পিপুল, চই, শুঁঠ, পিপুলমূল ও চিতা, ইহাদিগকে পঞ্চকোল বলা যায়। ইহা রুচিকর, পাচক ও দীপক এবং আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, শূল, শ্লেষ্মা ও উদররোগ নাশক॥ ১২॥

ছোটএলাচ, দারুচিনি ও তেজপত্র, ইহাদিগকে ত্রিগন্ধ এবং ইহাতে নাগ-

অথ জীবনীয়গণঃ—

কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবকর্ষভকৌ তথা।
মেদা চান্যা মহামেদা জীবন্তী মধুকস্তথা॥
মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী জীবনীয়ো গণস্ত্বয়ম্।
জীবনীয়গণঃ স্বাদুর্গর্ভসন্ধানকৃদ্‌ গুরুঃ॥
স্তন্যকৃদ্‌বৃংহণো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ শীতস্তৃষাপহঃ।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং শোষং জ্বরদাহানিলান্ জয়েৎ॥ ১৪—১৬॥

অথাষ্টবর্গঃ—

দ্বে মেদে দ্বে চ কাকোল্যৌ জীবকর্ষভকৌ তথা।
ঋদ্ধির্বৃদ্ধী চ তৈঃ সর্ব্বৈরষ্টবর্গ উদাহৃতঃ।
অষ্টবর্গো বুধৈঃ প্রোক্তো জীবনীয়সমো গুণৈঃ॥ ১৭॥

অথ লবণপঞ্চকম্—

সিন্ধু সৌবর্চ্চলঞ্চৈব বিড়ং সামুদ্রকং গড়ম্।
এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চ-লবণানি ক্রমাদ্বিদুঃ॥
তেষু মুখ্যং সৈন্ধবং স্যাদনুক্তে তৎ প্রযোজয়েৎ।
সৈন্ধবাদ্যং রোমকান্তং জ্ঞেয়ং লবণপঞ্চকম্॥

কেশর যোগ করিলে চতুর্জাত বলা যায়। ইহা রুক্ষ, উষ্ণ, লঘু, পিত্তকর, বর্ণ রুচির, তীক্ষ্ণ এবং বিষ ও শ্লেষ্মরোগ নাশক॥ ১৩॥

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, জীবন্তী, মধুক, মুগানী, ও মাষাণী, এই দশটী দ্রব্যকে জীবনীয়গণ বলা যায়। ইহা স্বাদু, গর্ভ-সন্ধানকর, গুরু, স্তন্যকর, বৃংহণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, শীতল, পিপাসা নিবারক এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শোষ, জ্বর, দাহ ও বায়ু নাশক॥ ১৪—১৬॥

মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, এই আটটী দ্রব্যকে অষ্টবর্গ বলা যায়। ইহা জীবনীয়গণের তুল্য গুণবিশিষ্ট॥ ১৭॥

সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিড়্, সামুদ্রিক ও গড় (রোমক), এই পাঁচটীকে ক্রমে এক, দ্বি, ত্রি, চতুঃ ও পঞ্চলবণ বলা যায়। ইহাদের মধ্যে সৈন্ধব সর্ব্বপ্রধান। কোন স্থলে লবণ উক্ত হইলে তথায় সৈন্ধব গ্রহণের বিষয় বলা না থাকিলেও তথায় সৈন্ধব গ্রহণ করিবে। সৈন্ধব হইতে গড় পর্য্যন্ত পাঁচটী লবণকে পঞ্চলবণ বলা যায়।

মধুরং সৃষ্টবিণ্মূত্রং স্নিগ্ধং সূক্ষ্মং বলাপহম্।
বীর্য্যোষ্ণং দীপনং তীক্ষ্ণং কফপিত্তবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৮—২০ ॥

অথ ক্ষারাঃ—

স্বর্জ্জিকা যাবশূকশ্চ ক্ষারযুগ্মমুদাহৃতম্।
জ্ঞেয়ৌ বহ্নিসমৌ ক্ষারৌ স্বর্জ্জিকাযাবশূকজৌ ॥
ক্ষারাশ্চান্যেঽপি গুল্মার্শোগ্রহণীরুক্‌ছিদঃ সরাঃ।
পাচনাঃ ক্রিমিপুংস্ত্বঘ্নাঃ শর্করাশ্মরিনাশনঃ ॥ ২১ । ২২ ॥

সুদর্শনচূর্ণম্—

ত্রিফলা রজনীযুগ্মং কণ্টকারীযুগং শঠী।
ত্রিকটু গ্রন্থিকং মূর্ব্বা গুড়ূচী ধন্বযাসকঃ ॥
কটুকা পর্পটো মুস্তং ত্রায়মাণা চ বালকম্।
নিম্বঃ পুষ্করমূলঞ্চ মধুযষ্টী চ বৎসকঃ ॥
যবানীন্দ্রযবো ভার্গী শিগ্রুবীজং সুরাষ্ট্রজা।
বচাত্বক্‌পদ্মকোশীরচন্দনাতিবিষাবলাঃ ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বিড়ঙ্গং তগরং তথা।
চিত্রকো দেবকাষ্ঠঞ্চ চব্যং পত্রং পটোলজম্ ॥
জীবকর্ষভকৌ চৈব লবঙ্গং বংশলোচনং।
পুণ্ডরীকঞ্চ কাকোলীযুগ্মকং জাতিপত্রকম্ ॥

উহা মধুর, মল ও মূত্রের স্রাবক, স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম, বলহ্রাসক, উষ্ণবীর্য্য, দীপক, তীক্ষ্ণ, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক ॥ ১৮—২০ ॥

স্বর্জ্জিকাক্ষার ও যবক্ষার, এই দুইটী ক্ষার। এই অগ্নিতুল্য ক্ষারদ্বয় এবং অন্যান্য ক্ষারসমূহ গুল্ম, অর্শঃ, গ্রহণী ও বেদনানাশক সারক, পাচক, ক্রিমি ও পুংস্ত্বঘ্ন এবং শর্করা ও অশ্মরীরোগ নাশক ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, শঠী, ত্রিকটু, পিপুলমূল, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, দুরালভা, কটুকী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, মুতা, বলালতা, বালা, নিম্ব, পুষ্করমূল, যষ্টিমধু, কুটজ, যমানী, ইন্দ্রযব, বামনহাটী, সজিনারবীজ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, বচ, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, রক্তচন্দন, আতিষ, বেড়েলা, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বিড়ঙ্গ, তগরপাদুকা, চিতা, দেবদারু, চই, পটোলপত্র, জীবক, ঋষভক, লবঙ্গ, বংশলোচন, পুণ্ডরীক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জয়ত্রী ও তালিশপত্র,

তালীশপত্রঞ্চ তথা সমভাগানি চূর্ণয়েৎ ।
সর্ব্বচূর্ণস্য চার্দ্ধাংশং কৈরাতং প্রক্ষিপেৎ সুধীঃ ।।
এতৎ সুদর্শনং নাম চূর্ণং দোষত্রয়াপহম্ ।
জ্বরাংশ্চ নিখিলান্ হন্যান্নাত্রকার্য্যাবিচারণা ।।
পৃথগ্দ্বন্দ্বাগন্তুজাংশ্চ ধাতুস্থান্বিষমজ্বরান্ ।
সন্নিপাতোদ্ভবাংশ্চাপি মানসানপি নাশয়েৎ ।।
শীতজ্বরৈকাহিকাদীন্ মোহং তন্দ্রাং ভ্রমং তৃষাম্ ।
শ্বাসং কাসঞ্চ পাণ্ডুত্বং হৃদ্রোগং হন্তি কামলাম্ ।।
ত্রিকপৃষ্ঠকটীজানুপার্শ্বশূলনিবারণম্ ।
শীতাম্বুনা পিবেদ্ধীমান্ সর্ব্বজ্বরনিবৃত্তয়ে ।।
সুদর্শনং যথা চক্রং দানবানাং বিনাশনম্ ।
তদ্বজ্জ্বরাণাং সর্ব্বেষামিদং চূর্ণং প্রণাশনম্ ।। ২৩—৩৩ ।।

ত্রিফলাদিচূর্ণস্তথা কট্ফলাদিচূর্ণঞ্চ—

কাসশ্বাসজ্বরহরী ত্রিফলা পিপ্পলীযুতা ।
চূর্ণিতা মধুনা লীঢ়া ভেদিনী চাগ্নিবোধিনী ।।
কট্ফলং মুস্তকং তিক্তা শঠী শৃঙ্গী চ পৌষ্করম্ ।
চূর্ণমেষাঞ্চ মধুনা শৃঙ্গবেররসেন বা ।।

ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধাংশ চিরতাচূর্ণ লইয়া একত্র উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে । এই সুদর্শন চূর্ণ পান করিলে ত্রিদোষ এবং সকল প্রকার জ্বর অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ দোষজজ্বর, দ্বন্দ্বজজ্বর, আগন্তুজজ্বর, ধাতুস্থজ্বর, বিষমজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, মানসজ্বর, শীতজ্বর ও ঐকাহিকজ্বর, বিনষ্ট হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । ইহাদ্বারা মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা এবং ত্রিক, পৃষ্ঠ, কটী, জানু ও পার্শ্বশূলও প্রশমিত হয় । সর্ব্ববিধ জ্বর নিবৃত্তির জন্য ইহা শীতল জলের সহিত পান করিবে । সুদর্শনচক্রদ্বারা যেরূপ দানবগণ বিনষ্ট হয় তদ্রূপ ইহাদ্বারাও সর্ব্ববিধ জ্বর নষ্ট হয় ॥ ২৩—৩৩ ॥

পিপ্পলীচূর্ণ সংযুক্ত ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে । ইহা কাস, শ্বাস ও জ্বরনাশিনী, ভেদিনী ও বহ্নিদীপনী ।

কট্ফল, মুতা, কটুকী, শঠী, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী ও পুষ্করচূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত

লিহেৎ জ্বরহরং কণ্ঠ্যং কাসশ্বাসাঽরুচীর্জয়েৎ।
বায়ুং ছর্দ্দিং তথা শূলং ক্ষয়ঞ্চৈব ব্যপোহতি॥ ৩৪—৩৬॥

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণম্—

শৃঙ্গীং প্রতিবিষাং কৃষ্ণাং চূর্ণিতাং মধুনা লিহেৎ।
শ্বাসকাসজ্বরছর্দ্দিশান্ত্যৈ বা কেবলাং বিষাম্॥ ৩৭॥

আমাতীসারনাশকযোগদ্বয়ম্—

শুণ্ঠীপ্রতিবিষাহিঙ্গুমুস্তাকুটজচিত্রকৈঃ।
চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পীতমামাতীসারনাশনম্॥
হরীতকী প্রতিবিষা সিন্ধু সৌবর্চ্চলং বচা।
হিঙ্গু চেতি কৃতং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা।
আমাতীসারশমনং গ্রাহি চাগ্নিপ্রবোধকম্॥ ৩৮। ৩৯॥

লঘুগঙ্গাধরচূর্ণম্—

মুস্তমিন্দ্রযবং বিল্বং লোধ্রং মোচরসন্তথা।
ধাতকীং চূর্ণয়েৎ তক্রগুড়াভ্যাং পায়য়েৎ সুধীঃ॥
সর্ব্বাতীসারশমনং নিরুণদ্ধি প্রবাহিকাং।
লঘুগঙ্গাধরং নাম চূর্ণং সংগ্রাহকং পরম্॥ ৪০। ৪১।

করিবে। ইহা মধু বা আদাররসসহ পান করিলে জ্বর নষ্ট হয়। ইহা কণ্ঠ্য এবং কাস, শ্বাস, অরুচি, বায়ু, ছর্দ্দি, শূল ও ক্ষয়রোগ নাশক॥ ৩৪-৩৬॥

কাকড়াশৃঙ্গী, আতিষ ও পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর ও ছর্দ্দি প্রশমিত হয়। কেবল আতিষের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলেও শ্বাস, কাস, জ্বর ও ছর্দ্দি বিনষ্ট হয়॥ ৩৭॥

শুঁঠ, আতিষ, হিঙ্গু, মুতা, কুটজ ও চিতা, ইহাদিগের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে আমাতীসার বিনষ্ট হয়।

হরীতকী, আতিষ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বচ ও হিঙ্গুর চূর্ণ গরমজল সহিত পান করিলে আমাতীসার বিনষ্ট হয়। ইহা গ্রাহি ও অগ্ন্যুদ্দীপক॥৩৮॥৩৯॥

মুতা, ইন্দ্রযব, বিল্ব, লোধ, মোচরস ও ধাইফুল, ইহাদের চূর্ণ তক্র ও গুড়ের সহিত পান করিলে সকল প্রকার অতীসার ও প্রবাহিকা প্রশমিত হয়। ইহাকে লঘু গঙ্গাধরচূর্ণ বলা যায়। ইহা অতিশয় সংগ্রাহক ঔষধ॥ ৪০। ৪১॥

বৃদ্ধগঙ্গাধরচূর্ণম্—

মুস্তারলুকশুণ্ঠীভির্ধাতকীলোধ্রবালকৈঃ।
বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযববৎসকৈঃ॥
আম্রবীজং প্রতিবিষা লজ্জালুরিতি চূর্ণিতৈঃ।
ক্ষৌদ্রতণ্ডুলপানীয়পীতৈর্যাতি প্রবাহিকা॥
সর্ব্বাতীসারগ্রহণীপ্রশমং যাতি বেগতঃ।
বৃদ্ধগঙ্গাধরং চূর্ণং সরিদ্বেগবিবন্ধকম্॥ ৪২—৪৪॥

মরিচাদ্যচূর্ণম্—

তক্রেণ যঃ পিবেন্নিত্যং চূর্ণং মরিচসম্ভবম্।
চিত্রসৌবর্চ্চলোপেতং গ্রহণীং তস্য নশ্যতি।
উদরপ্লীহমন্দাগ্নিগুল্মার্শোনাশনং ভবেৎ॥ ৪৫॥

কপিত্থাষ্টকচূর্ণম্—

অষ্টৌ ভাগাঃ কপিত্থস্য ষড়্ ভাগাঃ শর্করা মতাঃ।
দাড়িমং তিন্তিড়ীকঞ্চ শ্রীফলং ধাতকী তথা॥
অজমোদা চ পিপ্পল্যঃ প্রত্যেকং স্যুস্ত্রিভাগিকাঃ।
মরিচং জীরকং ধান্যং গ্রন্থিকং বালকন্তথা॥
সৌবর্চ্চলং যমানী চ চাতুর্জ্জাতং সচিত্রকম্।
নাগরঞ্চৈকভাগাঃ স্যুঃ প্রত্যেকং সূক্ষ্মচূর্ণিতাঃ॥

মুতা, শোনাছাল, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, বালা, বিল্ব, মোচরস, আকনদ, ইন্দ্রযব, কুটজ, আম্রকশী, আতিষ ও লজ্জালু, ইহাদিগের চূর্ণ মধু ও চাউলের জলের সহিত পান করিলে প্রবাহিকা, সর্ব্ববিধ অতীসার ও গ্রহণী অতিসত্বর প্রশমিত হয়। অধিক কি এই বৃদ্ধ গঙ্গাধরচূর্ণ দ্বারা সরিদ্বেগ তুল্য অতিসারও প্রশমিত হয়॥ ৪২-৪৪॥

মরিচ, চিতা ও সৌবর্চ্চললবণের চূর্ণ তক্রের সহিত পান করিলে গ্রহণী, উদর, প্লীহা মন্দাগ্নি, গুল্ম ও অর্শঃ বিনষ্ট হয়॥ ৪৫॥

কদ্‌বেল আট ভাগ, চিনি ছয় ভাগ এবং দাড়িম, তিন্তিড়ীক (তেঁতুল), শ্রীফল, ধাইফুল, বনযমানী ও পিপুল, ইহারা প্রত্যেকে তিন ভাগ, মরিচ, জীরা, ধনে, গ্রন্থিক, বালা, সৌবর্চ্চললবণ, যমানী, ছোটএলাচ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর চিতা ও শুঁঠ প্রত্যেকে একভাগ, সমুদয়ের অতিসূক্ষ্মচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে।

কপিত্থাষ্টকসংজ্ঞং স্যাচ্চূর্ণমেতদ্গলাময়ান্।
অতীসারং ক্ষয়ং গুল্মং গ্রহণীঞ্চ ব্যপোহতি॥ ৪৬—৪৯॥

অথ বৃদ্ধদাড়িমাষ্টকম্—

দাড়িমস্য পলান্যষ্টৌ শর্করায়াঃ পলাষ্টকম্।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং যমানী মরিচং তথা॥
ধান্যকং জীরকং শুণ্ঠী প্রত্যেকং পলসম্মিতম্।
কর্ষমাত্রা তুগাক্ষীরী ত্বক্‌পত্রৈলাশ্চ কেশরম্॥
প্রত্যেকং কোলমাত্রাঃ স্যুস্তচ্চূর্ণং দাড়িমাষ্টকম্।
অতীসারং ক্ষয়ং গুল্মং গ্রহণীঞ্চ গলগ্রহম্।
মন্দাগ্নিং পীনসং কাসং চূর্ণমেতদ্ব্যপোহতি॥ ৫০—৫২॥

লবঙ্গাদ্যচূর্ণম্—

লবঙ্গং শুদ্ধকর্পূরমেলাত্বঙ্‌নাগকেশরম্।
জাতীফলমুশীরঞ্চ নাগরং কৃষ্ণজীরকম্॥
কৃষ্ণাগুরুস্তুগাক্ষীরী মাংসী নীলোৎপলং কণা।
চন্দনং তগরং বালং কক্কোলঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥
সমভাগানি সর্ব্বাণি সর্ব্বার্দ্ধা চ সিতা ভবেৎ।
লবঙ্গাদ্যমিদং চূর্ণং রাজার্হং বহ্নিদীপনম্॥

ইহাদ্বারা গলরোগ, অতীসার, ক্ষয়, গুল্ম ও গ্রহণী বিনষ্ট হয়। ইহাকে কপিত্থাষ্টক চূর্ণ বলা যায়॥ ৪৬—৪৯॥

দাড়িমের খোসাচূর্ণ আট্ পল, শর্করা আট্ পল, পিপুল, পিপুলমূল, যমানী, মরিচ, ধনে, জীরা ও শুঁঠ, ইহারা প্রত্যেকে এক পল, বংশলোচন, এক কর্ষ এবং দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচ ও নাগকেশর, ইহাদিগের চূর্ণও প্রত্যেকে এক তোলা লইয়া সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাকে বৃদ্ধ দাড়িমাষ্টক বলা যায়। ইহাদ্বারা অতীসার, ক্ষয়, গুল্ম, গ্রহণী, গলগ্রহ, মন্দাগ্নি, পীনস ও কাস প্রশমিত হয়॥ ৫০—৫২॥

লবঙ্গ, শুদ্ধকর্পূর, ছোটএলাচ, দারুচিনি, নাগকেশর, জায়ফল, বেণারমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা কৃষ্ণাগুরু, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলোৎপল, পিপুল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, বালা ও কক্কোলচূর্ণ সমভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধাংশ চিনি গ্রহণ করতঃ সমুদয় একত্র উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। ইহাকে লবঙ্গাদি চূর্ণ বলা

রোচনং তর্পণং বৃষ্যং ত্রিদোষঘ্নং বলপ্রদম্।
হৃদ্রোগং কণ্ঠরোগঞ্চ কাসং হিক্কাঞ্চ পীনসম্॥
যক্ষ্মাণং তমকশ্বাসমতীসারমুরঃক্ষতম্।
প্রমেহারুচিগুল্মাদীন্ গ্রহণীঞ্চাপি নাশয়েৎ॥ ৫৩—৫৭॥

জাতীফলাদ্যচূর্ণম্—

জাতীফললবঙ্গৈলাপত্রৈস্ত্বঙ্নাগকেশরম্।
কর্পূরচন্দনতিলত্বক্‌ক্ষীরীতগরামলৈঃ॥
তালীশপিপ্পলীপথ্যাচিত্রকস্থূলজীরকৈঃ।
শুণ্ঠীবিড়ঙ্গমরিচৈঃ সমভাগৈর্ব্বিচূর্ণিতৈঃ॥
যাবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি কুর্য্যাদ্ভঙ্গাঞ্চ তাবতীম্।
সর্ব্বচূর্ণসমা দেয়া শর্করা চ ভিষগ্বরৈঃ॥
কর্ষমাত্রং ততঃ খাদেন্মধুনা প্লাবিতং সুধীঃ।
অস্য প্রভাবাদ্‌গ্রহণীকাসশ্বাসারুচিক্ষয়াঃ।
বাতশ্লেষ্মপ্রতিশ্যায়াঃ প্রশমং যান্তি বেগতঃ॥ ৫৮—৬১॥

মহাখাণ্ডবচূর্ণম্—

মরিচং নাগপুষ্পাণি তালীশং লবণানি চ।
প্রত্যেকমেকভাগাঃ স্যুঃ পিপ্পলীমূলচিত্রকৈঃ॥
ত্বক্কণা তিন্তিড়ীকঞ্চ জীরকঞ্চ দ্বিভাগিকাঃ।
ধান্যাম্লবেতসৌ বিশ্বং ভদ্রৈলা বদরাণি চ॥

যায়। ইহা রাজযোগ্য ঔষধ, বহ্নিদীপক, রোচক, তর্পক, বৃষ্য, ত্রিদোষঘ্ন, বলপ্রদ এবং হৃদ্‌রোগ, কণ্ঠরোগ, কাস, হিক্কা, পীনস, যক্ষ্মা, তমকশ্বাস, অতিসার, উরঃক্ষত, প্রমেহ, অরুচি, গুল্ম ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নাশক॥ ৫৩-৫৭॥

জায়ফল, লবঙ্গ, ছোটএলাচ, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর, কর্পূর, রক্তচন্দন, তিল, বংশলোচন, তগর, আমলকী, তালিশপত্র, পিপুল, হরীতকী, চিতা, স্থূলজীরা, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ, ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, ইহাদের সমুদয়ের তুল্য ভাঙ্গ এবং সমষ্টি চূর্ণের সমান চিনির সহিত সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত দুই তোলা মাত্রায় পান করিবে। ইহা পান করিলে গ্রহণী, কাস, শ্বাস, অরুচি, ক্ষয়, বাতশ্লেষ্মা ও প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়॥ ৫৮—৬১॥

মরিচ, নাগকেশর, তালিশপত্র ও পঞ্চলবণ, ইহারা প্রত্যেকে এক ভাগ এবং

অজমোদা জলধরা প্রত্যেকং স্যুস্ত্রিভাগিকাঃ।
সর্ব্বৌষধিচতুর্থাংশং দাড়িমস্য ফলং ভবেৎ॥
দ্রব্যেভ্যো নিখিলেভ্যশ্চ সিতা দেয়ার্দ্ধমাত্রয়া।
মহাখাণ্ডবসংজ্ঞং স্যাচ্চূর্ণমেতৎ সুরোচনম্॥
অগ্নিদীপ্তিকরং হৃদ্যং কাসাতীসারনাশনম্।
হৃদ্রোগকণ্ঠজঠরমুখরোগপ্রণাশনম্॥
বিসূচিকাং তথাধ্মানমর্শোগুল্মক্রিমীনপি।
ছর্দ্দিং পঞ্চবিধং শ্বাসং চূর্ণমেতদ্ব্যপোহতি॥ ৬২—৬৭॥

নারায়ণচূর্ণম্—

চিত্রকস্ত্রিফলা ব্যোষং জীরকং হবুষা বচা।
যমানী পিপ্পলীমূলং শতপুষ্পাজগন্ধিকা॥
অজমোদা শঠী ধান্যং বিড়ঙ্গং স্থূলজীরকম্।
হেমাহ্বা পৌষ্করং মূলং ক্ষারৌ লবণপঞ্চকম্॥
কুষ্ঠঞ্চেতি সমাংশানি বিশালা স্যাদ্ দ্বিভাগিকা।
ত্রিবৃৎ ত্রিভাগা বিজ্ঞেয়া দন্ত্যা ভাগত্রয়ং ভবেৎ॥
চতুর্ভাগা শাতলা স্যাৎ সর্ব্বাণ্যেকত্র চূর্ণয়েৎ।
পাচনস্নেহনাদ্যৈশ্চ স্নিগ্ধকোষ্ঠস্য দেহিনঃ॥

পিপুলমূল, চিতা, দারুচিনি, পিপুল, তিন্তিড়ী ও জীরা, ইহারা প্রত্যেকে দুই ভাগ, ধনে, অম্লবেতস, শুঁঠ, বড়এলাচ, কুল, বনযমানী ও মুতা, ইহারা প্রত্যেকে তিন ভাগ, দাড়িমের খোসার চূর্ণ সমস্ত চূর্ণের চতুর্থাংশ এবং চিনি সমষ্টি দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করতঃ একত্র উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। ইহা রুচির, অগ্ন্য-দীপক ও হৃদ্য এবং কাস, অতীসার, হৃদ্রোগ, কণ্ঠ,জঠর ও মুখরোগ নাশক এবং বিসূচিকা, আধ্মান, অর্শঃ, গুল্ম, ক্রিমি, ছর্দ্দি ও পঞ্চপ্রকার শ্বাস প্রশমক॥৬২—৬৭॥

চিতা, ত্রিফলা, ব্যোষ, জীরা, হবুষা (স্বনামখ্যাত), বচ, যমানী, পিপুল-মূল, শলুফা, অজগন্ধিকা, বনযমানী, শঠী, ধনে, বিড়ঙ্গ, স্থূলজীরা, হেমাহ্বা (হেমক্ষীরী), পুষ্করমূল, ক্ষারদ্বয়, পঞ্চলবণ ও কুড়, ইহারা প্রত্যেকে এক ভাগ এবং রাখালশশারমূল দুই ভাগ, ত্রিবৃৎ তিন ভাগ, দন্তী তিন ভাগ, শাতলা চারি ভাগ গ্রহণ করতঃ সমস্ত চূর্ণ একত্র উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। পাচন এবং স্নেহাদি সেবন করিয়া যাঁহাদের কোষ্ঠ স্নিগ্ধ হইয়াছে তাহাদিগকে উক্ত চূর্ণদ্বারা

দদ্যাচ্চূর্ণং বিরেকায় সর্ব্বরোগপ্রণাশনম্।
হৃদ্রোগে পাণ্ডুরোগে চ কাসে শ্বাসে ভগন্দরে॥
মন্দাগ্নৌ চ জ্বরে কুষ্ঠে গ্রহণ্যাঞ্চ গলগ্রহে।
দদ্যাদ্ যুক্তানুপানেন তথাধ্মানে সুরাদিভিঃ॥
গুল্মে বদরনীরেণ বিড়্ভেদে দধিমস্তুনা।
উষ্ণাম্বুভিরজীর্ণে চ বৃক্ষাম্লৈঃ পরিকর্ত্তিষু॥
উষ্ট্রীদুগ্ধেনোদরেষু তথা তক্রেণ বা গবাম্।
প্রসন্নয়া বাতরোগে দাড়িমৈরর্শসি তথা॥
দ্বিবিধে চ বিষে দদ্যাদ্ ঘৃতেন বিষনাশনম্।
চূর্ণং নারায়ণং নাম দুষ্টরোগগণাপহম্॥ ৬৮—৭৬॥

হবুষাদ্যচূর্ণম্—

হবুষা ত্রিফলা চৈব ত্রায়মাণা চ পিপ্পলী।
হেমক্ষীরী ত্রিবৃচ্চৈব শাতলা কটুকা বচা॥
নীলিনী সৈন্ধবং কৃষ্ণা লবঙ্গঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ।
উষ্ণোদকেন মূত্রেণ দাড়িমত্রিফলারসৈঃ॥
তথা মাংসরসেনাপি যথাযোগ্যং পিবেন্নরঃ।
অজীর্ণে প্লীহগুল্মেষু শোথার্শোবিষমাগ্নিষু।
হলীমককামলাপাণ্ডুকুষ্ঠাধ্মানোদরেষ্বপি॥ ৭৭—৭৯॥

বিরেচন প্রয়োগ করিবেন। ইহাদ্বারা সর্ব্ববিধ রোগই প্রশমিত হয়। ইহা হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, মন্দাগ্নি, জ্বর, কুষ্ঠ, গ্রহণী ও গলগ্রহ রোগে যথাযোগ্য অনুপানের সহিত পান করিতে দিবে। পরন্তু আধ্মানে সুরাদি, গুল্মে কুলের কাঁথ, বিড়্ভেদে দধির মাত, অজীর্ণে উষ্ণজল, পরিকর্ত্তিতে অর্থাৎ গুহ্যদ্বারে টন্‌টনে বেদনা হইলে বৃক্ষাম্লের রস, উদরে উষ্ট্রদুগ্ধ বা গোতক্র, বাতরোগে প্রসন্না, অর্শে দাড়িমেররস এবং দ্বিবিধ বিষে ঘৃতের সহিত পান করিবে। এই নারায়ণ চূর্ণদ্বারা অতি কঠিন কঠিন রোগ সকলও বিনষ্ট হয়॥ ৬৮—৭৬॥

হবুষা (স্বনামখ্যাত), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বলালতা, পিপুল, স্বর্ণক্ষীরী, ত্রিবৃৎ (তেউড়ী), শাতলা, কটুকী, বচ, নীলিনী (নীলবোনা), সৈন্ধবলবণ, কৃষ্ণা ও লবঙ্গ, ইহাদিগের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য রোগে গরমজল, গোমূত্র, দাড়িমেররস, ত্রিফলার রস ও মাংসরস সহিত পান করিবে। ইহাদ্বারা

পঞ্চসমচূর্ণম্—

শুণ্ঠী হরীতকী কৃষ্ণা ত্রিবৃৎ সৌবর্চ্চলং তথা।
সমভাগানি সর্ব্বাণি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ॥
জ্ঞেয়ং পঞ্চসমং চূর্ণমেতচ্ছূলহরং পরম্।
আধ্মানজঠরার্শোঘ্নমামবাতহরং স্মৃতম্ ॥ ৮০ । ৮১ ॥

নারাচচূর্ণম্—

কর্ষমাত্রা ভবেৎ কৃষ্ণা ত্রিবৃতা স্যাৎপলোন্মিতা।
খণ্ডাৎ পলঞ্চ বিজ্ঞেয়ং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ॥
কর্ষোন্মিতং লিহেদেতৎ ক্ষৌদ্রেণাধ্মাননাশনম্।
গাঢ়বিট্‌কোদরকফান্ পিত্তং শূলানি নাশয়েৎ ॥ ৮২ । ৮৩ ॥

ত্রিলবণাদ্যচূর্ণং ঘৃতঞ্চ—

লবণত্রিতয়ং ক্ষারৌ শতপুষ্পাদ্বয়ং বচা।
অজমোদাজগন্ধা চ হবুষা জীরকদ্বয়ম্ ॥
মরিচং পিপ্পলীমূলং পিপ্পলী গজপিপ্পলী।
হিঙ্গু চ হিঙ্গুপত্রী চ শঠী পাঠোপকুঞ্চিকা ॥
শুণ্ঠীচিত্রকচব্যানি বিড়ঙ্গঞ্চাম্লবেতসম্।
দাড়িমং তিন্তিড়ীকঞ্চ ত্রিবৃদ্দন্তী শতাবরী ॥

অজীর্ণ, প্লীহা, গুল্ম, শোথ, অর্শঃ, বিষমাগ্নি, হলীমক, কামলা, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, আধ্মান ও উদররোগ প্রশমিত হয় ॥ ৭৭—৭৯ ॥

শুঁঠ, হরীতকী, পিপুল, ত্রিবৃৎ ও সৌবর্চ্চললবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই পঞ্চসমচূর্ণ শূল, আধ্মান, জঠর, অর্শঃ ও আমবাতরোগ নাশক ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥

পিপুল এক কর্ষ (২ তোলা), ত্রিবৃৎ এক পল (৮ তোলা) ও খণ্ড (ক্ষারগুড়) এক পল, ইহাদিগের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া এককর্ষ মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহাদ্বারা আধ্মান, কোষ্ঠবদ্ধ, উদর, কফ, পিত্ত ও শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮২ ॥ ৮ ॥

সমভাগ সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল ও বিড়্লবণ, ক্ষারদ্বয়, শলুফাদ্বয় (স্বনামখ্যাত), বনযমানী, অজগন্ধা, হবুষা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মরিচ, পিপুলমূল, পিপুল, গজপিপুল, হিঙ্গু, হিঙ্গুপত্রী, শটী, আকনাদি, উপকুঞ্চিকা, শুঁঠ, চিতা, চই, বিড়ঙ্গ, অম্লবেতস,

ইন্দ্রবারুণিকা ভার্গী দেবদারুর্যমানিকা ।
কুস্তুম্বুরুস্তুম্বুরূণি পৌষ্করং বদরাণি চ ॥
শিবা চেতি সমাংশানাং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ।
ভাবয়েদার্দ্রকরসৈর্বীজপূররসৈস্তথা ॥
তৎ পিবেৎ সর্পিষা জীর্ণমদ্যেনোষ্ণোদকেন বা ।
কোলাম্ভসা বা তক্রেণ দুগ্ধেনৌষ্ট্রেন মস্তুনা ॥
যকৃৎপৃষ্ঠকটীশূলগুদকুক্ষিহৃদাময়ান্ ।
অর্শোমন্দাগ্নিবিষ্টম্ভগুল্মাষ্ঠীলোদরাণি চ ॥
হিক্কাধ্মানশ্বাসকাসান্ জয়েদেতন্ন সংশয়ঃ ।
এতৈরেবৌষধৈঃ সম্যগ্ ঘৃতং বা সাধয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮৪—৯১ ॥

তুম্বুরাদ্যচূর্ণম্—

তুম্বুরূণি ত্রিলবণং যবানী পুষ্করাহ্বয়ম্ ।
যবক্ষারাভয়াহিঙ্গুবিড়ঙ্গানি সমানি চ ॥
ত্রিবৃৎ ত্রিভাগিকা জ্ঞেয়া সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ।
পিবেদুষ্ণেন তোয়েন যবক্কাথেন বা পিবেৎ ।
জয়েৎ সর্ব্বাণি শূলানি গুল্মাধ্মানোদরাণি চ ॥ ৯২ । ৯৩ ॥

চিত্রকাদ্যচূর্ণম্—

চিত্রকং নাগরং হিঙ্গু পিপ্পলী পিপ্পলীজটা ।

দাড়িম, তেঁতুল, ত্রিবৃৎ, দন্তী, শতমূলী, ইন্দ্রবারুণী, বামনহাটী, দেবদারু, যমানী, কুস্তুম্বুরু, তুম্বুরু, পুষ্কর (অভাবে কুড়), কুল ও হরীতকীচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া আর্দ্রক ও ছোলঙ্গলেবুর রসে ভাবনা দিবে। ইহা ঘৃত, পুরাতন মদ্য, উষ্ণজল, কুলের ক্বাথ, তক্র, উষ্ট্রদুগ্ধ ও মস্তু (দধিরমাত) সহ পান করিলে যকৃৎ, পৃষ্ঠ ও কটীশূল, গুদ, কুক্ষি ও হৃদ্রোগ, অর্শঃ, মন্দাগ্নি, বিষ্টম্ভ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, উদররোগ, হিক্কা, আধ্মান, শ্বাস, কাসরোগ বিনষ্ট হয়। উক্ত দ্রব্যসমূহের কল্কদ্বারা ঘৃতও প্রস্তুত করা যাইতে পারে ॥ ৮৪—৯১ ॥

তুম্বুর, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল ও বিড়্লবণ, যমানী, পুষ্কর, যবক্ষার, হরীতকী, হিঙ্গু ও বিড়ঙ্গ, ইহারা সমভাগ এবং ত্রিবৃৎ তিন ভাগ, সমস্ত চূর্ণ উত্তমরূপ একত্র মিশ্রিত করিয়া যথামাত্রায় উষ্ণজল বা যবক্বাথের সহিত পান করিবে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার শূল, গুল্ম, আধ্মান ও উদররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥

চব্যাজমোদমরিচং প্রত্যেকং কর্ষসংমিতম্ ॥
স্বর্জ্জিকা চ যবক্ষারঃ সিন্ধু সৌবর্চ্চলং বিড়ম্।
সামুদ্রিকং রোমকঞ্চ কোলমাত্রাণি কারয়েৎ ॥
একীকৃত্যাখিলং চূর্ণং ভাবয়েন্মাতুলুঙ্গজৈঃ।
রসৈর্দাড়িমজৈর্বাপি শোষয়েদাতপেন চ ॥
তচ্চূর্ণং নাশয়েদ্ গুল্মং গ্রহণীমামজাং রুজাম্।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং রুচিকৃৎ কফনাশনম্ ॥ ৯৪—৯৭ ॥

বড়বানলচূর্ণম্—

সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং পিপ্পলীচব্যচিত্রকম্।
শুণ্ঠী হরীতকী চেতি ক্রমবৃদ্ধ্যা বিচূর্ণয়েৎ।
বড়বানলনামৈতচ্চূর্ণং স্যাদগ্নিদীপনম্ ॥ ৯৮ ॥

অজমোদাদ্যচূর্ণম্ বটকম্বা---

অজমোদা বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং দেবদারু চ।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং শতপুষ্পা চ পিপ্পলী ॥
মরিচঞ্চেতি কর্ষাংশং প্রত্যেকং কারয়েদ্বুধঃ।
কর্ষাস্তু পঞ্চ পথ্যায়া দশ স্যুর্বৃদ্ধদারকাৎ ॥

চিতা, শুঁঠ, হিঙ্গু, পিপুল, পিপুলমূল, চই, বনযমানী ও মরিচ, ইহারা প্রত্যেকে এক কর্ষ (২ তোলা) এবং স্বর্জ্জিকা (সাঁচিক্ষার), যবক্ষার, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিড়্, সামুদ্রিক ও রোমকলবণ, ইহারা প্রত্যেকে কোল পরিমাণ, সমস্তচূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া ছোলঙ্গলেবুর রস বা দাড়িমের রসদ্বারা আর্দ্র করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহা পান করিলে গুল্ম, গ্রহণী, আমজনিত পীড়া ও কফ নষ্ট হয়। ইহা অগ্ন্যুদ্দীপক ও রুচিকর ॥ ৯৪—৯৭ ॥

সৈন্ধব ১ তোলা, পিপুলমূল ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, চই ৪ তোলা, চিতা ৫ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা ও হরীতকী ৭ তোলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ গ্রহণ করতঃ একত্র উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। ইহাকে বড়বানলচূর্ণ বলা যায়। ইহা অগ্নিদীপক ॥ ৯৮ ॥

বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, দেবদারু, চিতা, পিপুলমূল, শলুফা, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই তোলা, হরীতকী চূর্ণ দশ তোলা, বৃদ্ধদারক

নাগরাচ্চ দশৈব স্যুঃ সর্ব্বাণ্যেকত্র চূর্ণয়েৎ।
পিবেৎ কোষ্ণজলেনৈতচ্ছ্বয়থুং নাশয়েৎ ধ্রুবম্॥
আমবাতরুজং হন্তি সন্ধিপীড়াং চ গৃধ্রসীম্।
কটিপৃষ্ঠগুদস্থাঞ্চ জঙ্ঘয়োশ্চ রুজাং জয়েৎ॥
তূনীং প্রতূনীং বিশ্বচীং কফবাতাময়ান্ জয়েৎ।
সমেন বা গুড়েনাস্য বটকান্ কারয়েৎ ভিষক্॥ ৯৯—১০৩॥

হিঙ্গ্বাদিকম্—

হিঙ্গু পাঠাভয়া ধান্যং দাড়িমং চিত্রকং শঠী।
অজমোদা ত্রিকটুকং হবুষা চাম্লবেতসঃ॥
অজগন্ধা তিন্তিড়ীকং জীরকং পুষ্করং বচা।
চব্যং ক্ষারদ্বয়ং পঞ্চলবণানি বিচূর্ণয়েৎ॥
প্রাগ্‌ভোজনস্য মধ্যে বা চূর্ণমেতৎ প্রযোজয়েৎ।
পিবেদ্বা জীর্ণমদ্যেন তক্রেণোষ্ণোদকেন বা॥
গুল্মে বাতকফোদ্ভূতে বিড়্গ্রহেঽষ্ঠীলিকাসু চ।
হৃদ্বস্তিপার্শ্বশূলেষু শূলে চ গুদযোনিজে॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে তথানাহে পাণ্ডুরোগেঽরুচৌ তথা।
হিক্কায়াং যকৃতি প্লীহ্নি শ্বাসে কাসে গলগ্রহে॥

চূর্ণ বিশ তোলা ও শুঁঠের চূর্ণ বিশ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া যথামাত্রায় উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। ইহাদ্বারা শ্বয়থু, আমবাত ও সন্ধিগত-রোগ, গৃধ্রসী এবং কটী, পৃষ্ঠ, গুদ ও জঙ্ঘাপীড়া, তূনী, প্রতূনী, বিশ্বচী, কফ ও বায়ুরোগ বিনষ্ট হয়। উক্ত চূর্ণ সমূহদ্বারা তুল্য ভাগ গুড়ের সহিত বটিকাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে॥ ৯৯—১০৩॥

হিঙ্গু, আকনাদি, হরীতকী, ধনে, দাড়িম, চিতা, শটী, বনযমানী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হবুষা, অম্লবেতস, অজগন্ধা, তিন্তিড়ী, জীরা, পুষ্কর, বচ, চই, ক্ষার-দ্বয় ও পঞ্চলবণ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া যথামাত্রায় ভোজনের পূর্ব্বে কিম্বা মধ্যে পুরাতন মদ্য, তক্র বা উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। ইহাদ্বারা বাতকফোৎভব গুল্ম, বিড়্গ্রহ, অষ্ঠীলা, হৃদ্, বস্তি ও পার্শ্বশূল, গুদ ও যোনিশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, আনাহ, পাণ্ডু, অরুচি, হিক্কা, যকৃৎ, প্লীহা, শ্বাস, কাস, গলগ্রহ,

গ্রহণ্যর্শোবিকারেষু চূর্ণমেতৎ প্রশস্যতে।
ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্য বহুশঃ স্বরসেন বা।
কুর্য্যাচ্চ বটিকা বহ্বীর্বাতশ্লেষ্মাময়াপহাঃ॥ ১০৪—১০৯॥

যমানীখাণ্ডবচূর্ণম্—

যমানী দাড়িমং শুণ্ঠী তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৌ।
বদরাম্লঞ্চ কুর্ব্বীত চতুঃশাণমিতানি চ॥
সার্দ্ধদ্বিশাণ মরিচং পিপ্পলী দশশাণিকা।
ত্বক্‌সৌবর্চ্চলধান্যাকং জীরকং দ্বিদ্বিশাণকম্॥
চতুঃষষ্টিমিতৈঃ শাণৈঃ শর্করাং চাত্র যোজয়েৎ।
চূর্ণিতং সর্ব্বমেকত্র যমানীখাণ্ডবাভিধম্॥
চূর্ণং জয়েৎ পাণ্ডুরোগং হৃদ্রোগং গ্রহণীং জ্বরম্।
ছর্দ্দিশোষাতিসারাংশ্চ প্লীহানাহবিবন্ধতাং।
অরুচিং শূলমন্দাগ্নিমর্শোজিহ্বাগলাময়ান্॥ ১১০—১১৩॥

তালীশাদ্যচূর্ণম্—

তালীশং মরিচং শুণ্ঠী পিপ্পলী বংশলোচনং।
এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চকর্ষৈর্ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ॥
এলাত্বচোস্তু কর্ষার্দ্ধং প্রত্যেকং ভাগমাচরেৎ।
দ্বাত্রিংশৎকর্ষতুলিতা প্রদেয়া শর্করা বুধৈঃ॥

গ্রহণী ও অর্শঃরোগ প্রশমিত হয়। উক্ত চূর্ণসমূহ মাতুলুঙ্গলেবুর রসে অনেক বার ভাবনা দিয়া বহু বটীকাও প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ইহাদ্বারা বাতশ্লেষ্মজনিত রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১০৪—১০৯॥

যমানী, দাড়িম, শুঁঠ, তিন্তিড়ী, অম্লবেতস ও অম্লবদর, ইহারা ৪ শাণপরিমিত (আট তোলা), মরিচ সার্দ্ধদ্বিশাণ (২৷৷০ তোলা), পিপুল দশশাণ, দারুচিনি, সৌবর্চ্চল, ধনে ও জীরা, ইহারা প্রত্যেকে দুই শাণ এবং চিনি ৬৪টী শাণ, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাদ্বারা পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, জ্বর, ছর্দ্দি, শোষ, অতীসার, প্লীহা, আনাহ, বিবন্ধতা, অরুচি, শূল, মন্দাগ্নি, অর্শঃ, জিহ্বা ও গলরোগ প্রশমিত হয়॥ ১১০—১১৩॥

তালিশপত্র, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল ও বংশলোচন, ইহারা ক্রমে এক, দ্বি, ত্রি, চতুঃ ও পঞ্চকর্ষ অর্থাৎ তালিশপত্র ১ কর্ষ, মরিচ ২ কর্ষ, শুঁঠ ৩ কর্ষ, পিপুল ৪ কর্ষ ও

তালীশাদ্যমিদং চূর্ণং পাচনং রোচনং স্মৃতম্।
কাসশ্বাসজ্বরহরং ছর্দ্দ্যতীসারনাশনম্॥
শোষাধ্মানহরং প্লীহগ্রহণীপাণ্ডুরোগজিৎ।
পক্ত্বা বা শর্করাং চূর্ণং ক্ষিপেৎ স্যাৎ গুটিকা ততঃ॥ ১১৪—১১৭॥

সিতোপলাদিচূর্ণম্—

সিতোপলা ষোড়শস্যাদষ্টৌ স্যাৎ বংশলোচনঃ।
পিপ্পলী স্যাচ্চতুঃকর্ষা ক্ষুদ্রৈলা স্যাদ্বিকার্ষিকী॥
একঃ কর্ষস্ত্বচঃ কার্য্যশ্চূর্ণয়েৎ সর্ব্বমেকতঃ।
সিতোপলাদিকং চূর্ণং মধুসর্পির্যুতং লিহেৎ॥
শ্বাসকাসক্ষয়হরং হস্তপাদাঙ্গদাহজিৎ।
মন্দাগ্নিং সুপ্তজিহ্বত্বং পার্শ্বশূলমরোচকম্।
জ্বরমূর্দ্ধগতং রক্তপিত্তমাশু ব্যপোহতি॥ ১১৮—১২০॥

ভাস্করলবণচূর্ণম্—

সামুদ্রলবণং কার্য্যমষ্টকর্ষমিতং বুধৈঃ।
পঞ্চসৌবর্চ্চলং গ্রাহ্যং বিড়সৈন্ধবধান্যকম্॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং কৃষ্ণজীরকপত্রকম্।
নাগকেশরতালীশমম্লবেতসকং তথা॥

বংশলোচন ৫ কর্ষ এবং ছোটএলাচ ও দারুচিনি প্রত্যেকে অর্দ্ধকর্ষ, চিনি ৩২ কর্ষ গ্রহণ করতঃ একত্র উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। ইহা পাচক, রোচক এবং কাস, শ্বাস জ্বর, ছর্দ্দি, অতিসার, শোষ, আধ্মান, প্লীহা, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ নাশক। এই সকল চূর্ণদ্বারা পক্ক চিনির রসে বটিকাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে॥ ১১৪—১১৭॥

মিশ্রি ১৬ পল, বংশলোচন ৮ পল, পিপুল ৪ কর্ষ, ক্ষুদ্রা (কন্টকারী) ও ছোটএলাচ ২ কর্ষ এবং দারুচিনির চূর্ণ এক কর্ষ গ্রহণ করতঃ উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস, ক্ষয়, হস্ত, পদ ও অঙ্গদাহ বিনষ্ট হয় এবং মন্দাগ্নি, সুপ্তজিহ্বা, পার্শ্বশূল, অরুচি, জ্বর ও ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত অতি সত্বর প্রশমিত হয়॥ ১১৮—১২০॥

সামুদ্রলবন ৮ কর্ষ, সৌবর্চ্চল ৫ কর্ষ, বিড়, সৈন্ধব ধনে, পিপুল, পিপুল-মূল, কৃষ্ণজীরা, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগকেশর ও অম্লবেতস, ইহারা প্রত্যেকে

দ্বিকর্ষমাত্রাণ্যেতানি প্রত্যেকং কারয়েদ্বুধঃ।
মরিচং জীরকং বিশ্বমেকৈকং কর্ষমাত্রকম্ ॥
দাড়িমং স্যাচ্চতুঃকর্ষং ত্বগেলে চার্দ্ধকার্ষিকে।
বীজপূররসেনৈব ভাবিতং সপ্তবারকম্ ॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং লবণং ভাস্করাভিধম্।
শাণপ্রমাণং দেয়ন্তু মস্তুতক্রসুরাসবৈঃ ॥
বাতশ্লেষ্মভবং গুল্মং প্লীহানমুদরক্ষয়ম্।
অর্শাংসি গ্রহণীং কুষ্ঠং বিড়্‌বিবন্ধং ভগন্দরম্ ॥
শোফং শূলং শ্বাসকাসঞ্চামদোষঞ্চ হৃদ্রুজম্।
মন্দাগ্নিং নাশয়েদেতদ্দীপনং পাচনং পরম্।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় ভাস্করেণোদিতং পুরা ॥ ১২১—১২৭ ॥

এলাদিচূর্ণম্—

এলাপ্রিয়ঙ্গুমুস্তানি কোলমজ্জা চ পিপ্পলী।
শ্রীচন্দনং তথা লাজা লবঙ্গনাগকেশরম্ ॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং সিতাক্ষৌদ্রযুতং লিহেৎ।
বাতপিত্তকফোদ্ভূতাং ছর্দ্দিং হন্ত্যতিবেগতঃ ॥ ১২৮। ১২৯ ॥

দুই কর্ষ এবং মরিচ, জীরা ও শুঠ, ইহারা এক এক কর্ষ, দাড়িমেরখোসা চারি কর্ষ, দারুচিনি ও ছোটএলাচ অর্দ্ধ কর্ষ গ্রহণ করতঃ সমুদয় চূর্ণ একত্র বীজপূর লেবুররসে সাতবার ভাবনা করিবে। ইহাকে ভাস্করলবণ বলা যায়। ইহা শাণমাত্রায় মস্ত, তক্র, সুরা ও আসবের সহিত সেবন করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মা-জনিত গুল্ম, প্লীহা, উদর, ক্ষয়, অর্শঃ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, কোষ্ঠবদ্ধ, ভগন্দর, শোথ, শূল, শ্বাস, কাস, আমদোষ, হৃদ্রোগ ও মন্দাগ্নি নাশক এবং দীপক ও পাচক। পুরা-কালে সকল লোকের হিতের জন্য ভাস্কর মুনিকর্ত্তৃক এই ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছিল ॥ ১২১—১২৭ ॥

ছোটএলাচ, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, কোলমজ্জা (কুলেরশাঁস), পিপুল, শ্বেতচন্দন, লাজা, লবঙ্গ ও নাগকেশর, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ করতঃ মধু ও চিনির সহিত লেহন করিবে। ইহাদ্বারা ত্রিদোষজ ছর্দ্দি অতি শীঘ্র নষ্ট হয় ॥ ১২৮ ॥ ১২৯ ॥

পঞ্চনিম্বচূর্ণম্—

মূলং পত্রং ফলং পুষ্পং ত্বচং নিম্বাৎ সমাহরেৎ।
সূক্ষ্মচূর্ণমিদং কুর্য্যাৎ পলং পঞ্চদশোন্মিতম্॥
লোহভস্মহরীতক্যৌ চক্রমর্দ্দকচিত্রকৌ।
ভল্লাতকং বিড়ঙ্গানি শর্করামলকং নিশা॥
পিপ্পলী মরিচং শুণ্ঠী বাগুজী কৃতমালকঃ।
গোক্ষুরশ্চ পলোন্মানমেকৈকং কারয়েদ্বুধঃ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং ভৃঙ্গরাজেন ভাবয়েৎ।
অষ্টভাগাবশেষেণ খদিরাসনবারিণা॥
ভাবয়িত্বা চ সংশুষ্কং কর্ষমাত্রং ততঃ পিবেৎ।
খদিরাসনতোয়েন সর্পিষা পয়সাথবা॥
মাসেন সর্ব্বকুষ্ঠানি বিনিহন্তি রসায়নম্।
পঞ্চনিম্বমিদং চূর্ণং সর্ব্বরোগপ্রণাশনম্॥ ১৩০—১৩৫॥

পুষ্টিকরচূর্ণম্—

শতাবরী গোক্ষুরকং বীজঞ্চ কপিকচ্ছুজং।
গাঙ্গেরুকী চাতিবলা বীজমিক্ষুরকোদ্ভবম্॥
চূর্ণিতং সর্ব্বমেকত্র গোদুগ্ধেন পিবেন্নিশি।
ন তৃপ্তিং যাতি নারীভিরেতচ্চূর্ণপ্রভাবতঃ॥ ১৩৬।১৩৭॥

নিম্ববৃক্ষের মূল, পত্র, ফল, পুষ্প ও ত্বক্‌চূর্ণ পঞ্চদশ কর্ষ, লৌহভস্ম, হরীতকী, চক্রমর্দ্দক (চাকন্দে), চিতা, ভল্লাতক, বিড়ঙ্গ, শর্করা, আমলকী, হরিদ্রা, পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, বাগুজী (সোমরাজী), ডহরকরঞ্জ ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল একত্র লইয়া ভৃঙ্গরাজ, খদির ও অসনের ক্বাথ (এস্থলে ক্বাথ অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইতে হইবে) দ্বারা ভাবনা দিয়া শুষ্ক করতঃ যথামাত্রায় খদির ও অসন ক্বাথ বা ঘৃত অথবা দুগ্ধ সহিত এক মাস পর্য্যন্ত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় এবং ইহা রসায়ন ও সকল প্রকার রোগ নাশক। ইহা সেবনের মাত্রা এক কর্ষ অর্থাৎ দুই তোলা॥ ১৩০—১৩৫॥

শতমূলী, গোক্ষুর, আলকুশীরবীজ, গাঙ্গেরুকী, অতিবলা ও ইক্ষুরকোৎভববীজ, ইহাদের সমভাগচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া রাত্রিতে গোদুগ্ধসহ পান করিবে। ইহা পান করিয়া রমণে প্রবৃত্ত হইলে কিছুতেই তৃপ্তির শেষ হয় না॥১৩৬—১৩৭॥

অশ্বগন্ধাদিচূর্ণম্—

অশ্বগন্ধা দশপলা তন্মাত্রো বৃদ্ধদারকঃ।
চূর্ণীকৃত্যোভয়ং বিদ্বান্ ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
কর্ষৈকং পয়সা পীত্বা নারীভির্নৈব তৃপ্যতি।
অগত্বা প্রমদাং ভূয়াদ্বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥ ১৩৮। ১৩৯॥

নবায়সচূর্ণম্—

চিত্রকং ত্রিফলা মুস্তা বিড়ঙ্গং ত্র্যুষণানি চ।
সমভাগানি কার্য্যাণি নব ভাগা হৃতায়সঃ॥
এতদেকীকৃতং চূর্ণং মধুসর্পির্যুতং লিহেৎ।
গোমূত্রমথবা তক্রমনুপানং প্রশস্যতে॥
পাণ্ডুরোগং জয়ত্যুগ্রং হৃদ্রোগঞ্চ ভগন্দরম্।
শোথকুষ্ঠোদরার্শাংসি মন্দাগ্নীনরুচিং ক্রিমীন্॥ ১৪০—১৪২॥

আকারকরভাদিচূর্ণম্—

আকারকরভঃ শুণ্ঠী কক্কোলং কুঙ্কুমং কণা।
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ চন্দনঞ্চেতি কার্ষিকান্॥
চূর্ণানিমাংস্ততঃ কুর্য্যাদহিফেনং পলোন্মিতম্।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং সূক্ষ্মং তদ্বস্ত্রগালিতম্॥

অশ্বগন্ধা ১০ দশ পল এবং বৃদ্ধদারক (বিস্তারক) ১০ দশ পল উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহা কর্ষ পরিমাণে লইয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে নারীতে তৃপ্তিলাভ হয় না। ইহা পান করিয়া স্ত্রীসহবাস না করিলে বলীপলিত বর্জ্জিত হইয়া জীবন ধারণ করা যায়॥ ১৩৮॥ ১৩৯॥

চিতা, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ, ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, লৌহভস্ম ৯ ভাগ, সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া যাথামাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। অনন্তর গোমূত্র অথবা তক্র অনুপান করিবে। ইহাদ্বারা পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, ভগন্দর, শোথ, কুষ্ঠ, উদর, অর্শঃ, মন্দাগ্নি, অরুচি ও ক্রমি প্রশমিত হয়॥ ১৪০—১৪২॥

আকরকরা, শুঁঠ, কক্কোল, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন, ইহারা প্রত্যেকে এক কর্ষ এবং অহিফেন এক পল অর্থাৎ আট তোলা, এই সমস্তের সূক্ষ্মচূর্ণ একত্র করিয়া যত হইবে তাহার তুল্যভাগ চিনির সহিত মিশ্রিত করতঃ

সিতা সর্ব্বসমা দেয়া মাষৈকং মধুনা লিহেৎ।
শুক্রস্তম্ভকরঞ্চূর্ণং পুংসামানন্দকারকম্।
নারীণাং প্রীতিজননং সেবেত নিশি কামুকঃ॥ ১৪৩—১৪৫॥

ইতি শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

এক মাষা পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহা শুক্রস্তম্ভক, পুরুষদিগের আনন্দদায়ক, সুতরাং স্ত্রীদিগেরও বিশেষ প্রীতিজনক। ইহা নিশাচর কামুক ব্যক্তিগণের অবশ্য সেবনীয়॥ ১৪৩—১৪৫॥

শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বটকাশ্চাথ কথ্যন্তে তন্নাম গুটিকা বটী।
মোদকো বটকা পিণ্ডী গুণ্ডী বর্ত্তিস্তথোচ্যতে॥
লেহবৎ সাধ্যতে বহ্নৌ গুড়ো বা শর্করাথবা।
গুগ্‌গুলুর্ব্বা ক্ষিপেৎ তত্র চূর্ণং তন্নির্ম্মিতা বটী॥
কুর্য্যাদবহ্নিসিদ্ধেন ক্বচিদ্ গুগ্‌গুলুনা বটীম্।
দ্রবেণ মধুনা বাপি গুটিকাং কারয়েৎ বুধঃ॥
সিতা চতুর্গুণা দেয়া বটীষু দ্বিগুণো গুড়ঃ।
চূর্ণং চূর্ণসমঃ কার্য্যো গুগ্‌গুলুর্মধু তৎসমম্॥

সম্প্রতি বটিকার বিষয় কথিত হইতেছে। ইহার অন্যান্য সংজ্ঞা, গুটিকা, বটী, মোদক, বটক, পিণ্ডী, গুণ্ডী ও বর্ত্তি। লেহবৎ অগ্নিতে গুড়, চিনি ও গুগ্‌গুলু পাক করতঃ তাহাতে চূর্ণ ঔষধ ক্ষেপন করিয়া তাহাদ্বারা বটী প্রস্তুত করিবে।

কোন কোন স্থলে গুগ্‌গুলু পাক না করিয়াও বটী প্রস্তুত করা যায় এবং কেবল দ্রবপদার্থ বা মধুদ্বারাও গুটিকা প্রস্তুত হয়। বটী প্রস্তুত করিতে চিনি চতুর্গুণ, গুড় দ্বিগুণ, চূর্ণ চূর্ণ তুল্য এবং গুগ্‌গুলু ও মধু চূর্ণের সমান প্রদান করিবে।

দ্রবঞ্চ দ্বিগুণং দেয়ং মোদকেষু ভিষগ্বরৈঃ।
কর্ষপ্রমাণং তন্মানং বলং দৃষ্ট্বা প্রযুজ্যতে॥ ১—৫॥

শ্রীবাহুশালগুড়ঃ—

ইন্দ্রবারুণিকা মুস্তা শুণ্ঠী দন্তী হরীতকী।
ত্রিবৃচ্ছটীবিড়ঙ্গানি গোক্ষুরশ্চিত্রকস্তথা॥
তেজোহ্বা চ দ্বিকর্ষাণি পৃথক্ দ্রব্যাণি কারয়েৎ।
শূরণস্য পলান্যষ্টৌ বৃদ্ধদারুচতুষ্পলম্॥
চতুষ্পলং স্যাৎ ভল্লাতং ক্বাথয়েৎ সর্ব্বমেকতঃ।
জলদ্রোণে চতুর্থাংশং গৃহ্নীয়াৎ ক্বাথমুত্তমম্॥
ক্বাথ্যদ্রব্যাৎ ত্রিগুণিতং গুড়ং ক্ষিপ্ত্বা পুনঃ পচেৎ।
সম্যক্ পক্কঞ্চ তং জ্ঞাত্বা চূর্ণান্যেতানি দাপয়েৎ॥
চিত্রকত্রিবৃতাদন্তীতেজোহ্বাঃ পলিকাঃ পৃথক্।
পৃথক্ ত্রিপলিকা ভাগা ব্যোষৈলামলকত্বচঃ॥
নিক্ষিপেৎ মধু শীতে চ তস্মিন্ প্রস্থপ্রমাণকম্।
এবং সিদ্ধো ভবেচ্ছ্রীমান্ বাহুশালগুড়াভিধঃ॥
জয়েদর্শাংসি সর্ব্বাণি গুল্মং বাতোদরন্তথা।
আঢ্যবাতং প্রতিশ্যায়ং গ্রহণীক্ষয়পীনসান্।
হলীমকং পাণ্ডুরোগং প্রমেহঞ্চ বিনাশয়েৎ॥ ৬—১২॥

মোদকে দ্রব বস্তু দ্বিগুণ প্রদান করিবে এবং বলানুসারে উহা এক কর্ষ প্রমাণ ব্যবহার করিতে দিবে॥ ১—৫॥

ইন্দ্রবারুণি, মুতা, শুঁঠ, দন্তী, হরীতকী, ত্রিবৃৎ, শঠী, বিড়ঙ্গ, গোক্ষুর, চিতা ও তেজোহ্বা (চবিকা), ইহারা প্রত্যেকে দুই কর্ষ, শূরণ আট পল, বৃদ্ধদারক চারি পল ও ভল্লাতক চারি পল, ৬৪ সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করতঃ ক্বাথ্যদ্রব্যের তিন গুড় প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে তাহাতে চিতা, ত্রিবৃৎ, দন্তী, তেজোহ্বা (চবিকা) প্রত্যেকে এক পল এবং ত্রিকটু, ছোটএলাচ, আমলকী, দারুচিনি চূর্ণ প্রত্যেকে তিন পল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু এক প্রস্থ মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার অর্শঃ, গুল্ম, বাতোদর, আঢ্যবাত, প্রতিশ্যায়, গ্রহণী, ক্ষয়, পীনস, হলীমক, পাণ্ডু ও প্রমেহরোগ প্রশমিত হয়॥ ৬—১২॥

মরিচাদিগুটিকা—

মরিচং কর্ষমাত্রং স্যাৎ পিপ্পলী কর্ষসম্মিতা।
অর্দ্ধকর্ষো যবক্ষারঃ কর্ষযুগ্মঞ্চ দাড়িমম্ ॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং যুঞ্জ্যাদষ্টকর্ষগুড়েন হি।
শাণপ্রমাণাং বটিকাং কৃত্বা বক্ত্রে বিধারয়েৎ
অস্যাঃ প্রভাবাৎ সর্ব্বেঽপি কাসা যান্ত্যেব সংক্ষয়ম্ ॥ ১৩—১৪ ॥

গুড়াদিগুটিকা—

গুড়শুণ্ঠীশিবামুস্তৈর্ধারয়েৎ গুটিকাং মুখে।
শ্বাসকাসেষু সর্ব্বেষু কেবলং বা বিভীতকম্ ॥ ১৫ ॥

আমলাদিগুটিকা—

আমলং কমলং কুষ্ঠং লাজাশ্চ বটরোহকম্।
এতচ্চূর্ণস্য মধুনা গুটিকাং ধারয়েৎ মুখে।
তৃষ্ণাং প্রবৃদ্ধাং হন্ত্যেষা মুখশোষঞ্চ দারুণম্ ॥ ১৬ ॥

সঞ্জীবনীগুটিকা—

বিড়ঙ্গং নাগরং কৃষ্ণা পথ্যামলবিভীতকম্।
বচাগুড়ূচীভল্লাতং সবিষং চাত্র যোজয়েৎ ॥
এতানি সমভাগানি গোমূত্রেণৈব পেষয়েৎ।

মরিচ এক কর্ষ, পিপুল এক কর্ষ, যবক্ষার অর্দ্ধ কর্ষ ও দাড়িম দুই কর্ষ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া অষ্ট কর্ষ পরিমিত গুড়ের সহিত মিশ্রিত করতঃ শাণ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মুখে রাখিয়া অল্প অল্প সেবন করিলে সকল প্রকার কাসরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

গুড়, শুঁঠ, হরীতকী ও মুথার চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মুখে রাখিয়া চুষিয়া সেবন করিলে শ্বাস ও কাস এবং কেবল বহেড়া মুখে রাখিয়া চুষিয়া সেবন করিলেও শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয় ॥ ১৫ ॥

আমলকী, পদ্ম, কুড়, লাজা ও বটেরঝুরি, ইহাদিগের চূর্ণ গ্রহণ করতঃ মধুসহ গুটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে রাখিয়া সেবন করিলে অত্যন্ত পিপাসা ও প্রবল মুখশোষ প্রশমিত হয় ॥ ১৬ ॥

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বচ, গুলঞ্চ, ভল্লাতক ও শোধিত বিষ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ গোমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া

গুঞ্জাভা গুটিকা কার্য্যা দদ্যাদার্দ্রকজৈ রসৈঃ ॥
একামজীর্ণগুল্মস্তু দ্বে বিসূচ্যাং প্রদাপয়েৎ।
ত্রিস্রশ্চ সর্পদংষ্ট্রে তু চতস্রঃ সান্নিপাতিকে।
সঞ্জীবনী নাম্নী সঞ্জীবয়তি মানবম্ ॥ ১৭—১৯ ॥

ব্যোষাদিগুটিকা—

ব্যোষাম্লবেতসং চব্যং তালীশং চিত্রকং তথা।
জীরকং তিন্তিড়ীকঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষভাগিকম্ ॥
ত্রিসুগন্ধং ত্রিশাণং স্যাদ্গুড়ঃ স্যাৎ কর্ষবিংশতিঃ।
ব্যোষাদিগুটিকা সেয়ং পীনসশ্বাসকাসজিৎ।
রুচিস্বরকরাখ্যাতা প্রতিশ্যায়প্রণাশিনী ॥ ২০ । ২১ ॥

গুটিকাচতুষ্টয়ম্—

আমেষু সগুড়াং শুণ্ঠীমজীর্ণে গুড়পিপ্পলীম্।
কৃচ্ছ্রে জীরগুড়ং দদ্যাদর্শঃসু সগুড়াভয়াম্ ॥ ২২ ॥

বৃদ্ধাদারকমোদকঃ—

বৃদ্ধদারকভল্লাতশুণ্ঠীচূর্ণেন যোজিতঃ।
মোদকঃ সগুড়ো হন্যাৎ ষড়্বিধার্শঃকৃতাং রুজাম্ ॥ ২৩ ॥

গুঞ্জা প্রমাণ গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা আদাররসসহ সেবন করিবে এবং অজীর্ণ ও গুল্মে এক বটী, বিসূচীতে দুই বটী সর্পদংষ্ট্রে তিন বটী ও সন্নিপাতে চারি বটী সেবন করিতে হইবে। এই সঞ্জীবনী বটী মনুষ্যের প্রাণদান করে ॥১৭—১৯॥

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, তালীশপত্র, চিতা, জীরা, তিন্তিড়ী, ইহারা প্রত্যেকে এক এক কর্ষ, দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র, ইহারা সমুদয়ে তিন শাণ অর্থাৎ দেড় তোলা এবং গুড় বিংশতি কর্ষ, সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা পীনস, শ্বাস, কাস ও প্রতিশ্যায় নাশক এবং রুচি ও স্বরবর্দ্ধক ॥ ২০ । ২১ ॥

আমে গুড় ও শুঁঠ, অজীর্ণে গুড় ও পিপুল, মূত্রকৃচ্ছ্রে, জীরা ও গুড় এবং অর্শে হরীতকী ও গুড় সেবন করিবে ॥ ২২ ॥

বৃদ্ধদারক, ভল্লাতক ও শুঁঠের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া গুড়সহ মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে ষড়্বিধ অর্শঃজনিত বেদনা প্রশমিত হয় ॥২৩॥

শূরণপিণ্ডী—

শুষ্কশূরণচূর্ণস্য ভাগান্ দ্বাত্রিংশদাহরেৎ।
ভাগান্ ষোড়শ চিত্রস্য শুণ্ঠ্যা ভাগচতুষ্টয়ম্ ॥
দ্বৌ ভাগৌ মরিচস্যাপি সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ
গুড়েন পিণ্ডিকাং কুর্য্যাদর্শসাং

শূরণবটকঃ—

শূরণো বৃদ্ধদারশ্চ ভাগৈঃ ষোড়শভিঃ পৃথক্।
মুশলীচিত্রকৌ জ্ঞেয়াবষ্টভাগমিতৌ পৃথক্ ॥
শিবা বিভীতকো ধাত্রী বিড়ঙ্গং নাগরং কণা।
ভল্লাতঃ পিপ্পলীমূলং তালীশঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
চতুর্ভাগপ্রমাণানি ত্বগেলামরিচং তথা।
দ্বিভাগমাত্রাণি পৃথক্ ততস্ত্বেকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
দ্বিগুণেন গুড়েনাথ বটকান্ কারয়েদ্বুধঃ।
প্রবলাগ্নিকরাস্ত্বেতে তথার্শোনাশনাঃ পরাঃ ॥
গ্রহণীং বাতকফজাং শ্বাসং কাসং ক্ষয়াময়ম্।
প্লীহানং শ্লীপদং শোথং প্রমেহঞ্চ ভগন্দরম্।
নিহন্যুঃ পলিতং বৃষ্যাস্তথা মেধ্যা রসায়নাঃ ॥ ২৬- -৩০

শুষ্ক ওল চূর্ণ ৩২ ভাগ, চিতা ১৬ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ ও মরিচ ২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া গুড়ের সহিত পিণ্ডিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৪। ২৫ ॥

ওল ও বৃদ্ধদারক পৃথক্ পৃথক্ ১৬ ভাগ, তালমূলী ও চিতা ইহারাও পৃথক্ পৃথক্ ৮ ভাগ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, ভল্লাতক, পিপুলমূল ও তালীশপত্র পৃথক্ পৃথক্ ৪ ভাগ, দারুচিনি, ছোটএলাচ ও মরিচ প্রত্যেকে ২ ভাগ, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সকলের দ্বিগুণ গুড়সহ বটক প্রস্তুত করিবে। ইহা অগ্নি বর্দ্ধক এবং অর্শঃ, বাতকফজ গ্রহণী, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, প্লীহা, শ্লীপদ, শোথ, প্রমেহ, ভগন্দর ও পলিত নাশক, বৃষ্যা, মেধ্যা ও রসায়নী ॥ ২৬—৩০ ॥

মণ্ডূরবটকঃ—

ত্রিফলা ত্র্যূষণং চব্যং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ।
দারু মাক্ষিকধাতুশ্চ দার্ব্বী মুস্তং বিড়ঙ্গকম্॥
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রাণি সর্ব্বদ্বিগুণিতস্তথা।
মণ্ডূরং চূর্ণয়েৎ সূক্ষ্মং গোমূত্রেঽষ্টগুণে ক্ষিপেৎ॥
পক্ত্বা চ বটকং কৃত্বা দদ্যাৎ তক্রানুপানতঃ।
কামলাপাণ্ডুমেহার্শঃশোথকুষ্ঠকফাময়ান্।
ঊরুস্তম্ভমজীর্ণঞ্চ প্লীহানং নাশয়েদপি॥ ৩১—৩৩॥

চন্দ্রপ্রভাগুটিকা—

চন্দ্রপ্রভা বচা মুস্তং ভূনিম্বামরদারু চ।
হরিদ্রাতিবিষা দার্ব্বী পিপ্পলীমূলচিত্রকম্॥
ধান্যকং ত্রিফলা চব্যং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলী।
ব্যোষং মাক্ষিকধাতুশ্চ দ্বৌ ক্ষারৌ লবণত্রয়ম্॥
এতানি শাণমাত্রাণি প্রত্যেকং কারয়েদ্বুধঃ।
ত্রিবৃদ্দন্তীপত্রকঞ্চ ত্বগেলা বংশলোচনা॥
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রাণি কুর্য্যাদেতানি বুদ্ধিমান্।
দ্বিকর্ষং হতলোহস্য চতুঃকর্ষা সিতা ভবেৎ॥
শিলাজত্বষ্টকর্ষং স্যাদষ্টৌ কর্ষাশ্চ গুগ্‌গুলোঃ।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, চই, পিপুলমূল, চিতা, দেবদারু, স্বর্ণমাক্ষিক, দারুহরিদ্রা, মুতা ও বিড়ঙ্গচূর্ণ প্রত্যেকে এক এক কর্ষ এবং সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ বিশুদ্ধ মণ্ডুর, আটগুণ গোমুত্রে ক্ষেপণ করতঃ পাক করিয়া বটক প্রস্তুত করিবে। অনুপান তক্র। ইহা কামলা, পাণ্ডু, মেহ, অর্শঃ, শোথ, কুষ্ঠ, কফজরোগ, ঊরুস্তম্ভ, অজীর্ণ ও প্লীহা নাশক॥ ৩১—৩৩॥

কর্পূর, বচ, মুতা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতিষ, দারুহরিদ্রা, পিপুলমূল, চিতা, ধনে, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, স্বর্ণমাক্ষিক, ক্ষারদ্বয়, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল ও বিড্‌লবণ, ইহারা প্রত্যেকে শাণ পরিমিত, ত্রিবৃৎ, দন্তী, তেজপত্র, দারুচিনি, ছোটএলাচ ও বংশলোচন, ইহারা প্রত্যেকে কর্ষ মাত্রা এবং লৌহভস্ম দুই কর্ষ, চিনি চারি কর্ষ, শিলাজতু আট

এভিরেক ত্রসংক্ষুণ্ণৈঃ কর্ত্তব্যা গুটিকা শুভা ॥
চন্দ্রপ্রভেতি বিখ্যাতা সর্ব্বরোগপ্রণাশিনী।
প্রমেহান্ বিংশতিং কৃচ্ছ্রং মূত্রাঘাতং তথাশ্মরীম্ ॥
বিবন্ধানাহশূলানি মেহনং গ্রন্থিমর্ব্বুদম্।
অণ্ডবৃদ্ধিং কটীশূলং শ্বাসং ক
অন্ত্রবৃদ্ধিং তথা পাণ্ডুং কামলাশ্চ হলীমকম্।
কুষ্ঠান্যর্শাংসি কণ্ডূঞ্চ প্লীহোদরভগন্দরম্ ॥
দন্তরোগং নেত্ররোগং স্ত্রীণামার্ত্তবজাং রুজাম্।
পুংসাং শুক্রগতান্ রোগান্ মন্দাগ্নিমরুচিন্তথা।
বাতং পিত্তং কফং হন্যাদ্বল্যা বৃষ্যা রসায়নী॥ ৩৪—৪২ ॥

যমানী জীরকং ধান্যং মরিচং গিরিকর্ণিকা।
অজমোদোপকুঞ্চী চ চতুঃশাণা পৃথক্ পৃথক্ ॥
হিঙ্গু ষট্শাণিকং কার্য্যং ক্ষারৌ লবণপঞ্চকম্।
ত্রিবৃচ্চাষ্টমিতৈঃ শাণৈঃ প্রত্যেকং কল্পয়েৎ সুধীঃ ॥
দন্তী শটী পৌষ্করঞ্চ বিড়ঙ্গং দাড়িমং শিবা।
চিত্রোঽম্লবেতসঃ শুণ্ঠী শাণৈঃ ষোড়শভিঃ পৃথক্ ॥

কর্ষ, গুগ্গুলু আট কর্ষ, সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই চন্দ্রপ্রভাগুটিকা সর্ব্ববিধরোগ এবং বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, বিবন্ধ, আনাহ, শূল, লিঙ্গরোগ গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, অণ্ডবৃদ্ধি, কটীশূল, শ্বাস, কাস, বিচর্চ্চিকা, অন্ত্রবৃদ্ধি, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, কুষ্ঠ, অর্শঃ, কণ্ডু, প্লীহা, উদর, ভগন্দর, দন্তরোগ, নেত্ররোগ, স্ত্রীদিগের আর্ত্তবজনিত পীড়া, পুরুষদিগের শুক্রগত রোগ, মন্দাগ্নি, অরুচি, বাত, পিত্ত ও কফনাশক এবং বল্যা, বৃষ্যা ও রসায়নী ॥ ৩৪—৪২ ॥

যমানী, জীরা, ধনে, মরিচ, গিরিকর্ণিকা (অপরাজিতা), বনযমানী ও পিপুল, ইহারা পৃথক্ পৃথক্ চারি শাণ, হিঙ্গু ছয় শাণ, ক্ষারদ্বয়, পঞ্চলবণ ও ত্রিবৃৎ প্রত্যেকে আটশাণ, দন্তী, শঠী, পুষ্কর, বিড়ঙ্গ, দাড়িমখোসা, হরীতকী, চিতা, অম্লবেতস ও শুঁঠ, ইহারা প্রত্যেকে ষোলশাণ, সমস্ত চূর্ণ একত্র

বীজপূররসেনৈব গুটিকাং কারয়েদ্বুধঃ।
ঘৃতেন পয়সা মদ্যেরম্লৈরুষ্ণোদকেন বা।
পিবেৎ কাঙ্কায়নপ্রোক্তাং গুটিকাং গুল্মনাশিনীম্ ॥
[illegible] বাতিকং গুল্মং গোক্ষীরেণ চ পৈত্তিকং।
মূত্রেণ কফগুল্মঞ্চ [illegible]মূলৈস্ত্রিদোষজম্ ॥
উষ্ট্রীদুগ্ধেন নারীণাং রক্তগুল্মং বিনাশয়েৎ।
হৃদ্রোগং গ্রহণীং শূলং ক্রিমীনর্শাংসি নাশয়েৎ। ৪৩—৪৮ ॥

যোগরাজগুগ্গুলুঃ—

নাগরং পিপ্পলী চব্যং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ।
ভৃষ্টহিঙ্গ্বজমোদা চ সর্ষপা জীরকদ্বয়ম্ ॥
রেণুকেন্দ্রযবা পাঠা বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলী।
কটুকাতিবিষা ভার্গী বচা মূর্ব্বেতিভাগতঃ ॥
প্রত্যেকং শাণিকানি স্যুর্দ্রব্যাণীমানি বিংশতিঃ।
দ্রব্যেভ্যঃ সকলেভ্যশ্চ ত্রিফলা দ্বিগুণা ভবেৎ ॥
এভিশ্চূর্ণীকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ সমো দেয়শ্চ গুগ্গুলুঃ।
একপিণ্ডং ততঃ কৃত্বা ধারয়েদ্ ঘৃতভাজনে ॥

মিশ্রিত করতঃ ছোলঙ্গলেবুর রসদ্বারা গুটিকা প্রস্তুত করিবে। গুল্মনাশক এই গুড়িকা ঘৃত, দুগ্ধ, মদ্য, অম্ল ও উষ্ণ জল সহ সেবন করিবে। ইহা মদ্য সহ সেবন করিলে বাতজ গুল্ম, দুগ্ধসহ সেবন করিলে পিত্তজ গুল্ম, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে কফগুল্ম, দশমূলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ (বায়ু পিত্ত ও কফ) গুল্ম, উষ্ট্র দুগ্ধসহ সেবন করিলে স্ত্রীদিগের রক্তগুল্ম প্রশমিত হয়। ইহা ব্যতীত ইহাদ্বারা হৃদ্রোগ, গ্রহণী, শূল, অর্শঃ ও ক্রিমিও প্রশমিত হয় ॥ ৪৩—৪৮ ॥

শুঁঠ, পিপুল, চই, পিপুলমূল, চিতা, ভৃষ্টহিঙ্গু, বনযমানী, সর্ষপ, জীরকদ্বয়, রেণুকা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, কটুকী, আতিষ, বামনহাটী, বচ ও মূর্ব্বা (মুচীমুখী), ইহারা প্রত্যেকে শাণ পরিমাণ, হরীতকী ইহাদের সমুদয়ের দ্বিগুণ এবং সমুদয় চূর্ণের তুল্য পরিমাণ গুগ্গুলু লইয়া একত্র উত্তমরূপ মিশ্রিত করতঃ একটী পিণ্ড প্রস্তুত করিবে এবং ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। অনন্তর শাণ পরিমাণ

গুটিকাঃ শাণমাত্রাস্তু কৃত্বা গ্রাহ্যা যথোচিতম্ ।
গুগ্গুলুর্যোগরাজোঽয়ম্ ত্রিদোষঘ্নো রসায়নঃ ॥
মৈথুনাহারপানানাং ত্যাগো নৈবাত্র বিদ্যতে ।
সর্ব্বান্ বাতাময়ান্ কুষ্ঠমর্শাংসি গ্রহণীগদঃ
প্রমেহং বাতরক্তঞ্চ নাভিশূলং ভগন্দরম্ ।
উদাবর্ত্তং ক্ষয়ং গুল্মমপস্মারমুরোগ্রহম্ ॥
মন্দাগ্নিং শ্বাসকাসঞ্চ নাশয়েদরুচিস্তথা ।
রেতোদোষহরং পুংসাং রজোদোষহরং স্ত্রিয়াম্ ॥
পুংসামপত্যজনকো বালানাং গর্ভদস্তথা ।
রাস্নাদিক্বাথসংযুক্তো বিবিধং হন্তি মারুতম্ ॥
কাকোল্যাদিযুতঃ পিত্তং কফমারগ্বধাদিনা ।
দার্ব্বীশৃতেন মেহাংশ্চ গোমূত্রেণৈব পাণ্ডুতাম্ ॥
মেদোবৃদ্ধিঞ্চ মধুনা কুষ্ঠং নিম্বশৃতেন চ ।
ছিন্নাক্বাথেন বাতাস্রং শোথং মূলকজাৎ শৃতাৎ ॥
পাটলাক্বাথসহিতো বিষং মূষকজং জয়েৎ ।
ত্রিফলাক্বাথসহিতো নেত্রার্ত্তিং হন্তি দারুণাম্ ।
পুনর্নবাদিক্বাথেন হন্যাৎ সর্ব্বোদরাণ্যপি ॥ ৪৯—৬০ ॥

গুটিকা প্রস্তুত করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এই যোগরাজ গুগ্গুলু সেবন করিয়া মৈথুন, আহার ও পানাদি পরিত্যাগ করিবে না, অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ মৈথুন, আহার ও পানাদি করিবে। ইহা ত্রিদোষঘ্ন ও রসায়ন। ইহা সর্ব্ববিধ বাতরোগ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণী, প্রমেহ, বাতরক্ত, নাভিশূল, ভগন্দর, উদাবর্ত্ত, ক্ষয়, গুল্ম, অপস্মার, উরোগ্রহ, মন্দাগ্নি, শ্বাস, কাস, অরুচি, পুরুষের রেতোদোষ ও স্ত্রীদিগের রজোদোষ নাশক এবং পুরুষের পুত্রোৎপাদন শক্তি, বন্ধ্যাদিগের গর্ভধারণ শক্তিজনক। পরন্তু ইহা রাস্নাদির ক্বাথ সহ সেবন করিলে বিবিধ বাত, কাকোল্যাদির ক্বাথ সহ সেবন করিলে পিত্ত, আরগ্বধাদির ক্বাথ সহ সেবন করিলে কফ, দারুহরিদ্রার ক্বাথ সহ সেবন করিলে মেহ, গোমূত্র সহ সেবন করিলে পাণ্ডু, মধুর সহিত সেবন করিলে মেদোবৃদ্ধি, নিম্বক্বাথের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ, ছিন্নার (গুলঞ্চ) ক্বাথ সহ সেবন করিলে বাতরক্ত, মূলার ক্বাথ সহ সেবন করিলে শোথ, পাটলার (পারুল) ক্বাথসহ সেবন করিলে মূষিকবিষ,

কৈশোরগুগ্‌গুলুঃ—

ত্রিফলায়াস্ত্রয়ঃ প্রস্থাঃ প্রস্থৈকা চামৃতা ভবেৎ।
সঙ্কুদ্য লোহপাত্রেণ সার্দ্ধদ্রোণাম্বুনা পচেৎ॥
[illegible] জ্ঞাত্বা গৃহ্নীয়াদ্বস্ত্রগালিতম্।
ততঃ ক্বাথে ক্ষিপেচ্ছু[illegible] গুগ্‌গুলং প্রস্থসম্মিতম্॥
পুনঃ পচেদয়ঃ পাত্রে দর্ব্ব্যা সংঘর্ষয়েৎ মুহুঃ।
সান্দ্রীভূতং ততো জ্ঞাত্বা গুড়পাকসমাকৃতিম্॥
চূর্ণীকৃত্য ততস্তত্র দ্রব্যাণীমানি প্রক্ষিপেৎ।
ত্রিফলা দ্বিপলা জ্ঞেয়া গুডূচী পলিকা মতা॥
ষড়ক্ষং ত্র্যূষণং প্রোক্তং বিড়ঙ্গানাং পলার্দ্ধকম্।
দন্তী কর্ষমিতা কার্য্যা ত্রিবৃৎ কর্ষমিতা তথা॥
ততঃ পিণ্ডীকৃতং সর্ব্বং ঘৃতপাত্রে বিনিক্ষিপেৎ।
গুটিকাং শাণমাত্রেণ যুঞ্জ্যাদ্দোষর্ত্ত্বপেক্ষয়া॥
অনুপানং ভিষগ্ দদ্যাৎ কোষ্ণং নীরং পয়োথবা।
মঞ্জিষ্ঠাদিশৃতং বাপিযুক্তিযুক্তং ততঃ পরম্॥
জয়েৎ সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি বাতরক্তং ত্রিদোষজম্।

ত্রিফলার ক্বাথ সহ সেবন করিলে দারুণনেত্রপীড়া এবং পুর্নবার ক্বাথ সহিত সেবন করিলে উদররোগ প্রশমিত হয়॥ ৪৯—৬০॥

ত্রিফলা ৩ প্রস্থ ও গুলঞ্চ ১ প্রস্থ, উত্তমরূপ কুট্টিত করিয়া লৌহপাত্রে অর্দ্ধ দ্রোণ জলসহ সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে। পরে উহাতে ১ প্রস্থ শোধিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং দর্ব্বীদ্বারা পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষণ করিবে। অনন্তর উহা গুড়পাকের ন্যায় ঘন হইলে উহাতে নিম্নোক্ত ঔষধ সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। যথা—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেকে দুই পল, গুলঞ্চ এক পল, ত্র্যূষণ (মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ) ষড়ক্ষ (১২ তোলা), বিড়ঙ্গ অর্দ্ধ পল, দন্তী এক কর্ষ ও ত্রিবৃৎ (তেউড়ী) এক কর্ষ, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ পিণ্ডাকার করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে এবং দোষ, ঋতু ও কালাদি বিবেচনা করিয়া শাণ মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান ঈষদুষ্ণ জল, দুগ্ধ কিম্বা মঞ্জিষ্ঠাদির ক্বাথ যুক্তি পূর্ব্বক প্রদান করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠ, ত্রিদোষজ বাতরক্ত,

সর্ব্বব্রণানি গুল্মাংশ্চ প্রমেহপিড়কাস্তথা ॥
প্রমেহোদরমন্দাগ্নিং কাসং শ্বয়থুপাণ্ডুতাম্।
নিহন্তি চাময়ান্ সর্ব্বাননুপযুক্তো রসায়নঃ ॥
কৈশোরকাভিধানোঽয়ং গুগ্গুলুঃ কান্তিকারকঃ।
বাসাদিনা নেত্রগদান্ গুল্মাদীন্ বরুণাদিনা।
ক্বাথেন খদিরস্যাপি ব্রণকুষ্ঠানি নাশয়েৎ।
অম্লং তীক্ষ্ণমজীর্ণঞ্চ ব্যায়ামং শ্রমমাতপম্।
মদ্যং রোষং ত্যজেৎ সম্যগ্গুণার্থী পুরসেবকঃ ॥ ৬১—৭১ ॥

ত্রিফলাগুগ্গুলুঃ—

ত্রিপলং ত্রিফলাচূর্ণং কৃষ্ণাচূর্ণং পলোন্মিতম্।
গুগ্গুলুং পঞ্চপলিকং ক্ষোদয়েৎ সর্ব্বমেকতঃ ॥
ততস্তু বটিকাং কৃত্বা যুঞ্জ্যাদ্বহ্ন্যাদ্যপেক্ষয়া।
ভগন্দরং গুল্মশোথাবর্শাংসি চ বিনাশয়েৎ ॥ ৭২। ৭৩ ॥

গোক্ষুরাদিগুগ্গুলুঃ—

অষ্টাবিংশতিসঙ্খ্যানি পলান্যানীয় গোক্ষুরাঃ।
বিপচেৎ ষড়্গুণে নীরে ক্বাথো গ্রাহ্যোঽর্দ্ধশেষিতঃ ॥
ততঃ পুনঃ পচেৎ তত্র পুরং সপ্তপলং ক্ষিপেৎ।

সকল প্রকার ব্রণ, গুল্ম, প্রমেহপিড়কা, প্রমেহ, উদর, মন্দাগ্নি, কাস, শ্বয়থু, পাণ্ডু এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগই প্রশমিত হয়। উক্ত কৈশোরগুগ্গুলু রসায়ন ও কান্তিজনক। ইহা বাসাদির ক্বাথসহ সেবন করিলে নেত্ররোগ, বরুণাদির ক্বাথসহ সেবন করিলে গুল্মাদিরোগ এবং খদিরের ক্বাথসহ সেবন করিলে ব্রণ ও কুষ্ঠাদিরোগের নিবৃত্তি হয়। উক্ত গুগ্গুলু সেবী ব্যক্তি ইহার সম্যক্ গুণ পাইতে ইচ্ছা করিলে অম্ল, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও অজীর্ণকর দ্রব্য, ব্যায়াম, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবন, মদ্যপান ও ক্রোধ অবশ্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ৬১—৭১ ॥

ত্রিফলাচূর্ণ ৩ পল, পিপুল চূর্ণ ১ পল ও গুগ্গুলু ৫ পল, একত্র পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং পরিপাক শক্তি বিবেচনা করিয়া উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা ভগন্দর, গুল্ম, শোথ ও সকল প্রকার অর্শঃ বিনষ্ট হয় ॥৭২।৭৩॥

গোক্ষুর ২৮ অষ্টাবিংশতি পল, ছয়গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর উহাতে ৭ পল পুর (গুগ্গুলু) মিশ্রিত করিয়া

গুড়পাকসমাকারং কৃত্বা তত্র বিনিক্ষিপেৎ ॥
ত্রিকটুত্রিফলামুস্তং চূর্ণিতং পলসপ্তকম্ ।
ততঃ পিণ্ডিকৃতস্যাস্য গুটিকা মুখযোজিতা ॥
[illegible] প্রমেহং কৃচ্ছ্রঞ্চ প্রদরং মূত্রঘাতকম্ ।
বাতাস্রং বাতরোগাংশ্চ শুক্রদোষং তথাশ্মরীম্ ॥ ৭৪—৭৭ ॥

ত্রিফলামোদকঃ—

ত্রিফলাষ্টপলা কার্য্যা ভল্লাতানাং চতুষ্পলম্ ।
বাকুচী পঞ্চপলিকা বিড়ঙ্গানাং চতুষ্পলম্ ॥
হতলৌহং ত্রিবৃচ্চৈব গুগ্‌গুলুশ্চ শিলাজতু ।
একৈকং পলমাত্রং স্যাৎ পলার্দ্ধং পৌষ্করং ভবেৎ ॥
চিত্রকস্য পলার্দ্ধং স্যাদ্দ্বিশাণং মরিচং ভবেৎ ।
নাগরং পিপ্পলী মুস্তং ত্বগেলাপত্রকুঙ্কুমম্ ॥
শাণোন্মিতং স্যাদেকৈকং চূর্ণয়েৎ সর্ব্বমেকতঃ ।
ততস্তৎ প্রক্ষিপেচ্চূর্ণং পক্বখণ্ডে চ তৎসমে ॥
মোদকান্ পলিকান্ কৃত্বা প্রযুঞ্জীত যথোচিতম্ ।
হন্যাৎ সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি ত্রিদোষপ্রভবাময়ান্ ॥
ভগন্দরপ্লীহগুল্মান্ জিহ্বাতালুগলাময়ান্ ।

পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং গুড়পাকের ন্যায় ঘন হইলে তাহাতে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও মুতা চূর্ণ ৭ পল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহাদ্বারা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রদর, মূত্রাঘাত, বাতরক্ত, বাতরোগ, শুক্রদোষ ও অশ্মরী প্রশমিত হয় ॥ ৭৪—৭৭ ॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ৮ পল, ভল্লাতক ৪ পল, সোমরাজ ৫ পল, বিড়ঙ্গ ৪ পল এবং লৌহভস্ম, ত্রিবৃৎ, গুগ্‌গুলু ও শিলাজতু প্রত্যেকে এক এক পল, পুষ্কর অর্দ্ধ পল, চিতা অর্দ্ধ পল, মরিচ ২ শাণ, শুঁঠ, পিপুল, মুতা, দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র ও কুঙ্কুম, ইহারা প্রত্যেকে এক এক শাণ, সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সমষ্টির সমান পক্বখণ্ডে প্রক্ষেপ দিয়া পল পরিমিত মোদক প্রস্তুত করতঃ যথোপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ, ত্রিদোষজ ব্যাধিসমূহ, ভগন্দর, প্লীহা, গুল্ম এবং জিহ্বা, তালু ও

শিরোঽক্ষিপ্রগতান্ রোগান্ মন্যাপৃষ্ঠগতানপি ॥
প্রাগ্‌ভোজনস্য দেয়ং স্যাদধঃকায়স্থিতে গদে।
ভেষজং ভক্তমধ্যে চ রোগে জঠরসংস্থিতে।
ভোজনস্যোপরি গ্রাহ্যমূর্দ্ধজত্রুগদেষু চ॥ ৭৮—৮৪॥

কাঞ্চনারগুগ্‌গুলুঃ

কাঞ্চনারত্বচো গ্রাহ্যং পলানাং দশকং বুধৈঃ।
ত্রিফলা ষট্‌পলা গ্রাহ্যা ত্রিকটু স্যাৎ পলত্রয়ম্ ॥
পলৈকো বরুণঃ কার্য্য এলাত্বকৃপত্রকস্তথা।
একৈকং কর্ষমাত্রং স্যাৎ সর্ব্বাণ্যেকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
যাবচ্চূর্ণমিদং সর্ব্বং তাবন্মাত্রস্তু গুগ্‌গুলুঃ।
সংক্ষুদ্য সর্ব্বমেকত্র পিণ্ডং কৃত্বা চ ধারয়েৎ।
গুটিকাঃ শাণিকাঃ কৃত্বা প্রাতর্গ্রাহ্যা যথোচিতা ॥
গণ্ডমালাং জয়ত্যুগ্রামপচীমর্ব্বুদানি চ।
গ্রন্থীন্ ব্রণানি গুল্মাংশ্চ কুষ্ঠানি চ ভগন্দরম্ ॥
প্রদেয়শ্চানুপানার্থং ক্বাথো মুণ্ডিতিকাভবঃ।
ক্বাথং খদিরসারস্য পথ্যাক্বাথোঽথোষ্ণোদকম্ ॥ ৮৫—৮৯ ॥

মাষাদিগোদকঃ—

নিস্তুষং মাষচূর্ণং স্যাৎ তথা গোধূমসম্ভবম্।

গলরোগ, শিরঃ, চক্ষুঃ, মন্যা ও পৃষ্ঠগতরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়। অধঃকায়স্থিত রোগে ভোজনের পূর্ব্বে, জঠরগত রোগে ভক্তের সহিত এবং ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে আহারান্তে উক্ত ঔষধ সেবন করা বিধেয় ॥ ৭৮—৮৪ ॥

কাঞ্চনার ত্বক্ ১০ পল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ৬ পল, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ ৩ পল, বরুণ ১ পল, ছোটএলাচ, দারুচিনি ও তেজপত্র ইহারা প্রত্যেকে এক এক কর্ষ এবং সমষ্টি চূর্ণের সমান গুগ্‌গুলু গ্রহণ করতঃ একত্র পিণ্ডাকার করিয়া শাণমাত্রা গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রাতঃকালে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাদ্বারা উগ্র গণ্ডমালা, অপচী, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, ব্রণ, গুল্ম, কুষ্ঠ ও ভগন্দর বিনষ্ট হয়। অনুপান মুণ্ডিতিকার (মুণ্ডিরী) ক্বাথ, খদিরসারের ক্বাথ ও হরীতকীর ক্বাথ এবং উষ্ণোদক ॥ ৮৫—৮৯ ॥

নিস্তুষমাষ চূর্ণ, নিস্তুষ গোধূমচূর্ণ, নিস্তুষ যবচূর্ণ, শালিতণ্ডুলের চূর্ণ ও পিপুল

নিস্তুষং যবচূর্ণঞ্চ শালিতণ্ডুলজন্তথা ॥
সূক্ষ্মঞ্চ পিপ্পলীচূর্ণং পলিকান্যুপকল্পয়েৎ।
এতদেকীকৃতং সর্ব্বং ভর্জ্জয়েদ্গোঘৃতেন চ ॥
অর্দ্ধমাত্রেণ সর্ব্বেভ্যস্ততঃ খণ্ডসমং ক্ষিপেৎ।
জলঞ্চ দ্বিগুণং দত্ত্বা পাচয়েৎ তৎ শনৈঃ শনৈঃ ॥
ততঃ পক্বং সমুদ্ধৃত্য মোদকঞ্চ পলোন্মিতম্।
কুর্য্যাৎ সায়ঞ্চ তং ভুক্ত্বা পিবেৎ ক্ষীরং চতুর্গুণম্ ॥
বর্জ্জনীয়ৌ বিশেষেণ ক্ষারাম্লৌ দ্বৌ রসাবপি।
কৃত্বৈবং রময়েন্নারীর্বহ্বী নক্ষীয়তে নরঃ ॥ ৯০—৯৪ ॥

ইতি শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

চূর্ণ প্রত্যেকে এক এক পল একত্র গ্রহণ করতঃ সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধাংশ গব্যঘৃতের সহিত ভাজিয়া লইবে। অনন্তর সমস্ত চূর্ণের তুল্য খণ্ড এবং দ্বিগুণ জল উহার সহিত মিশ্রিত করতঃ শনৈঃ শনৈঃ পাক করিবে। সম্যক্ রূপ পাক হইলে পল পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা সায়ংকালে সেবন করিয়া পরে চতুর্গুণ দুগ্ধ পান করিবে। উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া ক্ষার ও অম্লরস অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ নিয়মে ঔষধ সেবন করিয়া স্ত্রীসংসর্গ করিলে শরীরক্ষীণ হয় না ॥ ৯০—৯৪ ॥

শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

—০—

লেহকল্পনা—

ক্বাথাদীনাং পুনঃ পাকাৎ ঘনত্বং সা রসক্রিয়া।
সোঽবলেহশ্চ লেহঃ স্যাৎ তন্মাত্রা স্যাৎ পলোন্মিতা ॥

ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘন করিলে তাহাকে রসক্রিয়া, অবলেহ ও লেহ বলা যায়। ইহা সেবনের মাত্রা এক পল। অবলেহ সুপক্ক হইলে টানিলে সূতার ন্যায় হয়, জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় এবং স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়, অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে উহাতে চিহ্ন পতিত হয় এবং গন্ধ, বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সিতা চতুর্গুণা কার্য্যা চূর্ণাচ্চ দ্বিগুণো গুড়ঃ।
দ্রবং চতুর্গুণং দদ্যাদিতি সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ॥
সুপক্কে তন্তুমত্ত্বং স্যাদবলেহেহপ্সু মজ্জনম্।
স্থিরত্বং পীড়িতে মুদ্রাং গন্ধবর্ণরসোদ্ভবঃ॥
দুগ্ধমিক্ষুরসং যূষং পঞ্চমূলকষায়কম্।
বাসাক্কাথং যথাযোগ্যমনুপানং প্রশস্যতে॥ ১—৪॥

কণ্টকার্য্যাদিলেহঃ—

কণ্টকারীতুলাং নীরদ্রোণে পক্ত্বা কষায়কম্।
পাদশেষং গৃহীত্বা চ তস্মিংশ্চূর্ণানি দাপয়েৎ॥
পৃথক্ পলাংশান্যেতানি গুড়ূচীচব্যচিত্রকাঃ।
মুস্তং কর্কটশৃঙ্গী চ ত্র্যূষণং ধন্বযাসকম্॥
ভার্গী রাস্না শটী চৈব শর্করা পলবিংশতিঃ।
প্রত্যেকঞ্চ পলান্যষ্টৌ প্রদদ্যাদ্ ঘৃততৈলয়োঃ॥
পক্ত্বা লেহত্বমানীয় শীতে মধুপলাষ্টকম্।
চতুষ্পলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পলীনাং চতুষ্পলম্॥
ক্ষিপ্ত্বা নিদধ্যাৎ সুদৃঢ়ে মৃণ্ময়ে ভাজনে শুভে।
লেহোহয়ং হন্তি হিক্কার্ত্তিশ্বাসকাসানশেষতঃ॥ ৫—৯॥

অবলেহ পাক করিতে যে পরিমাণ চূর্ণ ঔষধ প্রদান করা যায়, তাহার চতুর্গুণ চিনি, দ্বিগুণ গুড় এবং চতুর্গুণ দ্রবপদার্থ প্রদান করিবে। এরূপ নিয়ম সর্ব্বত্রই জানিবে।

লেহ সেবন করিয়া যথোপযুক্ত দুগ্ধ, ইক্ষুরস, যূষ, পঞ্চমূলের কষায় ও বাসাক্কাথ অনুপান করিবে॥ ১—৪॥

কণ্টকারী ।২॥০ সের, এক দ্রোণ অর্থাৎ ৬৪ সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অর্থাৎ ।৬ সের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে এবং উহাতে গুলঞ্চ, চই, চিতা, মুতা, কাকৃড়াশৃঙ্গী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দুরালভা, বামনহাটী, রাস্না ও শটী চূর্ণ প্রত্যেকে এক এক পল এবং চিনি ২০পল, ঘৃত ও তৈল প্রত্যেকে ৮ পল মিশ্রিত করতঃ লেহবৎ হওয়া পর্য্যন্ত পাক করিবে এবং শীতল হইলে তাহাতে মধু ৮ পল, বংশলোচন ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেকে ৪ পল মিশ্রিত করিয়া উত্তম সুদৃঢ় মৃৎপাত্র রাখিয়া দিবে। ইহা সেবন করিলে অশেষ প্রকার হিক্কা, শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয়॥ ৫—৯॥

চ্যবনপ্রাশাবলেহঃ—

পাটলারণিকাশ্মর্য্যবিল্বারলুকগোক্ষুরাঃ।
পর্ণ্যৌ বৃহত্যৌ পিপ্পল্যঃ শৃঙ্গী দ্রাক্ষামৃতাভয়া ॥
[illegible]ম্যামলী বাসা ঋদ্ধি জীবন্তিকা শটী।
জীবকর্ষ[illegible] মুস্ত[illegible] পৌষ্করং কাকনাসিকা ॥
মুদ্গাপর্ণী মাষপর্ণী বিদারী চ পুনর্নবা।
কাকোল্যৌ কমলং মেদে সূক্ষ্মৈলাগুরুচন্দনম্ ॥
একৈকং পলসম্মানং স্থূলচূর্ণিতমৌষধম্।
একীকৃত্য মহৎপাত্রে পঞ্চামলশতানি চ ॥
পচেদ্ দ্রোণজলং ক্ষিপ্ত্বা গ্রাহ্যমষ্টাবশেষিতম্।
ততস্তু তান্যামলানি নিষ্কুলীকৃত্য বাসসা ॥
দৃঢ়হস্তেন সংপীড্য ক্ষিপ্ত্বা তত্র ততো ঘৃতম্।
পলসপ্তমিতং তানি কিঞ্চিদ্ ভৃষ্ট্বাল্পবহ্নিনা ॥
ততস্তত্র ক্ষিপেৎ ক্বাথং খণ্ডপঞ্চার্দ্ধতুলোন্মিতম্।
লেহবৎসাধয়িত্বা চ চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ ॥
পিপ্পলী দ্বিপলা দেয়া তুগাক্ষীরী চতুষ্পলা।
প্রত্যেকং চ ত্রিশাণং স্যাৎ ত্বগেলাপত্রকেশরম্ ॥

পারুল, গণিয়ারী, গাম্ভারী, বিল্ব, ও শোনাছাল, গোক্ষুর, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী, পিপুল, কাকড়াশৃঙ্গী, কিস্‌মিস্, গুলঞ্চ, হরীতকী, রেড়েলা, ভুইআমলকী, বাসক, ঋদ্ধি, জীবন্তী, শটী, জীবক, ঋষভক, মুতা, পুষ্কর, কাকনাসিকা, মুদ্গাপর্ণী, মাষপর্ণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পুনর্নবা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কমল, মেদা, মহামেদা, ছোটএলাচ ও অগুরুচন্দন, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক পল গ্রহণ করতঃ উত্তমরূপ কুট্টিত করিয়া লইয়া ৬৪ সের জল তৎসহ ৫০০ শত সরস সুপক্ক আমলকী বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া উহাতে ঝুলাইয়া দিয়া পাক করিবে, এবং ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। অনন্তর উক্ত আমলকীর আঁঠি ফেলিয়া দিয়া উত্তমরূপ চট্‌কাইয়া ৭ পল ঘৃতে মৃদু অগ্নিতে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে উহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ এবং ৫০ পল চিনি মিশ্রিত করতঃ লেহবৎ হওয়া পর্য্যন্ত পাক করিবে এবং পিপুল ২পল, বংশলোচন ৪ পল, দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র, নাগকেশর, প্রত্যেকে ৩ শাণ প্রক্ষেপ

ততস্ত্বেকীকৃতে তস্মিন্ ক্ষিপেৎ ক্ষৌদ্রঞ্চ ষট্পলম্।
ইত্যেতচ্চ্যবনপ্রোক্তং চ্যবনপ্রাশসংজ্ঞিতম্॥
লেহং বহ্নিবলং দৃষ্ট্বা খাদেৎ ক্ষীণো রসায়নম্।
বালবৃদ্ধাঃ ক্ষতক্ষীণা নারীক্ষীণাশ্চ শোষিণঃ॥
হৃদ্রোগিণঃ স্বরক্ষীণাঃ যে নরাস্তেষু যুজ্যতে।
কাসং শ্বাসং পিপাসাঞ্চ বাতাস্রমুরসো গ্রহম্॥
বাতং পিত্তং শুক্রদোষং মূত্রদোষঞ্চ নাশয়েৎ।
মেধাং স্মৃতিং স্ত্রীষু হর্ষং কান্তিং বর্ণপ্রসন্নতাম্।
অস্য প্রয়োগাদাপ্নোতি নরো জীর্ণবিবর্জ্জিতঃ॥ ১০—২১॥

কুষ্মাণ্ডকাবলেহঃ—*

নিষ্কুলীকৃতকুষ্মাণ্ডখণ্ডাৎ পলশতং পচেৎ।
নিক্ষিপ্য দ্বিগুণং নীরমর্দ্ধশিষ্টঞ্চ গৃহ্যতে॥
তানি কুষ্মাণ্ডখণ্ডানি পীড়য়েদ্ দৃঢ়বাসসা।
আতপে শোষয়েৎ কিঞ্চিচ্ছূলাগ্রৈর্বহুশো ব্যধেৎ॥
ক্ষিপ্ত্বা তাম্রকটাহে চ দদ্যাদষ্টপলং ঘৃতম্।
তেন কিঞ্চিদ্ভর্জ্জয়িত্বা পূর্ব্বোক্তঞ্চ জলং ক্ষিপেৎ॥

করিয়া উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। সমস্ত উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে পুনর্ব্বার ৬ ছয় পল মধু মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম চ্যবনপ্রাশ। ইহা চ্যবনমুনি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

ক্ষীণব্যক্তি এই রসায়ন অগ্নির বলাবল বিবেচনা করিয়া সেবন করিবে। ইহা বালক, বৃদ্ধ, ক্ষতক্ষীণানারী, ক্ষীণ, শোষী, হৃদ্রোগী ও ক্ষীণস্বর ব্যক্তি-দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহাদ্বারা কাস, শ্বাস, পিপাসা, বাতরক্ত উরঃগ্রহ, বায়ু, পিত্ত, শুক্রদোষ, মূত্রদোষ, প্রশমিত হয়, এবং মেধা, স্মৃতি, স্ত্রীতে হর্ষ, শরীরের কান্তি, বর্ণপরিস্কার হয়, বিশেষতঃ ইহাদ্বারা মনুষ্যের জরা নষ্ট হইয়া থাকে॥ ১০—২১॥

ত্বক, বীজাদিরহিত খণ্ডীকৃত কুষ্মাণ্ড ১০০ শত পল, দ্বিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উহা (খণ্ডীকৃত কুষ্মাণ্ড) দৃঢ় বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিবে এবং শূলাগ্র বংশশলাকাদ্বারা বহুবার বিদ্ধ করিয়া তাম্রপাত্রে আটপল ঘৃতে কিঞ্চিৎ ভাজিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত কুষ্মাণ্ড সিদ্ধ জল এবং

খণ্ডাৎ পলশতং দত্ত্বা সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ।
সুপক্বে পিপ্পলীশুণ্ঠীজীরাণাং দ্বে পলে পৃথক্॥
পৃথক্ পলার্দ্ধং ধান্যাকপত্রৈলামরিচং ত্বচম্।
ক্ষিপেৎ তত্র ঘৃতার্দ্ধং ক্ষৌদ্রমাবপেৎ॥
খাদেদগ্নিবলং দৃষ্ট্বা রক্তপিত্তী জ্বরী ক্ষয়ী।
শোষতৃষ্ণাতমশ্ছর্দ্দিকাসশ্বাসক্ষতাতুরঃ॥
কুষ্মাণ্ডকাবলেহোঽয়ং বালবৃদ্ধেষু যুজ্যতে।
উরঃসন্ধানকৃৎ বৃষ্যো বৃংহণো বলকৃন্মতঃ॥ ২২—২৮॥

খণ্ডশূরণাবলেহঃ—

যুক্ত্যা কুষ্মাণ্ডখণ্ডস্য শূরণং বিপচেৎ সুধীঃ।
অর্শসাং মূঢ়বাতানাং মন্দাগ্নিনাঞ্চ যুজ্যতে॥ ২৯॥

অগস্ত্যহরীতকী—

দশমূলীং স্বয়ংগুপ্তাং শঙ্খপুষ্পীং শটীং বলাম্।
হস্তিপিপ্পল্যপামার্গপিপ্পলীমূলচিত্রকান্॥
ভার্গীং পুষ্করমূলঞ্চ দ্বিপলাংশং যবাঢ়কম্।
হরীতকীশতং চৈকং জলে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ॥

১০০ শত পল খণ্ড সহিত পাক করিবে। সুপক্ক হইলে পিপুল, শুঁঠ ও জীরা প্রত্যেকে ২ পল, ধনে, তেজপাত, ছোটএলাচ, মরিচ ও দারুচিনি চূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধপল প্রক্ষেপ করিবে এবং শীতল হইলে উহাতে ৪ পল মধু মিশ্রিত করিবে। এই কুষ্মাণ্ডকাবলেহ অগ্নি বলানুসারে রক্তপিত্ত, জ্বর ও ক্ষয়গ্রস্ত ব্যক্তিকে এবং বালক বৃদ্ধদিগকেও সেবন করিতে দিবে। ইহা ব্যতীত শোষ, তৃষ্ণা, মোহ, ছর্দ্দি, কাস, শ্বাস, ক্ষত রোগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা উরঃসন্ধানকর, বৃষ্য, বৃংহণ ও বলকারক॥ ২২—২৮॥

কুষ্মাণ্ডখণ্ডের যুক্তি অনুসারে শূরণ পাক করিয়া সেবন করিলে ও অর্শঃ, মূঢ়বাত ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়॥ ২৯॥

দশমূল, শুকশিম্বী, শঙ্খপুষ্পী, শঠী, বেড়েলা, গজপিপুল, অপামার্গ, পিপ্পলী-মূল, চিতা, ভার্গী (বামুনহাটী) ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড় ব্যবহৃত হয়), ইহারা প্রত্যেকে ২ দুই পল, যব ১ এক আঢ়ক (৮ আটসের) এবং উৎকৃষ্ট হরীতকী একশত, এই সমস্ত দ্রব্য পাঁচ আঢ়ক (দ্বৈগুণ্য হেতু অশীতি ৮০ সের) জলে সিদ্ধ

যবৈঃ স্বিন্নৈঃ কষায়ং তং পূতং তচ্চাভয়াশতম্।
পচেৎ গুড়তুলাং দত্ত্বা কুড়বঞ্চ পৃথক্ ঘৃতাৎ॥
তৈলাৎ সপিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধশীতে চ মাক্ষিকাৎ।
লিহ্যাৎ দ্বে চাভয়ে নিত্যমতঃ খাদেৎ রসায়নম্।
তদ্বলীপলিতং হন্যাৎ বলায়ুর্বর্ণবর্দ্ধনম্
পঞ্চকাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাং সবিষমজ্বরান্॥
হন্যাৎ তথা গ্রহণ্যর্শোহৃদ্রোগারুচিপীনসান্।
অগস্ত্যবিহিতং ধন্যমিদং শ্রেষ্ঠং রসায়নম্॥ ৩০—৩৫॥

কুটজাবলেহঃ—

কুটজত্বক্তুলাং দ্রোণে জলস্য বিপচেৎ সুধীঃ।
কষায়ং পাদশেষঞ্চ গৃহ্নীয়াৎ বস্ত্রগালিতম্॥
ত্রিংশৎপলং গুড়স্যাত্র দত্ত্বা চ বিপচেৎ পুনঃ।

করিয়া যবগুলি স্বিন্ন হইলে এবং চতুর্ভাগ (বিংশ ২০ সের) অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে এবং হরীতকীগুলি বংশশলাকা দ্বারা উত্তমরূপ ছিদ্র করিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিবে। অনন্তর প্রত্যেকে কুড়ব পরিমাণ (দ্বৈগুণ্য হেতু প্রত্যেকে ৮ আটপল) ঘৃত ও তৈলের সহিত উক্ত হরীতকী ভাজিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বাথে তুলা পরিমিত (।২॥০ সাড়েবার সের) গুড় মিশ্রিত করতঃ লেহবৎ হওয়া পর্য্যন্ত একত্র পাক করিবে। অবতরণ সময়ে কুড়ব পরিমিত পিপুল চূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করিবে এবং শীতল হইলে কুড়ব পরিমাণ মাক্ষিক অর্থাৎ মধু মিশ্রিত করিয়া কোন উৎকৃষ্ট পাত্রে রাখিয়া দিবে। উক্ত রসায়ন হইতে প্রতি দিবস হরীতকী ২ দুইটী এবং লেহ দুই তোলা সেবন করিবে। ইহা বলীপলিত নাশক, বর্ণ, আয়ুঃ ও বলবর্দ্ধক এবং পঞ্চবিধ কাস, ক্ষয়, শ্বাস, হিক্কা, বিষমজ্বর, গ্রহণী, অর্শঃ, হৃদ্রোগ, অরুচি ও পীনস প্রভৃতি রোগনাশক। ইহা অগস্ত্য বিহিত এবং ধন্য ও শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

এস্থলে জানা আবশ্যক যে পূর্ব্বোক্ত যব এবং হরীতকী সমূহ বস্ত্রের পুঁটলি করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে॥ ৩০—৩৫॥

কুটজছাল ১০০ পল, ৬৪ সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ অর্থাৎ ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে। অনন্তর তাহাতে ৩০ পল গুড় মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘন হইলে নিম্নোক্ত চূর্ণ সকল

সান্দ্রত্বমাগতং দৃষ্ট্বা চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ ॥
রসাঞ্জনং মোচরসং ত্রিকটুং ত্রিফলাং তথা।
লজ্জালুং চিত্রকং পাঠাং বিল্বমিন্দ্রযবং বচাম্ ॥
প্রতিবিষাং বিড়ঙ্গানি চ বালকম্।
প্রত্যেকং পলসম্মানিং ঘৃতস্য কুড়বন্তথা ॥
সিদ্ধশীতে ততো দদ্যাম্মধুনঃ কুড়বন্তথা।
জয়েদেষোঽবলেহস্ত সর্ব্বাণ্যর্শাংসি বেগতঃ ॥
দুর্নামপ্রভবান্ রোগানতীসারমরোচকম্।
গ্রহণীং পাণ্ডুরোগঞ্চ রক্তপিত্তঞ্চ কামলাম্ ॥
অম্লপিত্তং তথা শোথং কার্শ্যঞ্চৈব প্রবাহিকাম্।
অনুপানে প্রয়োক্তব্যমাজং তক্রং পয়ো দধি।
ঘৃতং জলং বা জীর্ণে চ পথ্যভোজী ভবেন্নরঃ॥ ৩৬। ৪২ ॥

কুটজাষ্টকাবলেহঃ—

কুটজত্বক্তুলামর্দ্ধং দ্রোণনীরে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষং শৃতং নীত্বা চূর্ণান্যেতানি দাপয়েৎ ॥
লজ্জালুর্ধাতকী বিল্বং পাঠা মোচরসস্তথা।
মুস্তং প্রতিবিষা চৈব প্রত্যেকং স্যাৎ পলং পলম্ ॥

প্রক্ষেপ করিবে। রসাঞ্জন, মোচরস, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লজ্জালু, চিতা, আকনাদি, বিল্ব, ইন্দ্রযব, বচ, ভল্লাতক, আতিষ, বিড়ঙ্গ ও বালা প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল এবং গব্যঘৃত ১ কুড়ব মিশ্রিত করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে ১ কুড়ব মধু মিশ্রিত করিবে। ইহা পান করিলে সকল প্রকার অর্শঃ, দুর্নামপ্রভব রোগসমূহ, অতীসার, অরুচি, গ্রহণী, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, কামলা, অম্লপিত্ত, শোথ, কৃশতা ও প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ছাগ দুগ্ধ, তক্র, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এবং জল অনুপানে সেবন করিবে এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে পরে রোগী আহার করিবে॥ ৩৬—৪২ ॥

কুটজছাল ৫০ পল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং ঐ কাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘন হইলে নিম্নোক্ত চূর্ণ সকল উহাতে প্রক্ষেপ দিবে। লজ্জালু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আকনাদি, মোচরস, মুতা ও আতিষ প্রত্যেকে এক এক পল। জল, ছাগদুগ্ধ ও অন্নমণ্ড সহ ইহা পান

ততস্তু বিপচেদ্ভূয়ো যাবদ্দর্ব্বীপ্রলেপনম্।
জলেন ছাগদুগ্ধেন পীতো মণ্ডেন বা জয়েৎ ॥
সর্ব্বাতীসারান্ ঘোরাংশ্চ নানাবর্ণান্ সবেদনান্।
অসৃগ্দরং সমস্তঞ্চ সর্ব্বার্শাংসি প্রবাহিকা

ইতি শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

করিবে। ইহাদ্বারা নানাবর্ণ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও কঠিন সর্ব্ববিধ অতীসার, রক্তপ্রদর, সকল প্রকার অর্শঃ ও প্রবাহিকা বিনষ্ট হয়॥ ৪৩—৪৬॥

শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ঘৃতাদিকল্পনা—

কল্কাচ্চতুর্গুণীকৃত্য ঘৃতং বা তৈলমেব চ।
চতুর্গুণে দ্রবে সাধ্যং তস্য মাত্রা পলোন্মিতা ॥
নিক্ষিপ্য ক্বাথয়েত্তোয়ং ক্বাথ্যদ্রব্যাচ্চতুর্গুণম্।
পাদশিষ্টং গৃহীত্বা চ স্নেহস্তেনৈব সাধয়েৎ ॥
চতুর্গুণং মৃদৌ দ্রব্যে কাঠিন্যেঽষ্টগুণং জলম্।
অত্যন্তকঠিনে দ্রব্যে নীরং ষোড়শিকং মতম্ ॥
তথা চ মধ্যমে দ্রব্যে দদ্যাদষ্টগুণং পয়ঃ।
কর্ষাদিতঃ পলং যাবৎ দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলম্ ॥

ঘৃত অথবা তৈল কল্কদ্রব্যের চতুর্গুণ লইয়া (ঘৃত বা তৈলের) চতুর্গুণ জলসহ পাক করিবে। ইহার মাত্রা এক পল।

ক্বাথ্যদ্রব্যের চতুর্গুণ জলদ্বারা ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ অর্থাৎ চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া তদ্দ্বারা স্নেহ পাক করিবে। মৃদু বস্তুতে চতুর্গুণ, কঠিন বস্তুতে অষ্টগুণ এবং অত্যন্ত কঠিন বস্তুতে ষোলগুণ জল দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এবং মধ্যমরূপ দ্রব্যে অষ্টগুণ জল দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে।

কর্ষ হইতে পল পর্য্যন্ত দ্রব্যে ষোড়শ গুণ, পল হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত দ্রব্যে

তদূর্দ্ধং কুড়বং যাবত্তোয়ং চাষ্টগুণং ভবেৎ।
প্রস্থাদিতঃ ক্ষিপেন্নীরং খারী যাবচ্চতুর্গুণম্ ॥
অম্বুক্বাথরসৈর্যত্র পৃথক্ স্নেহস্য সাধনম্।
তত্র দদ্যাচ্চতুর্থং ষষ্ঠমষ্টমম্ ॥
দুগ্ধে দধ্নি রসে তক্রে কল্কো দেয়োঽষ্টমাংশকঃ।
কল্কস্য সম্যক্ পাকার্থং তোয়মত্র চতুর্গুণম্ ॥
দ্রবাণি যত্র স্নেহেষু পঞ্চাদীনি ভবন্তি হি।
তত্র স্নেহসমান্যাহুর্যথাপূর্ব্বং চতুর্গুণম্ ॥
দ্রবেন কেবলেনৈব স্নেহপাকো ভবেদ্ যদি।
তত্রাম্বুপিষ্টঃ কল্কঃ স্যাৎ জলঞ্চাত্র চতুর্গুণম্ ॥
ক্বাথেন কেবলেনৈব পাকো যত্রেরিতঃ ক্বচিৎ।
ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কল্কোঽপি তত্র স্নেহে প্রযুজ্যতে ॥
কল্কহীনস্তু যঃ স্নেহঃ সসাধ্যঃ কেবলে দ্রবে।

অষ্টগুণ এবং প্রস্থ হইতে খারী পর্য্যন্ত দ্রব্যে চতুর্গুণ জলপ্রদান করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে।

যেখানে জল, ক্বাথ ও রসদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ স্নেহ পাক করিতে হয় তথায় কল্কদ্রব্য স্নেহের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টমাংশ লইতে হইবে অর্থাৎ জলদ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে চতুর্থাংশ, ক্বাথদ্বারা পাক করিতে হইলে ষষ্ঠাংশ এবং রসদ্বারা পাক করিতে হইলে অষ্টমাংশ লইতে হইবে।

দুগ্ধ, দধি, রস ও তক্রদ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে কল্ক স্নেহের অষ্টমাংশ এবং কল্কের সম্যক্ পাকের জন্য চতুর্গুণ জল প্রদান করিবে।

স্নেহ যখন পাঁচটী দ্রবদ্বারা পাক করিতে হয় তখন সেই পাঁচটী দ্রবই স্নেহের সমান হইবে, পরন্তু পাঁচটীর ন্যূন হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে চতুর্গুণ দ্রব প্রদান করিবে। যেখানে একটী দ্রববস্তুদ্বারা স্নেহ পাক করিতে হয় তথায় জলদ্বারা কল্ক পেষণ করিয়া লইয়া চতুর্গুণ জলসহ পাক করিবে, আর যেখানে কেবল একটী ক্বাথদ্বারা স্নেহ পাক করিতে হয় তথায় ক্বাথ্য দ্রব্যের কল্ক ও স্নেহে প্রদান করিয়া পাক করিবে। কল্কহীন স্নেহ কেবল দ্রববস্তুদ্বারাই পাক করিবে।

পুষ্পকল্কস্তু যঃ স্নেহস্তত্র তোয়ং-চতুর্গুণম্ ॥
স্নেহাৎ স্নেহাষ্টমাংশশ্চ পুষ্পকল্কঃ প্রযুজ্যতে।
বর্ত্তিবৎ স্নেহকল্কঃ স্যাৎ যদাঙ্গুল্যা বিবর্ত্তিতঃ ॥
শব্দহীনোঽগ্নিনিক্ষিপ্তঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেৎ তদা
যদা ফেনোদ্গমস্তৈলে ফেনশান্তিশ্চ সর্পিষি ॥
গন্ধবর্ণরসোৎপত্তিঃ স্নেহসিদ্ধিস্তদা ভবেৎ।
স্নেহপাকস্ত্রিধা প্রোক্তো মৃদুর্মধ্যঃ খরস্তথা ॥
ঈষৎসরসকল্কস্তু স্নেহপাকো মৃদুর্ভবেৎ।
মধ্যপাকশ্চ সিদ্ধশ্চ কল্কো নীরসকোমলে ॥
ঈষৎকঠিনকল্কশ্চ স্নেহপাকো ভবেৎ খরঃ।
তদূর্দ্ধং দগ্ধপাকঃ স্যাৎ দাহকৃন্নিষ্প্রয়োজনম্ ॥
আমপাকশ্চ নির্বীর্য্যো বহ্নিমান্দ্যকরো গুরুঃ।
নস্যার্থং স্যাৎ মৃদুঃ পাকো মধ্যমঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥
অভ্যঙ্গার্থং খরঃ প্রোক্তো যুঞ্জ্যাদেবং যথোচিতম্।
ঘৃততৈলগুড়াদীংশ্চ সাধয়েন্নৈকবাসরে।
প্রকুর্ব্বন্ত্যুষিতা হ্যেতে বিশেষাৎ গুণসঞ্চয়ম্ ॥ ১—১৮ ॥

যে স্নেহে পুষ্প কল্ক দিবার বিধান আছে তথায় জল স্নেহের চতুর্গুণ এবং অষ্টমাংশ পুষ্প কল্ক প্রদান করিবে।

স্নেহের কল্ক অঙ্গুলীদ্বারা বিবর্ত্তিত করিলে বর্ত্তিবৎ এবং অগ্নিতে ক্ষেপণ করিয়া শব্দ না হইলে স্নেহ সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে এবং যখন তৈলে অল্প অল্প ফেনোদ্গম ও ঘৃতে ফেনের শান্তি ও গন্ধ, বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হয় তখন স্নেহ পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে।

স্নেহ পাক তিন প্রকার; যথা,—মৃদু, মধ্যম ও খরপাক। কল্কে ঈষৎ রস থাকিলে মৃদু, কল্ক নীরস ও কোমল হইলে মধ্য এবং কল্ক ঈষৎ কঠিন হইলে তাহাকে খরপাক বলা যায়, পরন্তু ইহার অধিক হইলে তাহাকে দগ্ধ পাক বলা যায়। উহাদ্বারা কোন ফলই হয় না। আমপাক বীর্য্যহীন, অগ্নিমান্দ্যকর ও গুরু। নস্যার্থ মৃদু পাক, সর্ব্ববিধ কর্ম্মে মধ্যম পাক এবং অভ্যঙ্গার্থে খরপাক প্রশস্ত। তৈল, ঘৃত ও গুড়াদি সদ্যপাক না করিয়া অধিক দিন ব্যাপিয়া পাক করিলে বিশেষ গুণযুক্ত হয় ॥ ১—১৮ ॥

পিপ্পল্যাদ্যঘৃতম্—

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
সসৈন্ধবৈশ্চ পলিকৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
চতুর্গুণং দত্ত্বা তৎঘৃতং প্লীহনাশনম্।
বিষমজ্বরমন্দাগ্নিহৃদ্রুচিকরং পরম্॥ ১৯—২০॥

চাঙ্গেরীঘৃতম্—

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
শ্বদংষ্ট্রা নাগরং ধান্যং পাঠা বিল্বং যমানিকা॥
দ্রব্যৈশ্চ পালিকৈরেতৈশ্চতুঃষষ্টিপলং ঘৃতম্।
ঘৃতাচ্চতুর্গুণং দেয়ং চাঙ্গেরীস্বরসং বুধৈঃ॥
তথা চতুর্গুণং দত্ত্বা দধি সর্পির্বিপাচয়েৎ।
শনৈঃ শনৈর্বিপক্তব্যং চাঙ্গেরীঘৃতমুত্তমম্॥
তৎ ঘৃতং কফবাতঘ্নং গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ।
হন্ত্যানাহং গুদভ্রংশং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্॥ ২১—২৪॥

মসূরাদ্যঘৃতম্—

মসূরাণাং পলশতং নীরদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষং শৃতং নীত্বা দত্ত্বা বিল্বপলাষ্টকম্॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও সৈন্ধব প্রত্যেকের এক এক পল কল্ক লইয়া প্রস্থ পরিমিত ঘৃত পাক করিবে এবং উহাতে ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ প্রদান করিবে। ইহা প্লীহা, বিষমজ্বর, মন্দাগ্নিনাশক এবং শ্রেষ্ঠ রুচিজনক॥ ১৯।২০॥

পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপুল, গোক্ষুর, শুঁঠ, ধনে, আকনাদি, বিল্ব ও যমানী, ইহাদের প্রত্যেকের কল্ক এক এক পল, ঘৃতের চতুর্গুণ (বত্রিশ সের) চাঙ্গেরী স্বরস এবং চতুর্গুণ দধি সহিত ৬৪ চৌষট্টি পল (আট সের) ঘৃত যথারীতি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই চাঙ্গেরী ঘৃত পান করিলে কফ, বায়ু, গ্রহণী, অর্শঃ, আনাহ, গুদভ্রংশ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২১—২৪॥

মসূর ১০০ এক শত পল, দ্রোণ অর্থাৎ ৬৪ চৌষট্টি সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে। উক্ত ক্বাথ এবং

ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তেন সর্ব্বাতীসারনাশনম্।
গ্রহণীভিন্নবিট্কঞ্চ নাশয়েচ্চ প্রবাহিকাম্॥ ২৫। ২৬॥

কামদেবঘৃতম্—

অশ্বগন্ধাপলশতং তদর্দ্ধং গোক্ষুরং মতম্।
শতাবরী বিদারী চ শালপর্ণী বলামৃতা॥
অশ্বত্থস্য চ শুঙ্গানি পদ্মবীজং পুনর্নবা।
কাশ্মর্য্যাশ্চ ফলঞ্চৈব মাষবীজং তথৈব চ॥
পৃথগ্দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।
দ্রোণশেষে রসে তস্মিন্ পচেচ্চৈবং ঘৃতাঢ়কম্॥
মৃদ্বীকাপদ্মকং কুষ্ঠং পিপ্পলী রক্তচন্দনম্।
পত্রকং নাগপুষ্পঞ্চ আত্মগুপ্তাফলস্তথা॥
নীলোৎপলং সারিবে দ্বে জীবনীয়গণস্তথা।
পৃথক্ কর্ষসমান্ ভাগান্ শর্করায়াঃ পলদ্বয়ম্॥
রসস্য পৌণ্ড্রকেক্ষুণমাঢ়কৈকং সমাহরেৎ।
রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষীণং কামলাং বাতশোণিতম্॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং বর্ণভেদং স্বরক্ষয়ম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রমুরোদাহং পার্শ্বশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥

বিল্বের আটি পল কল্কসহ প্রস্থ পরিমিত ঘৃত পাক করিবে। ইহা সর্ব্ববিধ অতীসার, গ্রহণী, ভিন্নবিট্কতা এবং প্রবাহিকা নাশক॥ ২৫।২৬॥

অশ্বগন্ধা ১০০ শত পল, গোক্ষুর ৫০ পল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপর্ণী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, অশ্বত্থশুঙ্গ, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, গাম্ভারীফল ও মাষবীজ প্রত্যেকে ১০ পল, ৪ দ্রোণ অর্থাৎ ২৫৬ সের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ অর্থাৎ চতুর্থাংশ (৬৪ সের) থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। অনন্তর কিস্মিস্, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, তেজপত্র, নাগকেশর, আলকুশী, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও জীবনীয়গণের প্রত্যেকের কল্ক এক এক কর্ষ, শর্করা ২ পল ও পৌণ্ড্রকেক্ষুর রস এক আঢ়ক (১৬ সের) এবং পূর্ব্বোক্ত কাথ সহিত আঢ়ক অর্থাৎ (১৬ সের) ঘৃত যথারীতি পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষতক্ষীণ, কামলা, বাতরক্ত, হলীমক, পাণ্ডু, বর্ণভেদ, স্বরক্ষয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, উরোদাহ

এতৎসর্পিঃ প্রযোক্তব্যং বহ্বন্তঃপুরচারিণাম্।
স্ত্রীণাঞ্চৈবাপ্রজাতানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্॥
শ্রেষ্ঠং বলকরং বর্ণ্যং হৃদ্যং পুষ্টিরসায়নম্।
ওজস্করং হৃদ্যমায়ুষ্যং প্রাণবর্দ্ধনম্।
কামদেবইতিখ্যাতং সর্পিরুক্তং মহাগুণম্॥ ২৭—৩৫॥

পানীয়কল্যাণকঘৃতম্—

ত্রিফলা দ্বে নিশে কৌন্তী সারিবে দ্বে প্রিয়ঙ্গুকা।
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী দেবদার্ব্বেলবালুকম্॥
নতং বিশালা দন্তী চ দাড়িমং নাগকেশরম্।
নীলোৎপলৈলামঞ্জিষ্ঠাবিড়ঙ্গং পদ্মকুষ্ঠকম্॥
জাতীপুষ্পং চন্দনঞ্চ তালীশং বৃহতী তথা।
এতৈঃ কর্ষসমৈঃ কল্কৈর্জ্জলং দত্ত্বা চতুর্গুণম্॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেদ্ধীমানপস্মারে জ্বরে ক্ষয়ে।
উন্মাদে বাতরক্তে চ কাসে মন্দানলে তথা॥
প্রতিশ্যায়ে কটীশূলে তৃতীয়কে চতুর্থকে।
মূত্রকৃচ্ছ্রে বিসর্পে চ কণ্ডূপাণ্ড্বাময়ে তথা॥

ও পার্শ্বশূল বিনষ্ট হয়। বহুস্ত্রীবিশিষ্ট ব্যক্তি, বন্ধ্যাস্ত্রী ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। মহাগুণবিশিষ্ট এই কামদেবঘৃত শ্রেষ্ঠবল কারক, বর্ণ্য, হৃদ্য, পুষ্টিকর ও রসায়ন এবং ওজস্কর, তেজস্কর, আয়ুষ্য ও প্রাণ বর্দ্ধক॥ ২৭—৩৫॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কৌন্তী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, দেবদারু, এলবালুকা, নত, রাখালশশা, দন্তী, দাড়িম, নাগকেশর, নীলোৎপল, ছোটএলাচ, মঞ্জিষ্ঠা, বিড়ঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, জায়ফল, রক্তচন্দন, তালীশপত্র ও বৃহতী, ইহাদের কল্ক প্রত্যেকে এক এক কর্ষ এবং জল ১৬ সের সহ প্রস্থ পরিমিত ঘৃত যথারীতি পাক করিবে। এই ঘৃত অপস্মার, জ্বর, ক্ষয়, উন্মাদ, বাতরক্ত, কাস, মন্দাগ্নি, প্রতিশ্যায়, কটীশূল, তৃতীয়কজ্বর, চতুর্থকজ্বর, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিসর্প, কণ্ডূ, পাণ্ডু, স্থাবর ও জঙ্গম বিষে ...

বিষদ্বয়ে প্রমেহেষু সর্ব্বথৈব প্রযুজ্যতে।
বন্ধ্যানাং পুত্রদং ভূতযক্ষরক্ষোহরং স্মৃতম্॥ ৩৬—৪১॥

অমৃতাদ্যঘৃতম্—

অমৃতাক্কাথকল্কাভ্যাং সক্ষীরং বিপচেদ্ ঘৃতম্।
বাতরক্তং জয়ত্যাশু কুষ্ঠং জয়তি দুস্তরম্॥ ৪২॥

মহাতিক্তকঘৃতম্—

সপ্তচ্ছদঃ প্রতিবিষা সম্পাকঃ কটুরোহিণী।
পাঠা মুস্তমুশীরঞ্চ ত্রিফলা পর্পটস্তথা॥
পটোলনিম্বমঞ্জিষ্ঠাপিপ্পলীপদ্মকং শঠী।
চন্দনং ধন্বযাসশ্চ বিশালা দ্বে নিশে তথা॥
গুড়ূচী সারিবে দ্বে চ মূর্ব্বা বাসা শতাবরী।
ত্রায়ন্তীন্দ্রযবাযষ্টীভূনিম্বশ্চাক্ষভাগিকাঃ॥
ঘৃতং চতুর্গুণং দত্ত্বা ঘৃতাদামলকীরসঃ।
দ্বিগুণঃ সর্পিষশ্চাত্র জলমষ্টগুণং ভবেৎ॥
তৎসিদ্ধং পায়য়েৎ সর্পির্বাতরক্তেষু সর্ব্বদা।
কুষ্ঠানি রক্তপিত্তঞ্চ রক্তার্শাংসি চ পাণ্ডুতাম্॥

প্রমেহ রোগে বিশেষ প্রশস্ত। ইহা বন্ধ্যাস্ত্রীর পুত্রপ্রদ এবং ভূত, যক্ষ ও রক্ষঃ নাশক॥ ৩৬—৪১॥

গুলঞ্চের ক্বাথ ও কল্ক এবং দুগ্ধ সহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে অতি শীঘ্র বাতরক্ত ও অতি কঠিন কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪২॥

ছাতিমছাল, আতিষ, সোঁদাল, কট্‌কী, আকনাদি, মুতা, বেণারমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, পটোল, নিম্ব, মঞ্জিষ্ঠা, পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, শটী, রক্তচন্দন, দুরালভা, রাখালশশা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মূর্ব্বা, বাসক, শতমূলী, বলাদলতা, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও চিরতা, ইহাদের প্রত্যেকের কল্ক এক এক অক্ষ, ঘৃত চতুর্গুণ (কল্ক দ্রব্যসমূহের চতুর্গুণ) এবং ঘৃতের দ্বিগুণ আমলকীরস ও অষ্ট গুণ জলসহ যথারীতি একত্র পাক করিবে।

হৃদ্রোগগুল্মবীসর্পং প্রদরং গণ্ডমালিকাম্।
ক্ষুদ্ররোগং জ্বরঞ্চৈব মহাতিক্তমিদং জয়েৎ॥ ৪৩—৪৮॥

কাসীসাদ্যঘৃতম্—

কাসীসং দ্বে নিশে মুস্তং হরিতালং মনঃশিলাম্।
কম্পিল্লকং গন্ধকঞ্চ বিড়ঙ্গং গুগ্গুলুং তথা॥
সিক্থকং মরিচং শুণ্ঠীং তুত্থকং গৌরসর্ষপম্।
রসাঞ্জনঞ্চ সিন্দূরং শ্রীবাসং রক্তচন্দনম্॥
ইরিমেদং নিম্বপত্রং করঞ্জং সারিবাং বচাং।
মঞ্জিষ্ঠামধুকং মাংসীশিরীষং লোধ্রপদ্মকম্॥
হরিতকীপ্রপুন্নাড়ং চূর্ণয়েৎ কার্ষিকং পৃথক্।
ততস্তচ্চূর্ণমালোড্য ত্রিংশৎপলমিতে ঘৃতে॥
স্থাপয়েৎ তাম্রপাত্রে চ ঘর্ম্মে সপ্তদিনানি বৈ।
অস্যাভ্যঙ্গেন কুষ্ঠানি দদ্রুপামাবিচর্চ্চিকাঃ॥
শুকদোষবিসর্পাংশ্চ বিস্ফোটা বাতরক্তজাঃ।
শিরঃস্ফোটোপদংশাশ্চ নাড়ীদুষ্টব্রণানি চ॥
শোথো ভগন্দরাশ্চৈব লূতাঃ শাম্যন্তি দেহিনাম্।
শোধনং রোপণঞ্চৈব সুবর্ণকরণং ঘৃতম্॥ ৪৯—৫৫॥

এই ঘৃত সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, রক্তার্শঃ, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, গুল্ম, বীসর্প, প্রদর, গণ্ডমালা, ক্ষুদ্ররোগ সমূহ ও জ্বর প্রশমিত হয়॥ ৪৩—৪৮॥

হীরাকস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, হরিতাল, মনঃশিলা, কমলাগুড়ী, গন্ধক, বিড়ঙ্গ, গুগ্গুলু, মোম, মরিচ, শুঁঠ, তুঁতে, শ্বেতসর্ষপ, রসাঞ্জন, সিন্দূর, সরলকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ইরিমেদ (গুয়েবাবলা), নিম্বপত্র, করঞ্জ, অনন্তমূল, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, জটামাংসী, শিরীষ, লোধকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, হরীতকী ও প্রপুন্নাড়, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক কর্ষ গ্রহণ করতঃ ৩০ পল ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে রাখিয়া দিবে এবং সাতদিন পর্য্যন্ত রৌদ্র পক্ক করিবে। ইহা শরীরে মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ, দদ্রু, পামা, বিচর্চ্চিকা, শূকদোষ, বিসর্প, বাতরক্তজ, বিস্ফোট, শিরঃস্ফোট, উপদংশ, নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, শোথ, ভগন্দর ও কৃমি সমূহ বিনষ্ট হয়। ইহা শোধক, রোপক ও সুবর্ণকারক॥ ৪৯—৫৫॥

জাত্যাদ্যঘৃতম্—

জাতীনিম্বপটোলঞ্চ দ্বে নিশে কটুরোহিণী।
মঞ্জিষ্ঠামধুকং সিক্থং করঞ্জোশীরসারিবাঃ॥
তুত্থঞ্চ বিপচেৎ সম্যক্ কল্কৈরেভির্ঘৃতং বুধঃ।
অস্য লেপাৎ বিরোহন্তি সূক্ষ্মনাড়ীব্রণা অপি।
মর্ম্মাশ্রিতাঃ ক্লেদিনশ্চ গম্ভীরাঃ সরুজো ব্রণাঃ॥ ৫৬।৫।॥

বিন্দুঘৃতম্—

চিত্রকং শঙ্খিনী পথ্যা কম্পিল্লস্ত্রিবৃতাযুগম্।
বৃদ্ধদারশ্চ সম্পাকো দন্তী চ ত্রিফলা তথা॥
কোষাতকী দেবদালী নীলিনী গিরিকর্ণিকা।
শাতলা পিপ্পলীমূলং বিড়ঙ্গং কটুকী তথা॥
হেমক্ষীরী চ বিপচেৎ কল্কৈরেভিঃ পিচূন্মিতৈঃ।
ঘৃতপ্রস্থং স্নুহীক্ষীরং ষট্পলন্তু পলদ্বয়ম্॥
অর্কক্ষীরস্য মতিমান্ তৎসিদ্ধং গুল্মকুষ্ঠনুৎ।
হন্তি শূলমুদাবর্ত্তং শোথাধ্মানং ভগন্দরম্॥
শময়ত্যুদরাণ্যষ্টৌ নিপীতং বিন্দুসংখ্যয়া।
গোদুগ্ধেনোষ্ট্রদুগ্ধেন কুলত্থস্য শৃতেন বা॥

জায়ফল, নিম্ব, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটুকী, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মোম, করঞ্জ, বেণারমূল, অনন্তমূল ও তুঁতের কল্কসহ যথারীতি উপযুক্ত পরিমাণ ঘৃত পাক করিবে। ইহাদ্বারা সূক্ষ্ম নাড়ীব্রণ, মর্ম্মাশ্রিতব্রণ, ক্লেদযুক্তব্রণ, গম্ভীর-ব্রণ, বেদনাযুক্তব্রণও আরোগ্য হয়॥ ৫৬—৫৭॥

চিতা শঙ্খিনী, হরীতকী, কমলাগুড়ী, শ্বেতত্রিবৃৎ, অরুণত্রিবৃৎ, বৃদ্ধদারক, সোঁদাল, দন্তী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কোষাতকী, দেবদালী, নীলিনী, গিরিকর্ণিকা, শাতলা, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, কটুকী ও স্বর্ণক্ষীরী, ইহাদের প্রত্যেকের কল্ক এক এক কর্ষ, সীজেরক্ষীর ৬ পল ও আকন্দেরক্ষীর ২ পলসহ প্রস্থ পরিমিত ঘৃত যথারীতি পাক করিবে। ইহা বিন্দু পরিমাণে পান করিলে গুল্ম, কুষ্ঠ, শূল, উদাবর্ত্ত, শোথ, আধ্মান, ভগন্দর এবং অষ্টবিধ উদররোগ প্রশমিত হয়। পরন্তু ইহা গোদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, কুলত্থের ক্বাথ ও উষ্ণজল, ইহাদের যে কোনটির সহিত

উষ্ণোদকেন বা পীত্বা বিন্দুর্ব্বেগৈর্বিরিচ্যতে।
এতদ্বিন্দুঘৃতং নাম নাভিলেপাদ্বিরিচ্যতে॥ ৫৮—৬৩॥

ত্রিফলায়া রসপ্রস্থং প্রস্থং বাসারসং তথা।
ভৃঙ্গরাজরসপ্রস্থং প্রস্থমাজং পয়স্তথা॥
দত্ত্বা তত্র ঘৃতং প্রস্থং কল্কৈ কর্ষমিতৈঃ পৃথক্।
ত্রিফলাপিপ্পলীদ্রাক্ষাচন্দনং সৈন্ধবং বলা॥
কাকোলীক্ষীরকাকোলীমেদামরিচনাগরম্।
শর্করা পুণ্ডরীকঞ্চ কমলঞ্চ পুনর্নবা॥
নিশাযুগ্মঞ্চ মধুকঞ্চ সর্ব্বৈরেভির্বিপাচয়েৎ।
নক্তান্ধ্যং নকুলান্ধ্যঞ্চ কণ্ডূপিল্লং তথৈব চ॥
নেত্রস্রাবঞ্চ পটলং তিমিরং কাচকং জয়েৎ।
অন্যেঽপি প্রশমং যান্তি নেত্ররোগাঃ সুদারুণাঃ।
ত্রৈফলং ঘৃতমেতদ্ধি পানে নস্যাদিষূচিতম্॥ ৬৪—৬৮॥

গৌরাদ্যঘৃতম্—

দ্বে হরিদ্রে স্থিরামূর্ব্বাসারিবাচন্দনদ্বয়ম্।
মধুপর্ণী চ মধুকং পদ্মকেশরপদ্মকম্॥

বিন্দু পরিমাণে পান করিলে বেগের সহিত বিরেচন হয়। অধিক কি এই বিন্দু-ঘৃত নাভিতে লেপন করিলেও বিরেচন হয়॥ ৫৮—৬৩॥

ত্রিফলার রস ১ প্রস্থ, বাসকের রস ১ প্রস্থ, ভৃঙ্গরাজের রস ১ প্রস্থ, ছাগদুগ্ধ প্রস্থ এবং ১ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, সৈন্ধব, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মরিচ, শুঁঠ, শর্করা, পুণ্ডরীক, কমল, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও যষ্টিমধু, ইহাদের প্রত্যেকের কল্ক এক এক কর্ষ লইয়া প্রস্থ পরিমিত ঘৃত একত্র যথারীতি পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে রাত্র্যন্ধ্য, নকুলান্ধ্য, কণ্ডূ, পিল্ল, নেত্রস্রাব, পটল, তিমির, কাচক, ইহা ব্যতীত অন্যান্য কঠিন নেত্ররোগ সমূহও প্রশমিত হয়। এই ত্রিফলাঘৃত সেবন ও নস্যাদিরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে॥ ৬৪—৬৮॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শালপানি, মূর্ব্বা, অনন্তমূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মধুপর্ণী, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, বেণারমূল, মেদা, হরীতকী,

উৎপলোশীরমেদাভিস্ত্রিফলাপঞ্চবল্কলৈঃ।
কল্কৈঃ কর্ষমিতৈরেভির্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
বিসর্পলূতাবিস্ফোটব্রণকুষ্ঠবিষাপহম্।
গৌর্য্যাদিকমিতিখ্যাতং সর্পির্ব্রণহরং স্মৃতং॥

ময়ূরঘৃতম্

বলামধুকরাস্নাভির্দ্দশমূলফলত্রিকৈঃ।
পৃথগ্‌দ্বিপলিকৈরেভির্দ্রোণনীরেন পাচয়েৎ॥
ময়ূরপুচ্ছপিত্তান্ত্রযকৃৎপাদাস্যবর্জ্জিতম্।
পাদশেষং শৃতং নীত্বা ক্ষীরং দত্ত্বা চ তৎসমম্॥
ঘৃতং প্রস্থং পচেৎ সম্যক্ জীবনীয়ৈঃ পিচুম্মিতৈঃ।
তৎসিদ্ধং শিরসঃপীড়াং মন্যাপৃষ্ঠগ্রহং তথা॥
অর্দ্দিতং কর্ণনাসাক্ষিজিহ্বাগলরুজো জয়েৎ।
পানে নস্যে তথাভ্যঙ্গে কর্ণপূরেষু যুজ্যতে।
হেমন্তকালে শিশিরে বসন্তেষু চ সেব্যতে॥ ৭২—৭৫॥

আমলকী, বহেড়া, বটছাল, যজ্ঞডুমুরছাল, অশ্বত্থছাল, প্লক্ষছাল ও বেতসছাল, এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের কল্ক এক এক কর্ষ সহিত প্রস্থ পরিমিত ঘৃত যথারীতি পাক করিবে। এই গৌরাদ্যঘৃত বিসর্প, লূতা (কৃমিবিশেষ), বিস্ফোট, কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিষ এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার ব্রণ নাশক॥ ৬৯—৭১॥

বলা, যষ্টিমধু, রাস্না, দশমূল, ত্রিফলা প্রত্যেকে দুই দুই পল লইয়া দ্রোণ পরিমিত জল এবং তৎসহ পুচ্ছ, পিত্ত, অন্ত্র, যকৃৎ, পাদ ও মুখ বর্জ্জিত একটী ময়ূর প্রদান করিয়া পাক করিবে এবং পাদাবশেষ থাকিতে ক্বাথ ছাকিয়া লইবে। অনন্তর উক্ত ক্বাথ, ক্বাথের তুল্য পরিমাণ দুগ্ধ এবং জীবনীয়গণের প্রত্যেকের কর্ষ পরিমিত কল্কসহ প্রস্থ অর্থাৎ চারি সের ঘৃত যথারীতি পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে শিরঃপীড়া, মন্যা ও পৃষ্ঠগ্রহ, অর্দ্দিত এবং কর্ণ, নাসা, অক্ষি, জিহ্বা ও গলরোগ বিনষ্ট হয়। নস্য পান, অভ্যঙ্গ ও কর্ণপূরণ রূপে এই ঘৃত ব্যবহার করিবে এবং হেমন্ত, শিশির ও বসন্তকালে সেবন করিবে॥ ৭২—৭৫॥

ফলঘৃতম্—

ত্রিফলা মধুকং কুষ্ঠং দ্বে নিশে কটুরোহিণী।
বিড়ঙ্গং পিপ্পলী মুস্তং বিশালা কট্‌ফলং বচা ॥
দ্বে মেদে [illegible] চ কাকোল্যৌ সারিবে দ্বে প্রিয়ঙ্গুকা।
শতপুষ্পাহিঙ্গুরাস্নাচন্দনং রক্তচন্দনম্ ॥
জাতীপুষ্পং তুগাক্ষীরী কমলং শর্করা তথা।
অজমোদা চ দন্তী চ কল্কৈরেতৈশ্চ কার্ষিকৈঃ ॥
জীবদ্বৎসৈকবর্ণানাং ঘৃতং প্রস্থং গবাং পচেৎ।
চতুর্গুণেন পয়সা পচেদারণ্যগোময়ৈঃ ॥
সুতিথৌ পুষ্যনক্ষত্রে মৃদ্ভাণ্ডে তাম্রজে তথা।
ততঃ পিবেচ্ছুভদিনে নারী বা পুরুষোঽথবা ॥
এতৎসর্পির্নরঃ পীত্বা স্ত্রীষু নিত্যং বৃষায়তে।
পুত্রং সঞ্জনয়েৎ ধীমান্ বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্ ॥
অল্পায়ুসং বা জনয়েৎ যা চ সূত্বা পুনঃস্থিতা।
পুত্রমাপ্নোতি সা নারী বুদ্ধিমন্তং শতায়ুষম্ ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, মুতা, রাখালশশা, কট্‌ফল, বচা, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, শতপুষ্পা (শলুফা), হিঙ্গু, রাস্না, শ্বেত-চন্দন, রক্তচন্দন, জায়ফল, বংশলোচন, কমল, চিনি, বনযমানী ও দন্তী, ইহাদের প্রত্যেকের কল্ক এক এক কর্ষ এবং একবর্ণা জীবদ্বৎসা গাভীর ঘৃত এক প্রস্থ লইয়া (উক্ত গুণবিশিষ্টা গাভীর) ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধসহ বনঘুঁটেদ্বারা সুতিথিযুক্ত পুষ্যনক্ষত্রে মৃৎ কিম্বা তাম্রপাত্রে যথারীতি পাক করিবে। তৎপর নারী বা পুরুষ শুভদিনে এই ফলঘৃত সেবন করিবে। ইহা পুরুষ সেবন করিলে অধিক স্ত্রীসংসর্গ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ পুত্র উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় এবং বন্ধ্যা স্ত্রী সেবন করিলে তাহার পুত্রলাভ হয়। যে সকল স্ত্রীলোক অল্পায়ু বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে এবং যাহাদের একবার সন্তান হইয়া পুনর্ব্বার আর হয় না তাহারা উক্ত ঘৃত সেবন করিলে বুদ্ধিমান্ ও শতবর্ষায়ুযুক্ত পুত্র লাভ করিতে

এতৎফলঘৃতং নাম ভরদ্বাজেন ভাষিতম্।
অমুক্তং লক্ষ্মণামুলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ॥ ৭৬—৮৩॥

লঘুফলঘৃতম্—

ত্রিফলা দ্বে সহচরে গুড়ূচী সপুনর্নবা।
শুকনাসা হরিদ্রে দ্বে রাস্না মেদা শতাবরী।
কল্কীকৃত্য ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ ক্ষীরং চতুর্গুণম্।
তৎসিদ্ধং পায়য়েন্নারীং যোনিরোগনিপীড়িতাম্॥
পলিতা চলিতা চ নিঃসৃতা বিকৃতা চ যা।
পিত্তযোনিশ্চ বিভ্রান্তা ষণ্ডযোনিশ্চ যা স্মৃতা॥
প্রপদ্যতে হি তাঃ স্থানং গর্ভং গৃহ্নন্তি চাসকৃৎ।
এতৎফলঘৃতং নাম যোনিদোষহরং স্মৃতম্॥ ৮৪—৮৭॥

বিষাদিতৈলম্—

বিষনিম্বামৃতাব্যাঘ্রীপটোলানাং শৃতেন চ।
কল্কেন পক্বং সর্পিস্তু নিহন্যাৎ বিষমজ্বরান্।
পাণ্ডুকুষ্ঠং বিসর্পঞ্চ কৃমীনর্শাংসি নাশয়েৎ॥ ৮৮॥

ইতি শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে নবমোঽধ্যায়ঃ।

পারে। ভরদ্বাজ মুনি কর্তৃক এই ফলঘৃত আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে লক্ষ্মণারমূল অনুক্ত থাকিলেও চিকিৎসকগণ উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন॥৭৬-৮৩॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সহচরদ্বয় (নীল ও পাতঝিন্টী), গুলঞ্চ, পুনর্নবা কাকজঙ্ঘা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদা ও শতমূলী, ইহাদের কল্ক এবং (ঘৃতের) চতুর্গুণ দুগ্ধসহ প্রস্থ পরিমিত ঘৃত যথারীতি পাক করিবে। ইহা যোনি রোগাক্রান্ত নারীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা পলিতযোনি, চলিতযোনি, নিঃসৃতযোনি, বিকৃতযোনি, পিত্তযোনি, বিভ্রান্তযোনি ও ষণ্ড যোনি স্বস্থান প্রাপ্ত হয় এবং নারীগণ পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ করে॥ ৮৪—৮৭॥

বিষ, নিম্ব, গুলঞ্চ, কন্টকারী ও পটোলপত্রের কাথ ও কল্কসহ যথারীতি ঘৃত পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে বিষমজ্বর, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, বিসর্প, কৃমি ও অর্শঃরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৮৮॥

শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

লাক্ষাদিতৈলম্—

লাক্ষাঢ়কং ক্বাথয়িত্বা জলৈশ্চ চতুরাঢ়কৈঃ।
চতুর্থাংশং শৃতং নীত্বা তৈলে প্রস্থে বিনিঃক্ষিপেৎ॥
মস্ত্বাঢ়কঞ্চ গোদধ্নস্তত্রৈব বিনিযোজয়েৎ।
শতপুষ্পামশ্বগন্ধাং হরিদ্রাং দেবদারু চ॥
কটুকাং রেণুকাং মূর্ব্বাং কুষ্ঠঞ্চ মধুযষ্টিকাং।
চন্দনং মুস্তকং রাস্নাং পৃথক্ কর্ষপ্রমাণতঃ॥
চূর্ণয়েৎ তত্র নিক্ষিপ্য সাধয়েৎ মৃদুবহ্নিনা।
অস্যাভ্যঙ্গাৎ প্রশাম্যন্তি সর্ব্বেঽপি বিষমজ্বরাঃ॥
কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়াস্ত্রিকপৃষ্ঠগ্রহাস্তথা।
বাতপিত্তমপস্মারমুন্মাদং যক্ষরাক্ষসান্॥
কণ্ডূং শূলঞ্চ দৌর্গন্ধ্যং গাত্রাণাং স্ফুটনং জয়েৎ।
পুষ্টগর্ভা ভবেদস্য গর্ভিণ্যভ্যঙ্গতো ভৃশম্॥ ১—৬॥

লাক্ষা ১ আঢ়ক (৮ সের), চারি আঢ়ক জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। অনন্তর উক্ত ক্বাথ এবং গোদধির তক্র ১ এক আঢ়ক লইয়া প্রস্থ পরিমিত তৈল মৃদু অগ্নিতে যথারীতি পাক করিবে এবং নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি উহাতে কল্কার্থ নিক্ষেপ করিবে। যথা—শলুফা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দেবদারু, কট্‌কী, রেণুকা, মূর্ব্বা, কুড়, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুতা ও রাস্না প্রত্যেকে এক এক কর্ষ। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় এবং ত্রিক ও পৃষ্ঠগ্রহ, বাতপিত্ত, অপস্মার, উন্মাদ, যক্ষ ও রক্ষভয়, কণ্ডূ, শূল, গাত্রদৌর্গন্ধ্য ও গাত্রস্ফুটন, প্রশমিত হয়। গর্ভিণীস্ত্রী এই তৈল মর্দ্দন করিলে অতি শীঘ্র গর্ভ পুষ্ট হইয়া থাকে॥ ১—৬॥

নারায়ণতৈলম্—

অশ্বগন্ধাং বলাং বিল্বং পাটলাং বৃহতীদ্বয়ম্।
শ্বদংষ্ট্রাতিবলানিম্বং শ্যোনাকঞ্চ পুনর্ন্নবাং॥
প্রসারণীমগ্নিমন্থং কুর্য্যাদ্দশপলং পৃথক্।
চতুর্দ্রোণে জলে পক্ত্বা পাদশেষং শৃতং নয়েৎ॥
তৈলাঢ়কে রসং যোজ্যং শতাবর্য্যা রসাঢ়কম্।
ক্ষিপেৎ তত্র চ গোক্ষীরং তৈলাৎ তস্মাচ্চতুর্গুণম্॥
শনৈর্ব্বিপাচয়েদেভিঃ কল্কৈর্দ্বিপলিকৈঃ পৃথক্।
চন্দনবালাকুষ্ঠৈলামাংসীশৈলেয়সৈন্ধবৈঃ॥
অশ্বগন্ধাবলারাস্নাশতপুষ্পেন্দ্রদারুভিঃ।
পর্ণীচতুষ্টয়েনৈব তগরেণ চ সাধয়েৎ॥
তত্তৈলং নাবনেঽভ্যঙ্গে পানে বস্তৌ চ যোজয়েৎ।
পক্ষাঘাতং হনুস্তম্ভং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্॥
কুব্জত্বং বধিরত্বঞ্চ গতিভঙ্গং কটিগ্রহম্।
গাত্রশোষেন্দ্রিয়ধ্বংসৌ নষ্টশুক্রং জ্বরক্ষয়ান্॥
অন্ত্রবৃদ্ধিং কুরণ্ডঞ্চ দন্তরোগং শিরোগ্রহম্।
পার্শ্বশূলঞ্চ পাঙ্গুল্যং বুদ্ধিহানিঞ্চ গৃধ্রসীম্॥

অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বিল্ব, পাটলা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, অতিবলা, নিম্ব, শ্যোনাক, পুনর্ন্নবা, গন্ধভাদুলে ও গণিয়ারী প্রত্যেকে ১০ পল, ৪ দ্রোণ অর্থাৎ ২৫৬ সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। অনন্তর উক্ত ক্বাথ এবং শতমূলীর রস ১ আঢ়ক, তৈলের চতুর্গুণ দুগ্ধ ও নিম্নলিখিত কল্ক দ্রব্য সহিত আঢ়ক পরিমিত তৈল যথারীতি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—রক্তচন্দন, বালা, কুড়, এলাচ, জটামাংসী, শৈলজ, সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, রাস্না, শলুফা, দেবদারু, শালপাণি, চাকলে, মুগানি, মাষানি ও তগরপাদুকা, ইহারা প্রত্যেকে ২ পল। এই তৈল নস্য, অভ্যঙ্গ, পান ও বস্তিরূপে ব্যবহার্য্য। ইহাদ্বারা পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, কুব্জত্ব, বধিরত্ব, গতিভঙ্গ, কটীগ্রহ, গাত্রশোষ, ইন্দ্রিয়ধ্বংস, নষ্টশুক্র, জ্বর, ক্ষয়, অন্ত্রবৃদ্ধি, কুরণ্ড, দন্তরোগ, শিরোগ্রহ, পার্শ্বশূল, পাঙ্গুল্য, বুদ্ধিহানি,

হন্যাচ্চ বিষমং বাতং জয়েৎ সর্ব্বাঙ্গসংশ্রয়ম্ ।
অস্য প্রভাবাৎ বন্ধ্যাপি নারী পুত্রং প্রসূয়তে ॥
যথা নারায়ণো দেবো দুষ্টদৈত্যবিনাশনঃ ।
বাতরোগাণাং নাশনং তৈলমুত্তমম্ ॥ ৭—১৬ ॥

বলাতৈলম্—

বলামূলকষায়েণ দশমূলশৃতেন চ ।
কুলত্থযবকোলানাং ক্বাথেন পয়সা তথা ॥
অষ্টাষ্টভাগযুক্তেন ভাগমেকঞ্চ তৈলতঃ ।
গণেন জীবনীয়েন শতাবর্য্যেন্দ্রদারুণী ॥
মঞ্জিষ্ঠাকুষ্ঠশৈলেয়তগরাগুরুসৈন্ধবৈঃ ।
বচাপুনর্নবামাংসীসারিবাম্বয়পত্রকৈঃ ॥
শতপুষ্পাশ্বগন্ধাভ্যামেলয়া চ বিপাচয়েৎ ।
গর্ভার্থিনীনাং নারীণাং পুংসাঞ্চ ক্ষীণরেতসাম্ ॥
ব্যায়ামক্ষীণগাত্রাণাং সূতিকানাঞ্চ যুজ্যতে ।
রাজযোগ্যমিদং তৈলং সুখিনাঞ্চ বিশেষতঃ ।
বলাতৈলমিতি খ্যাতং সর্ব্ববাতাময়াপহম্ ॥ ১৭—২১ ॥

গৃধ্রসী, বিষমবাত ও সর্ব্বাঙ্গগত বাত প্রশমিত হয় এবং ইহার প্রভাবে বন্ধ্যাস্ত্রীও সন্তান প্রসব করে। নারায়ণ যেরূপ দুষ্ট দৈত্য বিনাশক তদ্রূপ এই শ্রেষ্ঠ নারায়ণ তৈলও বাতরোগ নাশক ॥ ৭—১৬ ॥

বেড়েলামূলের ক্বাথ, দশমূলের ক্বাথ এবং কুলত্থকলাই, যব ও কুলের ক্বাথ ও দুগ্ধ প্রত্যেকে আট্ ভাগ এবং তৈল ১ ভাগ গ্রহণ করিয়া এবং কল্কার্থ জীবনীয়গণ, শতমূলী, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, শৈলজ, তগরপাদুকা, অগুরু-চন্দন, সৈন্ধব, বচ, পুনর্নবা, জটামাংসী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, তেজপাত, শলুফা, অশ্বগন্ধা ও ছোটএলাচ প্রদান করিয়া যথারীতি একত্র পাক করিবে। গর্ভার্থিনী নারী, ক্ষীণরেতাঃ পুরুষ, ব্যায়ামদ্বারা ক্ষীণগাত্র ব্যক্তি এবং সূতিকা-গ্রস্ত নারীদিগের পক্ষে ইহা প্রশস্ত। ইহা রাজা বিশেষতঃ সুখী ব্যক্তিদিগের পক্ষেও হিতকর। এই বলাতৈল সর্ব্ববিধ বাতরোগ নাশক ॥ ১৭—২১ ॥

প্রসারিণীতৈলম্—

প্রসারিণীপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশিষ্টঃ শৃতো গ্রাহ্যস্তৈলং দধি চ তৎসমম্ ॥
কাঞ্জিকঞ্চ সমস্তেন ক্ষীরং তৈলাচ্চতুর্গুণম্।
তৈলাৎ তথাষ্টমাংশেন সর্ব্বকল্কানি যোজয়েৎ॥
মধুকং পিপ্পলীমূলং সৈন্ধবং চিত্রকং বচা।
প্রসারিণী দেবদারু রাস্না চ গজপিপ্পলী ॥
ভল্লাতঃ শতপুষ্পা চ মাংসী বাপি বিপাচয়েৎ।
এতত্তৈলবরং পক্কং বাতশ্লেষ্মাময়ান্ জয়েৎ ॥
কৌব্জ্যখঞ্জত্বপঙ্গুত্বং গৃধ্রসীমর্দ্দিতং তথা।
হনুপৃষ্ঠশিরোগ্রীবাকটীস্তম্ভঞ্চ নাশয়েৎ।
অন্যাংশ্চ বিষমান্বাতান্ সর্ব্বানাশু ব্যপোহতি ॥ ২২—২৬ ॥

মাষাদিতৈলম্—

মাষা যবাতসী ক্ষুদ্রা মর্কটী চ কুরণ্টকম্।
গোকণ্টকস্টুণ্টুকশ্চ কুর্য্যাৎ সপ্তপলং পৃথক্ ॥
চতুর্গুণাম্বুনা পক্বা পাদশেষং শৃতং নয়েৎ।
কার্পাসকাস্থিবদর শণবীজং কুলত্থকম্ ॥

গন্ধভাদুলে ১০০ শত পল, এক দ্রোণ জলসহ পাক করিয়া পাদাবশিষ্ট অর্থাৎ চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। অনন্তর উক্ত ক্বাথ এবং দধি ১৬ সের, কাঞ্জিক ১৬ সের ও দুগ্ধ ৬৪ সের লইয়া নিম্নলিখিত কল্কদ্রব্য সহ ১ সের তৈল যথারীতি পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—যষ্টিমধু, পিপুলমূল, সৈন্ধব, চিতা, বচ, গন্ধভাদুলে, দেবদারু, রাস্না, গজপিপুল, ভল্লাতক, শলুফা ও জটামাংসী, ইহারা সমুদয়ে তৈলের অষ্টাংশ। এই তৈলদ্বারা বাতশ্লেষ্মজ রোগ, কুব্জতা, খঞ্জতা, পঙ্গুত্ব, গৃধ্রসী, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ, পৃষ্ঠস্তম্ভ, শিরঃস্তম্ভ, গ্রীবাস্তম্ভ ও কটীস্তম্ভ বিনষ্ট হয় এবং অন্যান্য অতি কঠিন বাতরোগ সমূহও অতি শীঘ্রপ্রশমিত হয় ॥ ২২—২৬ ॥

মাষকলায়, যব, মসিনা, ক্ষুদ্রা, মর্কটী, পীতঝিণ্টী, গোক্ষুর ও শোনাক প্রত্যেকে ৭ পল, চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া

পৃথক্ চতুর্দ্দশপলং চতুর্গুণজলে পচেৎ।
চতুর্থাংশাবশিষ্টং চ গৃহ্লীয়াৎ ক্কাথমুত্তমম্ ॥
প্রস্থৈকং ছাগমাংসস্থ চতুঃষষ্টিপলে জলে।
নিক্ষিপ্য পাচয়েৎ ধীমান্ পাদশেষং শৃতং নয়েৎ ॥
তৈলপ্রস্থং ততঃ সর্ব্বান্ ক্কাথানেতান্ বিনিক্ষিপেৎ।
কল্কৈরেভিশ্চ বিপচেদমৃতাকুষ্ঠনাগরৈঃ ॥
রাস্নাপুনর্নবৈরণ্ডৈঃ পিপ্পল্যা শতপুষ্পয়া।
বলাপ্রসারিণীভ্যাঞ্চ মাংস্যা কটুকয়া তথা ॥
পৃথগর্দ্ধপলৈরেভিঃ সাধয়েৎ মৃদুবহ্নিনা।
হন্যাত্তৈলমিদং শীঘ্রং গ্রীবাস্তম্ভাপবাহুকৌ ॥
অর্দ্ধাঙ্গশোষমাক্ষেপমূরুস্তম্ভাপতানকৌ।
শাখাকম্পং শিরঃকম্পং বিশ্বচীমর্দ্দিতং তথা।
মাষাদিকমিদং তৈলং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ ॥ ২৭—৩৪ ॥

শতাবরীতৈলম্—

শতাবরী বলাযুগ্মং পর্ণ্যৌ গন্ধর্ব্বহস্তকঃ।
অশ্বগন্ধা শ্বদংষ্ট্রা চ বিল্বঃ কাশঃ কুরণ্টকঃ ॥
এষাং সার্দ্ধপলান্ ভাগান্ কল্পয়েচ্চ বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণেন নীরেণ পাদশেষং শৃতং নয়েৎ ॥

ছাকিয়া লইবে। কার্পাসিকা, বদরাস্থি, শণবীজ ও কুলথ, ইহারা প্রত্যেকে ১৪ পল, চতুর্গুণ জলসহ সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। ছাগমাংস ১ প্রস্থ, ৬৪ পল জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। অনন্তর উক্ত ক্কাথত্রয় ও নিম্নলিখিত কল্কদ্রব্য সহ প্রস্থ পরিমিত তৈল যথারীতি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—গুলঞ্চ, কুড়, শুঁঠ, রাস্না, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, পিপুল, শলুফা, বেড়েলা, গন্ধভাদুলে, জটামাংসী ও কটকী প্রত্যেকে অর্দ্ধ পল। এই মাষাদি তৈলদ্বারা গ্রীবাস্তম্ভ, অপবাহুক, অর্দ্ধাঙ্গশোষ, আক্ষেপ, ঊরুস্তম্ভ, অপতানক, শাখাকম্প, শিরঃকম্প, বিশ্বচী ও অর্দ্দিত এবং সর্ব্ববিধ বাতরোগ অতি সত্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২৭—৩৪ ॥

শতমূলী, বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা, শালপাণি, চাকলে, এরণ্ড, অশ্বগন্ধা, শ্বদংষ্ট্রা, বিল্ব, কাশ ও পীতঝিণ্টী, ইহারা প্রত্যেকে অর্দ্ধ পল, সমষ্টির চতুর্গুণ

নিযোজ্য প্রস্থতৈলেন ক্ষীরপ্রস্থং বিনিক্ষিপেৎ।
শতাবরীরসপ্রস্থং জলপ্রস্থঞ্চ যোজয়েৎ॥
শতাবরীদেবদারুমাংসীতগরচন্দনম্।
শতপুষ্পাবলাকুষ্ঠমেলাশৈলেয়মুৎপলম্॥
ঋদ্ধির্মেদা চ মধুকং কাকোলী জীবকস্তথা।
এষাং কর্ষসমৈঃ কল্কৈস্তৈলং গোময়বহ্নিনা॥
পচেদনেন সিদ্ধতৈলেন নরঃ স্ত্রীষু বৃষায়তে।
নারী চ লভতে পুত্রং যোনিশূলঞ্চ নশ্যতি॥
অঙ্গশূলং শিরঃশূলং কামলাং পাণ্ডুতাং তথা।
গৃধ্রসীং প্লীহশোষঞ্চ মেহান্ দণ্ডাপতানকম্॥
সদাহং বাতরক্তঞ্চ বাতপিত্তগদার্দ্দিতম্।
অসৃগ্দরং তথাধ্মানং রক্তপিত্তং নিযচ্ছতি।
শতাবরীতৈলমিদং কৃষ্ণাত্রেয়েন ভাষিতম্॥

ওঁ নমো নারায়ণীয়ে স্বাহা॥ উত্তরাভিমুখভূত্বা খনেৎ খদিরশঙ্কুনা॥
ওঁ সর্ব্বব্যাধিসাধনীয়ে স্বাহা॥ ইত্যুৎপাটনমন্ত্রঃ॥
ওঁ কুমারীজীবনীয়ে স্বাহা॥ ইতি পাবনমন্ত্রঃ॥ ৩৫—৪২॥

জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। তৎপর দুগ্ধ এক প্রস্থ, শতমূলীর রস এক প্রস্থ, জল এক প্রস্থ ও পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ এবং নিম্নলিখিত কল্কদ্রব্য সহিত প্রস্থ পরিমিত তৈল যথারীতি ঘুঁটের অগ্নিতে পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—শতমূলী, দেবদারু, জটামাংসী, তগরপাদুকা, চন্দন, শলুফা, বেড়েলা, কুড়, ছোটএলাচ, শৈলজ, নীলোৎপল, ঋদ্ধি, মেদা, যষ্টিমধু, কাকোলী ও জীবক প্রত্যেকে ১ কর্ষ। এই তৈল ব্যবহারে পুরুষ অধিক স্ত্রীসঙ্গম করিতে সক্ষম হয় এবং স্ত্রীগণ পুত্রলাভ করিয়া থাকে। ইহাতে যোনিশূল, অঙ্গশূল, শিরঃশূল, কামলা, পাণ্ডু, গৃধ্রসী, প্লীহা, শোষ, মেহ, দণ্ডাপতানক, দাহ, বাতরক্ত, বাতপিত্ত, অর্দ্দিত, অসৃগ্দর, আধ্মান ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই শতাবরীতৈল কৃষ্ণাত্রেয় মুনি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। "ওঁ নমো নারায়ণীয়ে স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখ হইয়া খদিরশঙ্কুদ্বারা খনন করিবে। পরে "ওঁ সর্ব্বব্যাধিসাধনীয়ে স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উৎপাটন করিবে এবং তৎপরে "ওঁ কুমারী জীবনীয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে শতমূলী মন্ত্রপূত করিবে। যেহেতু শতমূলী দিব্যৌষধী॥ ৩৫—৪২॥

কাসীসাদ্যতৈলম্—

কাসীসং লাঙ্গলীকুষ্ঠং শুণ্ঠী কৃষ্ণা চ সৈন্ধবম্।
মনঃশিলাশ্বমারশ্চ বিড়ঙ্গানি চ লোধ্রকঃ॥
দন্তী কোষাতকীবীজং হেমাহ্বা হরিতালকম্।
কল্কৈঃ কর্ষমিতৈস্তৈলং ততঃ প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
স্নুহ্যর্কপয়সী দদ্যাৎ পৃথক্ দ্বিপলসংমিতম্।
চতুর্গুণং গবাং মূত্রং দত্ত্বা সম্যক্ প্রসাধয়েৎ॥
কথিতং খরনাদেন তৈলমর্শোবিনাশনম্।
ক্ষারবৎ পাতয়ত্যেতদর্শাংস্যভ্যঙ্গতো ভৃশম্।
বলিন্নদূষয়ত্যেতৎ ক্ষারকর্ম্মকরং স্মৃতম্॥ ৪৩—৪৬॥

পিণ্ডতৈলম্—

মঞ্জিষ্ঠাসারিবাসর্জ্জযষ্টীসিক্থৈঃ পলোন্মিতৈঃ।
পিণ্ডাখ্যং সাধয়েত্তৈলমভ্যঙ্গাদ্বাতরক্তনুৎ॥ ৪৭॥

অর্কতৈলম্—

অর্কপত্ররসে পক্বং হরিদ্রাকল্কসংযুতম্।
নাশয়েৎ সার্ষপং তৈলং পামাকচ্ছুবিচর্চ্চিকাম্॥ ৪৮॥

হীরাকস, লাঙ্গলিয়া বিষ, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, সৈন্ধব, মনঃশিলা, শ্বেতকরবী, বিড়ঙ্গ, লোধ, দন্তী, কোষাতকীবীজ, হেমাহ্বা (স্বর্ণক্ষীরী) ও হরিতাল, এই সমস্তের কল্ক প্রত্যেকে ১ কর্ষ, সিজ ও আকন্দের আঠা প্রত্যেকে দুই পল লইয়া তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্রসহ প্রস্থ পরিমিত তৈল একত্র যথারীতি পাক করিবে। এই তৈল খরনাদ নামক মুনিকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাদ্বারা অর্শঃ প্রশমিত হয় এবং ক্ষারের ন্যায় ইহাদ্বারা অর্শের বলিসমূহও পতিত হয়, কিন্তু বলিসমূহ দূষিত করে না, অথচ ক্ষারের ন্যায় কার্য্য করে॥ ৪৩—৪৬॥

মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, সর্জ্জ, যষ্টিমধু, ও মোম প্রত্যেকের এক এক পল কল্কসহ যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। এই পিণ্ডতৈল মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়॥ ৪৭॥

অর্কপত্র রস ও হরিদ্রা কল্কসহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পামা কচ্ছু ও বিচর্চ্চিকা বিনষ্ট হয়॥ ৪৮॥

মরিচাদ্যতৈলম্—

মরিচং হরিতালঞ্চ ত্রিবৃতং রক্তচন্দনম্।
মুস্তং মনঃশিলা মাংসী দ্বে নিশে দেবদারু চ॥
বিশালা করবীরঞ্চ কুষ্ঠমর্কপয়স্তথা।
তথৈব গোময়রসং কুর্য্যাৎ কর্ষমিতং পৃথক্॥
বিষঞ্চার্দ্ধপলং দেয়ং প্রস্থঞ্চ কটুতৈলকম্।
গোমূত্রং দ্বিগুণং দত্ত্বা জলঞ্চ দ্বিগুণং ভবেৎ॥
মরিচাদ্যমিদং তৈলং সিদ্ধং কুষ্ঠব্রণাপহম্।
জয়েৎ শ্বিত্রানি সর্ব্বাণি পুণ্ডরীকং বিচর্চ্চিকাম্।
পামাং সিধ্মালসকান্দদ্রুকণ্ডূং বিনাশয়েৎ॥ ৪৯—৫২॥

ত্রৈফলতৈলম্—

ত্রিফলারিষ্টভূনিম্বং দ্বে নিশে রক্তচন্দনম্।
এতৈঃ সিদ্ধমরুংষীণাং তৈলমভ্যঞ্জনে হিতম্॥ ৫৩॥

নিম্ববীজতৈলম্—

ভাবয়েৎ নিম্ববীজানি ভৃঙ্গরাজরসেন হি।
তথাসনস্থ তোয়েন তৎ তৈলং হন্তি নস্যতঃ।
অকালপলিতং সদ্যঃ পুংসাং দুগ্ধান্নভোজিনাম্॥ ৫৪॥

মরিচ, হরিতাল, ত্রিবৃৎ, রক্তচন্দন, মুতা, মনঃশিলা, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, রাখালশশা, করবীর, কুড়, আকন্দের আঠা ও গোময়রস প্রত্যেকে ১ কর্ষ, মিঠেবিষ অর্দ্ধ পল, গোমূত্র ২ প্রস্থ এবং জল ২ প্রস্থসহ প্রস্থ পরিমিত তৈল একত্র যথারীতি পাক করিবে। এই মরিচাদ্যতৈলদ্বারা কুষ্ঠ, ব্রণ, সকল প্রকার শ্বিত্র, পুণ্ডরীক, বিচর্চ্চিকা, পামা, সিধ্ম, অলসক, দদ্রু ও কণ্ডূ বিনষ্ট হয়। ৪৯—৫২॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিম্ব, চিরতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও রক্তচন্দনের কল্কসহ পক্ব তৈল ব্যবহারে অরুংষিকা প্রশমিত হয়॥ ৫৩॥

নিম্ববীজ ভৃঙ্গরাজরস ও অসনের কাথদ্বারা ভাবনা দিলে তাহা হইতে যে তৈল নির্গত হয় তাহা নস্যরূপে ব্যবহার করিলে দুগ্ধান্নাহারী ব্যক্তির অকালপলিত সদ্য বিনষ্ট হয়॥ ৫৪॥

যষ্টিমধুকতৈলম্—

যষ্টীমধুকক্ষীরাভ্যাং নবধাত্রীফলৈঃ শৃতম্।
তৈলং নস্যে কৃতং কুর্য্যাৎ কেশান্ শ্মশ্রূণি সন্ততঃ॥ ৫৫॥

করঞ্জাদ্যতৈলম্—

করঞ্জশ্চিত্রকং জাতী করবীরশ্চ পাচিতম্।
তৈলমেভিদ্রুতং হন্যাদভ্যঙ্গাদিন্দ্রলুপ্তকম্॥ ৫৬॥

নীলিকাদ্যতৈলম্—

নীলিকা কেতকীকন্দং ভৃঙ্গরাজঃ কুরণ্টকঃ।
তথার্জ্জুনস্য পুষ্পাণি বীজকঃ কুসুমানি চ॥
কৃষ্ণা তিলা চ তগরং সমূলং কমলং তথা।
অয়োরজঃ প্রিয়ঙ্গুশ্চ দাড়িমত্বগ্গুড়ূচিকা॥
ত্রিফলা পদ্মপঙ্কশ্চ কল্কৈরেতৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
কর্ষমানৈঃ পচেৎ তৈলং ত্রিফলাক্বাথসংযুতম্॥
ভৃঙ্গরাজরসেনৈব সিদ্ধং কেশস্থিরীকরম্।
অকালপলিতং হন্তি দারুণঞ্চোপজিহ্বকম্॥ ৫৭—৬০॥

ভৃঙ্গরাজতৈলম্—

ভৃঙ্গরাজরসেনৈব লোহকিট্টং ফলত্রিকম্।

যষ্টিমধুর কল্ক, দুগ্ধ এবং নূতন আমলকীর ক্বাথসহ ঘৃত পাক করিয়া নস্য করিলে কেশ ও শ্মশ্রু ঘন হইয়া উৎপন্ন হয়॥ ৫৫॥

করঞ্জ, চিতা, জায়ফল ও করবীরকল্ক সহ পক্বতৈল মর্দ্দন করিলে অতি সত্বর ইন্দ্রলুপ্ত রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫৬॥

নীলিকা, কেওয়ারমূল, ভৃঙ্গরাজ, পীতঝিণ্টী, অর্জুনপুষ্প, বীজ ও কলি, কৃষ্ণা, তিল, তগরপাদুকা, সমূলকমল, লৌহচূর্ণ, প্রিয়ঙ্গু, দাড়িমত্বক্, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পদ্মপঙ্ক, ইহাদের কল্ক প্রত্যেকে এক এক কর্ষ লইয়া ত্রিফলার ক্বাথ ও ভৃঙ্গরাজের রসসহ তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে। ইহা কেশস্থিরীকারক এবং কেশের অকাল পক্বতা ও দারুণ উপজিহ্বক রোগনাশক॥ ৫৭—৬০॥

ভৃঙ্গরাজ রস এবং লৌহকিট্ট, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও অনন্তমূলের কল্ক

সারিবা চ পচেৎ কল্কৈস্তৈলং দারুণনাশনম্।
অকালপলিতং কণ্ডূমিন্দ্রলুপ্তঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৬১ ॥

ইরিমেদাদ্যতৈলম্—

ইরিমেদত্বচং ক্ষুণ্ণাং পচেৎ পলশতোন্মিতাম্।
জলদ্রোণেন তৎক্বাথং গৃহ্ণীয়াৎ পাদশেষিতম্॥
তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং দত্ত্বা কল্কৈঃ কর্ষমিতৈঃ পচেৎ।
ইরিমেদলবঙ্গাভ্যাং গৈরিকাগুরুপদ্মকৈঃ॥
মঞ্জিষ্ঠালোধ্রমধুকৈঃ লাক্ষান্যগ্রোধমুস্তকৈঃ।
ত্বগ্‌জাতীফলকর্পূরকক্কোলখদিরৈস্তথা॥
পতঙ্গধাতকীপুষ্পসূক্ষ্মৈলানাগকেশরৈঃ।
কটুফলেন চ সংসিদ্ধং তৈলং মুখরুজং জয়েৎ॥
প্রদুষ্টমাংসং চলিতং শীর্ণদন্তঞ্চ শৌষিরম্।
শীতাদং দন্তহর্ষঞ্চ বিদ্রধীকৃমিদন্তকম্।
দন্তস্ফুটনদৌর্গন্ধ্যং জিহ্বাতাল্বোষ্ঠজাং রুজাম্॥ ৬২—৬৬ ॥

হিঙ্গ্বাদ্যতৈলম্—

হিঙ্গুতুম্বুরুশুণ্ঠীভিঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
তস্য পূরণমাত্রেণ কর্ণশূলং প্রণশ্যতি ॥ ৬৭ ॥

সহ তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে দারুণক, অকালপলিত, কণ্ডূ ও ইন্দ্রলুপ্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬১ ॥

১০০ পল গুয়েবাব্‌লার ত্বক্ উত্তমরূপ কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলসহ সিদ্ধ করতঃ পাদাবশেষ অর্থাৎ চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া গুয়েবাব্‌লা, লবঙ্গ, গৈরিক, অগুরুচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, লাক্ষা, ন্যগ্রোধ, মুতা, দারুচিনি, জায়ফল, কর্পূর, কক্কোল, খয়েরকাঠ, পতঙ্গ, ধাইফুল, ছোটএলাচ, নাগকেশর, ও কটুফলের কল্কসহ অর্দ্ধ আঢ়ক তৈল যথাবিহিত নিয়মানুসারে পাক করিবে। ইহাদ্বারা মুখরোগ, দুষ্টমাংস, চলিত ও শীর্ণদন্ত, দন্তশৌষির, শীতাদ, দন্তহর্ষ, দন্তবিদ্রধী, কৃমিদন্তক, দন্তস্ফুটন, মুখের দৌর্গন্ধ্য এবং জিহ্বা, তালু ও ওষ্ঠপীড়া প্রশমিত হয় ॥ ৬২—৬৬ ॥

হিঙ্গু, তুম্বুরু ও শুঁঠের কল্কসহ কটুতৈল যথারীতি পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিবামাত্রই কর্ণশূল প্রশমিত হয় ॥ ৬৭ ॥

বালবিল্বতৈলম্—

বালবিল্বানি গোমূত্রে পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ।
সাজক্ষীরং সনীরঞ্চ বাধির্য্যে কর্ণপূরণম্॥ ৬৮॥

ক্ষারতৈলম্—

বালমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারঃ ক্ষারযবস্তথা।
লবণানি চ পঞ্চৈব হিঙ্গুশিগ্রুমহৌষধম্॥
দেবদারুবচাকুষ্ঠং শতপুষ্পারসাঞ্জনম্।
গ্রন্থিকং ভদ্রমুস্তঞ্চ কল্কৈঃ কর্ষমিতৈঃ পৃথক্॥
তৈলপ্রস্থঞ্চ বিপচেৎ কদলীবীজপূরয়োঃ।
রসাভ্যাং মধুশুক্তেন চতুর্গুণমিতেন চ॥
পূয়স্রাবং কর্ণনাদং শূলং বধিরতাং ক্রমীন্।
অন্যাংশ্চ কর্ণজান্ রোগান্ মুখরোগঞ্চ নাশয়েৎ॥ ৬৯—৭২॥

মধুশুক্তমাহ—

জম্বীরাণাং ফলরসঃ প্রস্থৈকঃ কুড়বোন্মিতম্।
মাক্ষিকং তত্র দাতব্যং পলৈকা পিপ্পলী স্মৃতা॥
এতদেকীকৃতং সর্ব্বং মধুভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
বচাম্বুমধুসংযুক্তং শৃঙ্গবেরগুড়ান্বিতম্।
ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং মধুশুক্তমুদাহৃতম্॥ ৭৩। ৭৪॥

বালবিল্ব গোমূত্রে পেষণ করিয়া লইয়া ছাগদুগ্ধ ও জলের সহিত তৈল পাক করতঃ কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা প্রশমিত হয়॥ ৬৮॥

বালমূলকশুঁঠের ক্ষার, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, সজিনা, শুঁঠ, দেবদারু, বচ, কুড়, শলুফা, রসাঞ্জন, গ্রন্থিক ও ভদ্রমুতা, ইহাদের কল্ক প্রত্যেকে এক এক কর্ষ এবং কদলীরস, ছোলঙ্গলেবুর রস ও মধুশুক্ত তৈলের চতুর্গুণ প্রদান করিয়া যথারীতি ১ প্রস্থ তৈল পাক করিবে। ইহাদ্বারা কর্ণ হইতে পূঁয়স্রাব, কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বধিরতা, ক্রমিকর্ণ ও অন্যান্য কর্ণরোগ ও মুখরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৬৯—৭২॥

জম্বীরফলরস ১ প্রস্থ, মধু ১ কুড়ব ও পিপুল ১ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুপাত্রে রাখিয়া দিবে। তৎপরে উহাতে বচ, জল, মধু, আদা ও গুড় মিশ্রিত করিয়া ধান্যরাশিতে তিন রাত্র রাখিয়া দিবে। ইহাকেই মধুশুক্ত বলা যায়॥ ৭৩॥ ৭৪॥

পাঠাদ্যতৈলম্—

পাঠা দ্বে চ নিশে মূর্ব্বাপিপ্পলীজাতিপল্লবৈঃ।
দন্ত্যা চ তৈলং সংসিদ্ধং নস্যং স্যাদ্দুষ্টপীনসে ॥ ৭৫ ॥

ব্যাঘ্রীতৈলম্—

ব্যাঘ্রীদন্তীবচাশিগ্রুতুলসীব্যোষসৈন্ধবৈঃ।
কফস্য পাচনং তৈলং পূতিনাসাগদাপহম্ ॥ ৭৬ ॥

কুষ্ঠাদ্যতৈলম্—

কুষ্ঠবিল্বকণাশুণ্ঠীদ্রাক্ষাকল্ককষায়বান্।
সাধিতং তৈলমাজ্যম্বা নস্যাৎ ক্ষবথুনাশনম্ ॥ ৭৭ ॥

গৃহধূমতৈলম্—

গৃহধূমকণাদারুক্ষারনক্তাহ্বসৈন্ধবৈঃ।
সিদ্ধং শিখরিবীজৈশ্চ তৈলং নাসার্শসাং হিতম্ ॥ ৭৮ ॥

বজ্রীতৈলম্—

বজ্রীক্ষীরং রবিক্ষীরং দ্রবং ধুস্তূরচিত্রজম্।
মহিষীবিট্‌ভবরসং দ্রবাংশং তিলতৈলকম্ ॥
পচেত্তৈলাবশেষঞ্চ গোমূত্রেঽথ চতুর্গুণে।
তৈলাবশেষং কৃত্বা চ তত্তৈলং প্রস্থমাত্রকম্ ॥

আকনাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বা, পিপুল, জাতিপল্লব ও দন্তীর কল্কসহ তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে দুষ্টপীনসরোগ প্রশমিত হয় ॥ ৭৫ ॥

কণ্টকারী, দন্তী, বচ সজিনা, তুলসী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও সৈন্ধবের কল্ক সহ পক্বতৈল কফপাচক ও পূতিনাসারোগ নাশক ॥ ৭৬ ॥

কুড়, বিল্ব, পিপুল, শুঁঠ ও কিস্‌মিসের কল্ক ও কাথসহ পক তৈল অথব ঘৃতদ্বারা নস্য করিলে ক্ষবথু রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭৭ ॥

গৃহধূম, পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, হরিদ্রা, সৈন্ধব, অপামার্গ বীজ কল্কস পক তৈল নাসার্শঃ প্রশমক ॥ ৭৮ ॥

সিজ ও আকন্দের আঠা, ধুস্তূর, চিতা, মহিষবিষ্ঠার রস, ইহারা সমুদ তৈলের এক অংশ, তিলতৈল চারি সের এবং গোমূত্র ১৬ ষোল সের লই যথারীতি একত্র পাক করিবে এবং তৈলাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া নিম্নলিখি

গন্ধকাগ্নিশিলাতালং বিড়ঙ্গাতিবিষাবিষম্ ।
[illegible]
[illegible] কুষ্ঠকরম্ ॥
পীতদারু চ যষ্ট্যাহ্বং স্বর্জিকাক্ষারজীরকম্ ।
দেবদারু চ কর্ষাংশং চূর্ণং তৈলে বিমিশ্রয়েৎ ।
বজ্রতৈলমিতিখ্যাতমভ্যঙ্গাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ ॥ ৭৯—৮২ ॥

করবীরাদ্যতৈলম্—

করবীরশিফাদন্তীত্রিবৃৎকোষাতকীফলম্ ।
রম্ভাক্ষারোদকং তৈলং প্রশস্তং লোমশাতনম্ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে দশমোঽধ্যায়ঃ ।

চূর্ণ সমূহ প্রক্ষেপ দিবে। যথা,—গন্ধক, চিতা, মনঃশিলা, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, আতিস, মিঠাবিষ, কট্‌কী, কোষাতকী, কুড়, বচ, জটামাংসী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, স্বর্জ্জিকাক্ষার, জীরা ও দেবদারু প্রত্যেকে ২ তোলা। ইহা মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৭৯—৮২ ॥

করবীরমূল, দন্তী, ত্রিবৃৎ, কোষাকণ্ডী ও রম্ভাক্ষারের জলসহ পক্ব তৈল লোমশাতন অর্থাৎ যেস্থানে মর্দ্দন করা যায় তথাস্থ রোম উঠিয়া যায় ॥ ৮৩ ॥

শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

আসবাদিকল্পনা—

দ্রবেষু চিরকালস্থং দ্রব্যং যৎ সংহিতং ভবেৎ ।
আসবারিষ্টভেদৈস্তৎ প্রোচ্যতে ভেষজোচিতম্ ॥
যদপক্বৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ ।
অরিষ্টঃ ক্বাথসাধ্যঃ স্যাৎ তয়োর্মানং পলোন্মিতম্ ॥

ঔষধোচিত দ্রব্য, দ্রবপদার্থে বহুদিন ভিজাইয়া রাখিলে তাহা হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে ভেদে আসব ও অরিষ্ট বলা যায়।

যে মদ্য অপক্ব ঔষধ ও জলদ্বারা সাধিত তাহাকে আসব বলা যায়।

অনুক্তমানারিষ্টেষু দ্রবাদ্দ্রোণং গুড়াচ্ছতম্।
ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেদ্গুড়াদর্দ্ধং প্রক্ষেপ্যং দশমাংশিকম্॥
জ্ঞেয়ঃ শীতরসঃ সীধুরপক্কমধুরদ্রবৈঃ।
সিদ্ধঃ পক্করসঃ সীধুঃ সম্পক্কমধুরদ্রবৈঃ॥
পরিপক্কান্নসন্ধানাৎ সমুৎপন্নাং সুরাং জগুঃ।
সুরামণ্ডঃ প্রসন্না স্যাৎ ততঃ কাদম্বরী ঘনা॥
তদধো জগলো জ্ঞেয়ো মেদকো জগলাদ্ঘনঃ।
বক্কসো হৃতসারঃ স্যাৎ সুরাবীজঞ্চ কিণ্বকম্॥
যত্তালখর্জ্জূররসৈঃ সন্ধিতা সা হি বারুণী।
কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ॥
যত্র দ্রবেঽভিষূয়ন্তে তৎ শুক্তমভিধীয়তে।

যে মদ্য ক্কাথদ্বারা প্রস্তুত তাহাকে অরিষ্ট বলা যায়। আসব এবং অরিষ্ট উভয়ই এক পল অর্থাৎ ৮ আট তোলা মাত্রায় পান করা কর্ত্তব্য।

অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণ দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবে তাহা উক্ত না থাকিলে তথায় দ্রবপদার্থ দ্রোণ পরিমাণ (৬৪ চৌষট্টি সের), গুড় শত পল (১২॥০ সাড়েবার সের), মধু গুড়ের অর্দ্ধাংশ (৬।০ সোয়াছয় সের) এবং প্রক্ষেপ্য দ্রব্য গুড়ের দশমাংশ গ্রহণ করিবে।

সিধু দ্বিবিধ; যথা,—শীতরস সিধু এবং পক্করস সিধু। অপক্ক মধুর দ্রব (ইক্ষুরস প্রভৃতি) দ্বারা শীতরস সিধু এবং পক্ক মধুর দ্রবদ্বারা পক্করস সিধু প্রস্তুত হইয়া থাকে॥

পরিপক্ক অন্নসন্ধান হইতে যে মদ্য উৎপন্ন হয় তাহাকে সুরা এবং সুরার উপরের অংশকে প্রসন্না ও তাহার নিচের অংশকে কাদম্বরী বলা যায়। কাদম্বরী প্রসন্না হইতে ঘন। কাদম্বরীর নিচের অংশকে জগল এবং তাহার নিচের অংশকে মেদক বলা যায়। জগল হইতে মেদক ঘন হইয়া থাকে॥

যে মদ্যের সার অপ[illegible] হয় তাহাকে বক্কস এবং সুরারবীজকে (বাখর) কিণ্বক বলা যায়॥

তালের রস এবং খর্জ্জূররসদ্বারা সন্ধান করতঃ যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে বারুণী মদ্য বলা যায়॥

কন্দ, মূল, ফল, স্নেহ, লবণ দ্রবপদার্থদ্বারা আপ্লাবিত (ডুবাইয়া রাখা) করিয়া রাখিলে তাহাকে শুক্ত বলা যায়॥

বিনষ্টমম্লতাং যাতং মদ্যং বা মধুরদ্রবঃ ॥
সন্ধিতো যস্তু তচ্চুক্রমভিধীয়তে।
গুড়াম্বুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তথা ॥
সংহিতঞ্চাম্লতাং যাতং গুড়শুক্তং প্রচক্ষতে।
এবমেবৈক্ষুশুক্তং স্যাৎ মৃদ্বীকাসম্ভবং তথা ॥
তুষাম্বু সংহিতং জ্ঞেয়মামৈর্বিদলিতৈর্যবৈঃ।
যবৈস্তু নিস্তুষৈঃ পক্কৈঃ সৌবীরং সংহিতং ভবেৎ ॥
আরনালস্তু গোধূমৈরামৈঃ স্যান্নিস্তুষীকৃতৈঃ।
পক্কৈর্ব্বা সংহিতৈস্তত্তু সৌবীরসদৃশং গুণৈঃ ॥
কুল্মাষধান্যমণ্ডাদিসংহিতং কাঞ্জিকং বিদুঃ।
শিণ্ডাকী সংহিতা জ্ঞেয়া মূলকৈঃ সর্ষপাদিভিঃ ॥ ১—১৩ ॥

উশীরাসবঃ—

উশীরং বালকং পদ্মং কাশ্মরী নীলমুৎপলম্।

মদ্য বিনষ্ট হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে অথবা মধুররসবিশিষ্ট তরল পদার্থ সন্ধানদ্বারা অম্লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে চুক্র বলা যায় ॥

জলমিশ্রিত গুড়, তৈল, কন্দ, শাক ও ফল, এই সকল দ্রব্যের সন্ধান অম্লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে গুড়শুক্ত বলা যায়। এইরূপ ইক্ষুরসের সন্ধান অম্লতা প্রাপ্ত হইলে ইক্ষুশুক্ত এবং দ্রাক্ষার সন্ধান অম্লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দ্রাক্ষা-শুক্ত বলা যায় ॥

অপক্ক সতুষ যব পেষণ পূর্ব্বক সন্ধান করতঃ যাহা প্রস্তুত হয় তাহাকে তুষাম্বু বলা যায় ॥

তুষবিহীন যব পাক করিয়া সন্ধান করিলে তাহাকে সৌবীর বলা যায়।

পক্কই হউক বা অপক্কই হউক নিস্তুষগোধূমের সন্ধানদ্বারা যাহা প্রস্তুত হয় তাহাকে আরণাল বলা যায়। ইহা সৌবীরের তুল্যগুণবিশিষ্ট ॥

কুল্মাষ ও ধান্যমণ্ডাদি সন্ধান করতঃ তাহা হইতে যাহা প্রস্তুত হয় তাহাকে কাঞ্জিক বলা যায় ॥

মূলক এবং সর্ষপ প্রভৃতি সন্ধান করতঃ যাহা প্রস্তুত হয় তাহাকে শীণ্ডাকী বলা যায় ॥ ১—১৩ ॥

বেণারমূল, বালা, পদ্ম, গাম্ভারী, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ,

প্রিয়ঙ্গুঃ পদ্মকং লোধ্রং মঞ্জিষ্ঠা ধন্বযাসকম্ ॥
পাঠাকিরাততিক্তঞ্চ ন্যগ্রোধোডুম্বরঃ শঠী।
পর্প টং পুণ্ডরীকঞ্চ পটোলং কাঞ্চনারকম্ ॥
জম্বূশাল্মলিনির্য্যাসং প্রত্যেকং পলসম্মিতম্।
ভাগাংস্তু চূর্ণিতান্ কৃত্বা দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিঃ ॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
শর্করায়াস্তুলাং দত্ত্বা ক্ষৌদ্রস্যৈকতুলাং তথা ॥
মাসৈকং স্থাপয়েদ্ভাণ্ডে মাংসীমরিচধূপিতে।
উশীরাসব ইত্যেষ রক্তপিত্তবিনাশনঃ।
পাণ্ডুকুষ্ঠপ্রমেহার্শঃক্রিমিশোথহরস্তথা ॥ ১৪—১৮ ॥

পিপ্পল্যাদ্যাসবঃ—

পিপ্পলী মরিচং চব্যং হরিদ্রা চিত্রকো ঘনঃ।
বিড়ঙ্গং ক্রমুকো লোধ্রঃ পাঠা ধাত্র্যেলবালুকম্ ॥
উশীরং চন্দনং কুষ্ঠং লবঙ্গং তগরং তথা।
মাংসী ত্বগেলাপত্রঞ্চ প্রিয়ঙ্গুর্নাগকেশরম্।
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতান্ শুভান্ ॥
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্ত্বা দদ্যাদ্গুড়তুলাত্রয়ম্।
পলানি দশ ধাতক্যা দ্রাক্ষা ষষ্টিপলা ভবেৎ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, আকনাদি, চিরতা, কট্‌কী, বট, ডুম্বর, শটী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, পুণ্ডরীক, পটোলপত্র, কাঞ্চনার, জামছাল ও শাল্মলিনির্য্যাস, ইহাদের প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ ১ পল, কিস্‌মিস্ ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, জল ২ দ্রোণ অর্থাৎ ১২৮ সের তৎসহ চিনি ও মধু প্রত্যেকে ১০০ পল এবং পূর্ব্বোক্ত প্রক্ষেপ্য চূর্ণসমূহ মিশ্রিত করিয়া জটামাংসী ও মরিচদ্বারা ধূপিত মৃৎপাত্রে উত্তমরূপ আবৃত করিয়া এক মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। এই উশীরাসব পান করিলে রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, প্রমেহ, অর্শঃ, ক্রিমি ও শোথ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৪—১৮ ॥

পিপুল, মরিচ, চই, হরিদ্রা, রক্তচিতা, মুতা, বিড়ঙ্গ, ক্রমুক, লোধ, আকনাদি, আমলকী, এলবালুকা, বেণারমূল, রক্তচন্দন, কুড়, লবঙ্গ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও নাগকেশর, ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধ পল। জল ২ দ্রোণ অর্থাৎ ১২৮ সের, গুড় ৩ তুলা, ধাই-

এতান্যেকত্র সংযোজ্য মৃদ্ভাণ্ডে চ বিনিক্ষিপেৎ।
জ্ঞাত্বা জাতরসং সর্ব্বং পায়য়েদগ্ন্যপেক্ষয়া ॥
ক্ষয়ং গুল্মোদরং কার্শ্যং গ্রহণীং পাণ্ডুতাং তথা।
অর্শাংসি নাশয়েচ্ছীঘ্রং পিপ্পল্যাদ্যাসবস্ত্বয়ম্ ॥ ১৯—২৩ ॥

লৌহাসবঃ—

লোহচূর্ণং ত্রিকটুকং ত্রিফলাঞ্চ যমানিকাম্।
বিড়ঙ্গং চিত্রকং মুস্তং চতুঃপলমিতং পৃথক্ ॥
চূর্ণীকৃত্য ততঃ ক্ষৌদ্রং চতুঃষষ্টিপলং ক্ষিপেৎ।
দদ্যাদ্গুড়তুলাং তত্র জলদ্রোণদ্বয়ং তথা ॥
ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
লোহাসবমমুং মর্ত্যঃ পিবেদ্বহ্নিকরং পরম্ ॥
পাণ্ডুশ্বয়থুগুল্মানি জঠরাণ্যর্শসাং রুজম্।
কুষ্ঠপ্লীহাময়ং কণ্ডুং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্।
অরোচকঞ্চ গ্রহণীং হৃদ্রোগঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥ ২৪—২৭ ॥

কুটজারিষ্টঃ—

তুলাং কুটজমূলস্য মৃদ্বীকার্দ্ধতুলাং তথা।
মধূকপুষ্পকাশ্মর্য্যোর্ভাগান্ দশপলোন্মিতান্ ॥

ফুল ১০ পল ও কিস্‌মিস্ ৬০ পল এবং পূর্ব্বোক্ত পিপুল প্রভৃতি প্রক্ষেপ্য চূর্ণ-সমুহ একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাস পর্য্যন্ত মৃৎপাত্রে উত্তমরূপ মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। পরে উত্তমরূপ ছাকিয়া লইয়া অগ্নির বলাবল বিবেচনা করতঃ পান করিতে দিবে। এই পিপ্পল্যাদ্য আসব ক্ষয়, গুল্ম, উদর, কৃশতা, গ্রহণী, পাণ্ডু ও অর্শঃ রোগ নাশক ॥ ১৯—২৩ ॥

লৌহচূর্ণ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, বিড়ঙ্গ, চিতা ও মুতা, ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ প্রত্যেকে ৪ পল। মধু ৬৪পল ও গুড় ১০০পল, ২ দ্রোণ জলে মিশ্রিত করতঃ পূর্ব্বোক্ত চূর্ণসমূহ প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতপাত্রে একমাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। পরে উত্তমরূপ ছাকিয়া লইয়া পান করিবে। এই লৌহাসব অগ্নির দীপ্তিকর এবং পাণ্ডু, শ্বয়থু, গুল্ম, জঠর ও অর্শঃপীড়া, কুষ্ঠ, প্লীহা, কণ্ডু, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, অরুচি, গ্রহণী ও হৃদ্রোগ নাশক ॥ ২৪—২৭ ॥

কুটজমূলের ছাল ১০০ পল, কিস্‌মিস্ ৫০ পল, মধুকপুষ্প (মউফুল) ও গাম্ভারী

চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা ক্বাথয়েৎ দ্রোণশেষিতম্ ।
ধাতক্যা বিংশতিপলং গুড়স্য চ তুলাং ক্ষিপেৎ ॥
মাসমাত্রং স্থিতো ভাণ্ডে কুটজারিষ্টসংজ্ঞকঃ ।
জ্বরান্ প্রশময়েৎ সর্ব্বান্ কুর্য্যাৎ তীক্ষ্ণং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৮—৩০ ॥

বিড়ঙ্গাদ্যরিষ্টঃ—

বিড়ঙ্গং গ্রন্থিকং রাস্না কুটজত্বক্‌ফলানি চ ।
পাঠৈলবালুকং ধাত্রী ভাগান্ পঞ্চপলান্ পৃথক্ ॥
অষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা কুর্য্যাৎ দ্রোণাবশেষিতম্ ।
পূতে শীতে ক্ষিপেৎ তত্র ক্ষৌদ্রং পলশতত্রয়ম্ ॥
ধাতকীবিংশতিপলং ত্রিজাতং দ্বিপলং তথা ।
প্রিয়ঙ্গুকাঞ্চনারাণাং সলোধ্রাণাং পলং পলম্ ॥
ব্যোষস্য চ পলান্যষ্টৌ চূর্ণীকৃত্য প্রদাপয়েৎ ।
ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য মাসমেকং নিধাপয়েৎ ॥
ততঃ পিবেদ্যথাহর্ঞ্চ জয়েদ্বিদ্রধিমুত্থিতম্ ।
ঊরুস্তম্ভাঽশ্মরীমেহান্ প্রত্যষ্ঠীলাভগন্দরান্ ।
গণ্ডমালাং হনুস্তম্ভং বিড়ঙ্গারিষ্টসংজ্ঞকঃ ॥ ৩১—৩৫ ॥

প্রত্যেকে ১০ পল, ৪ দ্রোণ অর্থাৎ ২৫৬ সের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া উহাতে ধাইফুল ২০ পল ও গুড় ১০০ পল মিশ্রিত করতঃ মৃৎপাত্রে এক মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে । অনন্তর উহা উত্তমরূপ ছাকিয়া লইয়া পান করিবে । এই কুটজারিষ্ট সকল প্রকার জ্বর নাশক এবং ধনঞ্জয়নামক জঠরাগ্নির দীপ্তিকারক ॥ ২৮—৩০ ।

বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, রাস্না, কুটজত্বক্, ইন্দ্রযব, আকনাদি, এলবালুকা ও আমলকী প্রত্যেকে ৫ পল, অষ্ট দ্রোণ জলে সিদ্ধ করিয়া এক দ্রোণ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু ৩০০ পল, ধাইফুল ২০ পল এবং প্রত্যেকপার্থ দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র চূর্ণ প্রত্যেকে ২ পল, প্রিয়ঙ্গু, কাঞ্চনার ও লোধ প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ পল, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে একমাস পর্য্যন্ত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে । অনন্তর উহা উত্তমরূপ ছাকিয়া লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে । এই বিড়ঙ্গাদ্য অরিষ্ট উত্থিত বিদ্রধি, উরুস্তম্ভ, অশ্মরী, মেহ, প্রত্যষ্ঠীলা, ভগন্দর, গণ্ডমালা ও হনুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ নাশক ॥ ৩১—৩৫ ॥

দেবদার্ব্বাদ্যরিষ্টঃ—

তুলার্দ্ধং দেবদারুস্যাৎ বাসায়াঃ পলবিংশতিঃ।
মঞ্জিষ্ঠেন্দ্রযবাদন্তীতগরং রজনীদ্বয়ম্॥
রাস্নাক্রমিঘ্নং মুস্তঞ্চ শিরীষখদিরার্জ্জুনম্।
ভাগান্ দশপলান্ দদ্যাৎ যবান্যা বৎসকস্য চ॥
চন্দনস্য গুড়ূচ্যাশ্চ রোহিণ্যাশ্চিত্রকস্য চ।
ভাগানষ্টপলানেতানষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥
দ্রোণশেষে কষায়ে চ শীতীভুতে প্রদাপয়েৎ।
ধাতক্যাঃ ষোড়শপলং মাক্ষিকস্য তুলাত্রয়ম্॥
ব্যোষস্য দ্বিপলঞ্চ দদ্যাৎ ত্রিজাতস্য চতুঃপলম্।
চতুষ্পলং প্রিয়ঙ্গোশ্চ দ্বিপলং নাগকেশরাৎ॥
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
মাসাদূর্দ্ধং পিবেদেনং প্রমেহং হন্তি দুর্জ্জয়ম্॥
বাতরোগান্ গ্রহণ্যর্শোমূত্রকৃচ্ছ্রাণি নাশয়েৎ।
দেবদার্ব্ব্যাদিকোঽরিষ্টঃ দদ্রুকুষ্ঠনিবারণঃ॥ ৩৬—৪২॥

খদিরাদ্যরিষ্টঃ—

খদিরস্য তুলার্দ্ধন্তু দেবদারু চ তৎসমম্।
বাকুচী দ্বাদশপলা দার্বী স্যাৎ পলবিংশতিঃ॥

দেবদারু ৫০ পল, বাসক ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রযব, দন্তী, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, মুতা, শিরীষ, খদিরকাষ্ঠ ও অর্জ্জুনছাল, ইহারা প্রত্যেকে ১০ পল, যমানী, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও রক্তচিতা প্রত্যেকে ৮ পল, অষ্ট দ্রোণ ৫১২ জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে ধাইফুল চূর্ণ ১৬ পল, মধু ৩০০ পল, মরিচ, পিপুল, ও শুঁঠ চূর্ণ প্রত্যেকে ২ পল, দারুচিনি; ছোটএলাচ ও তেজপত্র চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ পল, প্রিয়ঙ্গু চূর্ণ ৪ পল ও নাগকেশর চূর্ণ ২ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতপাত্রে মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। তৎপরে উত্তমরূপ ছাকিয়া লইবে। এই দেবদার্ব্বাদি অরিষ্ট পান করিলে অতি কঠিন প্রমেহ, বাতরোগ, গ্রহণী, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, দদ্রু ও কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়॥ ৩৬—৪২॥

খদিরকাষ্ঠ ৫০ পল, দেবদারু ৫০ পল, সোমরাজ ১২ পল, দার্ব্বী ২০ পল,

ত্রিফলা বিংশতিপলা চাষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।
কষায়ে দ্রোণশেষে চ পূতে শীতে বিনিক্ষিপেৎ ॥
তুলাদ্বয়ং মাক্ষিকস্য তুলৈকা শর্করা মতা।
ধাতক্যা বিংশতিপলং কংকোলং নাগকেশরম্ ॥
জাতীফলং লবঙ্গৈলাত্বক্‌পত্রাণি পৃথক্ পৃথক্।
পলোন্মিতানি কৃষ্ণায়া দদ্যাৎ পলচতুষ্টয়ম্ ॥
ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য মাসাদূর্দ্ধং পিবেন্নরঃ।
মহাকুষ্ঠানি হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগার্ব্বুদানি চ ॥
গুল্মগ্রন্থীন্ ক্রমীন্ কাসং তথা প্লীহোদরং জয়েৎ।
এষ বৈ খদিরারিষ্টঃ সর্ব্বকুষ্ঠনিবারণঃ॥ ৪৩—৪৮ ॥

বব্বূলাদ্যরিষ্টঃ—

তুলাদ্বয়ঞ্চ বব্বূলং চতুর্দ্রোণে জলে পচেৎ।
দ্রোণশেষে রসে শীতে গুড়স্য চ তুলাং ক্ষিপেৎ ॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং কৃষ্ণাং দ্বিপলিকাং তথা।
জাতীফলানি কংকোলং ত্বগেলাপত্রকেশরম্ ॥
লবঙ্গং মরিচঞ্চৈব পলিকান্যুপকল্পয়েৎ।

ত্রিফলা ২০ পল, অষ্ট দ্রোণ জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া ১ দ্রোণ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাকিয়া লইবে এবং মধু ২০০ পল, চিনি ১০০ পল, ধাইফুল ২০ পল এবং কাঁকলা, নাগকেশর, জায়ফল, লবঙ্গ, ছোটএলাচ, দারুচিনি ও তেজপত্র চূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ এক এক পল এবং পিপুলচূর্ণ ৪ পল, একত্র উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত ঘৃতভাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। অনন্তর ছাকিয়া লইয়া যথামাত্রায় পান করিবে। এই খদিরাদ্য অরিষ্ট পান করিলে মহাকুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, অর্ব্বুদ, গুল্ম, গ্রন্থি, ক্রমি, কাস, প্লীহা ও উদররোগ বিশেষতঃ সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৩—৪৮ ॥

বাবলাছাল ২০০ পল, ৪ দ্রোণ অর্থাৎ ২৫৬ সের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাকিয়া লইয়া গুড় ১০০ পল, এবং ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল ২ পল, জায়ফল, কাঁকলা, দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র, নাগকেশর, লবঙ্গ ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল, একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতপাত্রে এক মাস পর্য্যন্ত আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। তৎপর উত্তমরূপ ছাকিয়া

মাসং ভাণ্ডে স্থিতস্ত্বেষ বব্বূলারিষ্টকো জয়েৎ।
ক্ষয়ং কুষ্ঠমতীসারং প্রমেহশ্বাসকাসকান্ ॥ ৪৯—৫১ ॥

দ্রাক্ষারিষ্টঃ—

দ্রাক্ষাতুলার্দ্ধং দ্বিদ্রোণে জলস্য বিপচেৎ সুধীঃ।
পাদশেষে কষায়ে চ পূতে শীতে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥
গুড়স্য দ্বিতুলাস্তত্র ত্বগেলাপত্রকেশরম্।
প্রিয়ঙ্গুর্মরিচং কৃষ্ণা বিড়ঙ্গং চেতি চূর্ণয়েৎ ॥
পৃথক্ পলোন্মিতৈর্ভাগৈর্ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
সমং ততো ঘটয়িত্বা পিবেজ্জাতরসং ততঃ ॥
উরঃক্ষতং ক্ষয়ং হন্তি কাসশ্বাসগলাময়ান্।
দ্রাক্ষারিষ্টাহ্বয়ঃ প্রোক্তো বলকৃন্মলশোধনঃ ॥ ৫২—৫৫ ॥

রোহীতকারিষ্টঃ—

রোহীতকতুলামেকাং চতুর্দ্রোণে জলে পচেৎ।
পাদশেষে রসে পূতে শীতে পলশতদ্বয়ম্ ॥
দদ্যাদ্গুড়স্য ধাতক্যাঃ পলষোড়শকং মতম্।
পঞ্চকোলং ত্রিজাতঞ্চ ত্রিফলঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ ॥
চূর্ণয়িত্বা পলাংশেন ততো ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
মাসাদূর্দ্ধঞ্চ পিবতো গুদজা যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥

লইয়া পান করিবে। এই বব্বূলাদ্যরিষ্ট দ্বারা ক্ষয়, কুষ্ঠ, অতীসার, প্রমেহ, শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয় ॥ ৪৯—৫১ ॥

কিস্‌মিস্ ৫০ পল, ২ দ্রোণ জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ অর্থাৎ ৩২ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে গুড় ২০০ পল এবং দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিড়ঙ্গচূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতপাত্রে এক মাস পর্য্যন্ত আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। এই দ্রাক্ষারিষ্ট উরঃক্ষত, ক্ষয়, কাস, শ্বাস ও গলরোগ নাশক এবং বলকারক ও মলশোধক ॥ ৫২—৫৫ ॥

রোহিতক ১০০ পল, ৪ দ্রোণ জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে গুড় ২০০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র, হরীতকী,

গ্রহণীপাণ্ডুহৃদ্রোগং প্লীহগুল্মোদরান্ জয়েৎ।
কুষ্ঠশোথারুচিহরো রোহিতারিষ্টসংজ্ঞকঃ ॥ ৫৬—৫৯ ॥

দশমূলারিষ্টঃ—

দশমূলানি কুর্ব্বীত ভাগৈঃ পঞ্চপলৈঃ পৃথক্।
পঞ্চবিংশৎপলং কুর্য্যাচ্চিত্রকং পৌষ্করং তথা ॥
কুর্য্যাদ্বিংশৎপলং লোধ্রং গুড়ূচী তৎসমা ভবেৎ।
পলৈঃ ষোড়শভির্ধাত্রী রবিসংখৈর্দুরালভা ॥
খদিরো বীজসারশ্চ পথ্যা চেতি পৃথক্ পলৈঃ।
অষ্টভির্গুণিতং কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠা দেবদারু চ ॥
বিড়ঙ্গং মধুকং ভার্গী কপিত্থেক্ষূ পুনর্নবা।
চব্যং মাংসী প্রিয়ঙ্গুশ্চ সারিবা কৃষ্ণজীরকং ॥
ত্রিবৃতা রেণুকা রাস্না পিপ্পলী ক্রমুকঃ শঠী।
হরিদ্রা শতপুষ্পা চ পদ্মকং নাগকেশরম্ ॥
মুস্তমিন্দ্রযবং শুণ্ঠী জীবকর্ষভকৌ তথা।
মেদা চান্যা মহামেদা কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে ॥
কুর্য্যাৎ পৃথগ্ দ্বিপলিকান্ পচেদষ্টগুণে জলে।
চতুর্থাংশং শৃতং নীত্বা মৃদ্ভাণ্ডে সন্নিধাপয়েৎ ॥

আমলকী ও বহেড়াচূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া মাসাবধি পর্য্যন্ত মৃৎপাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। এই রোহিতকারিষ্ট পান করিলে উদররোগ, গ্রহণী, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, কুষ্ঠ, শোথ ও অরুচি বিনষ্ট হয় ॥ ৫৬—৫৯ ॥

বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারীছাল, শালপাণি, পিঠানী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর প্রত্যেকে ৫ পল, চিতা ২৫ পল, পুষ্কর ২৫ পল, লোধ ২০ পল, গুলঞ্চ ২০ পল, আমলকী ১৬ পল, দুরালভা ১২ পল, খদিরকাষ্ঠ, বিজসার, হরীতকী প্রত্যেকে ১ পল, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা ও দেবদারু প্রত্যেকে ৮ পল, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, বামনহাটি, কথবেল, ইক্ষু, পুনর্নবা, চই, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, কৃষ্ণজীরা ত্রিবৃৎ (তেউড়ী), রেণুকা, রাস্না, পিপুল, ক্রমুক, শটী, হরিদ্রা, শলুকা, পদ্মকাষ্ঠ, নাগকেশর, মুতা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, ইহারা প্রত্যেকে ২ পল, সমষ্টির অষ্টগুণ জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে।

ততঃ ষষ্টিপলাং দ্রাক্ষাং পচেন্নীরে চতুর্গুণে।
ত্রিপাদশেষং শীতঞ্চ পূর্ব্বক্বাথে শৃতং ক্ষিপেৎ॥
দ্বাত্রিংশৎপলিকং ক্ষৌদ্রং দদ্যাদ্গুড়ং চতুঃশতম্।
ত্রিংশৎপলানি ধাতক্যাঃ কঙ্কোলং জলচন্দনে॥
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগেলাপত্রকেশরম্।
পিপ্পলী চেতি সংচূর্ণ্য ভাগৈর্দ্বিপলিকৈঃ পৃথক্॥
শাণমাত্রাঞ্চ কস্তূরীং সর্ব্বমেকত্র নিক্ষিপেৎ।
ভূমৌ নিখাতয়েন্মাসং ততো জাতরসং পিবেৎ॥
কতকস্য ফলং ক্ষিপ্ত্বা রসং নির্ম্মলতাং নয়েৎ।
গ্রহণীমরুচিং শূলং শ্বাসং কাশং ভগন্দরম্॥
বাতব্যাধিং ক্ষয়ং ছর্দ্দিং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্।
কুষ্ঠান্যর্শাংসি মেহাংশ্চ মন্দাগ্নিমুদরাণি চ।
শর্করামশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রং ধাতুক্ষয়ং জয়েৎ॥
কৃশানাং পুষ্টিজননো বন্ধ্যানাং গর্ভদঃ পরম্।
অরিষ্টো দশমূল্যাখ্যস্তেজঃশুক্রবলপ্রদঃ॥ ৬০—৭৩॥

ইতি শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অনন্তর দ্রাক্ষা ৬০ পল, চতুর্গুণ জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া ত্রিপাদশেষ থাকিতে নামাইয়া পূর্ব্বকৃত ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং তাহাতে মধু ৩২ পল, গুড় ৪০০ পল, ধাইফুল ৩০ পল, কাঁকলা, বালা, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপাত, নাগকেশর ও পিপুল চূর্ণ প্রত্যেকে ২ পল এবং মৃগনাভি অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া মাটির নীচে এক মাস পর্য্যন্ত পাত্র পুঁতিয়া রাখিবে। তৎপরে উক্ত পাত্র মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া কতকফল (নির্ম্মলীফল) দ্বারা রসকে নির্ম্মল করিয়া লইবে। এই দশমূলারিষ্ট পান করিলে গ্রহণী, অরুচি, শূল, শ্বাস, কাস, ভগন্দর, বাতব্যাধি, ক্ষয়, ছর্দ্দি, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, অর্শঃ, মেহ, মন্দাগ্নি, উদর, শর্করা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ধাতুক্ষয়, ইত্যাদি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা কৃশ ব্যক্তির পুষ্টিকারক, বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভপ্রদ এবং তেজঃ, শুক্র ও বলজনক॥ ৬০—৭৩॥

শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ধাতুশোধনমারণম্—

স্বর্ণতারারতাম্রাণি নাগবঙ্গৌ চ তীক্ষ্ণকম্।
ধাতবঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়াস্ততস্তানি শোধয়েদ্বুধঃ॥
স্বর্ণতারারতাম্রাণাং পত্রাণ্যগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেত্তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে॥
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা।
এবং স্বর্ণাদিলোহানাং বিশুদ্ধিঃ সংপ্রজায়তে॥
নাগবঙ্গৌ প্রতপ্তৌ বা গলিতৌ তৌ নিষেচয়েৎ।
ত্রিধা ত্রিধা বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ রবিদুগ্ধেন চ ত্রিধা॥ ১—৪॥

ধাতুমধ্যে স্বর্ণমারণম্—

স্বর্ণস্য দ্বিগুণং সূতমম্লেন সহ মর্দ্দয়েৎ।
তদ্গোলকসমং গন্ধং নিদধ্যাদধরোত্তরম্॥
গোলকঞ্চ ততো রুদ্ধা সরাবদৃঢ়সংপুটে।
ত্রিংশৎ ঘনোপলৈর্দ্দদ্যাৎ পুটান্যেবং চতুর্দ্দশ।
নিরুত্থং জায়তে ভস্ম গন্ধো দেয়ঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৫। ৬॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, তাম্র, সীসা, বঙ্গ ও লৌহ, এই সাতটীকে ধাতু বলা যায়। ইহাদিগকে কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য যথারীতি শোধন করিয়া লইতে হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল ও তাম্র প্রভৃতির পত্র (পাত) অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তৈল, তক্র, কাঞ্জিক, গোমূত্র ও কুলথকলাইর ক্বাথে প্রত্যেকে তিন তিন বার নিক্ষেপ করিলে উহা শোধিত হয়। সীসা ও বঙ্গ (রাঙ্) গালাইয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রবে ও আকন্দের আঠায় প্রত্যেকে তিন তিন বার নিক্ষেপ করিলে শোধিত হয়॥ ১—৪॥

স্বর্ণের দ্বিগুণ পারদ লইয়া একত্র কাঞ্জিকদ্বারা মর্দ্দন করতঃ গোলক প্রস্তুত করিবে এবং গোলকের উপরে ও নীচে গোলকের সমান গন্ধক দিয়া সরাব সম্পুটে রুদ্ধ করতঃ ত্রিশখানি বনঘুঁটে দ্বারা পোড় দিবে। এইরূপে চতুর্দ্দশ পোড়ে নিশ্চয়ই স্বর্ণভস্ম হইয়া থাকে। প্রতিবারে পোড় দেওয়ার সময় উপরে ও নীচে গন্ধক দিবে॥ ৫। ৬॥

অপরবিধিঃ—

কাঞ্চনে গলিতে নাগং ষোড়শাংশেন নিঃক্ষিপেৎ।
চূর্ণয়িত্বা তথাম্লেন ঘৃষ্ট্বা কৃত্বা চ গোলকম্।
গোলকেন সমং গন্ধং দত্ত্বা চৈবাধরোত্তরম্॥
সরাবসংপুটে ধৃত্বা পুটেৎ ত্রিংশদ্বনোপলৈঃ।
এবং সপ্তপুটৈর্হেম নিরুত্থং ভস্মজায়তে॥ ৭। ৮॥

অন্যচ্চ—

কাঞ্চনাররসৈর্ঘৃষ্ট্বা সমং সূতকং গন্ধকম্।
কজ্জলীং হেমপত্রাণি লেপয়েৎ সময়া তয়া॥
কাঞ্চনারত্বচঃ কল্কৈর্মূষাযুগ্মং প্রকল্পয়েৎ।
ধৃত্বা তৎ সংপুটে গোলং মৃন্মূষাসংপুটে চ তৎ॥
নিধায় সন্ধিরোধঞ্চ কৃত্বা সংশোষ্য গোলকম্।
বহ্নিং খরতরং কুর্য্যাদেবং দত্ত্বা পুটত্রয়ম্॥
নিরুত্থং জায়তে ভস্ম সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ।
কাঞ্চনারপ্রকারেণ লাঙ্গলী হন্তি কাঞ্চনম্॥
জ্বালামুখী তথা হন্যাত্তথা হন্তি মনঃশিলা॥ ৯—১২॥

গলিত স্বর্ণে উহার ষোড়শাংশ সীসক দিয়া কাঞ্জিকদ্বারা মর্দ্দন করতঃ গোলক প্রস্তুত করিবে এবং গোলকের উপরে ও নীচে গন্ধক প্রদান করতঃ সরাবসম্পম্পুটে রুদ্ধ করিয়া ৩০ খানি বনঘুঁটেদ্বারা পোড় দিবে। এইরূপ সাত-বার পোড় দিলেই স্বর্ণভস্ম হইয়া থাকে॥ ৭। ৮॥

সমভাগ পারা ও গন্ধক কাঞ্চনারের রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা স্বর্ণপত্র লেপন করিবে। অনন্তর কাঞ্চনারের কল্কদ্বারা ২টী মুষা প্রস্তুত করতঃ তাহাতে উক্ত কজ্জলীলিপ্ত স্বর্ণপত্র রাখিবে এবং উক্ত মুষা আবার গোলাকার মৃন্মূষা মধ্যে স্থাপন করতঃ সন্ধিস্থান সকল রুদ্ধ করিবে এবং আতপ শুষ্ক করিয়া অত্যন্ত প্রখর অগ্নিতে তিন বার পোড় দিবে। ইহাতে স্বর্ণ নিশ্চয়ই ভস্ম ও কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে॥

কাঞ্চনারের ন্যায় লাঙ্গলীবিষ, জ্বালামুখী (হুড়হুড়ে) ও মনঃশিলাদ্বারা ও স্বর্ণ মৃত হইয়া থাকে॥ ৯—১২॥

অন্যদপি—

শিলাসিন্দূরয়োশ্চূর্ণং সময়োরর্কদুগ্ধকৈঃ ।
সপ্তৈব ভাবনা দদ্যাৎ শোষয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ।
ততস্তু গলিতে হেম্নি কল্কোঽয়ং দীয়তে সমঃ ॥
পুনর্ধমেদতিতরাং যথা কল্কো বিলীয়তে ।
এবং বারত্রয়ং দদ্যাৎ কল্কো হেম মৃতির্ভবেৎ ॥ ১৩ । ১৪ ॥

অন্যচ্চ—

পারাবতমলৈর্লিম্পেদথবা কুক্কুটোদ্ভবৈঃ ।
হেমপত্রাণি তেষাঞ্চ প্রদদ্যাদন্তরান্তরম্ ॥
গন্ধচূর্ণং সমং ধৃত্বা সরাবযুগসংপুটে ।
প্রদদ্যাৎ কুক্কুটপুটং পঞ্চভির্গোময়োপলৈঃ ॥
এবং নবপুটং দদ্যাদ্দশমঞ্চ মহাপুটম্ ।
ত্রিংশদ্ঘনোপলৈরেবং জায়তে হেম ভস্মতাম্ ॥ ১৫—১৭ ॥

অথ তারমারণম্—

ভাগৈকং তালকং মর্দ্দ্যং যামমম্লেন কেনচিৎ ।
তেন ভাগত্রয়ং তারপত্রাণি পরিলেপয়েৎ ॥
ধৃত্বা মূষাপুটে রুদ্ধা পুটেৎ ত্রিংশদ্ঘনোপলৈঃ ।

সমভাগ মনঃশিলা ও সিন্দূরচূর্ণ আকন্দের আঠাদ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া পুনঃ পুনঃ শুষ্ক করিবে। অনন্তর স্বর্ণ গলাইয়া স্বর্ণের সমান উক্ত মনঃশিলা ও সিন্দূরের কল্ক উহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং যতক্ষণ কল্ক বিলীন না হয়, ততক্ষণ শীঘ্র শীঘ্র ধমন করিবে। এইরূপ তিনবার কল্ক দিয়া তাহা বিলীন হইলে স্বর্ণভস্ম হয় ॥ ১৩ । ১৪ ॥

পারাবত বা কুক্কুটের মলদ্বারা স্বর্ণপত্র লেপন করিয়া উহার অন্তরে অন্তরে স্বর্ণের সমান গন্ধক চূর্ণ দিয়া যুগ্মসরাব রুদ্ধ করতঃ কুক্কুট পুট অর্থাৎ পাঁচখানি ঘুঁটেদ্বারা পোড় দিবে। এইরূপ নয়বার এবং দশমবারে মহাপুট অর্থাৎ ৩০ খানি ঘুঁটেদ্বারা পোড় দিলে স্বর্ণভস্ম হয় ॥ ১৫ । ১৭ ॥

এক ভাগ হরিতাল কোন প্রকার অম্লদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া তিন ভাগ রৌপ্যপত্রে লেপন করিবে এবং উহা মূষাপুটে রুদ্ধ করতঃ ৩০ খানি

সমুদ্ধৃত্য পুনস্তালং দত্ত্বা রুদ্ধা পুটে পচেৎ।
এবং চতুর্দ্দশপুটৈস্তারং ভস্ম প্রজায়তে ॥ ১৮। ১৯॥

অন্যচ্চ—

স্নুহীক্ষীরেণ সংপিষ্টং মাক্ষিকং তেন লেপয়েৎ।
তালকস্য প্রকারেণ তারপত্রাণি বুদ্ধিমান্।
পুটেচ্চতুর্দ্দশপুটৈস্তারং ভস্ম প্রজায়তে ॥ ২০ ॥

অথারমারণম্—

অর্কক্ষীরেণ সংপিষ্টো গন্ধকস্তেন লেপয়েৎ।
সমেনারস্য পত্রাণি শুদ্ধান্যম্লদ্রবৈর্মুহুঃ ॥
ততো মূষাপুটে ধৃত্বা পুটেদ্গজপুটেন তু।
এবং পুটদ্বয়েনৈব ভস্মারং ভবতি ধ্রুবম্।
আরবৎ কাংস্যমপ্যেবং ভস্মতাং যাতি নিশ্চিতম্ ॥ ২১। ২২॥

অথ তাম্রমারণম্—

সূক্ষ্মাণি তাম্রপত্রাণি কৃত্বা সংস্বেদয়েদ্বুধঃ।
বাসরত্রয়মম্লেন ততঃ খল্বে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥
পাদাংশং সূতকং দত্ত্বা যামমম্লেন মর্দ্দয়েৎ।
তত উদ্ধৃত্য পত্রাণি লেপয়েদ্দ্বিগুণেন হি ॥

বনঘুঁটেদ্বারা পোড় দিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার উত্তোলন করিয়া হরিতাল মিশ্রিত করতঃ পোড় দিবে। এইরূপ চতুর্দ্দশ বার পোড় দিলে রৌপ্যভস্ম হইয়া থাকে ॥ ১৮। ১৯ ॥

সিজের আঠাদ্বারা স্বর্ণমাক্ষিক পেষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত হরিতালের ন্যায় রৌপ্যপত্র লেপন করতঃ মুষাপুটে রাখিয়া চতুর্দ্দশবার পোড় দিলেও রৌপ্যভস্ম হইয়া থাকে॥ ২০ ॥

অর্কক্ষীরপিষ্ট সমভাগ গন্ধক লইয়া, অম্লদ্রবদ্বারা মুহুর্মুহুঃ শোধিত পিত্তলপত্র লেপন করিবে। অনন্তর উহা মুষাপুটে রাখিয়া গজপুটে পোড় দিবে। এইরূপ দুইবার পোড় দিলে পিত্তল নিশ্চয়ই ভস্ম হয়। উক্ত উপায়দ্বারা কাঁসাও ভস্ম হইয়া থাকে ॥ ২১। ২২ ॥

সূক্ষ্ম তাম্রপত্র অম্লদ্বারা তিন দিবস ভাবনা দিয়া তাম্রের চতুর্থাংশ পারদ লইয়া অম্লের সহিত খলে এক প্রহরকাল মর্দ্দন করিবে। অনন্তর খল হইতে উঠা-

গন্ধকেনাম্লপিষ্টেন তস্য কুর্য্যাচ্চ গোলকম্।
ততঃ পিষ্ট্বা চ মীনাক্ষীং চাঙ্গেরীঞ্চ পুনর্নবাম্ ॥
তৎকল্কেন বহির্গোলং লেপয়েৎ দ্ব্যঙ্গুলোন্মিতম্।
ধৃত্বা তদ্গোলকং ভাণ্ডে সরাবেনাবরোধয়েৎ ॥
বালুকাভিঃ প্রপূর্য্যাথ বিভূতিলবণাম্বুভিঃ।
দত্ত্বা ভাণ্ডে মুখে মুদ্রাং ততশ্চুল্ল্যাং বিপাচয়েৎ ॥
ক্রমবৃদ্ধ্যাগ্নিনা সম্যক্ যাবৎ যামচতুষ্টয়ম্।
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েচ্চূরণদ্রবৈঃ ॥
যামৈকং গোলকং তচ্চ নিক্ষিপেচ্চূরণোদরে।
মৃদা লেপস্তু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বতোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ ॥
পাচ্যং গজপুটে ক্ষিপ্ত্বা মৃতং ভবতি শোভনম্।
বান্তিং ভ্রান্তিং ক্লমং রেকং ন করোতি কদাচন ॥ ২৩—৩০ ॥

অথ নাগমারণম্—

তাম্বূলীরসসংপিষ্টশিলালেপাৎ পুনঃ পুনঃ।
দ্বাত্রিংশদ্ভিঃ পুটৈর্নাগো নিরুত্থো যাতি ভস্মতাম্ ॥ ৩১ ॥

অন্যচ্চ—

অশ্বত্থচিঞ্চাত্বক্চূর্ণঞ্চ চতুর্থাংশেন নিক্ষিপেৎ।

ইয়া উহাতে দ্বিগুণ অম্লপিষ্ট (অম্লদ্বারা মর্দ্দিত) গন্ধক লেপন করতঃ গোলক প্রস্তুত করিবে এবং মীনাক্ষী, আমরুল ও পুনর্নবা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা গোলকের বহির্ভাগে দুই অঙ্গুলী প্রমাণ পুরু লেপ দিয়া কোন একটী পাত্রে রাখিয়া দিবে। এবং পাত্রের অবশিষ্ট স্থানগুলি বালুকা, ভস্ম, লবণ ও জলদ্বারা পরিপূর্ণ করতঃ সরাবরুদ্ধ করিয়া ক্রমে প্রবল অগ্নিদ্বারা ৪ প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিবে। পরে শীতল হইলে পাত্র হইতে তাম্র বাহির করিয়া এক প্রহর কাল ওলের রসদ্বারা মর্দ্দন করতঃ গোলক প্রস্তুত করিবে এবং ঐ গোলক ওলের উদরস্থ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত মৃত্তিকার লেপ দিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ তাম্রের বমন, ভ্রান্তি, শ্রান্তি ও রেচক দোষ নষ্ট হয় ॥ ২৩—৩০ ॥

তাম্বূলীরসসংপিষ্ট মনঃশিলা লেপন করিয়া ৩২ বার পুটেপাক করিলে সীসা ভস্ম হয় ॥ ৩১ ॥

মৃত্তিকাপাত্রে সীসা গালাইয়া তাহাতে তেঁতুল ও অশ্বত্থ ত্বক্ চূর্ণ সীসার

মৃৎপাত্রে দ্রাবিতং নাগং লোহদর্ব্ব্যা প্রচালয়েৎ ॥
যামৈকেন ভবেদ্ভস্ম তত্তুল্যা চ মনঃশিলা।
কাঞ্জিকেন দ্বয়ং পিষ্ট্বা পচেৎ দৃঢ়পুটেন চ ॥
স্বাঙ্গশীতং পুনঃ পিষ্ট্বা শিলয়া কাঞ্জিকেন চ।
পুনঃ পচেৎ সরাবাভ্যামেবং ষষ্টিপুটৈর্মৃতিঃ ॥ ৩২—৩৪ ॥

অথ বঙ্গমারণম্—

মৃৎপাত্রে দ্রাবিতে বঙ্গে চিঞ্চাশ্বত্থত্বচো রজঃ।
ক্ষিপ্ত্বা বঙ্গচতুর্থাংশময়োদর্ব্যা প্রচালয়েৎ ॥
ততো দ্বিযামমাত্রেণ বঙ্গভস্ম প্রজায়তে।
অথ ভস্মসমং তালং ক্ষিপ্ত্বাম্লেন বিমর্দ্দয়েৎ ॥
ততো গজপুটে পক্ত্বা পুনরম্লেন মর্দ্দয়েৎ।
তালেন দশমাংশেন যামমেকন্ততঃ পুটেৎ।
এবং দশপুটৈঃ পক্কো বঙ্গস্তু ম্রিয়তে ধ্রুবম্ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

অথ লোহমারণম্—

শুদ্ধং লোহভবঞ্চূর্ণং পাতালগরুড়ীরসৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা পুটেৎ বহ্নৌ দদ্যাদেবং পুটত্রয়ম্ ॥

চতুর্থাংশ নিক্ষেপ করিয়া লৌহদণ্ডদ্বারা সংঘর্ষণ করিবে। এইরূপ এক প্রহর-কাল করিলে সীসা ভস্ম হয়।

সীসার তুল্য ভাগ মনঃশিলা একত্র কাঞ্জিসহ পেষণ করিয়া দৃঢ়পুটে পাক করিবে। শীতল হইলে পুনর্ব্বার মনঃশিলা ও কাঞ্জির সহিত পেষণ করিয়া রুদ্ধ সরাবসংপুটে পাক করিবে। এইরূপ ৬০ বার পাক করিলে সীসাভস্ম হইয়া থাকে ॥ ৩২—৩৪ ॥

মৃৎপাত্রে বঙ্গ গালাইয়া তাহাতে তেঁতুল ও অশ্বত্থত্বকের চূর্ণ বঙ্গের চতুর্থাংশ ক্ষেপন করিয়া লৌহদণ্ডদ্বারা দুই প্রহর কাল ঘর্ষণ করিলে বঙ্গভস্ম হইয়া থাকে। অনন্তর বঙ্গভস্মের সমান হরিতাল একত্রিত করিয়া অম্লের সহিত খলে মর্দ্দন করতঃ গজপুটে পাক করিবে। তৎপর পুনর্ব্বার উহার সহিত দশমাংশ হরিতাল মিশ্রিত করতঃ অম্লদ্বারা মর্দ্দন করিয়া এক যামকাল পর্য্যন্ত পুটেপাক করিবে। এরূপ দশবার করিলে বঙ্গভস্ম হইয়া থাকে ॥ ৩৫—৩৭ ॥

বিশুদ্ধ লৌহচূর্ণ পাতালগরুড়ীরসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া অগ্নিতে তিনবার

পুটত্রয়ং কুমার্য্যাশ্চ কুঠারচ্ছিন্নকারসৈঃ।
পুটষট্‌কং ততো দদ্যাদেবং তীক্ষ্ণা মৃতির্ভবেৎ॥ ৩৮। ৩৯॥

অন্যচ্চ—

ক্ষিপেদ্দ্বাদশমাংশেন দরদং তীক্ষ্ণচূর্ণতঃ।
মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রাবৈর্যামযুগ্মং ততঃ পুটেৎ।
এবং সপ্তপুটৈর্মৃত্যুং লোহচূর্ণমবাপ্নুয়াৎ॥
রসৈঃ কুঠারচ্ছিন্নায়াঃ পাতালগরুড়ীরসৈঃ।
স্তন্যেন চার্কদুগ্ধেন তীক্ষ্ণস্ত্বেবং মৃতির্ভবেৎ॥ ৪০। ৪১॥

অন্যদপি যোগদ্বয়মাহ—

সূতকাদ্দ্বিগুণং গন্ধং দত্ত্বা কুর্য্যাচ্চ কজ্জলীং।
দ্বয়োঃ সমং লোহচূর্ণং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ॥
যামযুগ্মং ততঃ পিণ্ডং কৃত্বা তাম্রস্য পাত্রকে।
ঘর্ম্মে ধৃত্বোরুবুকস্য পত্রৈরাচ্ছাদয়েদ্বুধঃ॥
যামার্দ্ধেনোষ্ণতাং ভূয়াৎ ধান্যরাশৌ ন্যসেৎ ততঃ।
দত্ত্বোপরিসরাবঞ্চ ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধরেৎ॥
পিষ্ট্বা চ গালয়েদ্বস্ত্রাদেবং বারিতরং ভবেৎ।

পোড় দিবে। তৎপরে ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা তিন বার এবং কুঠারছিন্নকার-রসদ্বারা ৬ ছয়বার পোড় দিলে লৌহভস্ম হয়॥ ৩৮। ৩৯॥

লৌহচূর্ণ সহিত উহার দ্বাদশাংশ হিঙ্গুল ক্ষেপণ করতঃ ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত পোড় দিবে। এইরূপ সাতবার পোড় দিলে লৌহচূর্ণ ভস্ম হইয়া থাকে। কুঠারছিন্ন ও পাতালগরুড়ীরস এবং স্তন্য-দুগ্ধ ও অর্কদুগ্ধদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া পোড় দিলেও লৌহভস্ম হইয়া থাকে॥ ৪০। ৪১॥

পারার দ্বিগুণ গন্ধক লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। উক্ত কজ্জলী এবং উভয়ের সমান লৌহচূর্ণ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা দুই প্রহর কাল মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডা-কার করিয়া তাম্রপাত্রে সংস্থাপন করিবে এবং পিণ্ড এরণ্ডপত্রদ্বারা আবৃত করিয়া অর্দ্ধ প্রহর কাল রৌদ্রশুষ্ক করতঃ উষ্ণ হইলে পাত্রের মুখে শরাব চাপা দিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তিন দিবস অতীত হইলে ধান্যরাশি হইতে বাহির করিয়া পেষণ করতঃ বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইলে

এবং সর্ব্বাণি লোহানি স্বর্ণাদীন্যপি মারয়েৎ ॥
শিলাগন্ধার্কদুগ্ধাক্তাঃ স্বর্ণাদ্যাঃ সপ্তধাতবঃ।
ম্রিয়ন্তে দ্বাদশপুটৈঃ সত্যং গুরুবচো যথা ॥ ৪২—৪৬ ॥

অথোপধাতুশোধনমারণম্—

মাক্ষিকং তুত্থকাভ্রৌ চ নীলাঞ্জনশিলালকাঃ।
রসকশ্চেতি বিজ্ঞেয়া এতেঃ সপ্তোপধাতবঃ ॥ ৪৭ ॥

অথ স্বর্ণমাক্ষিকশোধনমারণম্—

মাক্ষিকস্য ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং সৈন্ধবস্য চ।
মাতুলুঙ্গদ্রবৈর্বাথ জম্বীরোত্থদ্রবৈঃ পচেৎ ॥
চালয়েল্লোহজে পাত্রে যাবৎ পাত্রং সুলোহিতম্।
ভবেৎ ততস্তু সংশুদ্ধিং স্বর্ণমাক্ষিকমৃচ্ছতি ॥
কুলত্থস্য কষায়েণ ঘৃষ্ট্বা তৈলেন বা পুটেৎ।
তক্রেণ বাজমূত্রেণ ম্রিয়তে স্বর্ণমাক্ষিকম্ ॥ ৪৮—৫০ ॥

অথ তারমাক্ষিকশোধনম্—

কর্কোটীমেষশৃঙ্গ্যুত্থৈর্দ্রবৈর্জ্জম্বীরজৈঃ রসৈঃ।
ভাবয়েদাতপে তীব্রে বিমলা শুধ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ৫১ ॥

জলের ন্যায় পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। এইরূপে সকল প্রকার লৌহ ও স্বর্ণাদি মর্দ্দন করিবে। মনঃশিলা, গন্ধক ও অর্কদুগ্ধ মিশ্রিত স্বর্ণাদিধাতু সমূহ ১২ বার পোড় দিলেই ভস্ম হয় ॥ ৪২—৪৬ ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, অভ্র, নীলাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিতাল ও খর্পর, এই সাতটীকে উপধাতু বলিয়া জানিবে ॥ ক্রমে ইহাদের জারণ ও মারণ কথিত হইতেছে ॥ ৪৭ ॥

স্বর্ণমাক্ষিক ৩ ভাগ ও সৈন্ধব ১ ভাগ, মাতুলুঙ্গ অথবা জম্বীররস সহিত লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং যে পর্য্যন্ত লৌহপাত্র সুলোহিত না হয় ততক্ষণ অনবরত সংমর্দ্দন করিবে। এইরূপে স্বর্ণমাক্ষিক শোধিত হইয়া থাকে। কুলথকলাইর কাথ, তৈল, তক্র ও ছাগমূত্রদ্বারা মর্দ্দন করিয়া পোড় দিলেও স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম হইয়া থাকে ॥ ৪৮—৫০ ॥

কার্কোটি ও মেষশৃঙ্গীর কাথ এবং জম্বীররসদ্বারা প্রখররৌদ্রে ভাবনা দিলে বিমলা (কাংস্যমাক্ষিক) নিশ্চয় শোধিত হয় ॥ ৫১ ॥

অথ তুত্থকশোধনম্—

বিষ্ঠয়া মর্দ্দয়েৎ তুত্থং মার্জ্জারককপোতয়োঃ।
দশাংশং টঙ্কণং দত্ত্বা পচেৎ মৃদুপুটেন তৎ।
পুটং দধ্না পুটং ক্ষৌদ্রের্দ্দেয়ং তুত্থবিশুদ্ধয়ে॥ ৫২॥

অথাভ্রকশোধনমারণম্—

কৃষ্ণাভ্রকং ধমেদ্বহ্নৌ ততঃ ক্ষীরে বিনিঃক্ষিপেৎ।
ভিন্নপত্রং ততঃ কৃত্বা তণ্ডুলীয়াম্লয়োর্দ্রবৈঃ।
ভাবয়েদষ্টযামং তদেবং শুধ্যতি চাভ্রকম্॥ ৫৩॥

অন্য প্রকারঃ—

বদ্ধা ধান্যযুতাবস্ত্রে মর্দ্দয়েৎ কাঞ্জিকৈঃ সহ।
কৃত্বা ধান্যাভ্রকং তত্তু শোষয়িত্বাথ মর্দ্দয়েৎ।
অর্কক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্যং চক্রাকারন্তু কারয়েৎ॥
বেষ্টয়েদর্কপত্রৈশ্চ সম্যগ্‌গজপুটে পচেৎ।
পুনর্ম্মর্দ্যং পুনঃ পাচ্যং সপ্তবারং প্রযত্নতঃ॥
ততো বটজটাক্বাথৈস্তদ্বদ্দেয়ং পুটত্রয়ম্।
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহঃ সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥ ৫৪—৫৬॥

বিড়াল ও কপোতের বিষ্ঠাসহ তুঁতে মর্দ্দন করিয়া তুঁতের দশমাংশ সোহাগার খই তাহাতে প্রদান করতঃ মৃদুপুটে পাক করিলে তুঁতে বিশুদ্ধ হয়। দধি বা মধুদ্বারা বাটিয়া পুটপাক করিলেও তুঁতে শোধিত হয়॥ ৫২॥

কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে ধমন করিয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর অভ্রের পত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া তণ্ডুলীয়রস (চাঁপানটে) ও কাঞ্জিক দ্বারা অষ্ট প্রহর ভাবনা দিলেই অভ্র শোধিত হয়॥ ৫৩॥

অভ্র ধান্যের সহিত বস্ত্রে বাঁধিয়া কাঞ্জিকসহ মর্দ্দন করিবে। অনন্তর উক্ত ধান্যাভ্র রৌদ্রশুষ্ক করিয়া এক দিবস পর্য্যন্ত অর্কক্ষীরদ্বারা মর্দ্দন করিবে এবং উহা চক্রাকার করিয়া অর্কপত্রদ্বারা বেষ্টন করতঃ সম্যক্ রূপ গজপুটে পোড় দিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন পূর্ব্বক সাতবার এবং বটত্বকের ক্বাথদ্বারা তিন বার যত্নের সহিত পোড় দিলেই অভ্র ভস্ম হয়। এইরূপ অভ্রই সকল কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে॥ ৫৪—৫৬॥

অন্যচ্চ—

শুদ্ধং ধান্যাভ্রকং মুস্তং শুণ্ঠীং ষড়্ভাগযোজিতম্।
মর্দ্দয়েৎ কাঞ্জিকেনৈব দিনং চিত্রকজৈ রসৈঃ॥
ততো গজপুটং দদ্যাৎ তস্মাদুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েৎ।
ত্রিফলাবারিণা তদ্বৎ পুটেদেবং পুটৈস্ত্রিভিঃ॥
বলাগোমূত্রমুশলীতুলসীশূরণদ্রবৈঃ।
মর্দ্দিতং পুটিতং বহ্নৌ ত্রিত্রিবেলং ব্রজেন্মৃতিম্॥
ধান্যাভ্রকস্য ভাগৈকং দ্বৌ ভাগৌ টঙ্কণস্য চ।
পিষ্ট্বা তদন্ধমূষায়াং রুদ্ধ্বা তীব্রাগ্নিনা পচেৎ।
স্বভাবশীতলং চূর্ণং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥ ৫৭—৬০॥

অথ নীলাঞ্জনশোধনম্—

নীলাঞ্জনং চূর্ণয়িত্বা জম্বীরদ্রবভাবিতম্।
দিনৈকমাতপে শুদ্ধং সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ॥
এবং গৈরিককাসীসটঙ্কণানি বরাটিকা।
শঙ্খং তৌরী চ কংকুষ্ঠং শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতম্॥ ৬১। ৬২॥

অথ মনঃশিলাশোধনম্—

পচেৎ ত্র্যহমজামূত্রৈর্দ্দোলাযন্ত্রে মনঃশিলাম্।

শোধিত ধান্যাভ্র এবং মুতা ও শুঁঠ প্রত্যেকে ছয়ভাগ গ্রহণ করতঃ কাঞ্জিক ও রক্তচিতার রসদ্বারা এক দিবস মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। অতঃপর উহা হইতে উত্তোলন করতঃ ত্রিফলার (হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া) ক্বাথ দ্বারা পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ তিনবার এবং বেড়েলা, গোমূত্র, তালমুলী, তুলসী ও ওলের রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া তিন তিন বার পোড় দিলে অভ্র ভস্ম হয়।

ধান্যাভ্র ১ ভাগ ও সোহাগার খই ২ ভাগ একত্র পেষণ করতঃ অন্ধমূষারুদ্ধ করিয়া তীব্র অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে এবং স্বয়ং শীতল হইলে উহা সকল কার্য্যে ব্যবহার করিবে॥ ৫৬—৬০॥

নীলাঞ্জন চূর্ণ (সৌবীরাঞ্জনচূর্ণ) জম্বীররসদ্বারা ভাবনা দিয়া এক দিবস রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহা শোধিত এবং সর্ব্বকার্য্যোপযোগী হয়। এইরূপে গৈরিক, হীরাকস, সোহাগা, বরাটিকা (কড়ি), শঙ্খ, তোরী ও কঙ্কুষ্ঠ প্রভৃতি নিশ্চয় শোধিত হয়॥ ৬১॥ ৬২॥

ছাগমূত্রসহ দোলাযন্ত্রে এক দিবস পর্য্যন্ত মনঃশিলা পাক করিয়া ছাগপিত্তদ্বারা

ভাবয়েৎ সপ্তধা পিত্তৈরজায়াঃ শুদ্ধিমৃচ্ছতি ॥
অগস্তিপত্রতোয়েন ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্।
শৃঙ্গবেররসৈর্বাপি বিদধাতি মনঃশিলা ॥ ৬৩। ৬৪ ॥

অথ তালকশুদ্ধিঃ—

তালকং কণশঃ কৃত্বা সচূর্ণে কাঞ্জিকে ক্ষিপেৎ।
দোলাযন্ত্রেণ যামৈকং ততঃ কুষ্মাণ্ডজৈর্দ্রবৈঃ ॥
তিলতৈলে পচেৎ যামং যামঞ্চ ত্রিফলাজলে।
এবং যন্ত্রে চতুর্যামং পক্কং শুধ্যতি তালকম্ ॥ ৬৫। ৬৬ ॥

অথ রসকশুদ্ধিঃ—

নরমূত্রে চ গোমূত্রে সপ্তাহং রসকং পচেৎ।
দোলাযন্ত্রেণ শুদ্ধিঃ স্যাৎ ততঃ কার্য্যেষু যোজয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

অথ সত্ত্বনির্গমঃ—

লাক্ষা মীনা পয়শ্ছাগং টঙ্কণং মৃগশৃঙ্গকম্।
পিণ্যাকং সর্ষপাঃ শিগ্রুগুঞ্জোর্ণাগুড়সৈন্ধবম্।
যবতিক্তাঘৃতং ক্ষৌদ্রং যথালাভং বিচূর্ণয়েৎ ॥
এভির্বিমিশ্রিতাঃ সর্ব্বে ধাতবো গাঢ়বহ্নিনা।
মূষাধ্মাতাঃ প্রজায়ন্তে মুক্তসত্ত্বা ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮। ৬৯ ॥

সাতবার ভাবনা দিলে উহা শোধিত হয়। বকপত্র ও আদার রসদ্বারা সাতবার ভাবনা দিলেও মনঃশিলা শোধিত হয় ॥ ৬৩। ৬৪ ॥

খণ্ড খণ্ড হরিতাল দোলাযন্ত্রে চূর্ণযুক্তকাঞ্জিকে এক প্রহর, কুষ্মাণ্ডেররসে এক প্রহর, তিলতৈলে এক প্রহর এবং ত্রিফলার কাথে এক প্রহর, এই চতুঃপ্রহরকাল পাক করিলে হরিতাল শোধিত হয় ॥ ৬৫। ৬৬ ॥

নরমূত্র বা গোমূত্রসহ দোলাযন্ত্রে সাত দিবস পাক করিলে রসক (খর্পর) শোধিত ও সর্ব্বকার্য্যের উপযোগী হয় ॥ ৬৭ ॥

লাক্ষা, মীনা, ছাগদুগ্ধ, টঙ্কণ (সোহাগা), হরিণশৃঙ্গ, তিলবাটা, সর্ষপ, সজিনা, গুঞ্জা (কুঁচ), ঊর্ণা (মেষরোম), গুড়, সৈন্ধব, যব, কট্‌কী, ঘৃত ও মধু যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া যাহা চূর্ণ করা আবশ্যক তাহা চূর্ণ করতঃ ধাতু সকল ইহাদের সহিত মিশ্রিত ও মুষারুদ্ধ করিয়া প্রবল অগ্নি সন্তাপে পাক করিলে নিশ্চয়ই উহাদের সত্ত্বমুক্ত হয় ॥ ৬৮ ॥

অথ রত্নানাং শোধনমারণং।

তত্রাদৌ বজ্রমারণম্—

কুলত্থকোদ্রবক্কাথৈর্দ্দোলাযন্ত্রে বিপাচয়েৎ।
ব্যাঘ্রীকন্দগতং বজ্রং ত্রিদিনে শুদ্ধিমৃচ্ছতি॥
তপ্তং তপ্তং তু তদ্বজ্রং খরমূত্রৈর্নিষেচয়েৎ।
পুনস্তাপ্যং পুনঃ সেচ্যমেবং কুর্য্যাত্রিসপ্তধা॥
মৎকুণৈস্তালকং পিষ্ট্বা যাবদ্ভবতি গোলকম্।
তদ্গোলে নিহিতং বজ্রং তদ্গোলস্থান্বিতং ধমেৎ॥
সেচয়েদশ্বমূত্রেণ তদ্গোলে চ ক্ষিপেৎ পুনঃ।
রুদ্ধা ধ্মাতং পুনঃ সেচ্যমেবং কুর্য্যাত্রিসপ্তধা।
এবং চ ম্রিয়তে বজ্রং চূর্ণং সর্ব্বত্র যোজয়েৎ॥ ৭০—৭৩॥

অন্যদপি—

হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তে ক্কাথে কৌলত্থজে ক্ষিপেৎ।
তপ্তং তপ্তং পুনর্বজ্রং ভূয়াচ্চূর্ণং ত্রিসপ্তধা॥ ৭৪॥

অন্যচ্চ-

মণ্ডূকং কাংস্যজে পাত্রে নিগৃহ্য স্থাপয়েৎ সুধীঃ।
সভীতো মূত্রয়েত্তত্র তন্মূত্রে বজ্রং সমাবপেৎ।

কুলত্থকলাই ও কোদ্রবক্কাথসহ দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া কণ্টকারীর মূলের মধ্যে তিন দিন পুরিয়া রাখিলে বজ্র (হীরক) শোধিত হয়। অনন্তর ঐ বজ্র তপ্ত করিয়া গর্দ্দভমূত্রে নিষেচন করিবে, এইরূপ একবার তপ্ত একবার সেচন ২১ বার করিবে।

ছারপোকা সহিত হরিতাল পেষণ করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে এবং তাহাতে হীরক রাখিয়া গোলক অবরুদ্ধ করতঃ অগ্নিতে ধমন করিবে। অনন্তর গোলকের মধ্য হইতে বাহির করিয়া অশ্বমূত্রে ক্ষেপণ করিবে এবং পুনর্ব্বার গোলস্থ করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ২১ বার করিলে নিশ্চয়ই হীরকভস্ম হয়। উক্ত হীরক চূর্ণ করিয়া সকল কার্য্যে ব্যবহার করিবে॥ ৮০—৭৩॥

হিঙ্গু ও সৈন্ধবযুক্তকুলত্থের ক্কাথে হীরক পুনঃ পুনঃ তপ্ত করিয়া ২১ বার ক্ষেপণ করিলেও হীরকচূর্ণ হইয়া থাকে॥ ৭৪॥

একটী মণ্ডূক (ভেক) ধরিয়া কাংসারপাত্রে স্থাপন করিবে। অনন্তর ঐ ভেক

তপ্তং তপ্তং চ বহুধা বজ্রস্যৈবং মৃতির্ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥

অথ বৈক্রান্তমারণম্—

বৈক্রান্তং বজ্রবৎশোধ্যং নীলং বা লোহিতং তথা।
হয়মূত্রেণ সংসিচ্য তপ্তং তপ্তং দ্বিসপ্তধা॥
ততশ্চ মেষশৃঙ্গ্যাস্তু পঞ্চাঙ্গে গোলকং ক্ষিপেৎ।
পুটেন্মূষাপুটে রুদ্ধ্বা কুর্য্যাদেবং চ সপ্তধা।
বৈক্রান্তং ভস্মতাং যাতি বজ্রস্থানে নিযোজয়েৎ ॥ ৭৬। ৭৭ ॥

অথ শেষরত্নানাং শোধনমারণম্—

স্বেদয়েদ্দোলিকাযন্ত্রে জয়ন্ত্যাঃ স্বরসেন চ।
মণিমুক্তাপ্রবালানি যামৈকং শোধনং ভবেৎ॥
কুমার্য্যাস্তণ্ডুলীয়েন স্তন্যেন চ নিষেচনাৎ।
প্রত্যেকং সপ্তবেলং চ তপ্ততপ্তানি কৃৎস্নশঃ॥
মৌক্তিকানি প্রবালানি তথা রত্নান্যশেষতঃ।
ক্ষণাৎ বিবিধবর্ণানি ম্রিয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
উক্তমাক্ষিকবন্মুক্তাঃ প্রবালানি চ মারয়েৎ।
বজ্রবৎ সর্ব্বরত্নানি শোধয়েৎ মারয়েৎ তথা ॥ ৭৮—৮১ ॥

ভীত হইয়া উক্ত কাংস্যপাত্রে প্রস্রাব করিলে তাহাতে বজ্র তপ্ত করিয়া অনেক বার ক্ষেপণ করিলে বজ্রভস্ম হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

নীল বা লোহিত বৈক্রান্ত কুলথ ও কোদ্রবক্বাথসহ দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া তিন দিবস কন্টকারীর মূলের মধ্যে পুরিয়া রাখিলে বৈক্রান্ত শোধিত হয়। উক্ত রূপে শোধিত বৈক্রান্ত তপ্ত করিয়া ১৪ বার অশ্বমূত্রে সেচন পূর্ব্বক মেষশৃঙ্গীর (স্বনামখ্যাত) ত্বক্, পত্র, ফল, মূল পুষ্পদ্বারা গোলক প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্থাপন করতঃ মূষারুদ্ধ করিয়া পোড় দিলে বৈক্রান্ত ভস্ম হইয়া থাকে। উক্ত বৈক্রান্ত হীরকের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৭৬। ৭৭ ॥

জয়ন্তীর স্বরসে দোলাযন্ত্রে এক প্রহরকাল স্বেদ দিলে মণি, মুক্তা ও প্রবলাদি শোধিত হয়। ঘৃতকুমারীররসে ও কাঁটানটেররসে এবং স্তনদুগ্ধে তপ্ত করিয়া প্রত্যেকে সাত সাত বার সেচন করিলে বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট প্রবাল, মুক্তা ও রত্ন সকল ভস্ম হইয়া থাকে। স্বর্ণমাক্ষিকবৎ প্রবালাদির মারণ এবং হীরার ন্যায় রত্ন সকলের শোধন ও মারণ হইয়া থাকে ॥ ৭৮—৮১ ॥

অথ শিলাজতুশোধনম্—

শিলাজতু সমানীয় গ্রীষ্মতপ্তশিলাচ্চ্যুতম্।
গোদুগ্ধৈস্ত্রিফলাক্বাথৈর্ভৃঙ্গদ্রাবৈশ্চ মর্দ্দয়েৎ।
আতপে দিনমেকৈকং তচ্চুষ্কং শুদ্ধতাং ব্রজেৎ॥ ৮২॥

অথান্যশিলাজতুকরণপ্রকারঃ—

মুখ্যাং শিলাজতুশিলাং সূক্ষ্মখণ্ডপ্রকল্পিতাম্।
নিক্ষিপ্যাত্যুষ্ণপানীয়ে যামৈকং স্থাপয়েৎ সুধীঃ॥
মর্দ্দয়িত্বা ততো নীরং গৃহ্নীয়াদ্বস্ত্রগালিতম্।
স্থাপয়িত্বা চ মৃৎপাত্রে ধারয়েদাতপে বুধঃ॥
উপরিস্থং ঘনং যৎ স্যাৎ তৎ ক্ষিপেদন্যপাত্রকে।
ধারয়েদাতপে তস্মাদুপরিস্থং ঘনং নয়েৎ॥
এবং পুনঃ পুনর্নীত্বা দ্বিমাসাভ্যাং শিলাজতু।
ভূয়াৎ কার্য্যক্ষমং বহ্নৌ ক্ষিপ্তা লিঙ্গোপমং ভবেৎ॥
নির্ধূমং চ ততঃ শুদ্ধং সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ।
অধঃস্থিতং চ যচ্ছেষং তস্মিন্ নীরং বিনিঃক্ষিপেৎ।
বিমর্দ্দ্য ধারয়েৎ ঘর্ম্মে পূর্ব্ববচ্চৈব তন্নয়েৎ॥ ৮৩—৮৭॥

গ্রীষ্মতাপে শিলা হইতে যে শিলাজতু ক্ষরিত হয় তাহা গ্রহণ করতঃ গোদুগ্ধ, ত্রিফলাক্বাথ ও ভৃঙ্গরাজের রসসহ এক এক দিবস আতপে শুষ্ক করিলে শিলাজতু শুদ্ধ হয়॥ ৮২॥

উৎকৃষ্ট শিলাজতু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া অত্যুষ্ণ জলে এক প্রহর পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে, পরে মর্দ্দন করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইয়া মৃতপাত্রে করিয়া আতপে রাখিবে। অনন্তর একটু গাঢ় হইলে উপরিস্থিত গাঢ় পদার্থ উঠাইয়া অন্য এক পাত্রে রাখিবে এবং পুনর্ব্বার আতপ শুষ্ক করিয়া উপরের গাঢ়াংশ গ্রহণ করিবে, এইরূপ যত বার উপরে গাঢ় পদার্থ পতিত হইবে ততবারই উহা গ্রহণ করতঃ পাত্রান্তরে রাখিবে। এইরূপ দুই মাসেই শিলাজতু কার্য্যোপ-যোগী হয়। উক্ত শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে লিঙ্গোপম ও ধূমশূন্য হইলে শিলাজতু শুদ্ধ হইয়াছে জানিবে এবং উক্ত শিলাজতুই সকল কার্য্যে ব্যবহার করিবে। এইরূপে শিলাজতু গ্রহণ করিয়াও যদি উহাতে অবশিষ্ট থাকে এবং উহাতে জল না থাকে তবে তাহাতে পুনর্ব্বার জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া আতপে রাখিবে এবং পূর্ব্ববৎ উপরস্থিত গাঢ়াংশ গ্রহণ করিবে॥ ৮৩—৮৭॥

অথ মণ্ডূরকরণম্—

অক্ষাঙ্গারৈর্ধমেৎ কিট্টং লোহজং তদ্গবাঞ্জলৈঃ ।
সেচয়েৎ তপ্ততপ্তঞ্চ সপ্তবারং পুনঃ পুনঃ ॥
চূর্ণয়িত্বা ততঃ ক্কাথৈর্দ্বিগুণৈস্ত্রিফলাভবৈঃ ।
আলোড্য ভর্জ্জয়েদ্বহ্নৌ মণ্ডূরং জায়তে বরম্ ॥ ৮৮ । ৮৯ ॥

ক্ষারকল্পনা—

ক্ষীরবৃক্ষস্য কাষ্ঠানি শুষ্কাণ্যগ্নৌ প্রদীপয়েৎ ।
নীত্বা তদ্ভস্ম মৃৎপাত্রে ক্ষিপ্ত্বা নীরে চতুর্গুণে ॥
বিমর্দ্দ্য ধারয়েদ্রাত্রৌ প্রাতরচ্ছং জলং নয়েৎ ।
তন্নীরং ক্কাথয়েদ্বহ্নৌ যাবৎ সর্ব্বং বিশুষ্যতি ॥
ততঃ পাত্রাৎ সমুল্লিখ্য ক্ষারো গ্রাহ্যঃ সিতপ্রভঃ ।
চূর্ণাভঃ প্রতিসার্য্যঃ স্যাৎ পেয়ঃ স্যাৎ ক্কাথবৎস্থিতঃ ।
ইতি ক্ষারদ্বয়ং ধীমান্ যুক্তকার্য্যেষু যোজয়েৎ ॥ ৯০—৯২ ॥

ইতি শোধনমারণম্ ।

পারদঃ সর্ব্বরোগাণাং জেতা পুষ্টিকরঃ স্মৃতঃ ।
সুজ্ঞেন সাধিতঃ কুর্য্যাৎ সংশুদ্ধং দেহলোহয়োঃ ॥
রসেন্দ্রঃ পারদঃ সূতো হরজঃ সূতকো রসঃ ।
মুকুন্দশ্চেতি নামানি জ্ঞেয়ানি রসকর্ম্মসু ॥

লৌহকিট্ট বহেড়ার অঙ্গারে ধমন করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতেই পুনঃ পুনঃ সাতবার গোমূত্রে সেচন করিবে, তৎপরে উহা চূর্ণ করিয়া দ্বিগুণ ত্রিফলার ক্কাথের সহিত আলোড়ন করতঃ অগ্নিতে ভর্জ্জন করিলে উৎকৃষ্ট মণ্ডূর প্রস্তুত হয়॥৮৮।৮৯॥

ক্ষীরবৃক্ষের কাষ্ঠসমূহ শুষ্ক করিয়া অগ্নিতে জ্বালাইয়া ভস্ম করিবে এবং উক্ত ভস্ম মৃৎপাত্রে রাখিয়া চারি গুণ জল প্রদান করিবে। পরে রাত্রিতে উহা মর্দ্দন করিয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে উহার অচ্ছজল গ্রহণ করতঃ সমস্ত শুষ্ক হওয়া পর্য্যন্ত অগ্নিতে জ্বাল দিবে, অবশেষে পাত্র হইতে আচ্‌ড়াইয়া সিতাভ ক্ষার গ্রহণ করিবে। প্রতিসার্য্যক্ষার চূর্ণবৎ এবং পেয়ক্ষার ক্কাথবৎ অর্থাৎ তরল হওয়া আবশ্যক। উক্ত দ্বিবিধ ক্ষার যথোপযুক্ত কার্য্যে প্রয়োগ করিবে ॥ ৯০—৯২ ॥

সুবিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সাধিত পারদ সমস্তরোগ নাশক, শরীরের পুষ্টিসাধক এবং দেহের ও লোহের সংশুদ্ধ কারক। রসেন্দ্র, পারদ, সূত, হরজ, সূতক, রস

তাম্রতারারনাগাশ্চ হেমবঙ্গৌ চ তীক্ষ্ণকম্।
কাংস্যকং বৃত্তলোহং চ ধাতবো নব সংস্মৃতাঃ।
সূর্য্যাদীনাং গ্রহাণাং তে কথিতানামভিঃক্রমাৎ॥ ৯৩—৯৫॥

অথ রসশোধনম্—

রাজীরসোনমুষায়াং রসং ক্ষিপ্ত্বা বিবন্ধয়েৎ।
বস্ত্রেণ দোলিকাযন্ত্রে স্বেদয়েৎ কাঞ্জিকৈস্ত্র্যহম্॥
দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ সূতং কুমারীসম্ভবৈর্দ্রবৈঃ।
তথা চিত্রকজৈঃ ক্কাথৈর্মর্দ্দয়েদেকবাসরম্॥
কাকমাচীরসৈস্তদ্বদ্দিনমেকঞ্চ মর্দ্দয়েৎ।
ত্রিফলায়াস্তথা ক্কাথে রসো মর্দ্দ্যঃ প্রযত্নতঃ॥
ততস্তেভ্যঃ পৃথক্ কুর্য্যাৎ সূতং প্রক্ষাল্য কাঞ্জিকৈঃ।
ততঃ ক্ষিপ্ত্বা রসং খল্বে রসাদর্দ্ধঞ্চ সৈন্ধবম্॥
মর্দ্দয়েন্নিম্বুকরসৈর্দ্দিনমেকমনাতরম্।
ততো রাজীরসোনশ্চ মুখ্যশ্চ নবসাদরঃ॥
এতৈরসসমৈস্তদ্বৎ সূতো মর্দ্দ্যস্তুষাম্বুনা।
ততঃ সংশোষ্য চক্রাভং কৃত্বা লিপ্ত্বা চ হিঙ্গুনা॥
দ্বিস্থালীসংপুটে ধৃত্বা পূরয়েল্লবণেন চ।
অধঃস্থালীং ততো মুদ্রাং দদ্যাদ্ দৃঢ়তরাং বুধঃ॥

ও মুকুন্দ, ইহারা পারদের পর্য্যায় শব্দ অথবা নাম। তাম্র, রৌপ্য, পিত্তল, সীসা, স্বর্ণ, বঙ্গ, লৌহ, কাঁসা ও বৃত্তলৌহ, এই নয়টীকে ধাতু বলা যায়। সূর্য্যাদি গ্রহদিগের নামানুসারে ইহাদের নাম রাখা হইয়াছে॥ ৯৩—৯৫॥

রাইসর্ষপ ও রসুন নির্ম্মিত মুষায় পারদ রাখিয়া উক্ত মুষা বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করতঃ দোলাযন্ত্রে কাঞ্জিকসহ তিন দিবস স্বেদ দিবে। অনন্তর ঘৃতকুমারীররসে এক দিবস, রক্তচিতার ক্কাথে এক দিবস, কাকমাচী (স্বনামখ্যাত) রসে এক দিবস ও ত্রিফলার ক্কাথে এক দিবস পারদ মর্দ্দন করিয়া কাঞ্জিদ্বারা ধৌত করানান্তর খলে ফেলিয়া রসের অর্দ্ধাংশ সৈন্ধবসহ নিম্বুকরসদ্বারা এক দিবস নিরন্তর মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর রাইসর্ষপ, রসুন, লকুচ ও নিশাদল পারদের সমান লইয়া তুষাম্বু (কাঞ্জিক) দ্বারা মর্দ্দন করিয়া চক্রাকার করতঃ শুষ্ক করিবে। তৎপরে হিঙ্গু লেপন করিয়া দ্বিস্থালীসংপুটে রাখিবে এবং স্থালী লবণদ্বারা পূরণ করিয়া

বিশোষ্যাগ্নিং বিধায়াধো নিষিঞ্চেদম্বুনোপরি।
ততস্তু কুর্য্যাৎ তীব্রাগ্নিং তদধঃ প্রহরত্রয়ম্ ॥
এবং নিষিচ্য যাত্যূর্দ্ধং রসো দোষবিবর্জ্জিতঃ।
অথোর্দ্ধং পিঠরীমধ্যে লগ্নো গ্রাহ্যো রসোত্তমঃ ॥ ৯৬—১০৪ ॥

অথ গন্ধকশোধনম্—

লোহপাত্রে বিনিঃক্ষিপ্য ঘৃতমগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
তপ্তে ঘৃতে তৎসমানং ক্ষিপেদ্গান্ধকজং রজঃ ॥
বিদ্রুতং গন্ধকং জ্ঞাত্বা দুগ্ধমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।
এবং গন্ধকশুদ্ধিঃ স্যাৎসর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ ॥ ১০৫। ১০৬ ॥

অথ দরদশোধনম্—

মেষীক্ষীরেণ দরদমম্লবর্গৈশ্চ ভাবিতম্।
সপ্তবারং প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতম্ ॥ ১০৭ ॥

অথ দরদাদ্রসাকৃষ্টিঃ—

নীম্বূরসৈর্নিম্বপত্ররসৈর্ব্বা যামমাত্রকম্।
ঘৃষ্ট্বা দরদমূর্দ্ধং চ পাতয়েৎ সূতযুক্তিবৎ।
ততঃ শুদ্ধং রসং তস্মান্নীত্বা কার্য্যেষু যোজয়েৎ ॥ ১০৮ ॥

শরাব চাপা দিবে। অনন্তর স্থালীর নিম্নে উত্তমরূপ মৃত্তিকালেপ দিয়া শুষ্ক করিবে এবং নিম্নে অগ্নিসন্তাপ লাগাইবে। অতঃপর স্থালীর মুখে যে শরাব আছে তাহাতে জল দিবে এবং ঐ জল উষ্ণ হইলে উহা ফেলিয়া পুনর্ব্বার জল দিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিয়া প্রবলাগ্নিতে তিন প্রহর জ্বাল দিয়া রস দোষ বিবর্জ্জিত হইয়া উর্দ্ধে গমন করিলে উপরিস্থ পাত্রের অভ্যন্তরলগ্ন বিশুদ্ধ পারদ গ্রহণ করিবে ॥ ৯৬—১০৪ ॥

লৌহপাত্রে ঘৃত গরম করিয়া ঘৃতের সমান গন্ধক চূর্ণ তাহাতে দিবে, তৎপর গন্ধক গলিয়া গেলে দুগ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকারে শোধিত গন্ধক সকল কার্য্যে ব্যবহার করিবে ॥ ১০৫। ১০৬ ॥

মেষদুগ্ধ ও অম্লবর্গদ্বারা হিঙ্গুল সাতবার ভাবনা দিলে নিশ্চয় শোধিত হয় ॥ ১০৭ ॥

নিম্বূর অথবা নিম্বপত্রের রসদ্বারা হিঙ্গুল এক প্রহর পর্য্যন্ত পেষণ পূর্ব্বক পারদের ন্যায় ঊর্দ্ধপাতন করিলে বিশুদ্ধ পারদ পাওয়া যায়। উক্ত পারদ সকল কার্য্যে ব্যবহার করিবে ॥ ১০৮ ॥

অথ শুদ্ধরসস্য মুখকরণম্—

কালকূটো বৎসনাভঃ শৃঙ্গকশ্চ প্রদীপনঃ।
হালাহলো ব্রহ্মপুত্রো হারিদ্রঃ শুক্তকস্তথা।
সৌরাষ্ট্রিক ইতি প্রোক্তা বিষভেদা অমী নব॥
অর্কসেহুণ্ডধুস্তুরলাঙ্গলীকরবীরকাঃ।
গুঞ্জাহিফেনমিত্যেতাঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ॥
এতৈর্বিমর্দ্দিতঃ সূতশ্ছিন্নপক্ষঃ প্রজায়তে।
মুখঞ্চ জায়তে তস্য ধাতুংশ্চ গ্রসতে ত্বরাম্॥ ১০৮—১১১॥

অন্যদপি—

অথবা ত্রিকটু ক্ষারৌ রাজী লবণপঞ্চকম্।
রসোনো নবসারশ্চ শিগ্রুশ্চৈকত্র চূর্ণিতৈঃ।
সমাংশৈঃ পারদাদেতৈর্জ্জম্বীরেণ রসেন বা॥
নিম্বূতোয়ৈঃ কাঞ্জিকৈর্বা সোষ্ণখল্লে বিমর্দ্দয়েৎ।
অহোরাত্রত্রয়েণ স্যাদ্রসো ধাতুচরং মুখম্॥ ১১২। ১২৩॥

অথান্যচ্চ—

অথবা বিন্দুলীকিট্টৈঃ রসো মর্দ্দ্যস্ত্রিবাসরম্।
লবণাম্লৈঃ সুখং তস্য জায়তে ধাতুঘস্মরম্॥ ১১৪॥

কালকূট, বৎসনাভ, শৃঙ্গক, প্রদীপন, হলাহল, ব্রহ্মপুত্র, হারিদ্র, শুক্তক ও সৌরাষ্ট্রিক, এই নয় প্রকার বিষ। আকন্দ, সিজ, ধুস্তূর, লাঙ্গলী, করবী, গুঞ্জা ও অহিফেন এই সাতটী উপবিষ। ইহাদিগদ্বারা মর্দ্দন করিলে পারদ ছিন্নপক্ষ হয় এবং মুখ জন্মে, সুতরাং ধাতু সকলকে শীঘ্র গ্রাস করিয়া থাকে॥১০৯—১১১॥

ত্রিকটু, ক্ষারদ্বয়, রাইসর্ষপ, পঞ্চলবণ রসোন, নিশাদল ও শিগ্রুক (সৈজনা) একত্র চূর্ণ করতঃ পারদের সমাংশ লইয়া জম্বীররস, অথবা নিম্বূরস ও কাঞ্জিসহ উষ্ণ খলেতে নিক্ষেপ করিয়া মর্দ্দন করিবে। এইরূপ তিন অহোরাত্রি করিলে পারদের ধাতুগ্রাসশক্তি জন্মিয়া থাকে॥ ১১২॥ ১১৩॥

বিন্দুলীকিট (কীটবিশেষ) সহিত অম্ল ও লবণদ্বারা পারদ তিন দিবস মর্দ্দন করিলে অতি সহজে ধাতুগ্রাসশক্তি জন্মিয়া থাকে॥ ১১৪॥

অথ রসমারণম্—

ধূমসারং রসং তোরী গন্ধকং নবসাদরম্।
যামৈকং মর্দ্দয়েদম্লৈর্ভাগং কৃত্বা সমাংশকম্॥
কাচকূপ্যাং বিনিক্ষিপ্য তাঞ্চ মৃদ্বস্ত্রমুদ্রয়া।
বিলিপ্য পরিতো বক্ত্রং মুদ্রাং দত্ত্বা চ শোষয়েৎ॥
অধঃসচ্ছিদ্রপিঠরীমধ্যে কূপীন্নিবেশয়েৎ।
পিঠরীং বালুকাপূরৈর্ভৃত্বা চাকূপিকাগলম্॥
নিবেশ্য চুল্ল্যাং তদধঃ কুর্য্যাদ্বহ্নিং শনৈঃ শনৈঃ।
তস্মাদপ্যধিকং কিঞ্চিৎ পাবকং জ্বালয়েৎ ক্রমাৎ॥
এবং দ্বাদশভির্যামৈর্ম্রিয়তে সূতকোত্তমঃ।
স্ফোটয়েৎ স্বাঙ্গশীতং তমূর্দ্ধগং গন্ধকং ত্যজেৎ।
অধস্থং মৃতসূতং চ সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ॥ ১১৫—১১৯॥

অথান্যচ্চ—

অপামার্গস্য বীজানাং মূষাযুগ্মং প্রকল্পয়েৎ।
তৎসম্পুটে ন্যসেৎ সূতং মলয়ূদুগ্ধমিশ্রিতম্॥
দ্রোণপুষ্পীপ্রসূনানি বিড়ঙ্গমিরিমেদকঃ।
এতচ্চূর্ণমধোর্দ্ধঞ্চ দত্ত্বা মুদ্রাং প্রকল্পয়েৎ॥

ধূমসার (গৃহধূম), পারদ, ফট্‌কারী, গন্ধক ও নিশাদল সমাংশ লইয়া এক প্রহর কাল অম্লদ্বারা মর্দ্দন করিবে এবং উহা কোন কাচপাত্রে (বোতলাদি) রাখিয়া মৃত্তিকা ও বস্ত্রদ্বারা লেপন করিয়া শুষ্ক করিবে। অনন্তর অধঃছিদ্র একটী হাড়ীর মধ্যে কাচপাত্র রাখিয়া কাচপাত্রের গলা পর্য্যন্ত বালুকা প্রদান করিবে। পরে ঐ হাড়ী চুল্লির উপর বসাইয়া নিম্নে অগ্নিসন্তাপ লাগাইবে, পরন্তু ক্রমে বহ্নিসন্তাপ বৃদ্ধি করিবে, এইরূপ দ্বাদশ প্রহর পর্য্যন্ত জ্বাল দিলে পারদ ভস্ম হইয়া থাকে। উক্ত হাড়ী নামাইয়া শীতল হইলে পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং ঊর্দ্ধস্থিত গন্ধক পরিত্যাগ করিয়া অধস্থ মৃত পারদ গ্রহণ করিয়া সকল কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে॥ ১১৫—১১৯॥

অপামার্গের বীজদ্বারা দুইটী মূষা প্রস্তুত করতঃ কাকডুম্বরিকার দুগ্ধ মিশ্রিত পারদ সেই সংপুটে ন্যস্ত করিবে। অনন্তর দ্রোণপুষ্পীর পুষ্প, বিড়ঙ্গ ও গুয়ে-

তদ্গোলং মুদ্রয়েৎ সম্যক্ মৃণ্মূষাসংপুটে সুধীঃ।
মুদ্রাং দত্ত্বা শোষয়িত্বা ততো গজপুটে পচেৎ।
এবমেকপুটেনৈব সংজাতং ভস্মসূতকম্॥ ১২০—১২২॥

অন্যদপি—

কাষ্ঠোডুম্বরিকাদুগ্ধৈঃ রসং কিঞ্চিদ্বিমর্দ্দয়েৎ।
তদ্দুগ্ধঘৃষ্টহিঙ্গোশ্চ মূষাযুগ্মং প্রকল্পয়েৎ॥
ক্ষিপ্ত্বা তৎসংপুটে সূতং তত্র মুদ্রাং প্রদাপয়েৎ।
ধৃত্বা তদ্গোলকং প্রাজ্ঞো মৃণ্মূষাসংপুটেঽধিকে।
পচেৎ মৃদুপুটেনৈব সূতকো যাতি ভস্মতাম্॥ ১২৩। ১২৪॥

অন্যচ্চ—

নাগবল্লীরসৈর্ঘৃষ্টঃ কাকোলীকন্দগর্ব্ভিতঃ।
মৃণ্মূষাসংপুটে পক্কঃ সূতো যাত্যেব ভস্মতাম্॥ ১২৫॥

ইতি রসশোধনমারণম্।

অথ জ্বরাঙ্কুশোনাম রসঃ—

খণ্ডিতং হারিণং শৃঙ্গং জ্বালামুখ্যা রসৈঃ সমম্।
রুদ্ধ্বা ভাণ্ডে পচেচ্চুল্ল্যাং যামযুগ্মং ততো নয়েৎ॥
অষ্টাংশং ত্রিকটুং দদ্যান্নিষ্কমাত্রং তু ভক্ষয়েৎ।

বাবলাচূর্ণ উহার ঊর্দ্ধ ও অধঃদেশে দিয়া মূষা অবরুদ্ধ করিবে, পরে উহা মৃত্তিকা নির্ম্মিত মূষায় রাখিয়া মৃত্তিকা লেপ দিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ একবার করিলেই রস ভস্ম হইয়া থাকে॥ ১২০—১২২॥

কাষ্ঠোডুম্বরিকার আঠাসহ হিঙ্গু পেষণ করিয়া তাহাদ্বারা দুইটী মূষা প্রস্তুত করিবে। অনন্তর কাষ্ঠোডুম্বরের আঠাদ্বারা পারদ কিঞ্চিৎ মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মূষা মধ্যে স্থাপন করতঃ অপর মূষাটী দ্বারা রুদ্ধ করিবে এবং উক্ত মূষা আবার মৃন্মূষা মধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকা লেপ দিবে। অতঃপর গজপুটে পাক করিলেই রস ভস্ম হয়॥ ১২৩। ১২৪॥

নাগবল্লীর রসে পারদ মর্দ্দন করতঃ কাকোলীর কন্দের মধ্যে পূরিয়া মৃন্মষা সংপুটে সংস্থাপন পূর্ব্বক পাক করিলে পারদ ভস্ম হইয়া থাকে॥ ১২৫॥

খণ্ডিত হরিণশৃঙ্গ ও জ্বালামুখীর রস সমভাগ লইয়া মৃৎপাত্রে অবরুদ্ধ করতঃ চুল্লিতে দুই প্রহর কাল জ্বাল দিবে। অনন্তর উহা পাত্র হইতে গ্রহণ করতঃ

নাগবল্লীরসৈঃ সার্দ্ধং বাতপিত্তজ্বরাপহম্।
অয়ং জ্বরাঙ্কুশো নামরসঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ॥ ১২৬। ১২৭॥

অথ জ্বরারিরসঃ—

পারদং রসকং তালং তুত্থং টঙ্কণগন্ধকম্।
সর্ব্বমেতৎ সমং শুদ্ধং কারবেল্যা রসৈর্দ্দিনম্॥
মর্দ্দয়েল্লেপয়েৎ তেন তাম্রপাত্রোদরং ভিষক্।
অঙ্গুল্যর্দ্ধপ্রমাণেন ততো রুদ্ধ্বা চ তন্মুখম্॥
পচেৎ তং বালুকাযন্ত্রে ক্ষিপ্ত্বা ধান্যানি তন্মুখে।
যদা স্ফুটন্তি ধান্যানি তদা সিদ্ধং বিনির্দ্দিশেৎ॥
ততো নয়েৎ স্বাঙ্গশীতং তাম্রপাত্রোদরাৎ ভিষক্।
রসং জ্বরারিনামানং বিচূর্ণ্য মরিচৈঃ সমম্॥
মাষৈকং পর্ণখণ্ডেন ভক্ষয়েন্নাশয়েজ্জ্বরান্।
ত্রিদিনৈর্বিষমং তীব্রমেক-দ্বি-ত্রি-চতুর্থকম্॥ ১২৮—১৩২॥

শীতজ্বরারিরসঃ—

তালকং তুত্থকং তাম্রং রসং গন্ধং মনঃশিলাম্।

অষ্টমাংস ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় পানের রসের সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ বাতপিত্তজ্বর আশু প্রশমিত হয়॥ ১২৬। ১২৭॥

সমভাগ পারদ, রসক, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগার খই ও গন্ধক এই সমস্ত দ্রব্য করলার রসে শোধন ও মর্দ্দন করিয়া তাম্রপাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিবে। অনন্তর পাত্রের উপরে অর্দ্ধ অঙ্গুলী প্রমাণ লেপ দিয়া এবং মুখ রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে, পরন্তু পাক কালীন যন্ত্রের মুখোপরি ধান্য ক্ষেপণ করিবে এবং যখন ধান্য সকল ফুটিয়া উঠিবে তখন পাক হইয়াছে জানিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ঔষধ পাত্র মধ্যে হইতে বাহির করিয়া সমান পরিমাণ মরিচচূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করতঃ এক মাষা মাত্রায় পানের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে জ্বর, পরন্তু তিন দিবস সেবন করিলে তীব্র বিষমজ্বর, এবং এক, দ্বি, ত্রি ও চতুর্থক জ্বরও প্রশমিত হয়॥ ১২৮—১৩২॥

হরিতাল, তুঁতে, তাম্র, রস, গন্ধক ও মনঃশিলা প্রত্যেকে এক এক কর্ষ লইয়া

কর্ষং কর্ষং প্রযোক্তব্যং মর্দ্দয়েৎ ত্রিফলাম্বুভিঃ ॥
গোলং ন্যসেৎ সংপুটকে পুটং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
ততো নীত্বার্কদুগ্ধেন বজ্রীদুগ্ধেন সপ্তধা ॥
ক্বাথেন দন্ত্যাঃ শ্যামায়াঃ ভাবয়েৎ সপ্তধা পুনঃ।
মাষমাত্রং রসং দেয়ং পঞ্চশাণমরিচৈর্যুতম্ ॥
গুড়ং গদ্যানকঞ্চৈব তুলসীদলযুগ্মকম্।
ভক্ষয়েৎ ত্রিদিনং ভক্ত্যা শীতারিং দুর্লভং পরম্ ॥
পথ্যং দুগ্ধোদনং দেয়ং বিষমং শীতপূর্ব্বকম্।
দাহপূর্ব্বং হরত্যাশু তৃতীয়কচতুর্থকৌ।
দ্ব্যাহ্নিকং সততঞ্চৈব বৈবর্ণ্যঞ্চ নিযচ্ছতি ॥ ১৩৩। ১৩৭ ॥

শীতজ্বরঘ্নীগুটিকা—

ভাগৈকং স্যাদ্রসাচ্ছুদ্ধাদেলায়াঃ পিপ্পলী শিবা।
আকারকরভো গন্ধঃ কটুতৈলেন শোধিতঃ ॥
ফলানি চেন্দ্রবারুণ্যাশ্চতুর্ভাগমিতা অমী।
একত্র মর্দ্দয়েচ্চূর্ণানিন্দ্রবারুণিকারসৈঃ ॥
মাষোন্মিতাং বটীং কৃত্বা দদ্যাৎ সদ্যজ্বরে ভিষক্।
ছিন্নারসানুপানেন জ্বরঘ্নী গুটিকা মতা ॥ ১৩৮—১৪০ ॥

ত্রিফলার ক্বাথদ্বারা পেষণ পূর্ব্বক গোলক প্রস্তুত করতঃ সরাবসংপুটে রাখিয়া পোড় দিবে, পরে অর্কদুগ্ধ ও সিজদুগ্ধদ্বারা সাতবার এবং শ্যামালতা ও দন্তী ক্বাথদ্বারা সাতবার ভাবনা দিবে। ইহা এক মাষা মাত্রায় লইয়া মরিচ ৫ শাণ, গুড় ৬৪ রতি ও তুলসীপত্র দুইটী সহ এই শীতজ্বরারিরস তিন দিবস ভক্তি পূর্ব্বক সেবন করিবে। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। ইহা সেবনে শীতপূর্ব্বক বিষমজ্বর ও দাহপূর্ব্বক তৃতীয়ক, চতুর্থক, দ্ব্যাহিক ও সততজ্বর এবং শরীরের বিবর্ণতা বিনষ্ট হয় ॥ ১৩৩—১৩৭ ॥

সমভাগ শোধিত রস, ছোটএলাচ, পিপুল, হরীতকী, আকরকরা, কটুতৈলে শোধিত গন্ধক ও ইন্দ্রবারুণীর ফল, ইহারা প্রত্যেকে চারি ভাগ, ইন্দ্রবারুণীর রসে মর্দন করিয়া এক মাষা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করতঃ গুলঞ্চের রস অনুপানে সদ্যজ্বরে সেবন করিতে দিবে ॥ ১৩৮—১৪০ ॥

লোকনাথরসঃ—

শুদ্ধো বুভুক্ষিতঃ সূতো ভাগদ্বয়মিতো ভবেৎ ।
তথা গন্ধস্য ভাগৌ দ্বৌ কুর্য্যাৎ কজ্জলিকাং দ্বয়োঃ ॥
সূতাচ্চতুর্গুণেষ্বেব কপর্দ্দেষু বিনিঃক্ষিপেৎ ।
ভাগৈকং টঙ্কণং দত্ত্বা গোক্ষীরেণ বিমর্দ্দয়েৎ ॥
তথা শঙ্খস্য খণ্ডানাং ভাগানষ্টৌ প্রকল্পয়েৎ ।
ক্ষিপেৎ সর্ব্বং পুটস্যান্তশ্চূর্ণলিপ্তসরাবয়োঃ ॥
গর্ত্তেহস্তোম্মিতে ধৃত্বা পচেৎ গজপুটেন চ ।
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য পিষ্ট্বা তৎসর্ব্বমেকতঃ ॥
ষড়্‌গুঞ্জাসংমিতং চূর্ণমেকোনত্রিংশদূষণৈঃ ।
ঘৃতেন বাতজে দদ্যান্নবনীতেন পৈত্তিকে ॥
ক্ষৌদ্রেণ কফজে দদ্যাদতীসারে ক্ষয়ে তথা ।
অরুচৌ গ্রহণীরোগে কার্শ্যে মন্দানলে তথা ॥
কাসশ্বাসেষু গুল্মেষু লোকনাথরসং ভিষক্ ।
তস্যোপরি ঘৃতান্নঞ্চ ভুঞ্জীত কবলত্রয়ম্ ॥
মঞ্চে ক্ষণৈকমুত্তানঃ শয়ীতানুপধানকে ।
অনম্লমন্নং সঘৃতং ভুঞ্জীত মধুরং দধি ॥
প্রায়েণ জাঙ্গলং মাংসং প্রদেয়ং ঘৃতপাচিতম্ ।
সদুগ্ধভক্তং দদ্যাৎ জাতেহগ্নৌ সান্ধ্যভোজনম্ ॥

বিশুদ্ধ পারদ দুই ভাগ ও গন্ধক দুই ভাগ লইয়া কজ্জলি প্রস্তুত করিবে। অনন্তর উহাতে পারদের চতুর্গুণ কপর্দ্দক (কড়ি) ও সোহাগারখই এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া গোদুগ্ধদ্বারা মর্দ্দন করিবে, পরে উহাতে শঙ্খখণ্ড আট ভাগ দিয়া সমস্ত দ্রব্য চূর্ণলিপ্ত সরাবে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে উঠাইয়া সমস্ত একত্র পেষণ করতঃ ছয় রতি প্রমাণ চূর্ণ ২৯টী মরিচ ও ঘৃত-সহ বাতজ রোগে, নবনীত সহ পিত্তজ রোগে এবং মধুর সহিত কফজ রোগে এবং অতীসার, ক্ষয়, অরুচি, গ্রহণী, কৃশতা, মন্দাগ্নি, শ্বাস, কাস ও গুল্ম রোগে প্রয়োগ করিবে। উক্ত ঔষধ সেবন করিয়াই তিন গ্রাস ঘৃতমাখা অন্ন সেবন করিবে এবং মঞ্চে উপধান ব্যতীত ক্ষণকাল চিৎ হইয়া শয়ন করিবে, অম্ল ব্যতীত ঘৃতসহ অন্ন ও মধুরদ্রব্য এবং দধি সেবন করিবে। অপর অগ্নিবৃদ্ধি হইলে ঘৃতসহ

সঘৃতান্ মুদ্গাবটকান্ ব্যঞ্জনেষ্ববচারয়েৎ।
তিলামলককল্কেন স্নাপয়েৎ সর্পিষাথবা॥
অভ্যঞ্জয়েৎ সর্পিষা স্নানং কোষ্ণোদকেন চ।
ক্বচিত্তৈলং ন গৃহ্নীয়াদ্বিল্বং কারবেল্লকম্॥
বার্ত্তাকুং শফরীং চিঞ্চাং ত্যজেৎ ব্যায়ামমৈথুনে।
মদ্যং সন্ধানকং হিঙ্গুশুণ্ঠীমাষাণ্মসূরিকান্॥
কুষ্মাণ্ডং রাজিকাং কোলং কাঞ্জিকঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ।
ত্যজেদযুক্তনিদ্রাঞ্চ কাংস্যপাত্রে চ ভোজনম্॥
ককারাদিযুতং সর্ব্বং ত্যজেচ্ছাকফলাদিকম্।
গ্রাহ্যোঽয়ং লোকনাথস্তু শুভেন ক্ষত্রবাসরে॥
পূর্ণাতিথৌ শুক্লপক্ষে জাতে চন্দ্রবলে তথা।
পূজয়িত্বা লোকনাথং কুমারীং ভোজয়েৎ ততঃ॥
দানং দত্ত্বা দ্বিঘটিকামধ্যে গ্রাহ্যো রসোত্তমঃ।
রসাচ্চেজ্জায়তে তাপস্তদা শর্করয়া যুতম্॥
সত্ত্বং গুড়ূচ্যাঃ গৃহ্নীয়াৎ বংশলোচনয়া যুতম্।
খর্জ্জুরং দাড়িমং দ্রাক্ষামিক্ষুখণ্ডাংশ্চ দাপয়েৎ॥

পক্ক জাঙ্গলমাংস এবং সন্ধ্যাকালে দুগ্ধসহ অন্ন ভোজন করিবে, পরন্তু সঘৃত মুগ-ডালের বড়ি ব্যঞ্জনের সহিত পাক করিয়া ভোজন করিবে এবং সঘৃত তিলবাটা ও আমলকীর কল্ক অঙ্গে মাখাইয়া স্নান করিবে অথবা অঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া উষ্ণজল দ্বারা স্নান করিবে। কিন্তু কদাচ তৈল, বিল্ব, করলা, বার্ত্তাকু (বেগুন), পুঠীমৎস্য ও তেঁতুল সেবন করিবে না। ব্যায়াম, মৈথুন, মদ্য, সন্ধানক (অরিষ্ট প্রভৃতি), হিঙ্গু, শুঁঠ, মাষকলাই, মসুরডাইল, কুষ্মাণ্ড, রাইসর্ষপ, কোল, (বদরী) ও কাঞ্জিক পরিত্যাগ করিবে। অনিয়মনিদ্রা, কাংস্যপাত্রে ভোজন, ককারাদি যুক্ত সকল প্রকার শাক ও ফল পরিত্যাগ করিবে। এবং উক্ত লোকনাথ রস শুভ নক্ষত্রযুক্ত দিবসে, পূর্ণাতিথিতে, শুক্লপক্ষে, চন্দ্রের বৃদ্ধি সময়ে, লোক-নাথকে পূজা এবং কুমারী ভোজন ও দানাদি করণানন্তর দুই ঘটিকার মধ্যে গ্রহণ করিবে। যদি উক্ত লোকনাথরস সেবনান্তে দাহ জন্মে তবে চিনি ও বংশ-লোচনের সহিত গুলঞ্চের ক্বাথ এবং খর্জ্জুর, দাড়িম, কিস্‌মিস্ ও ইক্ষুগুড় সেবন

অরুচৌ নিস্তুষং ধান্যং ঘৃতভৃষ্টং সশর্করম্ ।
দদ্যাৎ তথা জ্বরে ধান্যগুড়ূচীক্কাথমাহরেৎ ॥
উশীরবাসকক্কাথং দদ্যাৎ সমধুশর্করম্ ।
রক্তপিত্তে কফে শ্বাসে কাসে চ স্বরসংক্ষয়ে ॥
অগ্নিভৃষ্টং জয়াচূর্ণং মধুনা নিশি দীয়তে ।
নিদ্রানাশেঽতিসারে চ গ্রহণ্যাং পাবকক্ষয়ে ॥
সৌবর্চ্চলাভয়াকৃষ্ণাচূর্ণমুষ্ণোদকৈঃ পিবেৎ ।
শূলেঽজীর্ণে তথা কৃষ্ণামধুযুক্তা জ্বরে হিতা ॥
প্লীহোদরে বাতরক্তে ছর্দ্দ্যাং চৈব গুদাঙ্কুরে ।
নাসিকাস্রুতরক্তেষু রসং দাড়িমপুষ্পজম্ ॥
দূর্ব্বায়াঃ স্বরসং নস্যং প্রদদ্যাচ্ছর্করান্বিতম্ ।
কোলমজ্জাং কণাং বর্হিপক্ষভস্মসশর্করম্ ॥
মধুনা লেহয়েচ্ছর্দ্দিহিক্কাকোপপ্রশান্তয়ে ।
বিধিরেষঃ প্রযোজ্যস্তু সর্ব্বস্মিন্ পোটলীরসে ॥
মৃগাঙ্কেহেমগর্ভে চ মৌক্তিকাখ্যেঽপরেষু চ ।
ইত্যয়ং লোকানাথোক্তো রসঃ সর্ব্বরুজাং জয়েৎ ॥ ১৪১—১৬৫ ॥

করিবে। অরুচি হইলে নিস্তুষ ধনে ঘৃতে ভাজিয়া চিনির সহিত এবং জ্বর হইলে ধনে ও গুলঞ্চের ক্কাথ পান করিবে। ইহা ভিন্ন রক্তপিত্ত, কফ, শ্বাস, কাস ও স্বরক্ষয়ে উশীর ও বাসকের ক্কাথ মধু ও চিনির সহিত ; নিদ্রানাশ, অতিসার, গ্রহণী ও অগ্নিক্ষয়ে অগ্নিভৃষ্টভাঙ্গের চূর্ণ মধুর সহিত রাত্রে ; শূলে ও অজীর্ণে সৌবর্চ্চল, হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ গরমজলের সহিত এবং জ্বর,প্লীহা, উদর, বাতরক্ত, ছর্দ্দি ও গুদাঙ্কুরে পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। নাসিকা হইতে রক্ত পতিত হইলে দাড়িমপুষ্পের রস অথবা দূর্ব্বার রস শর্করার সহিত নস্য গ্রহণ করিবে এবং ছর্দ্দি ও হিক্কা প্রশমের জন্য কোলমজ্জা, পিপুল এবং ময়ূরপুচ্ছভস্ম শর্করা ও মধুর সহিত লেহন করিবে।

মৃগাঙ্কপোটলীরস, হেমগর্ভপোটলীরস ও মৌক্তিকাখ্যপুটলীরসে এবং অন্যান্য পোটলীরসে উক্ত সর্ব্বরোগনাশক লোকনাথ রসের নিয়মাদি অবলম্বন করিবে ॥ ১৪১—১৬৫ ॥

অথ মৃগাঙ্কপোটলীরসঃ—

ভূর্জ্জবৎ তনুপত্রাণি হেম্নঃ সূক্ষ্মাণি কারয়েৎ।
তুল্যেন তানি সূতেন খল্বে ক্ষিপ্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ॥
কাঞ্চনাররসেনৈব জ্বালামুখ্যা রসেন বা।
লাঙ্গল্যা বা রসৈস্তাবৎ যাবদ্ভবতি পিষ্টিকা॥
ততো হেম্নশ্চতুর্থাংশং টঙ্কণং তত্র নিঃক্ষিপেৎ।
পিষ্টমৌক্তিকচূর্ণঞ্চ হেমদ্বিগুণমাহরেৎ॥
তেষু সর্ব্বসমং গন্ধং ক্ষিপ্ত্বা চৈকত্র মর্দ্দয়েৎ।
তেষাং কৃত্বা ততো গোলং বাসোভিঃ পরিবেষ্টয়েৎ॥
পশ্চান্মৃদা বেষ্টয়িত্বা শোষয়িত্বা চ ধারয়েৎ।
শরাবসংপুটস্থান্তস্তত্র মুদ্রাং প্রদাপয়েৎ॥
লবণৈঃ পূরিতে ভাণ্ডে স্থাপয়েৎ তঞ্চ সম্পুটম্।
মুদ্রাং দত্ত্বা শোষয়িত্বা বহুভির্গোময়ৈঃ পুটেৎ॥
ততঃ শীতে সমাহৃত্য গন্ধং সূতসমং ক্ষিপেৎ।
ঘৃষ্ট্বা চ পূর্ব্ববৎ খল্বে পুটেদ্গজপুটেন চ॥
স্বাঙ্গশীতং ততো নীত্বা গুঞ্জাযুগ্মং প্রযোজয়েৎ।
অষ্টভির্মরিচৈর্যুক্তা কৃষ্ণাত্রয়যুতাথবা॥

ভূর্জ্জপত্রের ন্যায় পাতলা স্বর্ণপত্র ও তৎসমান পারদ একত্র খলেতে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডের ন্যায় হওয়া পর্য্যন্ত রক্তকাঞ্চন, জ্বালামুখী ও লাঙ্গলীর রসদ্বারা মর্দ্দন করিবে এবং তাহাতে স্বর্ণের চতুর্থাংশ সোহাগা ও দ্বিগুণ পেষিত মুক্তা এবং সর্ব্ব সমষ্টির সমান গন্ধক দিয়া সমস্ত একত্র মর্দ্দন করতঃ গোলক প্রস্তুত করিবে, পরে উক্ত গোলক বস্ত্রাবৃত করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিয়া আতপে শুষ্ক করিবে এবং সরাবসংপুটে রাখিয়া মুদ্রা অর্থাৎ মৃত্তিকাদ্বারা লেপ প্রদান করিবে। অনন্তর অন্য একটী লবণ পূরিত পাত্রে রাখিয়া মুখ রুদ্ধ করতঃ লেপ দিয়া বহুঘুঁটেদ্বারা পোড় দিবে। পরে উহা শীতল হইলে উদ্ধৃত করতঃ সমান ভাগ গন্ধকসহ পূর্ব্বের ন্যায় পুনঃ মর্দ্দন ও গজপুটে পাক করিবে এবং আপনা হইতে শীতল হইলে পাত্র হইতে বাহির করিয়া দ্বিগুঞ্জা প্রমাণে প্রয়োগ করিবে। ইহা তিনটী মরিচ অথবা আটটী পিপুলসহ প্রয়োগ করিবে। দোষা-

বিলোক্য দেয়া দোষাদীনেকৈকরসরক্তিকা।
সর্পিষা মধুনা বাপি দেয়া দোষাদ্যপেক্ষয়া॥
লোকনাথসমং পথ্যং কুর্য্যাৎ স্বস্থমনাঃ শুচিঃ।
শ্লেষ্মাণং গ্রহণীং কাসং শ্বাসং ক্ষয়মরোচকম্।
মৃগাঙ্কোঽয়ং রসো হন্যাৎ কৃশত্বং বলহীনতাম্॥ ১৬৬—১৭৬॥

অথ হেমগর্ভপোট্টলীরসঃ—

সূতাৎ পাদপ্রমাণেন হেম্নঃ পিষ্টীং প্রকল্পয়েৎ।
তয়োঃ স্যাদ্দ্বিগুণং গন্ধং মর্দ্দয়েৎ কাঞ্চনারিনা॥
কৃত্বা গোলং ক্ষিপেন্মূষাসম্পুটে মুদ্রয়েৎ ততঃ।
পচেদ্ভূধরযন্ত্রেণ বাসরং ত্রিতয়ং বুধঃ॥
তত উদ্ধৃত্য তৎসর্ব্বং দদ্যাদ্গন্ধং চ তৎসমম্।
মর্দ্দয়েদাদ্রকরসৈশ্চিত্রকস্য রসেন বা॥
স্থূলপীতবরাটাংশ্চ পূরয়েত্তেন যত্নতঃ।
এতস্মাদৌষধাৎ কুর্য্যাদষ্টমাংশেন টঙ্কণম্॥
টঙ্কণার্দ্ধং বিষং দত্ত্বা পিষ্ট্বা সেহুণ্ডদুগ্ধকৈঃ।
মুদ্রয়েৎ তেন কল্কেন বরাটীনাং মুখানি চ॥
ভাণ্ডে চূর্ণপ্রলিপ্তে চ ধৃত্বা মুদ্রাম্প্রদাপয়েৎ।
গর্ত্তে হস্তোন্মিতে ধৃত্বা পুটেদ্গজপুটেন চ॥

দির ন্যূনাধিক্য বিবেচনা পূর্ব্বক ঘৃত ও মধুর সহিত এক এক রক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বস্থমনা ও শুচি হইয়া লোকনাথরসের পথ্যের নিয়মানুরূপ পথ্যাদি করিবে। এই মৃগাঙ্করসদ্বারা শ্লেষ্মা, গ্রহণী, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, অরুচি, কৃশতা ও বলহীনতা প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৬৬—১৭৬॥

পারদের চতুর্থাংশ স্বর্ণ, উভয়ের দ্বিগুণ গন্ধকসহ রক্তকাঞ্চনের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক প্রস্তুত করতঃ মূষা সংপুটে রাখিয়া মৃত্তিকা লেপ দিবে। অনন্তর তিন দিবস পর্য্যন্ত ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। তৎপরে উহা হইতে উঠাইয়া সমান ভাগ গন্ধকসহ আর্দ্রক ও রক্তচিতার রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া স্থূল ও পীতবর্ণ কড়ির মধ্যে পূরিয়া রাখিবে, পরে উক্ত ঔষধের অষ্টমাংশ সোহাগা ও সোহাগার অর্দ্ধাংশ মিঠাবিষ সিজের আঠায় পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা উক্ত কড়ির মুখ লেপন

স্বাঙ্গশীতং রসং নীত্বা প্রদদ্যাল্লোকনাথবৎ।
পথ্যং মৃগাঙ্কবৎ দেয়স্ত্রিদিনং লবণং ত্যজেৎ॥
যদা চ্ছর্দ্দির্ভবেৎ তস্য দদ্যাচ্ছিন্নারসং তদা।
মধুযুক্তং তদা শ্লেষ্মকোপে দদ্যাদ্গুড়ার্দ্রকম্॥
বিরেকে ভর্জ্জিতা ভঙ্গা প্রদেয়া দধিসংযুতা।
জয়েৎ কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং গ্রহণীমরুচিন্তথা॥
অগ্নিশ্চ কুরুতে দীপ্তং কফবাতং নিযচ্ছতি।
হেমগর্ভঃ পরো জ্ঞেয়ো রসঃ পোটলিকাভিধঃ॥ ১৭৭—১৮৬॥

দ্বিতীয় হেমগর্ভপোটলীরসঃ—

রসস্য ভাগাশ্চত্বারস্তাবতঃ কনকস্য চ।
তয়োশ্চ পিষ্টিকাং কৃত্বা গন্ধো দ্বাদশভাগিকঃ॥
কুর্য্যাৎ কজ্জলিকাং তেষাং মুক্তাভাগাশ্চ ষোড়শ।
চতুর্বিংশশ্চ শংখস্য ভাগৈকং টঙ্কণস্য চ॥
একত্র মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং পক্কনিম্বুকজৈ রসৈঃ।
কৃত্বা তেষাং ততো গোলং মুষাসম্পুটকে ন্যসেৎ॥

করিবে এবং অন্য চূর্ণলিপ্তভাণ্ডে উহা রাখিয়া তাহাতে ঢাকুনি প্রদান করতঃ মৃত্তিকা লেপ দিবে এবং পরিমিত গর্ত্তে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে, পরে চুল্লির উপরে আপনা হইতে শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে, এবং লোকনাথ রসবৎ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে মৃগাঙ্কবৎ পথ্য এবং তিন দিবস লবণ ত্যাগ করিবে। যদি উক্ত ঔষধ সেবনে বমন হয় তবে মধুর সহিত গুলঞ্চের রস সেবন করিবে এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ হইলে গুড় ও আদা, বিরেচন হইলে ভাজাভাঙ্গ দধির সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা কাস, ক্ষয়, শ্বাস, গ্রহণী ও অরুচি বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং অগ্নির দীপ্ত হয়, বিশেষতঃ কফ ও বাত বিনষ্ট হয়। ইহাকে হেমগর্ভপোটলীরস বলা যায়॥ ১৭৭—১৮৬॥

পারদ ও কনক (স্বর্ণ) প্রত্যেকে চারি ভাগ, একত্র পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার হইলে তাহাতে গন্ধক দ্বাদশ ভাগ দিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে, তৎপরে উহাতে মুক্তা ষোল ভাগ, শঙ্খ চব্বিশ ভাগ ও সোহাগা এক ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া পক্কনেবুর রসদ্বারা মর্দ্দন করতঃ গোলক প্রস্তুত করিবে এবং উহা মুষাসংপুটে

মুদ্রান্দত্ত্বা ততো হস্তমাত্রে গর্ত্তে চ গোময়ৈঃ।
পুটেদ্গজপুটেনৈব স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ ॥
পিষ্ট্বা গুঞ্জাচতুর্ম্মানন্দদ্যাদ্গব্যাজ্যসংযুতম্।
একোনত্রিংশদুন্মানমরিচৈঃ সহ দীয়তে ॥
রাজতে মৃণ্ময়ে পাত্রে কাঞ্চনে চাপি লেহয়েৎ।
লোকনাথসমং পথ্যং কুর্য্যাৎ প্রযতমানসঃ॥
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে বাতে কফে গ্রাহণিকাগদে।
অতীসারে প্রযোক্তব্যা পোটলীহেমগর্ভিকা ॥ ১৮৭—১৯৩ ॥

জ্বরাঙ্কুশরসঃ—

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং প্রত্যেকং শাণসংমিতম্।
ধূস্তূবীজন্ত্রিশাণং স্যাৎ সর্ব্বেভ্যো দ্বিগুণা ভবেৎ ॥
হেমাহ্বা কারয়েদেষাং চূর্ণং সূক্ষ্মং প্রযত্নতঃ।
দেয়ং জম্বীরমজ্জাভিশ্চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতম্ ॥
আর্দ্রকস্বরসৈর্বাপি জ্বরং হন্তি ত্রিদোষজম্।
একাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ তৃতীয়ং বা চতুর্থকম্।
বিষমঞ্চ জ্বরং হন্যাদ্বিখ্যাতোঽয়ং জ্বরাঙ্কুশঃ ॥ ১৯৪—১৯৬ ॥

রাখিয়া লেপ দিবে। পরে হস্তপরিমিত গর্ত্তে রাখিয়া ঘুঁটেদ্বারা গজপুটে পাক করিবে, পরন্তু শীতল হইলে উঠাইয়া পেষণ করতঃ চারি গুঞ্জা মাত্রায় লইয়া গব্যঘৃত ও ২৯টী গোলমরিচ সহ সেবন করিবে। ইহা রজত, মৃৎ বা স্বর্ণনির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া সেবন করিবে এবং পবিত্রাত্মা হইয়া লোকনাথ রসের বিহিত পথ্য সেবন করিবে। ইহাদ্বারা কাস, শ্বাস, ক্ষয়, বাত, কফ, গ্রহণী ও অতীসার রোগ নষ্ট হয়। ইহার নাম হেমপোটলীরস॥ ১৮৭—১৯৩ ॥

শোধিত পারদ, মিঠাবিষ ও গন্ধক প্রত্যেকে শাণ পরিমিত, ধুস্তূরবীজ তিন শাণ, উক্ত সমষ্টির দ্বিগুণ হেমাহ্বা (হেমক্ষীরী) লইয়া সমস্ত সূক্ষ্মচূর্ণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিবে। উক্ত চূর্ণ জম্বীরমজ্জা ও আর্দ্রকরসসহ দুই গুঞ্জা মাত্রায় সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত জ্বর এবং একাহিক, দ্ব্যাহিক, তৃতীয়ক, চতুর্থক ও বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহার নাম জরাঙ্কুশ॥ ১৯৪—১৯৬ ॥

আনন্দভৈরবরসঃ—

দরদং বৎসনাভঞ্চ মরিচং টঙ্কণঙ্কণাম্।
চূর্ণয়েৎ সমভাগেন রসো হ্যানন্দভৈরবঃ ॥
গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা বলং জ্ঞাত্বা প্রযোজয়েৎ।
মধুনা লেহয়েচ্চানু কুটজস্য ফলত্বচম্ ॥
চূর্ণিতং কর্ষমাত্রন্তু ত্রিদোষপ্থোঽতিসারজিৎ।
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং গব্যাজং তক্রমেব বা।
পিপাসায়াং জলং শীতং বিজয়া চ হিতা নিশি ॥ ১৯৭—১৯৯ ॥

লঘুসূচিকাভরণরসঃ—

বিষং পলমিতং সূতঃ শাণিকশ্চূর্ণয়েদ্দ্বয়ম্।
তচ্চূর্ণং সম্পুটে চ কৃত্বা কাঞ্চলিপ্তসরাবয়োঃ ॥
মুদ্রাং দত্বা চ সংশোষ্য ততশ্চুল্ল্যাং নিবেশয়েৎ।
বহ্নিং শনৈঃ শনৈঃ কুর্য্যাৎ প্রহরদ্বয়সংখ্যয়া ॥
তত উৎপাট্য তন্মুদ্রামুপরিস্থে সরাবকে।
সংলগ্নো যো ভবেদ্ধূমঃ তং গৃহ্নীয়াচ্ছনৈঃ শনৈঃ ॥
বায়ুস্পর্শী যথা নস্যাৎ ততঃ কূপ্যাং নিবেশয়েৎ।
রসঃ সূচীমুখে লগ্নকূপ্যা নির্যাতিভেষজম্ ॥

হিঙ্গুল, বৎসনাভ (বিষবিশেষ), মরিচ, সোহাগারখই ও পিপুল সমভাগে একত্র চূর্ণ করিবে। ইহা রোগী, বলাবল বিবেচনা করিয়া এক গুঞ্জা বা দুই গুঞ্জা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিয়া পরে কুটজের ফলত্বকচূর্ণ এক কর্ষ লেহন করিলে সকল প্রকার অতীসার বিনষ্ট হয়। ইহাতে দধি অন্ন বা গব্য ও ছাগদুগ্ধের তক্র পথ্য করা বিধেয়। ইহাতে পিপাসা হইলে শীতল জল ও রাত্রিতে সিদ্ধি সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহার নাম আনন্দভৈরব রস ॥ ১৯৭—১৯৯ ॥

মিঠাবিষচূর্ণ একপল ও পারদ এক শাণ একত্র মিশ্রিত করিয়া কাচচূর্ণ-লিপ্ত সরাবসংপুটে রাখিয়া ও তাহাতে লেপ দিয়া শুষ্ক করতঃ চুল্লিতে চাপাইয়া শনৈঃ শনৈঃ দুই প্রহর অগ্নিসন্তাপ লাগাইবে, পরে লেপ উঠাইয়া উপরি সরাবস্থিত ধূম শনৈঃ শনৈঃ গ্রহণ করিবে এবং উহাতে বায়ু স্পর্শ না হয় এরূপ ভাবে কাচকূপীতে রাখিয়া দিবে। সন্নিপাতবশতঃ মূর্চ্ছিত ব্যক্তির ক্ষুরদ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র চিরিয়া একটী সূঁচের মুখে যে পরিমাণ ঔষধ লগ্ন হয় তৎপরিমাণ ঔষধ উক্ত

তাবন্মাত্রো রসো দেয়ো মূর্চ্ছিতে সন্নিপাতিনি।
ক্ষুরেণ প্রছিতে মূর্দ্ধ্নি তদঙ্গুল্যা চ ঘর্ষয়েৎ॥
রক্তভেষজসম্পর্কান্মূর্চ্ছিতোঽপি হি জীবতি।
তথৈব সর্পদংষ্টস্তু মৃতাবস্থোঽপি জীবতি।
যদা তাপো ভবেৎ তস্য মধুরং তত্র দীয়তে॥ ২০০—২০৫॥

জলবুন্দরসঃ—

ভস্মসূতসমং গন্ধং গন্ধাৎ পাদং মনঃশিলা।
মাক্ষিকং পিপ্পলী ব্যোষং প্রত্যেকং শিলয়া সমম্॥
চূর্ণয়েদ্ভাবয়েৎ পিত্তৈর্মৎস্যমায়ূরসম্ভবৈঃ।
সপ্তধা ভাব্য সংশুষ্কং দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতম্।
তালপর্ণীরসং চানু পঞ্চকোলশৃতোপ্যু বা॥
জলবুন্দো রসো নাম সন্নিপাতং নিযচ্ছতি।
জলযোগশ্চ কর্ত্তব্যস্তেন বীর্য্যং ভবেদ্রসে॥ ২০৬—২০৮॥

পঞ্চবক্ত্রুরসঃ—

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং মরিচং টঙ্কণং কণাং।
মর্দ্দয়েৎ ধূর্ত্তজৈদ্রাবৈর্দ্দিনমেকঞ্চ শোষয়েৎ॥

স্থানে লাগাইয়া অঙ্গুলীদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দিবে, এইরূপে উক্ত ঔষধ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে জীবিত করে। সর্পদংষ্ট মৃত প্রায় ব্যক্তিও উক্ত ঔষধের দ্বারা জীবিত হইয়া থাকে। যখন উহাদ্বারা তাপ জন্মে তখন মধুরদ্রব্য সেবন করিতে দিবে। ইহাকে সূচিকাভরণ বলা যায়॥ ২০০—২০৫॥

ভস্মপারদের সমান গন্ধক ও গন্ধকের চতুর্থাংশ মনঃশিলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুল, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেকে মনঃশিলার সমান লইয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করতঃ মৎস্য ও ময়ূরের পিত্তদ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে, পরে দুই গুঞ্জা মাত্রায় লইয়া তালপর্ণীরস বা পঞ্চকোলের ক্বাথ অনুপানে সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সন্নিপাতজ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে জলক্রিয়া করিলে ঔষধের বীর্য্য শীঘ্র প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার নাম জলবুন্দ রস॥ ২০৬—২০৮॥

শোধিত পারদ, মিঠাবিষ, গন্ধক, মরিচ, সোহাগারখই ও পিপুল একত্র মিশ্রিত করিয়া এক দিবস ধুস্তুর রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে।

পঞ্চবক্ত্রো রসো নাম দ্বিগুঞ্জঃ সন্নিপাতহা।
অর্কমূলকষায়ন্তু সত্র্যূষমনুপায়য়েৎ ॥
যুক্তং দধ্যোদনং পথ্যং জলযোগঞ্চ কারয়েৎ।
রসেনানেন শাম্যন্তি সক্ষৌদ্রেণ কফোদ্ভবাঃ ॥
মধ্বার্দ্রকরসঞ্চানু পিবেদগ্নিবিবৃদ্ধয়ে।
যথেষ্টং ঘৃতমাংসাশী শক্তো ভবতি পাবকঃ ॥ ২০৯—২১২ ॥

উন্মত্তরসঃ—

রসং গন্ধকতুল্যাংশং ধুস্তূরফলজৈঃ রসৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু তৎতুল্যং ত্রিকটুং ক্ষিপেৎ ॥
উন্মত্তাখ্যো রসো নাম নস্যে স্যাৎ সন্নিপাতজিৎ।
নিষ্কং জৈপালবীজঞ্চ দশনিষ্কং বিচূর্ণয়েৎ ॥
মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী প্রতিনিষ্কং বিমিশ্রয়েৎ।
ভাব্যং জম্বীরজৈর্দ্রাবৈঃ সপ্তাহং সম্প্রযত্নতঃ।
রসোহয়মঞ্জনে দত্তঃ সন্নিপাতং বিনাশয়েৎ ॥ ২১৩—১২১ ॥

মহানারাচরসঃ—

সূতং টঙ্কণকং তুল্যং মরিচং সূততুল্যকম্।
গন্ধকং পিপ্পলী শুণ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিচূর্ণয়েৎ ॥

ইহা দুই গুঞ্জা মাত্রায় সেবন করিলে সন্নিপাতজ রোগ বিনষ্ট হয়। উক্ত ঔষধ ত্রিকটু ও আকন্দমূলের ক্বাথ অনুপানে সেবন করিবে। ইহাতে দধি ও অন্ন পথ্য এবং জলযোগ করিবে। ইহা মধু অনুপানে সেবন করিলে কফজ রোগ সমূহ বিনষ্ট হয় এবং মধু ও আর্দ্রক রস অনুপানে সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়। উক্ত ঔষধের প্রভাবে যথেষ্ট ঘৃতমাংসাদি পরিপাক হইয়া থাকে। ইহার নাম পঞ্চবক্ত্র রস ॥ ২০৯—২১২ ॥

সমানভাগ রস ও গন্ধক ধুস্তূর ফলের রসদ্বারা এক দিবস মর্দ্দন করতঃ রস ও গন্ধকের সমান ত্রিকটু মিশ্রিত করিয়া উহাদ্বারা নস্য করিলে সন্নিপাত বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহার নাম উন্মত্তরস।

জয়পালবীজ অর্দ্ধতোলা, মরিচ দশনিষ্ক অর্থাৎ পাঁচ তোলা, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, একত্র মিশ্রিত করতঃ জম্বীররসদ্বারা সাত দিবস ভাবনা দিয়া অঞ্জনরূপে গ্রহণ করিলে সন্নিপাত বিনষ্ট হয় ॥ ২১৩—২১৫ ॥

সর্ব্বতুল্যং ক্ষিপেদ্দন্তীবীজং নিস্তুষিতস্তুবেৎ।
গুঞ্জৈকং রেচনং সিদ্ধং নারাচোঽয়ং মহারসঃ।
আধ্মানমলবিষ্টম্ভমুদাবর্ত্তঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ২১৬ । ২১৭ ॥

ইচ্ছাভৈরবরসঃ—

দরদং টঙ্কণং শুণ্ঠী পিপ্পলী চৈককার্ষিকা।
হেমাহ্বা পলমাত্রং স্যাদ্দন্তীবীজঞ্চ তৎসমম্ ॥
বিচূর্ণ্যৈকত্র সর্ব্বাণি গোদুগ্ধেনৈব পায়য়েৎ।
ত্রিগুঞ্জং রেচনে দদ্যাৎ বিষ্টম্ভাধ্মানরোগিষু ॥ ২১৮ । ২১৯ ॥

রাজমৃগাঙ্করসঃ—

ভস্মসূতত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকং।
মৃততাম্রস্য ভাগৈকং শিলাগন্ধকতালকম্ ॥
প্রতিভাগদ্বয়ং শুদ্ধমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।
বরাটী পূরয়েত্তেন ছাগীক্ষীরেণ টঙ্কণম্ ॥
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধ্বা মৃদ্ভাণ্ডে সন্নিরোধয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পক্ত্বা চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্ ॥

পারদ, সোহাগারখই ও মরিচ, ইহারা প্রত্যেকে এক ভাগ এবং গন্ধক, পিপুল ও শুঁঠ, ইহারা প্রত্যেকে দুই ভাগ, উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া নিস্তুষিতদন্তীবীজ সমষ্টির সমান লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। উক্ত ঔষধ এক গুঞ্জা মাত্রায় সেবন করিলে বিরেচন হয় এবং আধ্মান, মলবিষ্টম্ভ ও উদাবর্ত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে নারাচরস বলা যায় ॥ ২১৬ । ২১৭ ॥

হিঙ্গুল, সোহাগারখই, শুঁঠ ও পিপুল প্রত্যেকে এক এক কর্ষ, হেমক্ষীরী একপল, দন্তীবীজ একপল, সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা তিন গুঞ্জা মাত্রায় গোদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হইয়া আধ্মান ও মলবিষ্টম্ভ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১৮ । ২১৯ ॥

ভস্মপারদ তিন ভাগ, স্বর্ণভস্ম এক ভাগ, তাম্রভস্ম এক ভাগ এবং শোধিত মনঃশিলা, গন্ধক ও হরিতাল প্রত্যেকে দুই ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে, এবং বড় একটী কড়ির মধ্যে পূরিয়া সোহাগারখই ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া কড়ির মুখ রুদ্ধ করতঃ মৃৎপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক গজপুটে পাক

রসো রাজমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জঃ ক্ষয়াপহঃ।
দশপিপ্পলীকাক্ষৌদ্রেরেকোনবিংশদূষণৈঃ ॥ ২২০—২২৩ ॥

অগ্নিরসঃ—

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং কুর্য্যাৎ খল্বেন কজ্জলীম্।
তয়োঃ সমং তীক্ষ্ণচূর্ণং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ ॥
দ্বিযামান্তে কৃতং গোলং তাম্রপাত্রে বিনিঃক্ষিপেৎ।
আচ্ছাদ্যৈরণ্ডপত্রেণ যামার্দ্ধেঽত্যুষ্ণতাভবেৎ ॥
ধান্যরাশৌ ন্যসেৎ পশ্চাদহোরাত্রাৎ সমুদ্ধরেৎ।
সংচূর্ণ্য গালয়েদ্বস্ত্রে সত্যং বারিতরস্তবেৎ ॥
ত্রিকটুত্রিফলৈলাভির্জ্জাতীফললবঙ্গকৈঃ।
নবভাগোন্মিতৈরেতৈঃ সমংপূর্ব্বরসো ভবেৎ ॥
সংচূর্ণ্যালোড়য়েৎ ক্ষৌদ্রৈর্ভক্ষ্যং নিষ্কদ্বয়ন্দ্বয়ম্।
অয়মগ্নিরসো নাম্না ক্ষয়কাসনিকৃন্তনঃ ॥ ২২৪—২২৮ ॥

অমৃতার্ণবরসঃ—

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং মৃতলৌহঞ্চ টঙ্কণং।
রাস্নাবিড়ঙ্গত্রিফলাদেবদারুকটুত্রয়ং ॥

করিবে, পরে শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া চারি রতি প্রমাণ লইয়া দশটী পিপুল, ২৯ ঊনত্রিশটী মরিচ ও মধুসহ সেবন করিবে। ইহাকে রাজমৃগাঙ্করস বলা যায় ২২০—২২৩ ॥

পারদ একভাগ ও গন্ধক দুই ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে পরে উক্ত উভয়ের সমান লৌহচূর্ণ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করতঃ গোলক প্রস্তুত করিবে, এবং তাম্রপাত্রে রাখিয়া এরণ্ডপত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিলে অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যে উহা অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠিবে, তৎপর উহা অহোরাত্র ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে, তদনন্তর উহা উদ্ধৃত করতঃ চূর্ণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে, এবং উহাতে ত্রিফলা, ত্রিকটু, জায়ফল ও লবঙ্গ নয় ভাগ মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহাদ্বারা ক্ষয়কাস প্রশমিত হয়। ইহাকে অগ্নিরস বলা যায় ॥ ২২৪—২২৮ ॥

শোধিত পারদ ও গন্ধক, মৃতলোহচূর্ণ, সোহাগারখই, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, ত্রিকটু, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া চূর্ণ

অমৃতা পদ্মকং ক্ষৌদ্রং বিশ্বং তুল্যাংশচূর্ণয়েৎ।
ত্রিগুঞ্জাং সর্ব্বকাসার্ত্তঃ সেবয়েদমৃতার্ণবম্ ॥ ২২৯ ২৩০ ॥

সূর্য্যাবর্ত্তরসঃ—

সূতার্দ্ধো গন্ধকো মর্দ্দ্যো যামৈকং কন্যকারসৈঃ।
দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপত্রং পূর্ব্বকল্কেন লেপয়েৎ ॥
দিনৈকং স্থালিকাযন্ত্রে পক্বমাদায় চূর্ণয়েৎ।
সূর্য্যাবর্ত্তো রসো হ্যেষ দ্বিগুঞ্জঃ শ্বাসজিদ্ভবেৎ ॥ ২৩১।২৩২ ॥

স্বচ্ছন্দভৈরবরসঃ—

শুদ্ধং সূতং মৃতং লৌহং তাপ্যং গন্ধকতালকং।
পথ্যাগ্নিমন্থনির্গুণ্ডীত্র্যুষণং টঙ্কণং বিষম্ ॥
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্বে দিনং নির্গুণ্ডিকাদ্রবৈঃ।
মুণ্ডীদ্রাবৈর্দ্দিনৈকন্তু দ্বিগুঞ্জং বটকীকৃতম্ ॥
ভক্ষয়েদ্বাতরোগার্ত্তো নাম্না স্বচ্ছন্দভৈরবম্।
রাস্নামৃতাদেবদারুশুণ্ঠীবাতারিজং শৃতং।
সগুগ্গুলুং পিবেৎ কোষ্ণমনুপানং সুখাবহম্ ॥ ২৩৩—২৩৫ ॥

করতঃ একত্র মিশ্রিত করিবে এবং তিন গুঞ্জা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাদ্বারা কাসরোগ প্রশমিত হয়। ইহার নাম অমৃতার্ণব। ২২৯।২৩০ ॥

পারদ এক ভাগ ও গন্ধক অর্দ্ধভাগ লইয়া এক প্রহরকাল ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া পারদ ও গন্ধকের তুল্য পরিমাণ তাম্রপাত্রে উহা লেপন করতঃ স্থালিকা যন্ত্রে এক দিবস পাক করিয়া চূর্ণ করিবে। এই সূর্য্যাবর্ত্তরস দুই রতি মাত্রায় সেবন করিলে কাসরোগ বিনষ্ট হয়। ২৩১।২৩২ ॥

শোধিত পারদ, লৌহভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, গণিয়ারী, নিশিন্দা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, সোহাগা ও মিঠাবিষ, সমানাংশ লইয়া নিশিন্দারস দ্বারা এক দিবস এবং মুণ্ডীরসদ্বারা এক দিবস খলে ফেলিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহা দুই রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাতরোগ নষ্ট হয়। পরন্তু ইহা রাস্না, গুলঞ্চ, দেবদারু, শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ এবং ঈষদুষ্ণ গুগ্গুলু অনুপানে সেবন করিবে ॥ ২৩৩—২৩৫ ॥

হংসপোটলীরসঃ—

দগ্ধান্ কপর্দ্দিকান্ পিষ্ট্বা ত্র্যুষণটঙ্কণং বিষম্।
গন্ধকং শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ভক্ষয়েন্মাষং মরিচাজ্যং লিহেদনু।
নিহন্তি গ্রহণীরোগং পথ্যং তক্রোদনং হিতম্॥ ২৩৬।২৩৭॥

ত্রিবিক্রমরসঃ—

মৃতং তাম্রমজাক্ষীরৈঃ পাচ্যং তুল্যৈর্গতে দ্রবে।
তত্তাম্রং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ সমং সমম্॥
নির্গুণ্ডীস্বরসৈর্মর্দ্দ্যন্দিনন্তদ্গোলকীকৃতম্।
যামৈকং বালুকাযন্ত্রে পক্ত্বা যোজ্যং দ্বিগুঞ্জকম্॥
বীজপূরকমূলঞ্চ সজলঞ্চানুপায়য়েৎ।
রসস্ত্রিবিক্রমো নাম মাসেনৈকেনাশ্মরীপ্রণুৎ॥ ২৩৮—২৪০

মহাতালেশ্বররসঃ—

তারম্মাপ্যং শিলাসূতং শুদ্ধং সৈন্ধবটঙ্কণম্।
সমাংশং চূর্ণয়েৎ খল্বে সূতাদ্দ্বিগুণগন্ধকম্।
গন্ধতুল্যম্মৃতং তাম্রং জম্বীরৈর্দ্দিনপঞ্চকম্॥
মর্দ্দ্যং ষড়্ভিঃ পুটৈঃ পাচ্যং ভূধরে সম্পুটোদরে।

কড়িভস্ম, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, সোহাগারখই, মিঠাবিষ, গন্ধক ও শোধিত পারদ সমানাংশ লইয়া জম্বীররস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া এক মাষা মাত্রায় মরিচ ও ঘৃতসহ লেহন করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়। পথ্য তক্র ও অন্ন॥২৩৬।২৩৭॥

মৃতভাম্র, ছাগদুগ্ধ সহ লৌহপাত্রে পাক করিয়া দ্রবাংশ শুষ্ক হইলে সেই তাম্র এবং শোধিতপারদ ও গন্ধক সমানাংশ লইয়া নিশিন্দার রসদ্বারা এক দিবস মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে, এবং উহা এক প্রহর কাল বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। অনন্তর উহা ২ রতি মাত্রায় লইয়া ছোলঙ্গলেবুরমূল ও জলের সহিত সেবন করিবে। উক্ত ঔষধ একমাস সেবন করিলে অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম ত্রিবিক্রমরস॥ ২৩৮—২৪০॥

তুল্যভাগ শোধিত হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, শুদ্ধ পারদ, সৈন্ধবলবণ ও সোহাগারখই, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া খলে ফেলিয়া মর্দ্দন করিবে, পরে পারদের দ্বিগুণ গন্ধক ও তাম্রভস্ম সহ জম্বীর রসদ্বারা পাঁচ দিন পর্য্যন্ত

পুটে পুটে দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং সর্ব্বমেতত্তু ষট্‌পলম্ ॥
দ্বিপলং মারিতং তাম্রং লোহভস্মচতুষ্পলম্।
জম্বীরাম্লেন তৎসর্ব্বং দিনমর্দ্ধং পুটেদথ ॥
ত্রিংশদংশং বিষং চাস্য ক্ষিপ্ত্বা সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মহিষাজ্যেন সংমিশ্রং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা ॥
মধ্বাজ্যৈর্বাকুচীচূর্ণং কর্ষমাত্রং লিহেদনু।
সর্ব্বকুষ্ঠং নিহন্ত্যাশু মহাতালেশ্বরো রসঃ ॥ ২৪১—২৪৫ ॥

কুষ্ঠকুঠাররসঃ—

ভস্মসূতসমো গন্ধো মৃতায়স্তাম্রগুগ্‌গুলুঃ।
ত্রিফলা চ মহানিম্বং চিত্রকশ্চ শিলাজতু ॥
ইত্যেতচ্চূর্ণিতং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং শাণষোড়শ।
চতুঃষষ্টিকরঞ্জস্য বীজচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ ॥
স্নিগ্ধভাণ্ডে ঘৃতং খাদেদ্দ্বিনিষ্কং সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ।
রসঃ কুষ্ঠকুঠারোঽয়ং গলৎকুষ্ঠনিবারণঃ ॥ ২৪৬—২৪৮ ॥

মর্দ্দন করিয়া ভূধরসম্পুটে ছয়বার পাক করিবে এবং প্রত্যেক পুটে জম্বীররস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া লইবে। উক্ত ঔষধ সমস্তে ছয় পল হওয়া কর্ত্তব্য এবং উহাতে দুই পল মারিততাম্র ও চারিপল লৌহভস্ম মিশ্রিত করতঃ জম্বীর রসদ্বারা অর্দ্ধদিবস মর্দ্দন করিয়া পুটে পাক করিবে, তৎপরে পুনর্ব্বার ত্রিংশৎ অংশ মিঠাবিষ উহাতে ক্ষেপণ করতঃ চূর্ণ করিবে। অর্দ্ধ নিষ্ক মাত্রায় মহিষঘৃত সহিত লেহন করিয়া পশ্চাৎ মধু, ঘৃত ও সোমরাজের চূর্ণ লেহন করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহার নাম মহাতালেশ্বর-রস ॥ ২৪১—২৪৫ ॥

পারদভস্ম, গন্ধক, লৌহভস্ম, তাম্র, গুগ্‌গুলু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মহানিম্ব, চিতা ও শিলাজতু, ইহারদের প্রত্যেকের চূর্ণ ষোলশাণ এবং করঞ্জের-বীজচূর্ণ ৬৪ শাণ অর্থাৎ ৩২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহা নিষ্ক মাত্রায় সেবন করিলে গলিতকুষ্ঠ ও অন্যান্য সকল প্রকার কুষ্ঠ-রোগই বিনষ্ট হয়। ইহার নাম কুষ্ঠকুঠাররস ॥ ২৪৬—২৪৮ ॥

উদয়াদিত্যরসঃ—

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মর্দ্দ্যং কন্যাদ্রবৈর্দ্দিনম্ ।
তদ্গোলং পিঠরীমধ্যে তাম্রপাত্রেণ রোধয়েৎ ॥
সূতকাত্ত্রিগুণেনৈব শুদ্ধেনাধোমুখেন চ।
পার্শ্বে ভস্মনিধায়াথ পাত্রার্দ্ধে গোময়ঞ্জলম্ ॥
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদাতব্যং চুল্ল্যাং যামদ্বয়ম্পচেৎ ।
চণ্ডাগ্নিনা তদুদ্ধৃত্য স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ ॥
কাষ্ঠোডুম্বরিকাবহ্নিত্রিফলারাজবৃক্ষকম্ ।
বিড়ঙ্গং বাকুচীবীজং ক্বাথয়েত্তেন ভাবয়েৎ ॥
দিনৈকমুদয়াদিত্যো রসো দেয়ো দ্বিগুঞ্জকঃ ।
বিচর্চ্চিকান্দদ্রুকুষ্ঠঞ্চ শ্বেতকুষ্ঠং চ নাশয়েৎ ॥
অনুপানং প্রকর্ত্তব্যং বাকুচীফলচূর্ণকম্ ।
খদিরস্য কষায়েণ সমেন পরিপাচিতম্ ॥
ত্রিশাণং বা গবাংক্ষীরৈঃ ক্বাথৈর্বা ত্রিফলোদ্ভবৈঃ ।
ত্রিদিনান্তে ভবেৎ স্ফোটঃ সপ্তাহাদ্বা কিলাসকং ॥
নীলীগুঞ্জা চ কাশীসং ধত্তুরং হংসপাদিকাং ।
সূর্য্যভক্তঞ্চ চাঙ্গেরী পিষ্ট্বা তুল্যানি লেপয়েৎ ॥

শোধিত পারদ এক ভাগ ও গন্ধক দুই ভাগ ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা এক দিবস মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে, এবং উক্ত গোলক হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া শোধিত পারদের তিনগুণ তাম্রপত্র অধোমুখে স্থাপনপূর্ব্বক পাত্রার্দ্ধ ভস্ম প্রদান করিয়া পাত্র রুদ্ধ করিবে। অনন্তর পাত্র চুল্লিতে চাপাইয়া দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত প্রখরাগ্নিতে জ্বাল দিবে এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গোময়রস পাত্রোপরি প্রদান করিবে, তৎপর স্বয়ং শীতল হইলে উহা উঠাইয়া কাষ্ঠডুম্বুর, চিতা, ত্রিফলা, সোঁদাল, বিড়ঙ্গ ও সোমরাজের ক্বাথদ্বারা এক দিন ভাবনা দিবে। ইহা দ্বিগুঞ্জা মাত্রায় সেবন করিলে, বিচর্চ্চিকা, দদ্রুকুষ্ঠ ও শ্বেতকুষ্ঠ, বিনষ্ট হয়। উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া সমভাগ খদিরের ক্বাথ কিম্বা দুগ্ধ বা ত্রিফলার ক্বাথদ্বারা পাচিত সোমরাজচূর্ণ তিন শাণ মাত্রায় অনুপান করিবে। ইহা তিন দিবস সেবন করিলে স্ফোট এবং সপ্তাহ সেবন করিলে কিলাসক নষ্ট হয়। নীলী, গুঞ্জা, হীরা কস, ধুস্তূর, হংসপাদিকা, বান্ধুলীপুষ্প ও চাঙ্গেরী সমভাগে পেষণ করিয়া

স্ফোটস্থানপ্রশান্ত্যর্থং সপ্তরাত্রং পুনঃ পুনঃ।
শ্বেতকুষ্ঠং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।
গুঞ্জাফলানাং চূর্ণঞ্চ লেপিতং শ্বেতকুষ্ঠনুৎ
শিলাপামার্গভস্মাপি লিপ্ত্বা শ্বিত্রং বিনাশয়েৎ ॥ ২৪৯— ৫৮ ॥

সর্ব্বেশ্বররসঃ

শুদ্ধসূতং চতুর্গন্ধং পলং যামং বিচূর্ণয়েৎ।
মৃততাম্রাভ্রলোহানাং দরদঞ্চ পলং পলং ॥
সুবর্ণং রজতঞ্চৈব প্রত্যেকং দশনিষ্ককম্।
মাষৈকং মৃতবজ্রঞ্চ তালসত্বং পলদ্বয়ম্ ॥
জম্বীরোন্মত্তবাসাভিঃ স্নুহ্যর্কবিষমুষ্টিভিঃ।
মর্দ্দ্যং হয়ারিজৈর্দ্রাবৈঃ প্রত্যেকেন দিনং দিনম্ ॥
এবং সপ্তদিনমর্দ্দ্যং তদ্গোলং বস্ত্রবেষ্টিতম্।
বালুকাযন্ত্রগং স্বেদ্যং ত্রিদিনং লঘুবহ্নিনা ॥
আদায় চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং পলৈকং যোজয়েদ্বিষং।
দ্বিপলং পিপ্পলীচূর্ণং ইত্থং সর্ব্বেশ্বরো রসঃ ॥
দ্বিগুঞ্জো লিহ্যতে ক্ষৌদ্রৈঃ সুপ্তিমণ্ডলকুষ্ঠজিৎ।

সাতরাত্র পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে স্ফোটকস্থান প্রশমিত হয়। গুঞ্জাফল চূর্ণের প্রলেপ দিলে শ্বেতকুষ্ঠ নষ্ট হয়। মনঃশিলা ও অপাঙ্গভস্ম একত্রে প্রলেপন করিলেও শ্বেতকুষ্ঠ নষ্ট হয় ॥ ২৪৯—২৫৮ ॥

শোধিত পারদ একপল ও গন্ধক চারি পল, খলে ফেলিয়া এক প্রহর কাল মর্দ্দন করতঃ উহাতে তাম্রভস্ম, অভ্রভস্ম, লৌহভস্ম ও হিঙ্গুল প্রত্যেকে এক এক পল এবং স্বর্ণ ও রজত প্রত্যেকে দশ নিষ্ক, মৃতবজ্র এক মাষা, হরিতালসত্ব দুই পল প্রদান করিয়া জম্বীর, ধুস্তূর, বাসক, সিজ, আকন্দ, বিষমুষ্টি ও করবীর প্রত্যেকের রসদ্বারা এক এক দিবস এইরূপ সাত দিবস মর্দ্দন করিয়া বস্ত্র-বেষ্টিত করতঃ বালুকাযন্ত্রে লঘু অগ্নিদ্বারা তিন দিবস স্বেদ প্রদান করিবে, পরে উক্ত ঔষধ চূর্ণ করিয়া মিঠাবিষ এক পল, পিপুলচূর্ণ দুই পল উহাতে মিশ্রিত করিবে। ইহা ২ রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে সুপ্তিমণ্ডল-

বাকুচীদেবকাষ্ঠং চ কর্ষমাত্রং সুচূর্ণয়েৎ।
লিহেদেরণ্ডতৈলেন অনুপানং সুখাবহম্॥ ২৫৯—২৬৪॥

স্বর্ণক্ষীরীরসঃ—

হেমাহ্বাং পঞ্চপলিকাং ক্ষিপ্ত্বা তক্রঘটে পচেৎ।
তক্রে জীর্ণে সমুদ্ধৃত্য পুনঃ ক্ষীরঘটে পচেৎ॥
ক্ষীরে জীর্ণে সমুদ্ধৃত্য ক্ষালয়িত্বা বিশোষয়েৎ।
তচ্চূর্ণং পঞ্চপলিকং মরিচানাং পলদ্বয়ম্॥
পলৈকং মূর্চ্ছিতং সূতমেকীকৃত্বা তু ভক্ষয়েৎ।
নিষ্কৈকং সুপ্তকুষ্ঠার্ত্তঃ স্বর্ণক্ষীরীরসোঽহয়ম্॥ ২৬৫—২৬৭॥

মেহবদ্ধরসঃ—

ভস্মসূতং মৃতং কান্তং মুণ্ডভস্মশিলাজতু।
শুদ্ধং তাপ্যং শিলাব্যোষং ত্রিফলাং কোলবীজকম্॥
কপিত্থং রজনীচূর্ণং ভৃঙ্গরাজেন ভাবয়েৎ।
ত্রিংশদ্বারং বিশোষ্যাথ মধুযুক্তং লিহেৎ সদা॥
নিষ্কমাত্রং হরেন্মেহান্মেহবদ্ধো রসো মহান্।
মহানিম্বস্য বীজানি পিষ্ট্বা ষট্সম্মতানি চ॥

কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনান্তে, সোমরাজ ও দেবদারুর চূর্ণ এক কর্ষ এরণ্ড-তৈলের সহিত লেহন করিবে। ইহার নাম সর্ব্বেশ্বররস॥ ২৫৯—২৬৪॥

পাঁচপল হেমক্ষীরী তক্রসহ পাক করিবে, তক্র শুষ্ক হইয়া গেলে পুনর্ব্বার দুগ্ধসহ পাক করিবে, দুগ্ধ শুষ্ক হইলে উত্তোলন করিয়া ধৌত করতঃ শুষ্ক করিবে, পরে ঐ হেমক্ষীরীচূর্ণ পাঁচ পল, মরিচ দুই পল ও মূর্চ্ছিত পারদ এক পল লইয়া সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে সুপ্তকুষ্ঠ নষ্ট হয়। ইহার নাম স্বর্ণক্ষীরীরস॥ ২৬৫—২৬৭॥

পারদভস্ম, লৌহভস্ম, মণ্ডুর, শিলাজতু, শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কোলবীজ (কুলবীজ), কপিত্থ ও হরিদ্রাচূর্ণ, এই সমস্ত সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজরসদ্বারা ত্রিশবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে মেহ-রোগ নষ্ট হয়। অনুপানার্থ পেষিত মহানিম্বের বীজ ছয়টী, তণ্ডুলজল এক পল ও

পললং তণ্ডুলতোয়েন ঘৃতনিষ্কদ্বয়েন চ।
একীকৃত্য পিবেচ্চানু হন্তি মেহং চিরন্তনম্॥ ২৬৮—২৭১॥

বহ্নিরসঃ—

চতুঃসূতস্য গন্ধাষ্টৌ রজনী ত্রিফলা শিবা।
প্রত্যেকঞ্চ দ্বিভাগঃ স্যাৎ ত্রিবৃজ্জৈপালচিত্রকম্॥
প্রত্যেকঞ্চ ত্রিভাগং স্যাত্র্যূষং দন্তী চ জীরকম্
প্রত্যেকমষ্টভাগং স্যাদেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ॥
জয়ন্তীস্নুক্পয়োভৃঙ্গবহ্নিবাতারিতৈলকৈঃ
প্রত্যেকেন ক্রমাস্তাব্যং সপ্তবারং পৃথক্ পৃথক্॥
মহাবহ্নিরসো নাম নিষ্কমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ
বিরেচনং ভবেত্তেন তক্রভক্তং সসৈন্ধবম্॥
দিনান্তে দাপয়েৎ পথ্যং বর্জ্জয়েচ্ছীতলং জলম্।
সর্ব্বোদরহরঃ প্রোক্তো মূঢ়বাতহরঃ পরঃ॥ ২৭২—২৭৬॥

বিদ্যাধররসঃ—

গন্ধকং তালকং তাপ্যং মৃতং তাম্রং মনঃশিলাম্।
শুদ্ধং সূতঞ্চ তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েদ্দিনম্॥

ঘৃত দুই নিষ্ক মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার ও বহুকালের মেহ-রোগ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম মেহবদ্ধরস॥ ২৬৮—২৭১॥

পারদ চারিভাগ, গন্ধক আটভাগ, হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও হরীতকী, ইঁহারা প্রত্যেকে দুই দুই ভাগ তেউরী, জৈপাল, চিতা, ইহারা প্রত্যেকে তিন তিন ভাগ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দন্তী, জীরা, ইহারা প্রত্যেকে আটভাগ সমস্ত চূর্ণ করিবে, পরে একত্র মিশ্রিত করিয়া জয়ন্তী, সিজের আঠা, ভৃঙ্গরাজ, চিতা ও এরণ্ডতৈল, প্রত্যেকেদ্বারা সাত সাত বার ভাবনা দিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে, পরে বিরেচন হইলে শেষবেলায় সৈন্ধবলুনের সহিত তক্র ও অন্ন আহার করিতে দিবে। কিন্তু শীতল জল পান করিতে দিবে না। ইহাতে সকল প্রকার উদর ও মূঢ়বাতরোগ বিনষ্ট হয়॥ ইহার নাম বহ্নিরস॥ ২৭২—২৭৬॥

গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, মনঃশিলা ও শোধিত পারদ সমানাংশ লইয়া মর্দ্দন করতঃ পিপুলের কাথ ও সিজের আঠাদ্বারা এক এক দিবস ভাবনা

পিপ্পল্যাস্তু কষায়েন বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রৈর্গুল্মপ্লীহাদিকং জয়েৎ।
রসো বিদ্যাধরো নাম গোমূত্রঞ্চ পিবেদনু॥ ২৭৭। ২৭৮॥

ত্রিনেত্ররসঃ—

টঙ্কণং হারিণং শৃঙ্গং স্বর্ণং শুল্বং মৃতং রসম্।
দিনৈকমার্দ্রকদ্রাবৈর্ম্মর্দ্দ্যং রুদ্ধ্বা পুটে পচেৎ॥
ত্রিনেত্রাখ্যরসঃ সোঽয়ং মাষং মধ্বাজ্যকৈর্লিহেৎ।
সৈন্ধবং জীরকং হিঙ্গু মধ্বাজ্যাভ্যাং লিহেদনু।
পক্তিশূলং হরঃ খ্যাতো মাসমাত্রান্নসংশয়ঃ॥ ২৭৯। ২৮০॥

শূলকেশরীরসঃ—

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং যামৈকং মর্দ্দয়েৎ দৃঢ়ম্।
দ্বয়োস্তুল্যং শুদ্ধতাম্রং সম্পুটে তন্নিরোধয়েৎ॥
ঊর্দ্ধাধোলবণন্দত্ত্বা মৃদ্ভাণ্ডে ধারয়েদ্ভিষক্।
ততো গজপুটে পক্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
সম্পুটে চূর্ণয়েৎ সূক্ষ্মং পর্ণখণ্ডে দ্বিগুঞ্জকম্।
ভক্ষয়েৎ সর্ব্বশূলার্ত্তো হিঙ্গুণাপরজীরকম্॥

দিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধুসহ লেহন করিলে গুল্ম, প্লীহাদি বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনের পরে গোমূত্র পান করিবে। ইহার নাম বিদ্যাধররস॥ ২৭৭।২৭৮॥

সোহাগার খই, হরিণশৃঙ্গ, স্বর্ণ, তাম্র ও মৃতরস, আর্দ্রকরসদ্বারা এক দিবস মর্দ্দন করিয়া মূষারুদ্ধ করতঃ পুটে পাক করিবে। ইহা মাষা মাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া পরে সৈন্ধব, জীরা, হিঙ্গু, মধু ও ঘৃত লেহন করিবে। ইহা এক মাস সেবন করিলে পরিণামশূল নিশ্চয় আরোগ্য হয়॥ ২৭৯। ২৮০॥

শোধিত পারদ এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ একত্র করিয়া এক প্রহরকাল উত্তমরূপ মর্দ্দন করিবে। অনন্তর উভয়ের তুল্য শুদ্ধ তাম্র মিশ্রিত করতঃ মূষা-সম্পুটে রুদ্ধ করতঃ নিম্নে ও উপরে লবণ প্রদান করিয়া অপর মৃৎপাত্রে স্থাপন করিবে এবং লেপ প্রদান করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তৎপর শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ সূক্ষ্মচূর্ণ করতঃ দ্বিগুঞ্জা মাত্রায় পানের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার শূলরোগ বিনষ্ট হয়। হিঙ্গু, শুঁঠ, জীরা,

বচামরিচজং চূর্ণং কর্ষমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
অসাধ্যং নাশয়েচ্ছূলং রসোঽয়ং শূলকেশরী ॥ ২৮১—২৮৪

অগ্নিতুণ্ডাবটীরসঃ—

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধমজমোদাফলত্রয়ম্।
স্বর্জিক্ষারং যবক্ষারং বহ্নিসৈন্ধবজীরকম্ ॥
সৌবর্চ্চলং বিড়ঙ্গানি সামুদ্রং ত্র্যষণং সমম্।
বিষমুষ্টিসর্ব্বতুল্যং জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ ॥
মরিচাভাং বটীং কুর্য্যাদ্বহ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে।
পথ্যাশুণ্ঠীগুড়ঞ্চানু পলার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা।
অগ্নিতুণ্ডাবটীখ্যাতা সর্ব্বরোগকুলান্তকৃৎ ॥ ২৮৫—২৮৭ ॥

অজীর্ণকণ্টকরসঃ—

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মরিচং সর্ব্বতুল্যাংশং কণ্টকার্য্যাফলদ্রবৈঃ ॥
মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকবিংশতিবারকম্।
অজীর্ণকণ্টকশ্চায়ং রসো হন্তি বিসূচিকাম্ ॥ ২৮৮। ২৮৯ ॥

বচ ও মরিচ চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলেও অসাধ্য শূল রোগ প্রশমিত হয় ॥ ২৮১—২৮৪ ॥

শোধিত পারদ, মিঠাবিষ, গন্ধক, বনযমানী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, স্বর্জ্জিকাক্ষার, যবক্ষার, রক্তচিতা, সৈন্ধব, জীরক, সৌবর্চ্চল, বিড়ঙ্গ, সমুদ্রলবণ, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান বিষমুষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত একত্র জম্বীররসদ্বারা মর্দ্দন করতঃ মরিচের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্যরোগ প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবনান্তে হরীতকী, শুঁঠ ও গুড় অর্দ্ধপল মাত্রায় সেবন করিলে সকল প্রকার রোগই প্রশমিত হয়। ইহাকে অগ্নিতুণ্ডাবটী বলা যায় ॥ ২৮৫—২৮৭ ॥

শোধিত পারদ, মিঠাবিষ ও গন্ধক, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানাংশ এবং সর্ব্বসমষ্টির তুল্য মরিচচূর্ণ লইয়া কণ্টকারীফলের রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া উক্ত ফলরসদ্বারাই ২১ বার ভাবনা দিবে। ইহা তিন রত্তি মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ ও বিসূচিকারোগ প্রশমিত হয়। ইহাকে অজীর্ণকণ্টকরস বলা যায় ॥ ২৮৮। ২৮৯ ॥

মন্থানভৈরবরসঃ—

মৃতং সূতং মৃতং তাম্রং হিঙ্গুপুষ্করমূলকম্‌।
সৈন্ধবং গন্ধকং তালং কটুকীং চূর্ণয়েৎ সমম্‌॥
পুনর্নবাদেবদালীনির্গুণ্ডীতণ্ডুলীয়কৈঃ।
তিক্তকোশাতকীদ্রাবৈর্দ্দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ দৃঢ়ম্‌॥
মাষমাত্রং লিহেৎক্ষৌদ্রৈঃ রসো মন্থানভৈরবঃ।
কফরোগপ্রশান্ত্যর্থং ছিন্নাক্বাথং পিবেদনু॥ ২৯০—২৯২॥

বাতনাশনরসঃ—

সূতহাটকবজ্রাণি তাম্রং লৌহং চ মাক্ষিকম্‌।
তালং নীলাঞ্জনং তুত্থমহিফেনসমাংশকম্‌॥
পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ ভাগমেকং বিমর্দ্দয়েৎ।
বজ্রীক্ষীরৈর্দ্দিনৈকন্তু রুদ্ধ্বা তং ভূধরে পচেৎ॥
মাষৈকমার্দ্রকদ্রাবৈর্লেহয়েদ্বাতনাশনম্‌।
পিপ্পলীমূলজং ক্বাথং সকৃষ্ণমনুপায়য়েৎ।
সর্ব্ববাতবিকারাংস্তু হন্যাদাক্ষেপকাদিকান্‌॥ ২৯৩—২৯৫॥

কনকসুন্দররসঃ—

কনকস্যাষ্টশাণাঃ স্যুঃ সূতো দ্বাদশভির্মতঃ।

মৃত পারদ ও তাম্র, হিঙ্গু, পুষ্করমূল, সৈন্ধব, গন্ধক, হরিতাল ও কটুকী সমানাংশ লইয়া চূর্ণ করিবে, পরে পুনর্নবা, দেবদালী, নিশিন্দা, কাটানটে, চিরতা ও কোশাতকী, ইহাদের রসদ্বারা এক দিবস দৃঢ় মর্দ্দন করিবে। ইহা এক মাষা মাত্রায় মধুসহ লেহন করিয়া পশ্চাতে ছিন্নার ক্বাথ পান করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্ববিধ কফরোগ প্রশমিত হয়। ইহার নাম উত্থানভৈরবরস॥ ২৯০—২৯২॥

পারদ, স্বর্ণ, বজ্র, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, নীলাঞ্জন, তুঁতে ও অহিফেন, ইহারা সমানাংশ এবং পঞ্চলবণ এক ভাগ লইয়া সিজের আঠায় এক দিবস মর্দ্দন করিয়া মূষায় অবরুদ্ধ করতঃ ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। ইহা এক মাষা মাত্রায় আদার রসের সহিত লেহন করিলে বাতরোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ পিপুলমূল ও পিপুলমূলের ক্বাথ অনুপান করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতবিকার ও আক্ষেপাদি বিনষ্ট হয়। ইহার নাম বাতনাশনরস॥ ২৯৩—২৯৫॥

স্বর্ণ আট শাণ, পারদ দ্বাদশ শাণ, গন্ধক দ্বাদশ শাণ, তাম্র দুই শাণ, অভ্র

গন্ধোঽপি দ্বাদশঃ প্রোক্তস্তাম্রং শাণদ্বয়োন্মিতম্ ॥
অভ্রকস্য চতুঃশাণং মাক্ষিকস্য দ্বিশাণকম্ ।
বঙ্গো দ্বিশাণঃ সৌবীরং ত্রিশাণং লোহমষ্টকম্ ॥
বিষং ত্রিশাণকং কুর্য্যাল্লাঙ্গলীপলসম্মিতা ।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকঞ্চ রসৈরম্লফলোদ্ভবৈঃ ॥
দদ্যান্মৃদুপুটং বহ্নৌ ততশ্চূর্ণং তু কারয়েৎ ।
মাষমাত্রো রসো দেয়ঃ সন্নিপাতে সুদারুণে ॥
আর্দ্রকস্বরসেনৈব রসোনস্বরসেন বা ।
কিলাসং সর্ব্বকুষ্ঠানি বিসর্পঞ্চ ভগন্দরম্ ।
জ্বরং গরমজীর্ণঞ্চ জয়েদ্রোগহরো রসঃ ॥ ২৯৪—২৯৮ ॥

সন্নিপাতভৈরবরসঃ।—

রসো গন্ধস্ত্রিনিষ্কঃ স্যাৎ কুর্য্যাৎ কজ্জলিকাণ্ডয়োঃ ।
তাম্রতারাভ্রবঙ্গাহিসারাশ্চৈকৈককার্ষিকাঃ ॥
শিগ্রুজ্বালামুখীশুণ্ঠীবিল্বেভ্যস্তণ্ডুলীয়কাৎ ।
প্রত্যেকং স্বরসৈঃ কুর্য্যাৎ যামমেকং বিমর্দ্দয়েৎ ॥
কৃত্বা গোলং বৃতং বস্ত্রৈর্ল্লবণৈঃ পূরিতে ন্যসেৎ ।
কাচভাণ্ডে ততঃ স্থাল্যাং কাচকূপীং নিবেশয়েৎ ॥

চারি শাণ, স্বর্ণমাক্ষিক দুই শাণ, বঙ্গ দুই শাণ, সৌবীর তিন শাণ, লৌহ আট শাণ, মিঠাবিষ তিন শাণ ও লাঙ্গুলীবিষ এক পল লইয়া তেঁতুলের রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া অগ্নিতে মৃত্তপুটে পাক করিবে, তৎপরে চূর্ণ করিয়া এক মাষা মাত্রায় আদা কিম্বা রসুনের রসসহ সেবন করিলে অতি কঠিন সন্নিপাত, কিলাস, সকল প্রকার কুষ্ঠ, বিসর্প, ভগন্দর, জ্বর, বিষদোষ ও অজীর্ণ রোগ প্রশমিত হয়। ইহার নাম কনকসুন্দররস ॥ ২৯৪—২৯৮ ॥

পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে দুই কর্ষ লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে, পরে উহাতে তাম্র, রৌপ্য, অভ্র, বঙ্গ, শিশা প্রত্যেকে এক এক কর্ষ লইয়া সজিনা, জ্বালামুখী, শুঁঠ, বিল্বপত্র ও কাটানটে, ইহাদের প্রত্যেকের রসদ্বারা এক এক প্রহর মর্দ্দন করতঃ গোলক প্রস্তুত করিবে, পরে উক্ত গোলক বস্ত্রাবৃত করতঃ লবণপূর্ণ কাঁচপাত্রে রাখিয়া উক্ত কাচপাত্র হাঁড়িতে স্থাপন পূর্ব্বক বালুকাদ্বারা

বালুকাভিঃ প্রপূর্য্যাথ বহ্নিযামদ্বয়ং ভবেৎ।
তত উদ্ধৃত্য তদ্গোলং চূর্ণয়িত্বা বিমিশ্রয়েৎ॥
প্রবালচূর্ণকর্ষেণ শাণমাত্রবিষেণ চ।
কৃষ্ণসর্পস্থগরলৈর্দ্দিবসং ভাবয়েৎ তথা॥
তগরং মুশলী মাংসী হেমাহ্বা বেতসং কণা।
নীলিনী পত্রকং চৈলা চিত্রকশ্চ কুঠেরকঃ॥
শতপুষ্পাদেবদালীধুস্তূরাগস্ত্যমুণ্ডিকাঃ।
মধূকজাতীমদনারসৈরেষাং বিমর্দ্দয়েৎ॥
প্রত্যেকমেকবেলঞ্চ ততঃ সংশোষ্য ধারয়েৎ।
বীজপুরার্দ্রকদ্রাবৈর্মরিচৈঃ ষোড়শোন্মিতৈঃ॥
রসো দ্বিগুঞ্জঃ প্রমিতঃ সন্নিপাতেষু দীয়তে।
প্রসিদ্ধোঽয়ং রসো নাম্না সন্নিপাতস্য ভৈরবঃ॥ ২৯৯—৩০৭॥

গ্রহণীকপাটঃ—

তারমৌক্তিকহেমানি সারশ্চৈকৈকভাগিকঃ।
দ্বিভাগো গন্ধকঃ সূতস্ত্রিভাগো মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
কপিত্থস্বরসৈর্গাঢ়ং মৃগশৃঙ্গে ততঃ ক্ষিপেৎ।
পুটেন্মধ্যপুটেনৈব তত উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েৎ॥

পূর্ণ করিয়া অগ্নিতে দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে এবং প্রবাল চূর্ণ এক কর্ষ ও মিঠাবিষ একশাণ উহাতে মিশ্রিত করিয়া কৃষ্ণসর্পের বিষদ্বারা এক দিবস ভাবনা দিবে, তৎপরে তগরপাদুকা, তালমূলী, জটামাংসী, হেমাহ্বা, অম্লবেতস, পিপুল, নীলবুহ্না, তেজপত্র, ছোটএলাচ, রক্তচিতা, কুঠেরক, শলুফা, দেবদালী, ধুস্তূর, বকপত্র, মুণ্ডিরী, মধূকপুষ্প, জায়ফল ও মদনফল, ইহাদের প্রত্যেকের রসদ্বারা এক এক বেলা মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। ইহা দ্বিগুঞ্জা মাত্রায় ছোলঙ্গলেবুর রস, আদার রস ও ষোলটী মরিচের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাত প্রশমিত হয়। ইহার নাম সন্নিপাতভৈরবরস॥ ২৯৯—৩০৭॥

রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ ও লৌহ প্রত্যেকে এক এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ ও পারদ তিন ভাগ লইয়া কথ্‌বেলের রসদ্বারা এক দিবস মর্দ্দন করিয়া গাঢ় হইলে

বলারসৈঃ সপ্তবেলমপামার্গরসৈস্ত্রিধা।
লোধ্রপ্রতিবিষামুস্তধাতকীন্দ্রযবামৃতাঃ॥
প্রত্যেকমাসাং স্বরসৈর্ভাবনা স্যাৎ ত্রিধা ত্রিধা।
মাষমাত্রো রসো দেয়ো মধুনা মরিচৈস্তথা॥
হন্যাৎ সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বজামপি।
কপাটো গ্রহণীরোগে রসোহয়ং বহ্নিদীপনঃ॥ ৩০৮—৩১২॥

গ্রহণীবজ্রকপাটঃ—

মৃতসূতাভ্রকং গন্ধং যবক্ষারং সটঙ্কণং।
অগ্নিমন্থং বচাং কুর্য্যাৎ সূততুল্যানিমান্ সুধীঃ॥
ততো জয়ন্তীজম্বীরভৃঙ্গদ্রাবৈর্বিমর্দ্দয়েৎ।
ত্রিবাসরং ততো গোলঙ্কৃত্বা সংশোষ্য ধারয়েৎ॥
লোহপাত্রে সরাবঞ্চ দত্ত্বোপরিবিমুদ্রয়েৎ।
অধোবহ্নিং শনৈঃ কুর্য্যাদ্যামার্দ্ধং তত উদ্ধরেৎ॥
রসতুল্যাং প্রতিবিষাং দদ্যান্মোচরসন্তথা।
কপিত্থবিজয়াদ্রাবৈর্ভাবয়েৎ সপ্তধা ভিষক্॥
ধাতকীন্দ্রযবামুস্তালোধ্রবিল্বং গুড়ূচিকা।
এতদ্রসৈর্ভাবয়িত্বা বেলৈকৈকঞ্চ শোষয়েৎ॥

মৃগশৃঙ্গের মধ্যে পূরিয়া মধ্যপুটে পাক করিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া বলারসদ্বারা সাতবার ও আপাঙ্গের রসদ্বারা তিনবার এবং লোধ, আতিস, মুতা, ধাইফুল ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের রসদ্বারা তিন তিন বার ভাবনা দিবে। ইহা মাষা মাত্রায় মধু ও মরিচচূর্ণ সহ লেহন করিলে সর্ব্ববিধ অতিসার ও সর্ব্ববিধ গ্রহণী-রোগ নষ্ট হয় এবং ইহাদ্বারা অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। ইহার নাম গ্রহণী-কপাটরস॥ ৩০৮—৩১২॥

পারদভস্ম, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সোহাগার খই, গণিয়ারি ও বচ প্রত্যেকে সমানাংশ লইয়া জয়ন্তী, জম্বীর ও ভৃঙ্গরাজরসে তিন দিবস মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিবে এবং লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক সরাবরুদ্ধ করিয়া মুদ্রা প্রদান করতঃ অর্দ্ধপ্রহর অগ্নির উত্তাপ লাগাইবে। পরে উহা উত্তোলন করিয়া এবং উহাতে পারদের সমান প্রতিবিষা ও মোচরস ক্ষেপন করিয়া কপিত্থ ও সিদ্ধির রসদ্বারা সাতবার এবং ধাতুকী, ইন্দ্রযব, মুথা, লোধ, বিল্ব ও গুলঞ্চ,

রসং বজ্রকপাটাখ্যং শাণৈকং মধুনা লিহেৎ।
বহ্নিশুণ্ঠীবিড়ং বিল্বং লবণং চূর্ণয়েৎ সমম্।
পিবেদুষ্ণাম্বুনা চানু সর্ব্বজাং গ্রহণীং জয়েৎ॥ ৩১৩—৩১৮॥

মদনকামদেবরসঃ—

তারং বজ্রং সুবর্ণঞ্চ তাম্রসূতকগন্ধকম্।
লোহং ক্রমবিবৃদ্ধানি কুর্য্যাদেতানি মাত্রয়া॥
বিমর্দ্দ্য কন্যকাদ্রাবৈর্ন্যসেৎ কাঞ্চময়ে ঘটে।
বিমুহ্য পিঠরীমধ্যে ধারয়েৎ সৈন্ধবাবৃতে॥
পিঠরীং মুদ্রয়েৎ সম্যক্ ততশ্চুল্ল্যাং নিবেশয়েৎ।
বহ্নিং শনৈঃ শনৈঃ কুর্য্যাদ্দিনৈকং তত উদ্ধরেৎ॥
স্বাঙ্গশীতঞ্চ সংচূর্ণ্য ভাবয়েদর্কদুগ্ধকৈঃ।
অশ্বগন্ধা চ কাকোলী বানরী মুশলী ছুরা॥
ত্রিত্রিবেলং রসৈরেষাং শতাবর্য্যাশ্চ ভাবয়েৎ।
পদ্মকন্দকসেরুণাং রসৈঃ কাসস্থ ভাবয়েৎ॥
কস্তূরীব্যোষকর্পূরকঙ্কোলৈলালবঙ্গকম্।
পূর্ব্বচূর্ণাদষ্টমাংশং ততশ্চূর্ণং বিমিশ্রয়েৎ॥

ইহাদের রসদ্বারা এক এক বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। ইহা সমান পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিবে, পরে রক্তচিতা, শুঁঠ বিট্‌লবণ, বিল্ব ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহাদ্বারা বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩১৩—৩১৮॥

রৌপ্য ১ ভাগ, হীরক ২ ভাগ, স্বর্ণ ৩ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, পারদ ৫ ভাগ, গন্ধক ৬ ভাগ ও লৌহ ৭ ভাগ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া কাঁচময়ঘটে রাখিয়া দিবে, তৎপরে উহা সৈন্ধবলবণপূর্ণ হাঁড়িতে সংস্থাপন করিয়া এবং হাঁড়িতে উত্তমরূপ মুদ্রা প্রদান করিয়া চুলায় বসাইয়া এক দিবস শনৈঃ শনৈঃ জ্বাল দিবে। অনন্তর ঔষধ শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া অর্কক্ষীর, অশ্বগন্ধা, কাকোলী আলকুশী, তালমূলী, শতমূলী ও ছুরার রসদ্বারা তিন তিন বার, এবং ঔষধ কাসরোগে প্রদান করিতে হইলে পদ্মমূল ও কেশুররসদ্বারা তিন তিন বার ভাবনা দিবে এবং কস্তূরী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কর্পূর, কঙ্কোল, ছোট-

অস্য প্রভাবাৎ সৌন্দর্য্যং বলং তেজোঽভিবর্দ্ধতে।
তরুণীরময়েদ্বহ্বীঃ শুক্রহানির্নজায়তে॥ ৩১৯—৩২৬॥

কন্দর্পসুন্দররসঃ—

সূতো বজ্রমহিমুক্তাতারং হেমাসিতাভ্রকম্।
রসৈঃ কর্ষমিতানেতান্মর্দ্দয়েদ্দিরিমেদজৈঃ।
প্রবালচূর্ণং গন্ধঞ্চ দ্বিদ্বিকর্ষং বিমিশ্রয়েৎ॥
ততোঽশ্বগন্ধাস্বরসৈর্বিমর্দ্দ্য মৃগশৃঙ্গকে।
ক্ষিপ্ত্বা মৃদুপুটে পক্ত্বা ভাবয়েদ্ধাতকীরসৈঃ॥
কাকোলীমধুকং মাংসীবলাত্রয়ত্রিকটুকম্।
দ্রাক্ষাপিপ্পলবন্দাকং বরী পর্ণীচতুষ্টয়ম্॥
পঞ্চষকং কসেরুশ্চ মধূকং বানরী তথা।
ভাবয়িত্বা রসৈরেষাং শোষয়িত্বা বিচূর্ণয়েৎ॥
এলাত্বক্পত্রকং মাংসীলবঙ্গাগুরুকেশরম্।
মুস্তং মৃগমদং কৃষ্ণাজলং চন্দ্রঞ্চ মিশ্রয়েৎ॥

এলাচ ও লবঙ্গ পূর্ব্বোক্ত চূর্ণের অষ্টমাংশ লইয়া সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে, পরন্তু সর্ব্ব সমষ্টির সমান চিনি উহাতে মিশ্রিত করিবে। ইহা শাণ অর্থাৎ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় একপল গোদুগ্ধের সহিত সেবন করিবে এবং মধুর দ্রব্য আহার করিবে। ইহার প্রভাবে সৌন্দর্য্য, বল ও তেজঃ বর্দ্ধিত হয় এবং বহুস্ত্রী সহবাস করিলেও শুক্রহানি হয় না॥ ৩১৯—৩২৬॥

পারদ, হীরক, শিশা, মুক্তা, রৌপ্য, স্বর্ণ ও কৃষ্ণাভ্র প্রত্যেকে কর্ষ অর্থাৎ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া গুয়েবাবলার রস দ্বারা মর্দ্দন করতঃ প্রবালচূর্ণ ও গন্ধক-চূর্ণ দুই দুই কর্ষ উহাতে মিশ্রিত করিবে এবং অশ্বগন্ধার রসদ্বারা মর্দ্দন করতঃ মৃগশৃঙ্গে পূরিয়া মৃদুপুটে পাক করিবে, পরে ধাইফুল, কাকোলী, যষ্টিমধু, জটা-মাংসী, বেরেলাত্রয়, মিঠাবিষ, লতাফটকরী, দ্রাক্ষা, পিপুল, জীরা, শতমূলী, শাল-পাণি, চাকলে, মুগানি, মাষাণি, পঞ্চষক, কেশুর, মধূকপুষ্প ও আলকুশীর রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে, এবং উহা চূর্ণ করিয়া উহাতে ছোটএলাইচ, দারু-চিনি, তেজপত্র, জটামাংসী, লবঙ্গ, অগুরুচন্দন, নাগকেশর, মুতা, কস্তূরী, পিপুল,

এতচ্চূর্ণং শাণমিতং রসং কন্দর্পসুন্দরম্।
খাদেচ্ছাণমিতং রাত্রৌ সিতাধাত্রীবিদারিকাঃ॥
এতাসাঙ্কর্ষচূর্ণেন সর্পিঃ কর্ষেণ সংযুতম্।
তস্যানু দ্বিপলং ক্ষীরং পিবেৎ সুখিতমানসঃ।
রমণীরময়েদ্বহ্বীর্হানিং ক্বাপি ন গচ্ছতি॥ ৩২৭—৩৩৩॥

লোহরসায়নম্—

শুদ্ধং রসেন্দ্রভাগৈকং দ্বিভাগং শুদ্ধগন্ধকম্।
ক্ষিপেৎ কজ্জলিকাং কৃত্বা তত্র তীক্ষ্ণভবং রজঃ॥
ক্ষিপ্ত্বা কজ্জলিকাতুল্যং প্রহরৈকং বিমর্দ্দয়েৎ।
তত্র কন্যাদ্রবৈর্ঘর্ম্মে ত্রিদিনং পরিমর্দ্দয়েৎ॥
ততঃ সঞ্জায়তে তস্য সোষ্ণোধুমোদ্গমো মহান্।
অত্যুষ্ণং পিণ্ডিতং কৃত্বা তাম্রপাত্রে নিধায় চ॥
মধ্যে ধান্যকুশূলস্য ত্রিদিনং ধারয়েৎ বুধঃ।
উদ্ধৃত্য ধারয়েৎ খল্বে ক্ষিপ্ত্বা ঘর্ম্মে নিধায় চ॥
রসৈঃ কুঠারছিন্নায়াস্ত্রিবেলং পরিভাবয়েৎ।
সংশোষ্য ঘর্ম্মে ক্বাথৈশ্চ ভাবয়েত্ত্রিকটোস্ত্রিশঃ॥

বালা, চন্দন ও কর্পূর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিবে। এই কন্দর্পরস অর্দ্ধতোলা মাত্রায় রাত্রিতে ২ তোলা চিনি, আমলকী, ভূমি-কুষ্মাণ্ডচূর্ণ ও ২ তোলা ঘৃতের সহিত সেবন করিয়া পরে দুইপল দুগ্ধপান করিবে। ইহার প্রভাবে বহুস্ত্রী সহবাস করিলেও কোন হানি হয় না॥ ৩২৭—৩৩৩॥

শোধিত পারদ এক ভাগ এবং শোধিত গন্ধক দুই ভাগ একত্র কজ্জলি প্রস্তুত করতঃ উহাতে কজ্জলির সমানাংশ লৌহচূর্ণ ক্ষেপণ করিয়া এক প্রহর-কাল মর্দ্দন করিবে পরে আতপে রাখিয়া ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা তিন দিবস মর্দ্দন করিলে উহা হইতে এক প্রকার উষ্ণধূম উত্থিত হয়। তৎপরে উহা পিণ্ডাকার করতঃ তাম্রপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক তিন দিবস ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। অনন্তর ধান্যরাশি হইতে উদ্ধৃত করিয়া খলে রাখিয়া কুঠারছিন্নার (স্বনামখ্যাত) রসদ্বারা তিন বার ভাবনা দিয়া আতপ শুষ্ক করিবে, এবং পুনর্ব্বার ত্রিকটুর

বাসামৃতাচিত্রকানাং রসৈর্ভাব্যং ক্রমাত্ত্রিশঃ ।
লৌহপাত্রে ততঃ ক্ষিপ্‌ত্বা ভাবয়েত্ত্রিফলাজলৈঃ ।
নির্গুণ্ডীদাড়িমত্বগ্‌ভির্বিসাভৃঙ্গকুরণ্টকৈঃ ॥
পলাশকদলীদ্রাবৈর্বীজকস্য শৃতেন চ ।
নীলিকালম্বুষাদ্রাবৈর্বব্বূলফলিকারসৈঃ ॥
ভাবয়েত্ত্রিত্রিবেলং চ ততো ন[illegible]বলারসৈঃ ।
শতাবরীগোক্ষুরুভিঃ পাতালগরুড়ীরসৈঃ ।
ত্রিত্রিবেলং যথালাভং ভাবয়েদেভিরৌষধৈঃ ॥
ততঃ প্রাতর্লিহেদাজ্যমধুভ্যাং কোলমাত্রকম্‌ ।
পলমাত্রং বরাক্কাথং পিবেদস্যানুপানকম্‌ ॥
মাসত্রয়ং শীলিতং স্যাদ্বলীপলিতনাশনম্‌ ।
মন্দাগ্নিশ্বাসকাসাংশ্চ পাণ্ডুতাং কফমারুতৌ ॥
পিপ্পলীমধুসংযুক্তং হন্যাদেতন্নসংশয়ঃ ।
বাতাস্রং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ গ্রহণীঞ্চোদরং তথা ॥
অণ্ডবৃদ্ধিং জয়েদেতচ্ছিন্নাসত্বমধুপ্লুতম্‌ ।
বলবর্ণকরং বৃষ্যমায়ুষ্যং পরমং স্মৃতম্‌ ।

(মরিচ, পিপুল ও শুঁঠের) ক্কাথদ্বারা তিন তিন বার ও বাসক, গুলঞ্চ ও রক্তচিতার রসদ্বারা প্রত্যেকে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে, তৎপরে লৌহপাত্রে রাখিয়া ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া), নির্গুণ্ডী (নিসিন্দা), দাড়িমত্বক্‌, বিস (মৃণাল), ভৃঙ্গরাজ, কুরণ্টক (ঝিন্টী), পলাশ, কদলীমূল-রস, বীজক, নীলিকা (নীলবুহ্মা) ও অলম্বুষার ক্কাথ এবং বাবুলাফলের রসদ্বারা প্রত্যেকে তিন তিন বার এবং শতমূলী, গোক্ষুর ও পাতালগরুড়ীরসদ্বারা যথালাভ প্রত্যেকে তিন তিন বার ভাবনা দিবে। ইহা প্রাতঃকালে কোল মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিয়া পরে হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার ক্কাথ অনুপান করিবে। ইহা তিন মাস সেবিত হইলে বলীপলিত বিনষ্ট হয় এবং মন্দাগ্নি, শ্বাস, কাস, পাণ্ডু, কফ ও বাতরোগে পিপুল ও মধু সহ সেবন করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বাতরক্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, গ্রহণী, উদরী ও অণ্ডবৃদ্ধিতে গুলঞ্চের রস ও মধুসহ সেবনীয়। এই লৌহরসায়ন কোল মাত্রায় সেবনে বল ও বর্ণকর, বৃষ্য ও আয়ুষ্য।

জয়েৎ সর্ব্বাময়ান্ কোলমিতং লোহরসায়নম্ ॥
প্রক্ষেপ্যৌষধমেতস্মিন্ প্রদদ্যাৎ কোলমাত্রকম্।
কুষ্মাণ্ডং তিলতৈলঞ্চ মাষান্নং রাজিকাং তথা।
মদ্যমম্লরসঞ্চৈব ত্যজেল্লোহস্য সেবকঃ ॥ ৩৩৪—৩৪৬ ॥

ইতি শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তোঽয়ং মধ্যখণ্ডঃ।

কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, মাষকলাই, রাইসর্ষপ, মদ্য ও অম্লরস প্রভৃতি দ্রব্য লৌহরসায়নসেবী পরিবর্জ্জন করিবে ॥ ৩৩৪—৩৪৬ ॥

শার্ঙ্গধরে চিকিৎসাস্থানে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ইতি মধ্যখণ্ড।

শার্ঙ্গধরঃ।

উত্তরখণ্ডঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

স্নেহপানবিধিঃ—

স্নেহশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তো ঘৃতং তৈলং বসা তথা।
মজ্জা চ তং পিবেন্মর্ত্ত্যঃ কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ ॥
স্থাবরো জঙ্গমশ্চৈব দ্বিযোনিঃ স্নেহউচ্যতে।
তিলতৈলং স্থাবরেষু জঙ্গমেষু ঘৃতং বরম্ ॥
দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভিস্তু যমকস্ত্রিবৃতো মহান্।
পিবেৎ ত্র্যহং চতুরহং পঞ্চাহং ষড়হং তথা ॥
সপ্তরাত্রাৎ পরং স্নেহঃ সাত্ম্যো ভবতি সেবিতঃ।
দোষকালাগ্নিবয়সাং বলং দৃষ্ট্বা প্রযোজয়েৎ।
হীনাঞ্চ মধ্যমাং জ্যেষ্ঠাং মাত্রাং স্নেহস্য বুদ্ধিমান্ ॥
অমাত্রয়া তথাকালে মিথ্যাহারবিহারতঃ।
স্নেহঃ করোতি শোফার্শস্তন্দ্রানিদ্রাবিসংজ্ঞতাঃ ॥

স্নেহ চতুর্ব্বিধ, যথা—ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরেই উক্ত স্নেহপান করা কর্ত্তব্য। স্নেহ দুই প্রকার, যথা—স্থাবর ও জঙ্গম; স্থাবরের মধ্যে তিলতৈল এবং জঙ্গমের মধ্যে ঘৃতই শ্রেষ্ঠ।

স্নেহ দুইটী একত্র যোজিত হইলে যমক, তিনটী হইলে ত্রিবৃত এবং চারিটী একত্র যোজিত হইলে মহান্ স্নেহ বলা যায়।

স্নেহ তিন দিন হইতে ছয় দিন পর্য্যন্ত সেবন করা কর্ত্তব্য। স্নেহ সপ্ত দিবস সেবিত হইলে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দোষ, কাল, অগ্নি ও বয়সের বলাবল বিবেচনা করিয়া হীন, মধ্যম ও শ্রেষ্ঠমাত্রা প্রয়োগ করিবেন। স্নেহ অকালে ও অযথা মাত্রায় সেবিত হইলে এবং অযথা আহার বিহারাদিদ্বারা

অকালে চাতিমাত্রাং বা অসাত্ম্যং যচ্চ ভোজনম্।
বিষমাশনযদ্ভুক্তং মিথ্যাহারঃ স কথ্যতে॥ ১—৬॥
দেয়া দীপ্তাগ্নয়ে মাত্রা স্নেহস্য পলসংমিতা।
মধ্যমায় ত্রিকর্ষা স্যাৎ জঘন্যায় দ্বিকার্ষিকী॥
অথবা স্নেহমাত্রাঃ স্যুস্তিস্রোঽহস্যাঃ সর্ব্বসংমতাঃ।
অহোরাত্রেণ মহতী জীর্য্যত্যহ্নিতু মধ্যমা॥
জীর্য্যত্যল্পা দিনার্দ্ধেন সা বিজ্ঞেয়া সুখাবহা।
অল্পা স্যাদ্দীপনী বৃষ্যা স্বল্পদোষেষু পূজিতা॥
মধ্যমা স্নেহনী জ্ঞেয়া বৃংহণী ভ্রমহারিণী।
জ্যেষ্ঠা কুষ্ঠবিষোন্মাদগ্রহাপস্মারনাশিনী॥
কেবলং পৈত্তিকে সর্পির্বাতিকে লবণান্বিতম্।
পেয়ং বহুকফে বাপি ব্যোষক্ষারসমন্বিতম্॥
রুক্ষক্ষতবিষার্ত্তানাং বাতপিত্তবিকারিণাম্।
হীনমেধাস্মৃতীনাঞ্চ সর্পিঃ পানং প্রশস্যতে॥
কৃমিকোষ্ঠানিলাবিষ্টাঃ প্রবৃদ্ধকফমেদসঃ।

শোথ, অর্শঃ, তন্দ্রা (নিদ্রাবৎক্লান্তি), নিদ্রা ও অজ্ঞানতা উৎপাদন করে। অকালে অতি মাত্রায় অহিতকর ও অল্পাহারকে মিথ্যাহার বলা যায়॥ ১—৬॥

স্নেহ দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিকে এক পল (৮ তোলা), মধ্যমাগ্নি ব্যক্তিকে তিন কর্ষ এবং হীনাগ্নি ব্যক্তিকে দুই কর্ষ অথবা স্নেহের সাধারণ মাত্রা তিন কর্ষই প্রয়োগ করিবেন।

স্নেহের শ্রেষ্ঠ মাত্রা এক অহোরাত্রে, মধ্যম মাত্রা এক দিনে এবং অল্পমাত্রা অর্দ্ধ দিনে জীর্ণ হইয়া থাকে। উক্ত স্বল্পমাত্রাই সুখাবহ, দীপনী, বৃষ্য (রতি-শক্তি বর্দ্ধক) এবং অল্পদোষে প্রশস্ত। মধ্যমমাত্রা স্নিগ্ধকর, বৃংহণী (শরীরের পুষ্টিকর) ও ভ্রমহারিণী। স্নেহের শ্রেষ্ঠমাত্রা কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ ও অপস্মাররোগ নাশক।

পৈত্তিকে কেবল ঘৃত, বাতিকে লবণযুক্ত ঘৃত এবং প্রবৃদ্ধকফে রক্তচিতা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও যবক্ষার সহ ঘৃত পান করা কর্ত্তব্য। রুক্ষ, ক্ষত ও বিষার্ত্ত ও বাতপিত্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং মেধা ও স্মৃতিশক্তিহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে ঘৃতপান প্রশস্ত। কৃমিকোষ্ঠ, বাতাক্রান্ত, কফ ও মেদাধিক্য ব্যক্তি এবং তৈল-

পিবেয়ুস্তৈলসাত্ম্যা যে তৈলং দীপ্ত্যর্থিনস্তু যে ॥
ব্যায়ামকর্শিতাঃ শুষ্করেতোরক্তামহারুজঃ।
মহাগ্নিমারুতপ্রাণাঃ বসাযোগ্যাঃ নরাঃ স্মৃতাঃ ॥
ক্রূরাশয়াঃ ক্লেশসহাবাতার্ত্তাদীপ্তবহ্নয়ঃ।
মজ্জানঞ্চ পিবেয়ুস্তে সর্পির্ব্বা সর্ব্বতো হিতম্ ॥ ৭—১৫ ॥
শীতকালে দিবাস্নেহমুষ্ণকালে পিবেন্নিশি।
বাতপিত্তাধিকে রাত্রৌ বাতশ্লেষ্মাধিকে দিবা ॥
নস্যাভ্যঞ্জনগণ্ডূষমূর্দ্ধকর্ণাক্ষিতর্পণে।
তৈলং ঘৃতং বা যুঞ্জীত দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্ ॥
ঘৃতে কোষ্ণং জলং পেয়ং তৈলে যূষঃ প্রশস্যতে।
বসামজ্জ্ঞোঃ পিবেন্মণ্ডমনুপানং সুখাবহম্ ॥
স্নেহদ্বিষঃ শিশূন্ বৃদ্ধান্ সুকুমারান্ কৃশানপি।
তৃষ্ণাতুরানুষ্ণকালে সহ ভক্তেন পায়য়েৎ ॥ ১৬—১৯ ॥
সর্পিষ্মতী বহুতিলা যবাগূস্তুল্যতণ্ডুলা।
সুখোষ্ণা সেব্যমানা তু সদ্যঃ স্নেহনকারিণী ॥

পায়ী ব্যক্তি অগ্নিদীপ্তির জন্য তৈল পান করিবে। ব্যায়ামকৃশ, রেতঃ ও রক্তহীন, অত্যন্ত বেদনাগ্রস্ত, তীক্ষ্ণাগ্নি, বাতাধিক্য ও বলশালী ব্যক্তির পক্ষে বসা (চর্ব্বি) পান প্রশস্ত। ক্রূরাশয়, ক্লেশসহ (যে ব্যক্তি ক্লেশ সহ্য করিতে পারে), বাতার্ত্ত ও প্রদীপ্তাগ্নি ব্যক্তির মজ্জা পান করা কর্ত্তব্য, পরন্তু ঘৃত সকল ব্যক্তির পক্ষেই হিতকারী ॥ ৭—১৫ ॥

শীতকালে দিবাভাগে, উষ্ণকালে রাত্রিতে এবং বাতাপিত্তাধিক্যে রাত্রিতে ও বাতশ্লেষ্মাধিক্যে দিবাতে স্নেহ পান করা বিধেয়। দোষের (বায়ু, পিত্ত ও কফের) বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক ঘৃত ও তৈল নস্য, অভ্যঞ্জন (মর্দ্দন), গণ্ডূষ এবং মস্তক, কর্ণ ও চক্ষু সন্তর্পণের জন্য প্রয়োগ করিবে। ঘৃত ঈষদুষ্ণজলের সহিত তৈল যূষের সহিত এবং বসা ও মজ্জা মণ্ডের সহিত পান করা কর্ত্তব্য। স্নেহদ্বেষী, শিশু, বৃদ্ধ, সুকুমার (অতিবালক ও বালিকা), কৃশ ও তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিদিগকে উষ্ণকালে অন্নের সহিত স্নেহপান করিতে দেওয়া উচিত ॥ ১৬—১৯ ॥

অধিক পরিমাণ তিল ও অল্প চাউলদ্বারা প্রস্তুত যবাগূ ঘৃতের সহিত একটু উষ্ণ থাকিতে সেবন করিলে সদ্য স্নেহনকারী হয়। কোন পাত্রে ঘৃত ও শর্করা

শর্করাচূর্ণসংসৃষ্টে দোহনস্থে ঘৃতে তু গাম্।
দুগ্ধ্বা ক্ষীরং পিবেদ্রুক্ষঃ সদ্যঃ স্নেহনমুচ্যতে ॥
মিথ্যাচারাদ্বহুত্বাদ্বা যস্য স্নেহো ন জীর্য্যতি।
বিষ্টভ্য চাপ্যজীর্য্যেত বারিণোষ্ণেন বা বমেৎ ॥
স্নেহস্যাজীর্ণশঙ্কায়াং পিবেদুষ্ণোদকং নরঃ।
তদোদ্গারো ভবেচ্ছুদ্ধো ভক্তং প্রতিরুচিস্তথা ॥ ২০—২৩ ॥
স্নেহেন পৈত্তিকস্যাগ্নির্যদা তীক্ষ্ণতরীকৃতঃ।
তদাম্বোদীরয়েত্তৃষ্ণাং বিষমান্তস্য পায়য়েৎ।
শীতং জলং বামযেচ্চ পিপাসা তেন শাম্যতি ॥ ২৪।২৫ ॥
অজীর্ণী বর্জ্জয়েৎ স্নেহমুদরী তরুণজ্বরী।
দুর্ব্বলোঽরোচকী স্থূলো মূর্চ্ছার্ত্তো মদপীড়িতঃ ॥
দত্তবস্তির্বিরিক্তশ্চ বান্তিতৃষ্ণাশ্রমান্বিতঃ।
অকালপ্রসবানারী দুর্দ্দিনে চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
স্বেদ্য সংশোধ্য মদ্যস্ত্রীব্যায়ামাসক্তমানসাঃ।

স্থাপন পূর্ব্বক উহাতে দুগ্ধ দোহন করিয়া সদ্য পান করিলে রুক্ষ ব্যক্তির স্নেহন হয়। অযথা আহারের বাহুল্যদ্বারা যাহার স্নেহ পরিপাক না হয় এবং যাহার উদরস্তম্ভ হইয়া অজীর্ণ উপস্থিত হয়, তাহাকে উষ্ণজলদ্বারা বমন করাইবে। যে ব্যক্তি স্নেহের অজীর্ণাশঙ্কা করে তাহার পক্ষে উষ্ণজল পান করা বিধেয়। ইহাতে বিশুদ্ধ (গন্ধাদি বিহীন) উদ্গার ও অন্নে রুচি জন্মিয়া থাকে ॥ ২০—২৩ ॥

যখন স্নেহদ্বারা পিত্ত প্রধান ব্যক্তির অগ্নি তীক্ষ্ণতর হইয়া বিষম তৃষ্ণা উপস্থিত করে তখন তাহাকে শীতল জলপান করাইয়া বমন করাইবে, ইহাতে পিপাসার শান্তি হয় ॥ ২৪।২৫ ॥

অজীর্ণী, উদরী, তরুণজ্বরী, দুর্ব্বল, অরুচিগ্রস্ত, স্থূল, মূর্চ্ছার্ত্ত ও মদপীড়িত ব্যক্তি এবং দত্তবস্তি (যাহাকে পিচ্‌কারী দেওয়া হইয়াছে), বিরেচিত (যাহাকে বিরেচন দেওয়া হইয়াছে), বান্ত (যাহাকে বমন দেওয়া হইয়াছে), তৃষ্ণার্ত্ত, পরিশ্রমী ও অকালপ্রসবাস্ত্রী এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসে স্নেহ পান পরিত্যাগ করিবে।

স্বেদ দিবার যোগ্য, সংশোধনের যোগ্য এবং মদ্য, স্ত্রী ও ব্যায়ামাসক্ত, বালক,

বৃদ্ধবাতকৃশারুক্ষাঃ ক্ষীণাস্রাঃ ক্ষীণরেতসঃ।
বাতার্ত্তাস্তিমিরার্ত্তা যে তেষাং স্নেহনমুত্তমম্॥ ২৬—২৮॥
বাতানুলোম্যং দীপ্তাগ্নির্বর্চ্চঃ স্নিগ্ধমসংহতম্।
মৃদুস্নিগ্ধাঙ্গতাগ্লানি স্নেহদ্বেষোঽথলাঘবম্॥
বিমলেন্দ্রিয়তা সম্যক্ স্নিগ্ধে রুক্ষে বিপর্য্যয়ঃ।
ভক্তদ্বেষো মুখস্রাবো গুদে দাহঃ প্রবাহিকা॥
তন্দ্রাতিসারঃ পাণ্ডুত্বং ভৃশং স্নিগ্ধস্য লক্ষণম্।
রুক্ষস্য স্নেহনং স্নেহৈরতি স্নিগ্ধস্য রুক্ষণং॥
শ্যামাকৈশ্চণকাদ্যৈশ্চ তক্রপিণ্যাকশক্তুভিঃ।
দীপ্তাগ্নিঃ শুদ্ধকোষ্ঠশ্চ পুষ্টধাতুর্দৃঢ়েন্দ্রিয়ঃ।
নির্জ্জরো বলবর্ণাঢ্যঃ স্নেহসেবী ভবেন্নরঃ॥
স্নেহী ব্যায়ামসংশীতবেগাঘাতপ্রজাগরান্।
দিবাস্বপ্নমভিষ্যন্দিরুক্ষান্নঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৯—৩৩॥

ইতি শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বৃদ্ধ, কৃশ, রুক্ষ, হীনরক্ত ও হীনরেতঃ, বাতার্ত্ত ও তিমিররোগ পীড়িতব্যক্তিদিগের পক্ষে স্নেহন প্রশস্ত॥ ২৬—২৮॥

বাতানুলোম, অগ্নির দীপ্তি, মলের স্নিগ্ধত্ব ও অকাঠিন্যত্ব, শরীরের মৃদুত্ব, স্নিগ্ধত্ব ও গ্লানিশূন্যতা, স্নেহদ্বেষ (স্নেহপানে অনিচ্ছা), শরীরের লঘুতা ও বিমলেন্দ্রিয়তা (ইন্দ্রিয় সকল পরিষ্কার হওয়া) শরীরের সম্যক্ স্নিগ্ধের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ইহার বিপরীত ঘটিলে অর্থাৎ বাতানুলোমশূন্য অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি শরীরের রুক্ষতার লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

অন্নে অরুচি, মুখস্রাব, গুদদাহ, প্রবাহিকা, তন্দ্রা, অতিসার, পাণ্ডুত্ব, এই সমস্ত অতিস্নিগ্ধের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। রুক্ষ হইলে স্নেহদ্রব্যদ্বারা স্নেহন এবং অতি স্নিগ্ধ হইলে শ্যামাধান্যের অন্ন, চণক (ছোলা), তক্র (ঘোল), পিণ্যাক (তিলবাটা) ও শক্তুসমূহ (ছাতু) দ্বারা রুক্ষ করিবে।

স্নেহসেবী ব্যক্তি দীপ্তাগ্নি, শুদ্ধকোষ্ঠ, পুষ্টধাতু, দৃঢ়েন্দ্রিয়, নির্জ্জর, বলবান্ ও উজ্জ্বলবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। স্নেহপায়ী ব্যক্তির ব্যায়াম, শীতল দ্রব্য ভোজন, মল ও মূত্রের বেগরোধ, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, অভিষ্যন্দিদ্রব্য (যাহাদ্বারা শরীরের ক্লেদ জন্মায়) ও রুক্ষান্ন প্রভৃতি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ২৯—৩৩॥

শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

স্বেদবিধিঃ—

স্বেদশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তস্তাপোষ্মস্বেদসংজ্ঞকঃ।
উপনাহো দ্রবস্বেদঃ সর্ব্বে বাতার্ত্তিহারিণঃ॥
স্বেদৌ তাপোষ্মজৌ প্রায়ঃ শ্লেষ্মঘ্নৌ সমুদীরিতৌ।
উপনাহস্তু বাতঘ্নঃ পিত্তসঙ্গে দ্রবো হিতঃ॥ ১। ২॥
মহাবলে মহাব্যাধৌ শীতে স্বেদো মহান্ স্মৃতঃ।
দুর্ব্বলে দুর্ব্বলঃ স্বেদো মধ্যে মধ্যতমো মতঃ॥
কফমেদোবৃতে বাতে কোষ্ণগেহং রবেঃ করাৎ।
নিযুদ্ধং মার্গগমনং গুরুপ্রাবরণং ধ্রুবম্॥
চিন্তাব্যায়ামভারাংশ্চ সেবেতাময়মুক্তয়ে।
যেষাং নস্যং বিধাতব্যং বস্তিশ্চাপি হি দেহিনাম্॥
শোধনীয়াশ্চ যে কেচিৎ পূর্ব্বস্বেদ্যাশ্চ তে মতাঃ।
পশ্চাৎ স্বেদ্যা গতে শল্যে মূঢ়গর্ভগদে তথা॥
স্বেদ্যঃ পূর্ব্বোঽত্র যোপীহ ভগন্দর্য্যর্শসাং তথা।

স্বেদ চতুর্ব্বিধ, যথা—তাপ, উষ্ম (বাষ্পস্বেদ), উপানাহ ও দ্রবস্বেদ। উক্ত চারি প্রকারস্বেদই বাতজরোগ নাশক। তাপ ও উষ্মস্বেদ প্রায়ই শ্লেষ্মঘ্ন বলিয়া কথিত হয়। উপানাহ স্বেদ বাতনাশক এবং দ্রবস্বেদ পিত্তনাশক॥১।২॥

মহাবলবান্ ব্যক্তির পক্ষে ও মহাব্যাধিতে শীতকালে মহাস্বেদ প্রশস্ত। দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে দুর্ব্বল এবং মধ্যম বলবানের পক্ষে মধ্যম স্বেদ শ্রেষ্ঠ। কফ ও মেদাবৃতবাতে সূর্য্যতাপে ঈষদুষ্ণগৃহে বাস, নিযুদ্ধ (মল্লযুদ্ধ বা বাহুযুদ্ধ), পথপর্য্যটন, গুরুপ্রাবরণ (লেপকম্বলাদিদ্বারা আচ্ছাদন), চিন্তা, ব্যায়াম ও ভারবহন করিলে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। যে সকল ব্যক্তিকে নস্য ও বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে এবং যে ব্যক্তি শোধনীয় (বিরেচনের যোগ্য) তাহাকে পূর্ব্বেই স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। শল্য বিদূরিত হওয়ার পরে এবং মূঢ়গর্ভরোগে পশ্চাৎ স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

অশ্মর্য্যা চাতুরো জন্তুঃ শময়েচ্ছস্ত্রকর্ম্মণা।
কালে প্রজাতাকালে চ পশ্চাৎ স্বেদ্যা নিতম্বিনী॥ ৩—৭॥
সর্ব্বান স্বেদান্নিবাতে চ জীর্ণাহারে চ কারয়েৎ।
স্বেদাদ্ধাতুস্থিতাদোষাঃ স্নেহক্লিন্নস্য দেহিনঃ॥
দ্রবত্বং প্রাপ্য কোষ্ঠান্তর্গতা যান্তি বিরেকতাম্।
স্বেদ্যমানশরীরস্য হৃদয়ে শীতলৈঃ স্পৃশেৎ॥
স্নেহাভ্যক্তশরীরস্য শীতৈরাচ্ছাদ্য চক্ষুষী।
অজীর্ণী দুর্ব্বলো মেহী ক্ষতক্ষীণঃ পিপাসিতঃ।
অতিসারী রক্তপিত্তী পাণ্ডুরোগী তথোদরী॥
মেদস্বী গর্ভিণী চৈব নহি স্বেদ্যা বিজানতা।
এতানপি মৃদুস্বেদৈঃ স্বেদসাধ্যানুপাচরেৎ॥
মৃদুস্বেদং প্রযুঞ্জীত তথা হৃন্মুষ্কদৃষ্টিষু।
অতিস্বেদাৎ সন্ধিপীড়া দাহ তৃষ্ণা ক্লমো ভ্রমঃ।
পিত্তাসৃকপিণ্ডিকাকোপস্তত্রশীতৈরুপাচরেৎ॥ ৮—১২॥

ভগন্দর ও অর্শঃপীড়িত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে স্বেদ দেওয়া বিধেয়। অশ্মরী-পীড়িত ব্যক্তিকে শস্ত্রকর্ম্ম দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

কালে অথবা অকালে প্রসূতা স্ত্রীকে প্রসবান্তে স্বেদ দেওয়া বিধেয়॥ ৩—৭॥

সকল প্রকার স্বেদই নির্ব্বাতস্থলে এবং আহার জীর্ণ হইলে দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ স্নেহক্লিন্ন মানবদিগের ধাতুস্থ দোষসমূহ স্বেদদ্বারা দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোষ্ঠে গমন করতঃ বিরেচন (দাস্ত) করায়। স্বেদ্যমান (যাহাকে স্বেদ দেওয়া যায়) ব্যক্তির হৃদয়ে কোন প্রকার শীতল বস্তু স্পর্শ করান এবং স্নেহাভ্যক্ত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় কোন প্রকার শীতল দ্রব্যদ্বারা আচ্ছাদন করা নিতান্ত আবশ্যক।

অজীর্ণগ্রস্ত, দুর্ব্বল, ক্ষতক্ষীণ, মেহী (মেহরোগাক্রান্ত), পিপাসাতুর, অতীসার-পীড়িত, রক্তপিত্তগ্রস্ত, পাণ্ডু ও উদরীরোগাক্রান্ত, মেদস্বী ও গর্ভিণীকে যদি স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন তবে ইহাদিগকে এবং হৃন্মুষ্ক (হৃদয় ও অণ্ডকোষ) ও চক্ষুতে মৃদু স্বেদ প্রয়োগ করিবেন। অতিস্বেদদ্বারা সন্ধিপীড়া, দাহ, পিপাসা, ক্লান্তি, ভ্রম এবং রক্তপিত্ত ও পীড়কার প্রকোপ উপস্থিত হয়। সুতরাং এইরূপ স্থলে শীতল ক্রিয়া বিধেয়॥ ৮—১২॥

তেষু তাপাভিধঃ স্বেদো বালুকাবস্ত্রপাণিভিঃ।
কপালকন্দুকাঙ্গারৈর্যথাযোগ্যং প্রযুজ্যতে ॥ ১৩ ॥
উষ্ণস্বেদঃ প্রযোক্তব্যো লোহপিণ্ডেষ্টকাশ্মভিঃ।
প্রতপ্তৈরম্লসিক্তৈশ্চ কায়ে বস্ত্রাববেষ্টিতে ॥
অথবা বাতনির্ণাশিদ্রব্যক্বাথরসাদিভিঃ।
উষ্ণৈর্ঘটং পূরয়িত্বা পার্শ্বে ছিদ্রং বিধায় চ ॥
বিমুদ্র্যাস্যং ত্রিখণ্ডাঞ্চ ধাতুজাং কাষ্ঠজাং তথা।
ষড়ঙ্গুলাস্যাং গোপুচ্ছাং নাড়ীং যুঞ্জ্যাৎ দ্বিহস্তিকাং ॥
সুখোপবিষ্টং স্বভ্যক্তং গুরুপ্রাবরণাবৃতম্।
হস্তিশুণ্ডিকয়া নাড্যা স্বেদয়েদ্বাতরোগিণম্ ॥ ১৪—১৭ ॥
পুরুষায়ামমাত্রাং বা ভুমিমুৎকীর্য্য খাদিরৈঃ।
কাষ্ঠৈর্দগ্ধ্বা তথাভ্যুক্ষ্য ক্ষীরধান্যাম্লবারিভিঃ ॥
বাতঘ্নপত্রৈরাচ্ছাদ্য শয়ানং স্বেদয়েন্নরম্।
এবং মাষাদিভিঃ স্বিন্নৈঃ শয়ানং স্বেদমাচরেৎ ॥ ১৮। ১৯ ॥

বালুকা, বস্ত্র, হস্ত, খোলা, কন্দুক ও অঙ্গারদ্বারা যথাযোগ্য স্বেদ দেওয়াকে তাপস্বেদ বলা যায় ॥ ১৩ ॥

লৌহপিণ্ড, ইষ্টক ও প্রস্তরাদি প্রতপ্ত ও অম্লসিক্ত করতঃ বস্ত্রাবৃত শরীরে স্বেদ দেওয়াকেই উষ্ণ স্বেদ বলা যায়। বাতহর দ্রব্যের উষ্ণ ক্বাথ বা রসাদি কোন একটা কলসীর মধ্যে স্থাপন করতঃ মুখরুদ্ধ করিবে এবং কলসীর এক পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্রের মুখে ধাতুজ বা কাষ্ঠনির্ম্মিত ত্রিখণ্ড ও ছয় অঙ্গুলি মুখবিশিষ্ট গোপুচ্ছাকৃতি, দুই হস্ত পরিমিত নল উহাতে যোজনা করিবে। পরে রোগীর দেহ উত্তমরূপ অভ্যক্ত ও গুরুবস্ত্রাদি (লেপকম্বলাদি) দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রোগীকে উত্তমরূপ উপবেশন করাইয়া হস্তিশুণ্ডাকৃতি নলদ্বারা বাতরোগীকে স্বেদ দিবে ॥ ১৪—১৭ ॥

রোগীর শরীরের দৈর্ঘ্য পরিমিত ভূমিতে খদিরকাষ্ঠ দগ্ধ করতঃ তাহাতে দুগ্ধ ও ধান্যাম্ল সেচন করিয়া এরণ্ডপত্রদ্বারা উক্ত স্থান আচ্ছাদন পূর্ব্বক তদুপরি রোগীকে শয়ন করাইয়া মাষাদিদ্বারা স্বেদ দিবে। ইহাতে বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮—১৯ ॥

তথোপনাহস্বেদঞ্চ কুর্য্যাদ্বাতহরৌষধৈঃ।
প্রদিহ্য দেহং বাতার্ত্তং ক্ষীরমাংসরসান্বিতৈঃ।
অম্লপিষ্টৈঃ সলবণৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্নেহসংযুতৈঃ॥
ততো গ্রাম্যানূপমাংসৈর্জীবনীয়গণেন চ।
দধিসৌবীরকক্ষারৈর্বীরতর্বাদিনা তথা॥
কুলত্থমাষগোধূমৈরতসীতিলসর্ষপৈঃ।
শতপুষ্পাদেবদারুশেফালীস্থূলজীরকৈঃ॥
এরণ্ডমূলবীজৈশ্চ রাস্নামূলকশিগ্রুভিঃ।
মিসিকৃষ্ণাকুঠেরৈশ্চ লবণৈরম্লসংযুতৈঃ॥
প্রসারণ্যশ্বগন্ধাভ্যাং বলাভির্দ্দশমূলকৈঃ।
গুড়ূচীবানরীবীজৈর্যথালাভং সমাহৃতৈঃ॥
ক্ষুণ্ণৈঃ স্বিন্নৈশ্চ বস্ত্রেণ বদ্ধৈঃ সংস্বেদয়েন্নরম্।
মহাশাল্বণসংজ্ঞোঽয়ং যোগঃ সর্ব্বানিলার্ত্তিহৃৎ॥ ২০—২৫॥
দ্রবস্বেদস্তু বাতঘ্নঃ দ্রব্যক্বাথেন পূরিতে।
কটাহে কোষ্ঠকে বাপি সুপবিষ্টো বগাহয়েৎ॥

বাতহর ঔষধ সমূহ কাঞ্জিক ও তক্রাদির সহিত পেষণ করতঃ দুগ্ধ, মাংসরস, স্নেহ দ্রব্য ও লবণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে গাত্রে প্রলেপ দিয়া স্বেদ দিবে। কিম্বা জীবনীয়গণ, গ্রাম্য ও আনূপ জন্তুর মাংস, দধি, সৌবীর, দুগ্ধ, বীরতর্ব্বাদি, কাঞ্জিক ও তক্রাদিদ্বারা পেষণ করিয়া গাত্রে প্রলেপ দিয়া স্বেদ দিবে। কুলত্থকলায়, মাষকলায়, গোধূম, অতসী, তিল, সর্ষপ, শতপুষ্প, দেবদারু, শেফালিকা, মোটাজীরা, এরণ্ডমূল, জীরা, রাস্না, মূলক, শিগ্রু, মৌরী, পিপুল, গন্ধভাদুলে, কুঠের, লবণ, অম্ল, প্রসারণী, অশ্বগন্ধা, বালা, দশমূল, গুড়ূচী ও বানরীফল এই কয়টী দ্রব্যের মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ করা যায় তাহা একত্র থেত করিয়া একখানা কাপড়ে বাধিয়া অগ্নুত্তাপে উষ্ণ করতঃ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সকল প্রকার বাতরোগের শান্তি হয়। এবম্বিধ স্বেদকেই মহাশাল্বণ স্বেদ কহে। উল্লিখিত প্রণালীক্রমে কিম্বা উক্ত দ্রব্য সকল অম্লে পেষণ পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করতঃ সূক্ষ্মবস্ত্রে পুটুলি বাঁধিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। ২০—২৫॥

বাতঘ্ন ক্বাথদ্বারা পরিপূর্ণ কটাহে বা কোষ্ঠকে (টব) বসিয়া রোগী উহাতে অবগাহন করিবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ বা কাষ্ঠদ্বারা উর্দ্ধে ও দীর্ঘে ষড়-

সৌবর্ণং রাজতং বাপি তাম্রমায়সঞ্চ দারুজম্।
কোষ্ঠকং তত্র কুর্ব্বীতোচ্ছ্রায়ে ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলম্॥
আয়ামেন তদেবস্যাচ্চতুষ্কং মসৃণং তথা।
নাভেঃ ষড়ঙ্গুলং যাবন্মগ্নঃ ক্বাথস্য ধারয়া॥
কোষ্ণয়া স্কন্ধয়োঃ সিক্তস্তিষ্ঠেৎ স্নিগ্ধতনুর্নরঃ।
এবং তৈলেন দুগ্ধেন সর্পিষা স্বেদয়েন্নরম্॥
একান্তরে দ্ব্যন্তরে বা স্নেহোযুক্তোঽবগাহনে।
শরীরে বলমাধত্তে যুক্তঃ স্নেহোঽবগাহনে॥
শিরামুখৈ রোমকূপৈর্ধমনীভিশ্চ তর্পয়েৎ।
জলসিক্তস্য বর্দ্ধতে যথা মূলেঽঙ্কুরস্তরোঃ॥
তথা ধাতুবিবৃদ্ধিস্তু স্নেহসিক্তস্য জায়তে।
নাতঃ পরতরঃ কশ্চিদুপায়ো বাতনাশনঃ॥
শীতশূলাদ্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে।
দীপ্তেঽগ্নৌ মার্দ্দবে জাতে স্বেদনাদ্বিরতির্ম্মতা॥
সম্যক্ স্বিন্নং বিমৃদিতং স্নানমুষ্ণাম্বুভিঃ শনৈঃ।
ভোজয়েচ্চানভিষ্যন্দি ব্যায়ামঞ্চ ন কারয়েৎ॥ ২৬—৩৪॥

ইতি শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ত্রিংশৎ অঙ্গুলি পরিমিত কোষ্ঠক (টব) প্রস্তুত করিবে। উহা চতুষ্কোণ ও মসৃণ হওয়া আবশ্যক। নাভির উপরে ছয় অঙ্গুলি পর্য্যন্ত মগ্ন হয় এমত পরিমিত ক্বাথদ্বারা পূর্ণ করতঃ উহাতে রোগী স্নেহ লিপ্ত হইয়া উপবেশন করিবে এবং স্কন্ধে ঈষদুষ্ণ ক্বাথ সেচন করিবে। এইরূপ তৈল, দুগ্ধ ও ঘৃতদ্বারাও স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু স্নেহদ্বারা একদিন বা দুই দিন অন্তর অবগাহন বিধেয়। অবগাহনদ্বারা প্রযোজিত স্নেহ শিরামুখ, লোমকূপ ও ধমনী মার্গে প্রবেশ করতঃ শরীরে বল ও তৃপ্তি জন্মায়। যেমত তরুমূলে জল-সেচন করিলে অঙ্কুর বর্দ্ধিত হয় তদ্রূপ ইহাদ্বারা স্নেহসিক্ত ব্যক্তির ধাতু বৃদ্ধি হয়। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ বাতনাশক উপায় আর নাই। শৈত্য ও শূলের শান্তি হইলে, স্তম্ভ ও গৌরবের নিবৃত্তি হইলে, অগ্নির দীপ্তি ও শরীরের মৃদুতা জন্মিলে স্বেদ প্রদানে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য। সম্যক্ স্বিন্ন ও বিমর্দ্দিত ব্যক্তিকে উষ্ণজলে ক্রমে ক্রমে স্নান করাইবে, পরন্তু কফজনকদ্রব্য ভোজন ও ব্যায়াম করিতে দিবে না॥ ২৬—৩৪॥

শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

বমনবিধিঃ—

শরৎকালে বসন্তে চ প্রাবৃট্কালে চ দেহিনাম্।
বমনং রেচনঞ্চৈব কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
বলবন্তং কফব্যাপ্তং হৃল্লাসাদিনিপীড়িতম্।
তথা বমনসাত্ম্যঞ্চ ধীরচিত্তঞ্চ বাময়েৎ॥
বিষদোষে স্তন্যরোগে মন্দেঽগ্নৌ শ্লীপদেঽর্ব্বুদে।
হৃদ্রোগকুষ্ঠবীসর্পমেহাজীর্ণভ্রমেষু চ॥
বিদারিকাপচীকাসশ্বাসপীনসবৃদ্ধিষু।
অপস্মারে জ্বরোন্মাদে তথা রক্তাতিসারকে॥
নাসাতাল্বোষ্ঠপাকেষু কর্ণস্রাবে দ্বিজিহ্বকে।
গলগণ্ড্যামতীসারে পিত্তশ্লেষ্মগদে তথা॥
মেদোগদে শিরঃশূলে তথা মূর্দ্ধার্দ্ধভেদকে।
সদ্যোজ্বরেঽরুচৌ চৈব বমনঙ্কারয়েদ্ভিষক্॥ ১—৬॥
ন বামনী স্তিমিরী ন গুল্মী নোদরী কৃশঃ।
নাতিবৃদ্ধো গর্ভিণী চ ন স্থূলো ন ক্ষতাতুরঃ॥
মদার্ত্তো বালকো রুক্ষঃ ক্ষুধিতশ্চ নিরূহিতঃ।
উদাবর্ত্ত্যূর্দ্ধরক্তী চ দুঃছর্দ্দিঃ কেবলানিলী॥

বিচক্ষণ চিকিৎসক, শরৎ, বসন্ত ও প্রাবৃটকালে দেহিদিগের বমন ও বিরেচন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। বলবান্, কফপীড়িত, হৃল্লাসাদিদ্বারা পীড়িত, বমনসাত্ম্য ও ধীরচিত্ত ব্যক্তিকে বমন করান কর্ত্তব্য। বিষদোষ, স্তন্যরোগ, শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, বিসর্প, মেহ, অজীর্ণ, ভ্রম, বিদারিকা, অপচী, কাস, শ্বাস, পীনস, বৃদ্ধি, অপস্মার, জ্বর, উন্মাদ, রক্তাতিসার এবং নাসা, তালু ও ওষ্ঠপাক, কর্ণস্রাব, দ্বিজিহ্বক, গলগণ্ড, অতীসার, পিত্তশ্লেষ্মরোগ, মেদোরোগ, শিরঃপীড়া, অর্দ্ধশিরঃপীড়া, তরুণজ্বর ও অরুচি প্রভৃতি রোগে বমন করান কর্ত্তব্য॥ ১—৬॥

তিমির, গুল্ম, উদরী, কৃশ, অতিবৃদ্ধ, গর্ভিণী, স্থূল, ক্ষতাতুর, মদার্ত্ত, বালক, রুক্ষ, ক্ষুধিত, নিরূহিত (যাহাকে পিচ্‌কারী দেওয়া হইয়াছে), উদাবর্ত্ত, ঊর্দ্ধরক্ত,

পাণ্ডুরোগী কৃমিব্যাপ্তঃ পঠনাৎ স্বরঘাতকঃ।
এতেঽপ্যজীর্ণব্যথিতা বাম্যা যে বিষপীড়িতাঃ॥
কফব্যাপ্তাশ্চ তে বাম্যা মধুকক্বাথপানতঃ।
সুকুমারং কৃশং বালং বৃদ্ধং ভীরুং ন বাময়েৎ॥
পীত্বা যবাগূমাকণ্ঠং ক্ষীরতক্রদধীনি চ।
অসাত্ম্যৈঃ শ্লেষ্মলৈর্ভোজ্যৈর্দোষানুৎক্লিশ্য দেহিনে॥
স্নিগ্ধস্বিন্নায় বমনং দত্তং সম্যক্প্রবর্ত্ততে।
বমনেষু চ সর্ব্বেষু সৈন্ধবং মধুনা হিতম্॥
বিভৎসং বমনং দেয়ং বিপরীতং বিরেচনম্॥ ৭—১৩॥
ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কুড়বং শ্রাপয়িত্বা জলাঢ়কে।
অর্দ্ধভাগাবশিষ্টঞ্চ বমনেষ্ববচারয়েৎ॥
ক্বাথপানে নবপ্রস্থং জ্যেষ্ঠামাত্রা প্রকীর্ত্তিতা।
মধ্যমা ষড়্মিতা প্রোক্তা ত্রিপ্রস্থা চ কনীয়সী॥
কল্কচূর্ণাবলেহানাং ত্রিপলং শ্রেষ্ঠমাত্রয়া।
মধ্যমাং দ্বিপলাং বিদ্যাৎ কনিয়স্তু পলং ভবেৎ॥

দুশ্ছর্দ্দি, কেবল বায়ুরোগাক্রান্ত, পাণ্ডু, কৃমিব্যাপ্ত ও পঠনস্বরঘাতক প্রভৃতিতে বমন অবিধেয়। পরন্তু অজীর্ণ ব্যথিত ও বিষপীড়িত এবং কফপীড়িত ব্যক্তিকে যষ্টিমধুর ক্বাথদ্বারা বমন করাইবে। সুকুমার (অতি বালক ও বালিকা), কৃশ, বালক, বৃদ্ধ ও ভীরু ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন ব্যক্তিকে পূর্ব্বে অস্বাস্থ্যকর বস্তু সমূহ সেবন করাইয়া দোষসকলকে উৎক্লেশিত করতঃ যবাগূ, দুগ্ধ, তক্র ও দধি আকণ্ঠ পর্যন্ত সেবন করাইয়া বমন করাইলে সম্যক্ রূপে ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। সকল প্রকার বমনেই মধু ও সৈন্ধবলবণ হিতকর। বমনের জন্য বিভৎস (বিকটাস্বাদ ও দুর্গন্ধযুক্ত অর্থাৎ যাহা খাওয়ামাত্র আপনা হইতে বমন হয়) দ্রব্য এবং বিরেচনের জন্য উহার বিপরীত অর্থাৎ সুখখাদ্য ও সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করিবেন॥ ৭—১৩॥

ক্বাথ্যদ্রব্য এক কুড়ব (৩২ বত্রিশ তোলা) এক আঢ়ক (১৬ ষোল সের) জলদ্বারা সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ জল ছাকিয়া লইয়া বমনের জন্য প্রয়োগ করিবে। ক্বাথ পানের শ্রেষ্ঠ মাত্রা নয় প্রস্থ, মধ্যম মাত্রা ছয় প্রস্থ এবং কনিষ্ঠ মাত্রা তিন প্রস্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কল্ক, চূর্ণ ও অবলেহের

বমনে চাপি বেগাঃ স্যুরষ্টৌ পিত্তান্তমুত্তমাঃ ।
ষড়্‌বেগা মধ্যমা বেগাশ্চত্বারস্ত্ববরামতাঃ ॥
বমনে চ বিরেকে চ তথা শোণিতমোক্ষণে ।
সার্দ্ধং ত্রয়োদশপলং প্রস্থমাহুর্মনীষিণঃ ॥
কফং কটুকতীক্ষ্ণোষ্ণৈঃ পিত্তং স্বাদুহিমৈর্জ্জয়েৎ ।
সস্বাদুলবণাম্লোষ্ণৈঃ সংসৃষ্টং বায়ুনা কফম্ ॥
কৃষ্ণারাঢ়ফলৈঃ সিন্ধু কফে কোষ্ণজলৈঃ পিবেৎ ।
পটোলবাসানিম্বৈশ্চ পিত্তে শীতজলং পিবেৎ ॥
সশ্লেষ্মবাতপীড়ায়াং সক্ষীরং মদনং পিবেৎ ॥ ১৪—২০ ॥
অজীর্ণে কোষ্ণপানীয়ং সিন্ধু পীত্বা বমেৎ সুধীঃ ।
বমনং পায়য়িত্বা চ জানুমাত্রাসনে স্থিতম্ ॥
কণ্ঠমেরণ্ডনালেন স্পৃশন্তং বাময়েদ্ভিষক্ ।
ললাটং বমতঃ পুংসঃ পার্শ্বৌ দ্বৌচ প্রবোধয়েৎ ॥ ২১ । ২২ ॥

শ্রেষ্ঠ মাত্রা তিন পল, মধ্যম মাত্রা দুই পল এবং হীন মাত্রা এক পল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তম মাত্রায় আটবার, মধ্যম মাত্রায় ছয় বার এবং হীন মাত্রায় চারিবার বমনের বেগ হইয়া থাকে। উত্তম মাত্রায় বমনান্তে পিত্ত নির্গত হয়। মণীষিরা বলেন যে, বমন, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ (১৩॥ পল) পলে এক প্রস্থ হয়। কফ, কটু, তিক্ত ও উষ্ণ দ্রব্যদ্বারা, পিত্ত, স্বাদু ও হিম (শীতল) বস্তুদ্বারা এবং বাতসংসৃষ্টকফ স্বাদু, লবণ, অম্ল ও উষ্ণ দ্রব্যদ্বারা প্রশমিত হয়। কফে পিপুল, রিঠাচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ সহ উষ্ণজল পান করিবে। পিত্তে পটোলপত্র ও নিম্বপত্র চূর্ণ সহ শীতল জল পান করা বিধেয়। এবং শ্লেষ্মাবাত পীড়ায় দুগ্ধের সহিত মদনফল চূর্ণ পান করিবে ॥ ১৪—২০ ॥

অজীর্ণে সৈন্ধবলবণ সহ ইষদুষ্ণজল পান করিয়া বমন করিবে। বমনকারক দ্রব্য সেবনান্তে জানুপরিমিত উচ্চ আসনে বসাইয়া কণ্ঠে এরণ্ড নল প্রবেশ করাইয়া বমন করাইবে। বমনকালে বমনকারী ব্যক্তির ললাট ও পার্শ্বদ্বয় ধরিয়া রাখা কর্ত্তব্য ॥ ২১।২২ ॥

প্রসেকো হৃদ্‌গ্রহঃ কোঠঃ কণ্ডূর্দুশ্ছর্দ্দিতে ভবেৎ।
অতিবান্তে ভবেত্তৃষ্ণা হিক্কোদ্গারৌ বিসংজ্ঞিতা॥
জিহ্বানিঃসর্পণং চাক্ষ্ণোর্ব্যাবৃতির্হনুসংহতিঃ।
রক্তচ্ছর্দ্দিষ্ঠীবনঞ্চ কণ্ঠে পীড়া চ জায়তে॥ ২৩। ২৪॥
বমনস্যাতিযোগে তু মৃদু কুর্য্যাদ্বিরেচনম্।
বদনান্তঃ প্রবিষ্টায়াং জিহ্বায়াং কবলগ্রহঃ॥
স্নিগ্ধাম্ললবণৈর্হৃদ্যৈর্ঘৃতক্ষীররসৈর্হিতঃ।
ফলান্যম্লানি খাদেয়ুস্তস্য চান্যেঽগ্রতো নরাঃ॥ ২৫। ২৬।
নিঃসৃতাস্তু তিলদ্রাক্ষাকল্কং লিপ্ত্বা প্রবেশয়েৎ।
ব্যাবৃত্তেঽক্ষি ঘৃতাভ্যক্তে পীড়য়েচ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥
হনুমোক্ষে স্মৃতঃ স্বেদো নস্যঞ্চ শ্লেষ্মবাতহৃৎ।
রক্তপিত্তবিধানেন রক্তচ্ছর্দ্দিমুপাচরেৎ॥ ২৭। ২৮॥

দুশ্ছর্দ্দিতে (অর্থাৎ বমনকারক দ্রব্য সেবনান্তে অতি বমন বা অল্প বমন হইলে) প্রসেক (মুখ হইতে জল উঠা), হৃদ্‌পীড়া, কোঠ (বোল্‌তার দংশনবৎ স্ফীত হওয়া) ও কণ্ডূ এবং অতি বমনে তৃষ্ণা, হিক্কা, উদ্গার, অজ্ঞানতা, জিহ্বা নিঃসর্পণ (জিহ্বা বাহির হওয়া), চক্ষুর ব্যাবৃতি (চক্ষু বিস্ফারিত), হনুসংহতি (হনুস্তম্ভ), রক্তবমন, রক্তষ্ঠীবন (থুথুর সহিত রক্তপড়া) ও কণ্ঠপীড়া উপস্থিত হয়॥ ২৩।২৪॥

বমনের অতিযোগ হইলে তাহাকে মৃদু বিরেচন প্রয়োগ করিবে। জিহ্বা বদনান্তে প্রবৃষ্ট হইলে স্নিগ্ধদ্রব্য, অম্ল, লবণ, হৃদ্য (মনোহর) দ্রব্য এবং ঘৃত, দুগ্ধ ও মাংস রসদ্বারা কবল গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অথবা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা তাহার সম্মুখে অম্লরস ভক্ষণ করাইলে জিহ্বা বহির্গত হয়॥ ২৫।২৬॥

জিহ্বা নিঃসৃত হইলে জিহ্বাতে তিল ও কিস্‌মিসের কাথ লেপন করিয়া ভিতরদিকে প্রবেশ করাইয়া দিবে। এবং চক্ষু বিস্ফারিত হইলে ঘৃত মাখাইয়া আস্তে আস্তে টিপিয়া প্রকৃস্থ করিয়া দিবে। হনুমোক্ষে শ্লেষ্মা ও বাতহর স্বেদ ও নস্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রক্তবমনে রক্তপিত্তরোগের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করা বিধেয়॥ ২৭।২৮॥

ধাত্রীরসাঞ্জনোশীরলাজাচন্দনবারিভিঃ।
মন্থং কৃত্বা পায়য়েচ্চ সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্ ॥
শাম্যন্ত্যনেন তৃষ্ণাদ্যাঃ পীড়াশ্ছর্দ্দিসমুদ্ভবাঃ।
হৃদকণ্ঠশিরসাং শুদ্ধির্দীপ্তাগ্নিত্বঞ্চ লাঘবম্ ॥
কফপিত্তবিনাশশ্চ সম্যগ্বান্তস্য চেষ্টিতম্।
ততো পরাহ্নে দীপ্তাগ্নিং মুদ্গষষ্টীকশালিভিঃ ॥
হৃদ্যৈশ্চ জাঙ্গলরসৈঃ কৃত্বা যূষঞ্চ ভোজয়েৎ।
তন্দ্রানিদ্রাস্যদৌর্গন্ধ্যং কণ্ডূশ্চ গ্রহণীবিষম্ ॥
সুবান্তস্য ন পীড়ায়ৈ ভবন্ত্যেতে কদাচন।
অজীর্ণং শীতপানীয়ং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা ॥
স্নেহাভ্যঙ্গং প্রকোপঞ্চ দিনৈকং বর্জ্জয়েৎ সুধীঃ ॥ ২৯—৩৩ ॥

ইতি শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ধাত্রী (আমলকী), রসাঞ্জন, বেণারমূল, খই ও চন্দনজলদ্বারা মন্থ প্রস্তুত করতঃ মধু, চিনি ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা বমনজন্য তৃষ্ণাদি পীড়া প্রশমিত হয়। সম্যক্‌রূপ বমন হইলে হৃদ্, কণ্ঠ ও মস্তকের শুদ্ধি, অগ্নিরদীপ্তি, শরীরের লঘুতা ও কফ ও পিত্তের শান্তি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বমনের পরদিবস দীপ্তাগ্নিবান্ ব্যক্তিকে মুদ্গ, ষষ্টী ও শালিধান্য, মনোহরদ্রব্য ও জাঙ্গলমাংসের রসদ্বারা যূষ প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে দিবে। সুবান্ত ব্যক্তির তন্দ্রা, নিদ্রা, মুখের দুর্গন্ধতা, কণ্ডু, গ্রহণী ও বিষদোষ কদাচ হয় না। সুবান্ত ব্যক্তি অজীর্ণকরদ্রব্য ভক্ষণ, শীতলজল পান, ব্যায়াম, মৈথুন, স্নেহাভ্যঙ্গ ও ক্রোধ একদিবসের জন্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৯—৩৩ ॥

শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

বিরেচনবিধিঃ—

স্নিগ্ধস্বিন্নস্য বান্তস্য দদ্যাৎ সম্যগ্বিরেচনম্।
অবান্তস্য ত্বধঃ স্রস্তো গ্রহণীং ছাদয়েৎ কফঃ॥
মন্দাগ্নিগৌরবং কুর্য্যাজ্জনয়েদ্বা প্রবাহিকাম্।
অথবা পাচনৈ রামং বলাসঞ্চ বিপাচয়েৎ॥
স্নিগ্ধস্য স্বেদনং কার্য্যং স্বেদৈঃ স্বিন্নস্য রেচনম্।
শরদৃতৌ বসন্তে চ দেহশুদ্ধ্যৈ বিরেচয়েৎ।
অন্যদাত্যয়িকে কালে শোধনং শীলয়েদ্বুধঃ॥ ১—৩॥
পিত্তে বিরেচনং দদ্যাদামোদ্ভূতে গদে তথা।
উদরে চ তথাধ্মানে কোষ্ঠশুদ্ধ্যৌ বিশেষতঃ॥
শরীরজানাং দোষাণাং ক্রমেণ পরমৌষধম্।
বস্তির্বিরেকো বমনস্তথা তৈলঘৃতং মধু।

স্নিগ্ধ, স্বিন্ন ও বান্ত (যাহাকে বমন দেওয়া হইয়াছে) ব্যক্তিকে সম্যক্ বিরেচন দেওয়া বিধেয়। অবান্ত ব্যক্তির কফ অধোদিগে স্রস্ত হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে আচ্ছাদন করতঃ মন্দাগ্নি, শরীরের গুরুত্ব অথবা প্রবাহিকা রোগোৎপন্ন করে। এরূপ অবস্থায় পাচন ঔষধদ্বারা আম ও কফের পরিপাক করিয়া লইতে হইবে। এবং স্নিগ্ধ ব্যক্তির স্বেদন কার্য্য করিয়া পরে বিরেচন দিবে। শরৎ ও বসন্ত-কালে দেহ শুদ্ধির জন্য বিরেচন দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রাণনাশক কোন রোগ উপস্থিত হইলে তাহাকে শোধন করা কর্ত্তব্য॥ ১—৩॥

পিত্তে ও আমজনিত রোগে এবং উদরী ও আধ্মানরোগে বিশেষতঃ কোষ্ঠ-শুদ্ধির জন্য বিরেচন প্রশস্ত। শরীরস্থিত দোষ (বায়ু ও পিত্ত কফ) সমূহের অনুক্রমে বস্তি, বিরেচন ও বমন এবং তৈল, ঘৃত ও মধু পরম ঔষধ অর্থাৎ বায়ুর পক্ষে বস্তি ও তৈল, পিত্তের পক্ষে বিরেচন ও ঘৃত এবং কফের পক্ষে বমন ও মধু শ্রেষ্ঠ ঔষধ। লঙ্ঘন ও পাচনদ্বারা দোষসমূহ প্রশমিত হইলেও

দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘনপাচনৈঃ।
যেতু সংশোধনৈঃ শুদ্ধা ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ ॥ ৪—৬ ॥
বালবৃদ্ধাবতিস্নিগ্ধঃ ক্ষতক্ষীণো ভয়ান্বিতঃ।
শ্রান্তস্তৃষ্ণার্ত্তঃ স্থূলশ্চ গর্ভিণী চ নবজ্বরী ॥
নবপ্রসূতানারী চ মন্দাগ্নিশ্চ মদাত্যয়ী।
শল্যার্দ্দিতশ্চ রুক্ষশ্চ ন বিরেচ্যা বিজানতা ॥ ৭। ৮ ॥
জীর্ণজ্বরী গরব্যাপ্তো বাতরক্তী ভগন্দরী।
অর্শঃপাণ্ডুদরগ্রন্থিহৃদ্রোগারুচিপীড়িতাঃ ॥
যোনিরোগপ্রমেহার্ত্তাগুল্মপ্লীহব্রণার্দ্দিতাঃ।
বিদ্রধিছর্দ্দিবিস্ফোটবিসূচীকুষ্ঠসংযুতঃ ॥
কর্ণনাসাশিরোবক্ত্রগুদমেঢ্রাময়ান্বিতাঃ।
প্লীহশোফাক্ষিরোগার্ত্তাঃ কৃমিক্ষারানিলার্দ্দিতাঃ।
শূলিনো মূত্রঘাতার্ত্তা বিরেকার্হা নরামতাঃ ॥ ৯—১১ ॥
বহুপিত্তো মৃদুঃ প্রোক্তো বহুশ্লেষ্মা চ মধ্যমঃ।
বহুবাতঃ ক্রূরকোষ্ঠো দুর্বিরেচ্যঃ স কথ্যতে ॥

কদাচিৎ প্রকুপিত হইয়া থাকে ; কিন্তু যাহারা সংশোধনদ্বারা শোধিত হইয়াছে তাহাদের দোষ পুনর্ব্বার কুপিত হয় না ॥ ৪—৬ ॥

বালক, বৃদ্ধ, অতিস্নিগ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ভয়যুক্ত, পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও স্থূল ব্যক্তি এবং গর্ভিণী, নবজ্বরী, নবপ্রসূতানারী, মন্দাগ্নিগ্রস্ত, মদাত্যয়ী, শল্যার্দ্দিত ও রুক্ষ ব্যক্তিকে বিরেচন দেওয়া অকর্ত্তব্য ॥ ৭।৮ ॥

জীর্ণজ্বর, বিষ, বাতরক্ত, ভগন্দর, অর্শঃ, পাণ্ডু, উদরী, গ্রন্থি, হৃদ্রোগ ও অরুচি পীড়িত ; যোনিরোগ, প্রমেহ, গুল্ম, প্লীহা, ব্রণ, অর্দ্দিত, বিদ্রধি, ছর্দ্দি, বিস্ফোট, বিসূচী ও কুষ্ঠ পীড়িত ; কর্ণ, নাসা, শির, মুখ, গুদ ও মেঢ্ররোগান্বিত ; প্লীহা, শোথ ও চক্ষুরোগ পীড়িত, কৃমি, ক্ষার ও বায়ু জন্য অর্দ্দিতগ্রস্ত, শূল ও মূত্রঘাত রোগযুক্ত মানবদিগকে বিরেচন প্রয়োগ করিবে ॥ ৯—১১ ॥

বহুপিত্তে অর্থাৎ পিত্তাধিক্য ব্যক্তির মৃদু, বহু শ্লেষ্মায় (শ্লেষ্মাধিক্য ব্যক্তির) মধ্যম এবং বহুবাতে (বাতাধিক্য ব্যক্তির) ক্রূরকোষ্ঠ এবং দুর্বিরেচ্য বলিয়া কথিত

মৃদ্বীমাত্রা মৃদৌকোষ্ঠে মধ্যকোষ্ঠে চ মধ্যমা।
ক্রূরে তীক্ষ্ণামতা দ্রব্যৈর্মৃদুমধ্যমতীক্ষ্ণকৈঃ॥ ১২। ১৩॥
মৃদুর্দ্রাক্ষাপয়শ্চঞ্চুতৈলৈরপি বিরিচ্যতে।
মধ্যমস্ত্রিবৃতাতিক্তারাজবৃক্ষৈর্বিরিচ্যতে॥
ক্রূরঃ স্নুক্পয়সা হেমক্ষীরীদন্তীফলাদিভিঃ।
মাত্রোত্তমা বিরেকস্য ত্রিংশদ্বেগৈঃ কফান্তিকা।
বেগৈর্বিংশতিভির্মধ্যা হীনোক্তা দশবেগিকা॥ ১৪। ১৫॥
দ্বিপলং শ্রেষ্ঠমাখ্যাতং মধ্যমঞ্চ পলং ভবেৎ।
পলার্দ্ধং চ কষায়াণাং কনীয়স্তু বিরেচনম্॥
কল্কমোদকচূর্ণানাং কর্ষং মধ্বাজ্যলেহতঃ।
কর্ষদ্বয়ং পলং বাপি বয়োরোগাদ্যপেক্ষয়া॥
পিত্তোত্তরে ত্রিবৃচ্চূর্ণং দ্রাক্ষাক্বাথাদিভিঃ পিবেৎ।
ত্রিফলাক্বাথগোমূত্রৈঃ পিবেদ্ব্যোষং কফার্দ্দিতঃ॥
ত্রিবৃচ্ছুণ্ঠীসৈন্ধবানাং চূর্ণমম্লৈঃ পিবেন্নরঃ।
বাতার্দ্দিতো বিরেকায় জাঙ্গলানাং রসেন বা॥ ১৬—১৯॥

হয়। মৃদুকোষ্ঠে মৃদুমাত্রা ও মৃদু ঔষধ, মধ্যম কোষ্ঠে মধ্যম মাত্রা ও মধ্যম ঔষধ এবং ক্রূরকোষ্ঠে তীক্ষ্ণমাত্রা ও তীক্ষ্ণঔষধ বিরেচনার্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য॥১২।১৩॥

মৃদুকোষ্ঠে কিস্‌মিস্, দুগ্ধ ও চঞ্চুতৈল (এরণ্ডতৈল) দ্বারা, মধ্যম কোষ্ঠে ত্রিবৃৎ (তেউড়ী), তিক্তা (কটুকী) ও রাজবৃক্ষ (আরগ্বধ) দ্বারা এবং ক্রূরকোষ্ঠে সিজক্ষীর, হেমক্ষীরী (স্বর্ণক্ষীরী) ও দন্তীফলাদিদ্বারা বিরেচন করান কর্ত্তব্য। ত্রিংশৎবার দাস্ত ও দাস্তের অন্তে কফ নির্গত হওয়াকে বিরেচনের শ্রেষ্ঠ ও বিংশতিবার দাস্ত হওয়াকে মধ্যম ও দশবার দাস্ত হওয়াকে বিরেচনের হীনমাত্রা বলিয়া জানিবে॥ ১৪।১৫॥

বিরেচনার্থ কষায়াদির শ্রেষ্ঠমাত্রা দুই পল, মধ্যম মাত্রা এক পল এবং হীনমাত্রা অর্দ্ধপল। কল্ক, মোদক ও চূর্ণাদির মাত্রা দুই কর্ষ বা এক পল, বয়স ও রোগাদি বিবেচনা পূর্ব্বক মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করতঃ লেহন করিতে দিবে। পিত্তোত্তরে ত্রিবৃৎচূর্ণ কিস্‌মিসের ক্বাথাদিসহ এবং কফ পীড়িত ব্যক্তি হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, মরিচ ও শুঁঠচূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিবে। বাতার্ত্ত ব্যক্তি বিরেচনের জন্য ত্রিবৃৎ, শুঁঠ ও সৈন্ধবচূর্ণ, কাঞ্জিক ও জাঙ্গলমাংসরসসহ সেবন করিবে॥ ১৬—১৯॥

এরণ্ডতৈলং ত্রিফলাক্কাথেন দ্বিগুণেন বা।
যুক্তং পীত্বা পয়োভির্বা ন চিরেণ বিরিচ্যতে॥
ত্রিবৃতাকৌটজং বীজং পিপ্পলীবিশ্বভেষজম্।
সমৃদ্বীকারসক্ষৌদ্রং বর্ষাকালে বিরেচনম্॥
ত্রিবৃদ্দুরালভামুস্তাশর্করোদিচ্যচন্দনম্।
দ্রাক্ষাম্বুনা সযষ্ট্যাহ্বং শীতলং চ ঘনাত্যয়ে॥
ত্রিবৃতাং চিত্রকং পাঠামজাজীং সরলাং বচাম্।
হেমক্ষীরীঞ্চ হেমন্তে চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ॥
পিপ্পলীনাগরং সিন্ধুশ্যামাত্রিবৃতয়া সহ।
লিহেৎ ক্ষৌদ্রেণ শিশিরে বসন্তে চ বিরেচনম্।
ত্রিবৃতা শর্করাতুল্যা গ্রীষ্মকালে বিরেচনম্॥ ২০—২৪।

অভয়ামোদকঃ—

অভয়ামরিচং শুণ্ঠীবিড়ঙ্গামলকানি চ।
পিপ্পলীপিপ্পলীমূলং ত্বক্পত্রং মুস্তমেব চ॥
এতানি সমভাগানি দন্তী চ ত্রিগুণা ভবেৎ।
ত্রিবৃতাষ্টগুণা জ্ঞেয়া ষড়্গুণা চাত্রশর্করা॥

এরণ্ডতৈল দ্বিগুণ ত্রিফলার ক্বাথ বা দুগ্ধের সহিত পান করিলে অচিরেই বিরেচন হয়। ত্রিবৃৎ, ইন্দ্রযব, পিপুল ও শুঁঠ কিস্‌মিসের ক্বাথ ও মধুর সহিত বর্ষাকালে বিরেচনার্থ ব্যবহার করিবে। ঘনাত্যয়ে তেউড়ী, দুরালভা, মুতা, চিনি, বালা, রক্তচন্দন, কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধুর ক্বাথ শীতল করিয়া বিরেচনের জন্য প্রয়োগ করিবে। হেমন্তকালে ত্রিবৃৎ, রক্তচিতা, আকনাদি, কৃষ্ণজীরা, সরলকাষ্ঠ, বচ ও হেমক্ষীরী চূর্ণ বিরেচনার্থ উষ্ণজলের সহিত প্রয়োগ করিবে।

শিশিরকালে ও বসন্তকালে বিরেচনার্থ পিপুল, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, শ্যামালতা ও তেউড়ীচূর্ণ মধুসহ লেহন করিবে। গ্রীষ্মকালে ত্রিবৃৎ ও শর্করা সমভাগে বিরেচনার্থ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য॥ ২০—২৪॥

হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুলমূল, দারুচিনি, তেজপাত ও মুতা ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, দন্তী তিন ভাগ, তেউড়ী আটভাগ ও চিনি ছয়ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুদ্বারা কর্ষ পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিয়া

মধুনা মোদকং কৃত্বা কর্ষমাত্রং প্রমাণতঃ।
একৈকং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ শীতং চানুপিবেজ্জলম্ ॥
তাবদ্বিরিচ্যতে জন্তুর্যাবদুষ্ণং ন সেবতে।
পানাহারবিহারেষু ভবেন্নির্যন্ত্রিণঃ সদা ॥
বিষমজ্বরমন্দাগ্নিপাণ্ডুকাসভগন্দরান্।
দুর্নামকুষ্ঠগুল্মার্শোগলগণ্ডভ্রমোদরান্ ॥
বিদাহপ্লীহমেহাংশ্চ যক্ষ্মাণং নয়নাময়ান্।
বাতরোগং তথাধ্মানং মূত্রকৃচ্ছ্রাণি চাশ্মরীম্ ॥
পৃষ্ঠপার্শ্বোরুজঘনজঙ্ঘোদররুজাং জয়েৎ।
সততং শীলনাদেষাং পলিতানি প্রণাশয়েৎ।
অভয়ামোদকাহ্যেতে রসায়নবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৫—৩১ ॥
পীত্বা বিরেচনং শীতজলৈঃ সংসিচ্য চক্ষুষী।
সুগন্ধি কিঞ্চিদাঘ্রায় তাম্বূলং শীলয়েদ্বরম্ ॥
নবাতস্থো নবেগাংশ্চ ধারয়েন্নস্বপেত্তথা।
শীতাম্বু ন স্পৃশেৎ ক্বাপি কোষ্ণং নীরং পিবেন্মুহুঃ ॥

প্রাতঃকালে এক একটী সেবনান্তর শীতলজলপান করিবে। যাবৎ উষ্ণাদি ব্যবহার না করা যায় তাবৎকাল ইহাদ্বারা বিরেচন হইয়া থাকে। পান, আহার ও বিহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়মাদি প্রতিপালন করিতে হয় না। ইহাদ্বারা বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি, পাণ্ডু, কাস, ভগন্দর, অতিকঠিন কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, গলগণ্ড, ভ্রম, উদরী, বিদাহ, প্লীহা, প্রমেহ, রাজযক্ষ্মা, চক্ষুপীড়া, বাতরোগ, আধ্মান, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী এবং পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, উরু, জঘন, জঙ্ঘা ও উদরীবেদনা বিনষ্ট হয়। এবং সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে পলিত বিনষ্ট হয়। এই অভয়ামোদক অত্যন্ত রসায়ন বলিয়া জানিবে ॥ ২৫—৩১ ॥

বিরেচক ঔষধ পান করতঃ শীতলজল চক্ষুর্দ্বয়ে সেচন করিবে এবং কোন সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া তাম্বূল সেবন করিবে। বিরেচন ঔষধ সেবন করিয়া বাতস্থলে বাস ও মলের বেগধারণ করিবে না এবং বিরেচন ঔষধ সেবন করিয়া নিদ্রা যাইবে না, পরন্তু শীতলজল স্পর্শ করিবে না। কিন্তু মুহুর্মুহু উষ্ণজল পান

কর্পূরং সর্ব্বগাত্রেষু লেপয়েদগুর্বাদিনা।
বলাদৌষধপিত্তানি বায়ুর্বান্তে যথা ব্রজেৎ॥
রেকাত্তথা মলং পিত্তং ভেষজঞ্চ কফো ব্রজেৎ।
দুর্ব্বিরিক্তস্য নাভেস্তু স্তব্ধত্বং কুক্ষিশূলতা॥
পুরীষবাতসঙ্গশ্চ কণ্ডূমণ্ডলগৌরবাঃ।
বিদাহোঽরুচিরাধ্মানং ভ্রমচ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে॥
তং পুনঃ পাচনৈঃ স্নেহৈঃ পক্ত্বা সংস্বেদ্য রেচয়েৎ।
তেনাস্যোপদ্রবা যান্তি দীপ্তাগ্নির্লঘুতা ভবেৎ॥ ৩২—৩৭॥
বিরেকস্যাতিযোগেন মূর্চ্ছা ভ্রংশো গুদস্য চ।
শূলং কফাতিযোগঃ স্যান্মাংসধাবনসন্নিভম্॥
মেদোনিভঞ্জলাভাসং রক্তং বাপি বিরিচ্যতে।
তস্য শীতাম্বুভিঃ সিক্তং শরীরং তণ্ডুলাম্বুভিঃ॥
মধুমিশ্রৈস্তথাশীতৈঃ কারয়েদ্বমনং মৃদু।
সহকারত্বচঃ কল্কো দধ্না সৌবীরকেণ বা॥
পিষ্টো নাভিপ্রলেপন হন্ত্যতীসারমুল্বণম্।

করিবে। এবং অগুরু প্রভৃতির সহিত গাত্রে কর্পূর লেপন করিবে। বমনান্তে বায়ু যেরূপ পিত্ত, কফ ও ঔষধের সহিত মিলিত হয় বিরেচন প্রযুক্ত কফও সেইরূপ মল, পিত্ত ও ঔষধের সহিত মিলিত হয়। দুর্বিরিক্ত ব্যক্তির নাভির স্তব্ধতা, কুক্ষিশূল, পুরীষ ও বায়ুর অপ্রবৃত্তি, কণ্ডূ, মণ্ডল, গাত্রগুরুতা, বিদাহ, অরুচি, আধ্মান, ভ্রম ও ছর্দ্দিরোগোৎপন্ন হয়। দুর্বিরিক্ত ব্যক্তিকে পাচনদ্বারা পাচিত ও স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া বিরেচন ঔষধ পুনর্ব্বার প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব সকল নিবারিত হয় এবং অগ্নিরদীপ্তি ও শরীর লঘু হয়॥ ৩২—৩৭॥

বিরেকের অতিযোগে মূর্চ্ছা, গুদভ্রংশ, শূলবেদনা, কফের অতিযোগ এবং মাংসধৌত জলের ন্যায়, মেদের ন্যায় ও জলের ন্যায় রক্ত বিরেচন হয়। উক্ত অতিযোগ পীড়িত ব্যক্তির শরীরে শীতলজল ও তণ্ডুলোদক সেচন করিয়া মধুমিশ্রিত শীতল জলদ্বারা মৃদু বমন করাইবে। আম্রবৃক্ষত্বকের কল্ক দধি ও সৌবীরক (কাঞ্জিক বিশেষ) দ্বারা পেষণ করতঃ নাভিতে প্রলেপ দিলে অতি প্রবল

আজং ক্ষীরং রসং বাপি বৈষ্কিরং হারিণং তথা।
শালিভিঃ ষষ্টিকৈঃ স্বল্পং মসূরৈর্ব্বাপি ভোজয়েৎ ॥ ৩৮—৪১ ॥
শীতৈ সংগ্রাহিভির্দ্রব্যৈঃ কুর্য্যাৎ সংগ্রহণং ভিষক্।
লাঘবং মনসস্তুষ্টিমনুলোমং গতেঽনিলে।
সুবিরিক্তঃ নরং জ্ঞাত্বা পাচনং পায়য়েন্নিশি ॥
ইন্দ্রিয়াণাং বলং বুদ্ধেঃ প্রসাদং বহ্নিদীপনম্।
ধাতুস্থৈর্য্যং বয়ঃ স্থৈর্য্যং ভবেদ্রেচনসেবনাৎ ॥
প্রবাতসেবাশীতাম্বুস্নেহাভ্যঙ্গমজীর্ণতাম্।
ব্যায়ামং মৈথুনং বাপি ন সেবেত বিরেচিতঃ ॥
শালিষষ্টিকমুদ্গাদ্যৈর্যবাগূং ভোজয়েৎ কৃতাম্।
জাঙ্গলৈর্বিষ্কিরাণাং বা রসৈঃ শাল্যোদনং হিতম্ ॥ ৪২—৪৫ ॥

ইতি শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অতীসার বিনষ্ট হয়। ইহাতে ছাগদুগ্ধ, ছাগমাংসরস, কুক্কুট ও হরিণমাংসরস, ষষ্টি ও শালিধান্যের অন্ন মসূরীসহ স্বল্প মাত্রায় ভোজন করিতে দিবে ॥৩৮—৪১॥

বিরেচনদ্বারা বায়ুর অনুলোমন ও শরীর লঘু হইয়া আসিলে মনস্তুষ্টির জন্য চিকিৎসক শীতল ও সংগ্রাহীদ্রব্যদ্বারা সংগ্রহণ করিবেন। অনন্তর ভাল রূপ বিরেচন হইলে রাত্রিতে পাচন ঔষধ সেবন করিতে দিবেন। বিরেচন ঔষধ সেবনে ইন্দ্রিয় সকল সবল, বুদ্ধি প্রসন্ন, অগ্নিপ্রদীপ্ত এবং ধাতু ও বয়স স্থির হয় অর্থাৎ অধিক বয়স হইলেও বয়স অনুরূপ দেখায় না। বিরেচিত ব্যক্তি বাতসেবা, শীতলজল পান, স্নেহাভ্যঙ্গ, অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন, পরিশ্রম ও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। বিরেচনান্তে শালি, ষষ্টি ও মুদ্গাদির সহিত যবের মণ্ড অথবা জাঙ্গল বা বিষ্কির (পক্ষীবিশেষ) মাংসরসের সহিত শাল্যন্ন ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয় ॥ ৪২—৪৫ ॥

শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বস্তিবিধিঃ—

বস্তির্দ্বিধানুবাসাখ্যো নিরূহশ্চ ততঃ পরম্‌।
বস্তিভির্দীয়তে যস্মাৎ তস্মাদ্বস্তিরিতি স্মৃতঃ॥
যঃ স্নেহৈর্দীয়তে স স্যাদনুবাসননামকঃ।
কষায়ক্ষীরতৈলৈর্যো নিরূহঃ স নিগদ্যতে॥ ১। ২॥
তত্রানুবাসনাখ্যো হি বস্তির্যঃ সোঽত্র কথ্যতে।
পূর্ব্বমেব ততো বস্তির্নিরূহাখ্যো ভবিষ্যতি॥
নিরূহাদিতরশ্চৈব বস্তিঃ স্যাদুত্তরাভিধঃ।
অনুবাসনভেদশ্চ মাত্রাবস্তিরুদীরিতঃ॥
পলদ্বয়ং তস্য মাত্রা তস্মাদর্দ্ধাপি বা ভবেৎ।
অনুবাস্যস্তু রূক্ষঃ স্যাত্তীক্ষ্ণাগ্নিঃ কেবলানিলী॥
নানুবাস্যস্তু কুষ্ঠী স্যান্মেহী স্থূলস্তথোদরী।
নাস্থাপ্যা নানুবাস্যাঃ স্যুরজীর্ণোন্মাদতৃট্‌যুতাঃ।
শোকমূর্চ্ছারুচিভয়শ্বাসকাসক্ষয়াতুরাঃ॥ ৩—৬॥

বস্তি দুই প্রকার, যথা।—অনুবাসন ও নিরূহণ। বস্তি (মৃগাদির মূত্রকোষ) দ্বারা প্রযুক্ত হয় বলিয়া ইহাকে বস্তি (পিচ্‌কারী) বলা যায়। স্নেহ বস্তুদ্বারা যে বস্তি দেওয়া যায় তাহাকে অনুবাসন এবং কষায়, দুগ্ধ ও তৈলাদিদ্বারা যে বস্তি দেওয়া হয় তাহাকে নিরূহণ বলা যায়॥ ১।২॥

এস্থলে অনুবাসন নামক বস্তির বিষয় বলা যাইতেছে অন্য স্থলে নিরূহ বস্তির বিষয় বলা যাইবে। নিরূহ ভিন্ন অন্য আর এক প্রকার বস্তি আছে তাহাকে উত্তর বস্তি বলা যায়। ইহা ভিন্ন অনুবাসন বস্তির অন্য এক প্রকার ভেদ আছে তাহার নাম মাত্রাবস্তি। উহার মাত্রা দুই বা অর্দ্ধ পল, কেবল বাতপীড়িত, তীক্ষ্ণাগ্নি ও রূক্ষব্যক্তি অনুবাসন বস্তির যোগ্য, কিন্তু কুষ্ঠ ও মেহরোগাক্রান্ত এবং আস্থাপ্য (যে নিরূহবস্তির যোগ্য), স্থূল ও উদরীরোগপীড়িত ব্যক্তি অনুবাসন বস্তির যোগ্য নয়। এবং অজীর্ণ, উন্মাদ, পিপাসা, শোক, মূর্চ্ছা, অরুচি, ভয়, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়ার্ত্ত ব্যক্তিও অনুবাসনের যোগ্য নয়॥ ৩—৬॥

নেত্রং কার্য্যং সুবর্ণাদিধাতুভির্বৃক্ষবেণুভিঃ।
নলৈর্দ্দন্তৈর্বিষাণাগ্রৈর্মণিভির্ব্বা বিধীয়তে॥
একবর্ষাত্তু ষড়্বর্ষং যাবন্মানং ষড়ঙ্গুলম্।
ততো দ্বাদশকং যাবন্মানং স্যাদষ্টসংমিতম্॥
ততঃ পরং দ্বাদশভিরঙ্গুলৈর্নেত্রদীর্ঘতা।
মুদ্রাছিদ্রং কলায়াভং ছিদ্রং কোলাস্থিসন্নিভম্॥
গোপুচ্ছসন্নিভং মূলে স্থূলং তস্মাৎ ক্রমাৎ কৃশং।
যথাসংখ্যং ভবেন্নেত্রং শ্লক্ষ্ণং গোপুচ্ছসন্নিভম্॥
আতুরাঙ্গুষ্ঠমানেন মূলে স্থূলং বিধীয়তে।
কনীষ্ঠিকাপরীণাহমগ্রে চ গুটিকামুখে॥
তন্মূলে কর্ণিকে দ্বে চ কার্য্যে ভাগাচ্চতুর্থকাৎ।
যোজয়েৎ তত্র বস্তিঞ্চ বন্ধদ্বয়বিধানতঃ॥
মৃগাজশূকরগবাং মহিষস্যাপি বা ভবেৎ।
মূত্রকোশস্য বস্তিস্তু তদলাভে চ চর্ম্মণঃ॥
কষায়রক্তঃ সুমৃদুবস্তিঃ স্নিগ্ধো দৃঢ়ো হিতঃ।
ব্রণবস্তেস্তু নেত্রং স্যাৎ শ্লক্ষ্ণমষ্টাঙ্গুলোন্মিতম্॥

সুবর্ণাদি ধাতু, বৃক্ষ, বেণু (বাঁশ), নল, দন্ত, বিষাণাগ্র (শৃঙ্গ) অথবা মণি প্রভৃতি দ্বারা নেত্র (পিচ্‌কারীর নল) প্রস্তুত করা বিধেয়। এক বৎসর হইতে ছয় বৎসর বয়স্কের পক্ষে উহা (নল) ছয় অঙ্গুলী, এবং সাত হইতে দ্বাদশ বয়স্কের পক্ষে আট অঙ্গুলী এবং উহার ঊর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে দ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ নল হওয়া আবশ্যক। নলের ছিদ্রের পরিমাণ কলাইয়ের ন্যায় ভিতরের ছিদ্রের পরিমাণ কুলের আঁঠির ন্যায় এবং নল শ্লক্ষ্ণ ও গোপুচ্ছাকৃতি হওয়া আবশ্যক। মূল প্রদেশ গোপুচ্ছ সদৃশ স্থূল হইয়া ক্রমে কৃশ হইয়া আসিবে। অথবা নলের মূল, পীড়িতব্যক্তির অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থূল এবং অগ্রে কনিষ্ঠাঙ্গুলির সদৃশ স্থূল ও নলের মুখে একটী গুটি থাকা বিশেষ আবশ্যক। পরন্তু নলের মূলে চতুর্থাংশ পরিমিত স্থানে গোকর্ণবৎ দুইটী কাণ প্রস্তুত করতঃ বস্তি যোজনা করিবে। মৃগ, ছাগ, শূকর, গো অথবা মহিষের মূত্রকোষ তদভাবে চর্ম্মদ্বারা বস্তি প্রস্তুত করা বিধেয়। মঞ্জিষ্ঠা ও হরীতকী প্রভৃতির ক্বাথদ্বারা রঞ্জিত বস্তি সুমৃদু, স্নিগ্ধ, দৃঢ় (শক্ত) ও হিতকর। ব্রণ বস্তির নল সূক্ষ্ম ও অষ্টাঙ্গুল পরিমিত এবং মুদ্গা

মুদ্গাচ্ছিদ্রগৃধ্রপক্ষনলিকাপরিণাহি চ।
শরীরোপচয়ং বর্ণং বলমারোগ্যমায়ুষঃ।
কুরুতে পরিবৃদ্ধিঞ্চ বস্তিঃ সম্যগুপাসিতঃ ॥ ৭—১৫ ॥
দিবাশীতে বসন্তে চ স্নেহবস্তিঃ প্রদীয়তে।
গ্রীষ্মবর্ষাশরৎকালে রাত্রৌ স্যাদনুবাসনম্ ॥
ন চাতিস্নিগ্ধমশনং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ।
মদং মূর্চ্ছাঞ্চ জনয়েদ্দ্বিধাস্নেহঃ প্রযোজিতঃ।
রুক্ষং ভুক্তবতোঽত্যন্তং বলম্বর্ণঞ্চ হীয়তে ॥
হীনমাত্রাবুভৌ বস্তী নাতিকার্য্যকরৌ স্মৃতৌ।
অতিমাত্রৌ তথানাহক্লমাতীসারকারকৌ ॥ ১৬—১৮ ॥
উত্তমস্য পলৈঃ ষড়্ভির্ম্মধ্যমস্য পলৈস্ত্রিভিঃ।
পলাদ্যর্দ্ধেন হীনস্য যুক্তামাত্রানুবাসনে ॥
শতাহ্বাসৈন্ধবাভ্যাঞ্চ দেয়ং স্নেহে চ চূর্ণকম্।
তন্মাত্রোত্তমমধ্যান্ত্যাঃ ষট্চতুর্দ্বয়মাষকৈঃ ॥ ১৯। ২০ ॥

সদৃশ ছিদ্র ও গৃধ্রপক্ষের ন্যায় নলিকা স্থূল হওয়া আবশ্যক। বস্তি সম্যক্ রূপে প্রযুক্ত হইলে শরীরের উপচয়, বর্ণ, বল ও আয়ুর্বৃদ্ধি এবং রোগারোগ্য হয় ॥ ৭—১৫ ॥

শীত ও বসন্তকালে দিবাতে স্নেহবস্তি এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে রাত্রিতে অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অতি স্নিগ্ধবস্তু ভোজন করাইয়া অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করা উচিত নয়, কারণ, দ্বিধা স্নেহ প্রযুক্ত হইলে মদ ও মূর্চ্ছা-রোগোৎপন্ন হয়। এবং অত্যন্ত রুক্ষসেবীর বলবর্ণ হ্রাস হয়। উভয় (অনুবাসন ও নিরূহ) বস্তি হীনমাত্রায় প্রয়োগ করিলে কোন ফলই দর্শে না, পরন্তু অতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে আনাহ, ক্লান্তি ও অতীসাররোগ জন্মিয়া থাকে ॥ ১৬—১৮ ॥

বস্তির শ্রেষ্ঠমাত্রা ছয় পল, মধ্যমমাত্রা তিন পল এবং হীনমাত্রা অর্দ্ধ পল। শতাহ্বা (শলুফা) ও সৈন্ধবচূর্ণ স্নেহেতে দিতে হইলে তাহার শ্রেষ্ঠমাত্রা ছয় মাষা, মধ্যম মাত্রা চারি মাষা ও হীনমাত্রা দুই মাষা ॥ ১৯। ২০ ॥

বিরেচনাৎ সপ্তরাত্রে গতে জাতবলায় চ।
ভুক্তান্নায়ানুবাস্যায় বস্তির্দেয়োঽনুবাসনঃ॥
অথানুবাস্যং স্বভ্যক্তমুষ্ণাম্বুস্বেদিতং শনৈঃ।
ভোজয়িত্বা যথাশাস্ত্রং কৃতচঙ্ক্রমণন্ততঃ॥
উৎসৃষ্টানিলবিণ্মূত্রং যোজয়েৎ স্নেহবস্তিনা।
সুপ্তস্য বামপার্শ্বেন বামজঙ্ঘাপ্রসারিণঃ॥
কুঞ্চিতাপরজঙ্ঘস্য নেত্রং স্নিগ্ধে গুদে ন্যসেৎ।
বদ্ধা বস্তিমুখং সূত্রৈর্বামহস্তেন ধারয়েৎ॥
পীড়য়েদ্দক্ষিণেনৈব মধ্যবেগেন ধীরধীঃ।
জৃম্ভাং কাসক্ষবাদীংশ্চ বস্তিকালে ন কারয়েৎ॥
ত্রিংশন্মাত্রামিতঃ কালঃ প্রোক্তো বস্তেস্তু পীড়নে।
ততঃ প্রণিহিতঃ স্নেহঃ উত্তানো বাক্শতং ভবেৎ॥
প্রসারিতৈঃ সর্ব্বগাত্রৈর্যথাবীর্য্যং প্রসর্পতি।
তাড়য়েত্তলয়োরেনং ত্রীন্বারাংশ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥
স্ফিজোশ্চৈবং ততঃ শ্রোণীং শয্যাঞ্চৈবোৎক্ষিপেত্ততঃ।
জাতে বিধানেতু ততঃ কুর্য্যান্নিদ্রাং যথাসুখম্॥

বিরেচন প্রদানের পর সাত রাত্রি গত হইলে এবং বল জন্মিলে ভুক্তান্ন ও অনুবাস্য ব্যক্তিকে অভ্যঙ্গ করিয়া এবং উষ্ণজলদ্বারা ক্রমে স্বেদ করানন্তর যথাবিহিত ভোজন ও পরিশ্রম, মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করাইয়া স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। রোগীকে বামপার্শ্বে শয়ন, বামজঙ্ঘা প্রসারণ, দক্ষিণজঙ্ঘা কুঞ্চিত করাইয়া মলদ্বারে স্নেহ মাখাইয়া পিচকারীর নল প্রবেশ করাইবে এবং সূত্রদ্বারা বস্তিমুখ বন্ধন করিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা মধ্যমবেগে বস্তি পীড়ন (টিপিবে) করিবে। উক্ত সময়ে যাহাতে জৃম্ভা, কাস ও হাঁচি না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবে। বস্তি টিপিবার সময় ত্রিংশৎ মাত্রা তৎপর স্নেহাদি প্রয়োগানন্তর বাক্শতকাল উত্থানভাবে থাকিবে। ইহাদ্বারা স্নেহবীর্য্য সমস্তাঙ্গে বিস্তৃত হয়। তৎপরে রোগীর পদতলে, কটী ও নিতম্বে তিন তিন বার আঘাত করিবে এবং শয্যা উৎক্ষেপন করিবে। এইরূপে যথাবিহিত নিয়মাদি সম্পন্ন হইলে যথাসুখ শয়ন করিতে বলিবে। বায়ু ও পুরীষ সহিত স্নেহ সকল

সানিলঃ সপুরীষশ্চ স্নেহঃ প্রত্যেতি যস্য তু।
উপদ্রবং বিনা শীঘ্রং স সম্যগনুবাসিতঃ॥
জীর্ণান্নমথ সায়াহ্নে স্নেহে প্রত্যাগতে পুনঃ।
লঘ্বন্নং ভোজয়েৎ কামন্দীপ্তাগ্নিস্তু নরো যদি॥
অনুবাসিতায় দেয়ঃ স্যাদিতরেহহ্নি সুখোদকম্।
ধান্যশুণ্ঠীকষায়ো বা স্নেহব্যাপত্তিনাশনঃ॥
অনেন বিধিনা ষড্বা সপ্ত চাষ্টৌ নবাপি বা।
বিধেয়া বস্তয়স্তেষামন্তে চৈব নিরূহণম্॥
দত্তস্তু প্রথমো বস্তিঃস্নেহয়েদ্বস্তিবঙ্ক্ষণৌ।
সম্যগ্দত্তো দ্বিতীয়স্তু মূর্দ্ধস্থমনিলঞ্জয়েৎ॥
বলম্বর্ণঞ্চ জনয়েত্তৃতীয়স্তু প্রযোজিতঃ।
চতুর্থপঞ্চমৌ দত্তৌ স্নেহযেতাং বসাসৃজী॥
ষষ্ঠো মাংসং স্নেহয়তি সপ্তমো মেদএব চ।
অষ্টমো নবমশ্চাপি মজ্জানঞ্চ যথাক্রমম্॥
এবং শুক্রগতান্ দোষাণ্ দ্বিগুণঃ সাধুসাধয়েৎ।
অষ্টাদশাষ্টাদশকান্ বস্তীনাং যো নিষেবতে।
স কুঞ্জরবলোহশ্বশ্চঞ্জয়েৎ তুল্যোহমরপ্রভঃ॥

সত্বর বহির্গত হইলে সম্যক্ রূপে অনুবাসন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিবে। স্নেহ নির্গত হওয়ার পর যদি রোগীর অগ্নির দীপ্তি হয় তবে তাহাকে লঘু অন্ন সন্ধ্যাকালে ভোজন করিতে দিবে। এবং পর দিবস অনুবাসিত ব্যক্তিকে স্নেহের দোষ নাশের জন্য ধনে ও শুঁঠের কাথ উষ্ণ থাকিতে সেবন করাইবে। এইরূপে ছয়, সাত, আট্ ও নয় বার স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিয়া নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। প্রথম বার বস্তি প্রয়োগে বস্তি ও বঙ্ক্ষণ স্থান স্নিগ্ধ হয়। দ্বিতীয়বার বস্তি সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে মস্তকস্থিত বায়ু প্রশমিত হয়, এবং তৃতীয়বার বস্তি প্রয়োগে বল বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয়। চতুর্থবারে রস, পঞ্চমবারে রক্ত, ষষ্ঠবারে মাংস, সপ্তমবারে মেদঃ, অষ্টমবারে অস্থি এবং নবমবারে বস্তি প্রয়োগে মজ্জা স্নিগ্ধ হয়। এইরূপ আর নয়বার বস্তি প্রয়োগে শুক্রগত দোষ সমূহ বিনষ্ট হয়। আঠার দিন অন্তর বস্তি সেবনে হস্তির ন্যায়

রুক্ষায় বহুবাতায় স্নেহবস্তিং দিনেদিনে।
দদ্যাদ্বৈদ্যস্তথান্যেষামগ্ন্যাং বাধভ াৎ ত্র্যহাৎ॥ ২১—৩৭॥
স্নেহোহল্পমাত্রো রুক্ষাণান্দীর্ঘকালমনত্যয়ঃ।
তথা নিরূহস্নিগ্ধানামল্পমাত্রা প্রশস্যতে॥
অথবা যস্য তৎকালং স্নেহো নির্য্যাতি কেবলঃ।
তস্যান্যোল্পতরো দেয়ো ন হি স্নিগ্ধস্য তিষ্ঠতি॥
অশুদ্ধস্য মলোন্মিশ্রঃ স্নেহো নৈতি যদা পুনঃ।
তদা শৈথিল্যমাধ্মানং শূলং শ্বাসশ্চ জায়তে॥
পক্বাশয়ে গুরুত্বঞ্চ তত্র দদ্যান্নিরূহণম্।
তীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণৌষধৈর্যুক্তা ফলবর্ত্তির্হিতা তথা॥
যথানুলোমনং বায়োর্ম্মলং স্নেহশ্চ জায়তে।
তথা বিরেচনন্দদ্যাৎ তীক্ষ্ণং নস্যঞ্চ শস্যতে॥ ৩৮—৪২॥
যস্য নোপদ্রবং কুর্য্যাৎ স্নেহবস্তিরনিস্থতঃ।
সর্ব্বোহল্পো ব্যাবৃতো রৌক্ষ্যাদুপেক্ষ্যঃ সবিজানতা॥

বলবান্ ও অশ্বের বেগের ন্যায় বেগবান্ এবং অমরপ্রভাযুক্ত হইয়া থাকে। রুক্ষ ও বহুবাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রত্যেক দিন এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে তিন তিন দিন অন্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ২১—৩৭॥

রুক্ষ ব্যক্তিকে অল্প মাত্রায় দীর্ঘকাল স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলেও কোন ক্ষতি হয় না এবং স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে অল্প মাত্রায় নিরূহ বস্তি প্রয়োগ হিতকর। স্নেহ সম্যক্ প্রকারে প্রবৃষ্ট না হওয়াতে যদি প্রয়োগ মাত্রেই নির্গত হইয়া যায় তাহা হইলে তদপেক্ষা অল্প মাত্রায় স্নেহ প্রয়োগ করিবে। যদি অসংশোধিত ব্যক্তির মলমিশ্র স্নেহ পুনঃ নির্গত না হয় তাহা হইলে অঙ্গাবসাদ, আধ্মান, শূল, শ্বাস ও পক্বাশয়ের গুরুত্ব ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় নিরূহ বস্তি প্রয়োগ অথবা তীক্ষ্ণ ঔষধ সহ তীক্ষ্ণ ফলবর্ত্তি এবং যাহাতে বায়ুর অনুলোম, মলশুদ্ধি ও স্নেহন হয় এরূপ বিরেচন ও তীক্ষ্ণ নস্য হিতকর॥ ৩৮—৪২॥

স্নেহবস্তি নিঃসৃত না হইয়াও যদি কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয় তবে রুক্ষতার জন্য নিঃসৃত হয় নাই জানিতে হইবে। সুতরাং এস্থলে কোন প্রতিকারের

অনায়াতে ত্বহোরাত্রে স্নেহং সংশোধনৈর্হরেৎ।
স্নেহবস্তাবনায়াতে নান্যস্নেহো বিধীয়তে॥ ৪৩। ৪৪॥
গুড়ূচ্যেরণ্ডপূতীকভার্গীবৃষকরোহিষম্।
শতাবরীসহচরং কাকনাসাপলোন্মিতাম্॥
যবমাষাতসীকোলকুলত্থান্ প্রসৃতোন্মিতান্।
চতুর্দ্রোণাম্ভসা পক্ত্বা দ্রোণশেষেণ তেন চ॥
পচেত্তৈলাঢ়কে পেষৈ্যর্জ্জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ।
অনুবাসনমেতদ্ধি সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥ ৪৫—৪৭॥
ষট্সপ্ততির্ব্যাপদস্তু জায়ন্তে বস্তিকর্ম্মণঃ।
দূষিতাৎ সমুদায়েন তাশ্চিকিৎস্যাশ্চ সুশ্রুতাৎ॥
পানাহারবিহারাশ্চ পরিহারশ্চ কৃৎস্নশঃ।
স্নেহপানসমাঃ কার্য্যা নাত্র কার্য্যাবিচারণা॥ ৪৮। ৪৯॥

ইতি শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

চষ্টা করিবে না। দিবারাত্রের মধ্যে যদি স্নেহ প্রত্যাগত না হয় তবে পুনর্ব্বার স্নেহ প্রয়োগ না করিয়া সংশোধন দ্বারা দোষের প্রতিকার করিবে॥ ৪৩। ৪৪॥

গুলঞ্চ, এরণ্ড, পূতীক, বামনহাটী, বৃষক, কর্ত্তৃণ, শতাবরী (শতমূলী), সহচর ও কাকনাসা প্রত্যেকে এক পল এবং যব, মাষকলাই, অতসী, কুলবীজ ও কুলথকলাই প্রত্যেকে এক এক প্রসৃতি লইয়া চারি দ্রোণ জলে পাক করতঃ এক দ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উহাতে এক আঢ়ক তৈল ও জীবনীয়-গণের প্রত্যেকের এক এক পল লইয়া উহাতে নিক্ষেপ করতঃ পাক করিবে। এই সকল অনুবাসনদ্বারা বাতরোগসমূহ বিনষ্ট হয়॥ ৪৫—৪৭॥

দূষিত বস্তিকর্ম্মদ্বারা ছিয়াত্তর প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়। সুশ্রুতের মতে তাহাদিগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। স্নেহপান করিলে যে নিয়মে অর্থাৎ স্নান, আহার, বিহার ও যে সকল দ্রব্য বর্জ্জন করিতে হয় বস্তিক্রিয়াতেও তদ্রূপ নিয়মাদি প্রতিপালন করিতে হইবে॥ ৪৮। ৪৯॥

শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নিরূহণবস্তিবিধিঃ—

নিরূহবস্তির্বহুধা ভিদ্যতে কারণান্তরৈঃ।
তৈরেব তস্য নামানি কৃতানি মুনিপুঙ্গবৈঃ॥
নিরূহস্যাপরন্নাম প্রোক্তমাস্থাপনম্বুধৈঃ।
স্বস্থানে স্থাপনাদ্দোষধাতুনাং স্থাপনং মতম্॥
নিরূহস্য প্রমাণন্তু প্রস্থপাদোত্তরং পরম্।
মধ্যমং প্রস্থমুদ্দিষ্টং হীনস্য কুড়বাস্ত্রয়ঃ॥ ১—৩॥
অতিস্নিগ্ধোৎক্লিষ্টদোষঃ ক্ষতোরস্কঃ কৃশস্তথা।
আধ্মানচ্ছর্দ্দিহিক্কার্শঃকাসশ্বাসপ্রপীড়িতঃ॥
গুদশোফাতিসারার্ত্তো বিসূচীকুষ্ঠসংযুতঃ।
গর্ভিণী মধুমেহী চ নাস্থাপ্যশ্চ জলোদরী॥
বাতব্যাধাবুদাবর্ত্তে বাতাসৃগ্বিষমজ্বরে।
মূর্চ্ছাতৃষ্ণোদরানাহমূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীষু চ॥
বৃদ্ধ্যসৃকদরমন্দাগ্নিপ্রমেহেষু নিরূহণম্।
শূলেঽম্লপিত্তে হৃদ্রোগে যোজয়েদ্বিধিবদ্বুধঃ॥ ৪—৭॥

সমবায়ি কারণ বিশেষে নিরূহবস্তির যে সমস্ত প্রভেদ লক্ষিত হয় মুনিগণ-কর্ত্তৃক তাহাদিগের পৃথক পৃথক নাম প্রদত্ত হইয়াছে। নিরূহবস্তি প্রযুক্ত হইলে শরীরস্থ দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) ও ধাতুসমূহ স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করে বলিয়া উহার অপর নাম আস্থাপন। নিরূহবস্তির শ্রেষ্ঠ মাত্রা সপাদপ্রস্থ (অর্থাৎ সোয়াপ্রস্থ), মধ্যমমাত্রা এক প্রস্থ এবং হীনমাত্রা তিন কুড়ব॥ ১—৩॥

যাহাদিগের শরীর স্নিগ্ধ, উৎক্লেশ (উপস্থিত বমন) শূন্য, ক্ষীণ, কৃশ, উরঃক্ষত, আধ্মান, ছর্দ্দি (বমন), হিক্কা, অর্শঃ, শোথ, শ্বাস, মলদ্বারে শোথ, অতীসার, বিসূচিকা ও কুষ্ঠগ্রস্ত এবং গর্ভিণী, মধুমেহী ও জলোদরপীড়িত ব্যক্তিকে আস্থাপন (নিরূহবস্তি) দেওয়া বিধেয় নহে। পরন্তু বাতব্যাধি, উদাবর্ত্ত, বাতরক্ত, বিষমজ্বর, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, উদর, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বৃদ্ধি, রক্তপ্রদর, মন্দাগ্নি, প্রমেহ, শূল, অম্লপিত্ত ও হৃদ্রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিরূহবস্তি বিধিবৎ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য॥ ৪—৭॥

উৎসৃষ্টানিলবিণ্মূত্রং স্নিগ্ধং স্বিন্নমভোজিতম্।
মধ্যাহ্নে গৃহমধ্যে চ যথাযোগ্যং নিরূহয়েৎ॥
স্নেহবস্তিবিধানেন বুধঃ কুর্য্যান্নিরূহণম্।
জাতে নিরূহে চ ততো ভবেত্তুৎকটকাসনঃ॥
তিষ্ঠেন্মুহূর্ত্তমাত্রন্তু নিরূহাগমনেচ্ছয়া।
অনায়াতং মুহূর্ত্তন্তু নিরূহং শোধনৈর্হরেৎ॥
নিরূহৈরেব মতিমান্ ক্ষারমূত্রাম্লসৈন্ধবৈঃ।
যস্য ক্রমেণ গচ্ছন্তি বিট্‌পিত্তকফবায়বঃ॥
লাঘবঞ্চোপজায়েত সুনিরূহন্তমাদিশেৎ।
যস্য স্যাদ্বস্তিরল্পাল্পবেগো হীনমলানিলঃ।
মূত্রার্ত্তিজাড্যারুচিমান্ দুর্নিরূহন্তমাদিশেৎ॥ ৮—১২॥
বিবিক্ততা মনস্তুষ্টিঃ স্নিগ্ধতা ব্যাধিনিগ্রহঃ।
আস্থাপনে স্নেহবস্ত্যোঃ সম্যক্ দানেতু লক্ষণম্।
অনেন বিধিনা যুঞ্জ্যান্নিরূহবস্তিদানবিৎ॥
দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং বা চতুর্থং বা যথোচিতম্।
সস্নেহএকঃ পবনে পিত্তে দ্বৌ পয়সা সহ॥ ১৩। ১৪॥

মল, মূত্র ও বায়ুর বেগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নিগ্ধ হইয়া এবং উষ্ণজলে স্নান করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহের অভ্যন্তরে যথাবিহিত রূপে নিরূহবস্তি গ্রহণ করিবে। স্নেহ বস্তি প্রয়োগের যেরূপ নিয়মাদি আছে নিরূহবস্তি প্রয়োগের নিয়মাদিও সেই রূপ জানিবে। নিরূহবস্তি সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে বস্তি দ্রব্য নির্গত হইবার জন্য রোগীকে মুহূর্ত্তকাল উৎকটকাসনে উপবেশন করিতে হইবে। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে নিরূহদ্রব্য প্রত্যাগত না হইলে ক্ষার, গোমূত্র, কাঞ্জিক ও সৈন্ধবলবণযুক্ত তীক্ষ্ণ নিরূহদ্বারা দোষের শান্তির জন্য সংশোধন করিতে হইবে। যাহার কফ, পিত্ত, বায়ু ও মল ক্রমান্বয়ে নির্গত হইয়া শরীর লঘু হয় তাহাকে সম্যক্ বা সুনিরূহ বলা যায়। বস্তি প্রয়োগে যাহার বেগ অল্প এবং বায়ু ও মল নির্গত না হয়, পরন্তু মূত্ররোধ, জড়তা ও অরুচি জন্মায় তাহাকে দুর্নিরূহ বলা যায়॥৮—১২॥

আস্থাপন ও স্নেহবস্তি সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে প্রযোজিত দ্রব্যের প্রত্যাগমন, মনের প্রফুল্লতা, শরীরের স্নিগ্ধতা এবং ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। বস্তিপ্রয়োগজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে দুই, তিন বা চারিবার (যাহা উচিত বোধ হয়) নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবেন॥ ১৩।১৪॥

কষায়কটুরুক্ষাদ্যাঃ কফে চোষ্ণাস্ত্রয়োমতাঃ।
পিত্তশ্লেষ্মানিলাবিষ্টং ক্ষীরযূষরসৈঃ ক্রমাৎ॥
নিরূহং ভোজয়িত্বা চ ততস্তমনুবাসয়েৎ।
সুকুমারস্য বৃদ্ধস্য বালস্য চ মৃদুর্হিতঃ।
বস্তিস্তীক্ষ্ণঃ প্রযুক্তস্তু তেষাং হন্যাদ্বলায়ুষী॥
দদ্যাদুৎক্লেশনং পূর্ব্বং মধ্যে দোষহরন্ততঃ।
পশ্চাৎ সংশমনীয়ঞ্চ দদ্যাদ্বস্তিং বিচক্ষণঃ॥ ১৫—১৭॥

উৎক্লেশনবস্তিঃ—

এরণ্ডবীজং মধুকং পিপ্পলীসৈন্ধবং বচা।
হবুষাফলকল্কশ্চ বস্তিরুৎক্লেশনঃ স্মৃতঃ॥ ১৮॥

দোষহরবস্তিঃ—

শতাহ্বামধুকং বিল্বং কৌটজং ফলমেব চ।
সকাঞ্জিকঃ সগোমূত্রো বস্তির্দ্দোষহরঃ স্মৃতঃ॥ ১৯॥

শমনবস্তিঃ—

প্রিয়ঙ্গুর্মধুকং মুস্তা তথৈব চ রসাঞ্জনম্।
সক্ষীরঃ শস্যতে বস্তির্দ্দোষাণাং শমনঃ স্মৃতঃ॥ ২০॥

বাতজ পীড়াতে স্নেহদ্রব্যের সহিত একবার, পিত্তজনিতরোগে দুগ্ধের সহিত দুইবার এবং কফজরোগে কষায়,কটু ও মূত্রাদি দ্রব্য সহযোগে তিনবার উষ্ণ বস্তি প্রয়োগ করিবেন। পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বাতরোগে ক্রমে দুগ্ধ, যূষ ও মাংসরসসহ নিরূহ সেবন করাইয়া পরে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। সুকুমার (অতি বালক ও বালিকা), বালক ও বৃদ্ধকে মৃদু অনুবাসন দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ, তীক্ষ্ণ অনুবাসনদ্বারা উহাদের বল ও আয়ুর হানি হয়। এরূপ স্থলে প্রথমত উৎক্লেশন বস্তি, মধ্যে দোষঘ্ন বস্তি এবং অবশেষে সংশমনীয় বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য॥ ১৫—১৭॥

এরণ্ডবীজ, মধুক (যষ্টিমধু), পিপুল, সৈন্ধবলবণ, বচ ও হবুষাফলের কল্ককে উৎক্লেশন বস্তি বলা যায়॥ ১৮॥

শতাহ্বা (শলুফা), মধুক (যষ্টিমধু), বিল্ব, কুটজের ফল (ইন্দ্রযব), কাঞ্জিক ও গোমূত্র সহযোগে প্রস্তুত বস্তিকে দোষহর বস্তি বলা যায়॥ ১৯॥

প্রিয়ঙ্গু, মধুক, মুতা, রসাঞ্জন ও দুগ্ধসহ প্রস্তুত বস্তিকে দোষশমনবস্তি বলিয়া থাকেন॥ ২০॥

শোধনবস্তয়ঃ—

শোধনদ্রব্যনিঃক্বাথস্তৎকল্কৈঃ স্নেহসৈন্ধবৈঃ।
যুক্ত্যা খজেন মথিতা বস্তয়ঃ শোধনাঃ স্মৃতাঃ॥ ২১॥

লেখনবস্তয়ঃ—

ত্রিফলাক্বাথগোমূত্রক্ষৌদ্রক্ষারসমাযুতাঃ।
উষকাদিপ্রতীবায়া বস্তয়ো লেখনাঃ স্মৃতাঃ॥ ২২॥

বৃংহণবস্তয়ঃ—

বৃংহণদ্রব্যনিঃক্বাথকল্কৈর্ম্মধুরকৈর্যুতাঃ।
সর্পির্ম্মাংসরসোপেতা বস্তয়োঃ বৃংহণাঃ স্মৃতাঃ॥ ২৩॥

পিচ্ছিলবস্তয়ঃ—

বদর্য্যৈরাবতীশেলুশাল্মলীপুষ্পধান্যনাগরাঃ।
ক্ষীরসিদ্ধাঃ ক্ষীরযুক্তাঃ নাম্না পিচ্ছিলসংজ্ঞিতাঃ।
অজোরভ্রৈণরুধিরৈর্যুক্তা দেয়া বিচক্ষণৈঃ।
মাত্রা পিচ্ছিলবস্তীনাং পলৈর্দ্বাদশভির্ম্মতা।২৪।২৫॥

নিরূহমাত্রাবিধিঃ—

দত্ত্বাদৌসৈন্ধবস্যাক্ষং মধুনঃ প্রসৃতিদ্বয়ম্।
বিনির্ম্মথ্য ততো দদ্যাৎ স্নেহস্য প্রসৃতিত্রয়ম্॥
একীভূতে ততঃ স্নেহে কল্কস্য প্রসৃতিং ক্ষিপেৎ।

শোধন দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্ক, স্নেহ ও সৈন্ধবসহযোগে মন্থন দণ্ডদ্বারা মথিত বস্তিকে শোধনবস্তিবলে॥ ২১॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার ক্বাথ, গোমূত্র, মধু ও ক্ষারদ্বারা এবং উষকাদিগণের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রস্তুত বস্তিকে লেখনবস্তি বলা যায়॥ ২২॥

ঘৃত ও মাংসরস সহযোগে বৃংহণ দ্রব্যের ক্বাথ, কল্ক ও মধু দ্বারা প্রস্তুত বস্তিকে বৃংহণবস্তি বলা যায়॥ ২৩॥

বদরী, নারঙ্গী, বহুবার ও শাল্মলীপুষ্প, ধনে ও শুঁঠ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ক্ষারের সহিত মিশ্রিত করিলে তাহাকে পিচ্ছিলবস্তি কহা যায়। ছাগ, মেষ ও কৃষ্ণমৃগের রক্তের সহিত পিচ্ছিল বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহার মাত্রা দ্বাদশপল॥২৪।২৫॥

প্রথমতঃ সৈন্ধবলবণ এক অক্ষ ও মধু দুই প্রসৃ একত্র করিয়া মন্থন করিবে, পরে তাহাতে স্নেহ তিন প্রসৃতি নিক্ষেপ করিয়া একীভূত হইলে এক প্রসৃতি

সংমূর্চ্ছিতে কষায়েতু চতুঃপ্রসৃতিসম্মিতম্ ॥
গৃহ্নীয়াচ্চতদা-বায়মন্তে দ্বিপ্রসৃতোম্মিতং।
ক্ষিপ্ত্বা বিমথ্য দদ্যাচ্চ নিরূহং কুশলো ভিষক্ ॥
এবং প্রকল্পিতবস্তির্দ্বাদশপ্রসৃতির্ভবেৎ।
বাতে চতুঃপলং ক্ষৌদ্রং দদ্যাৎ স্নেহস্য ষট্পলম্ ॥
পিত্তে চতুঃপলং ক্ষৌদ্রং স্নেহস্য চ পলত্রয়ম্।
কফে ষট্পলিকং ক্ষৌদ্রং স্নেহস্যৈব চতুঃপলম্ ॥ ২৬—৩০ ॥

মধুতৈলকবস্তিঃ—

এরণ্ডক্বাথতুল্যাংশং মধুতৈলম্পলাষ্টকম্।
শতপুষ্পাপলার্দ্ধেন সৈন্ধবার্দ্ধেন সংযুতম্।
মধুতৈলকসংজ্ঞোহয়ং বস্তিঃ দার্ব্বীবিলোড়িতঃ ॥
মেদোগুল্মক্রিমিপ্লীহশূলোদাবর্ত্তনাশনঃ।
বলবর্ণকরশ্চৈব বৃষ্যো বৃংহণদীপনঃ ॥ ৩১। ৩২ ॥

যাপনবস্তিঃ—

ক্ষৌদ্রাজ্যক্ষীরতৈলানাং স্নেহাণাং প্রসৃতম্ভবেৎ।
হবুষাসৈন্ধবাক্ষাংশো বস্তিঃ স্যাদ্দীপনঃ পরঃ। ৩৩ ॥

কল্ক প্রদান করিবে। একত্র মিশ্রিত হইলে চারি প্রসৃতি পরিমিত এবং অবশেষে দুই প্রসৃতি পরিমিত কষায় নিঃক্ষেপ করতঃ মন্থন করিয়া নিরূহণবস্তি প্রয়োগ করিবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে সমুদয়ে দ্বাদশ প্রসৃতি পরিমিত বস্তি প্রস্তুত হইবে। বাতরোগে চারিপল মধু ও ছয়পল স্নেহ, পিত্তজরোগে মধু চারি পল ও স্নেহ তিন পল, কফজরোগে মধু ছয় পল ও স্নেহ চারি পল প্রদান করিবে ॥ ২৬—৩০ ॥

এরণ্ডকাথ, মধু ও তৈল আটপল, শলুফা অর্দ্ধপল এবং সৈন্ধব অর্দ্ধপল একত্র মিশ্রিত করতঃ বিলোড়ন করিবে। এইরূপে প্রস্তুতীকৃত বস্তিকে মধু-তৈলবস্তি বলা যায়। ইহা বৃষ্য, দীপন, বৃংহণ, বলকারক, বর্ণের উজ্জ্বলতাকারক এবং মেদঃ, গুল্ম, ক্রিমি, প্লীহা, মল ও উদাবর্ত্ত নাশক। ৩১।৩২ ॥

মধু, ঘৃত, দুগ্ধ ও তৈল ইহারা প্রত্যেকে এক এক প্রসৃতি এবং হবুষা ও সৈন্ধবলবণ এক অক্ষ পরিমিত। এই কয়টী দ্রব্যে যে বস্তি প্রস্তুত হয় তাহাকে যাপনবস্তি বলা যায় ॥ ৩৩ ॥

যুক্তরথবস্তিঃ—

এরণ্ডমূলনিঃক্কাথং মধুতৈলং সসৈন্ধবম্।
এষযুক্তরথো বস্তিঃ সবচাপিপ্পলীফলঃ॥ ৩৪॥

সিদ্ধবস্তিঃ—

পঞ্চমূলস্য নিঃক্কাথং তৈলং মাগধিকামধুঃ।
সসৈন্ধবসমাযুক্তঃ সিদ্ধবস্তিরিতি স্মৃতঃ॥
স্নানমুষ্ণোদকৈঃ কুর্য্যাৎ দিবাস্বপ্নমজীর্ণতাম্।
বর্জ্জয়েদপরং সর্ব্বমাচরেৎ স্নেহবস্তিবৎ॥ ৩৫। ৩৬॥

ইতি শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

এরণ্ডমূলের ক্বাথ, মধু, তৈল, সৈন্ধবলবণ, বচ ও পিপুল সহযোগে প্রস্তুত বস্তিকে যুক্তরথবস্তি বলা যায়॥ ৩৪॥

পঞ্চমূলের ক্বাথ, তৈল, মাগধী, সৈন্ধবলবণ ও যষ্টিমধু সহযোগে প্রস্তুত বস্তিকে সিদ্ধবস্তি বলা যায়॥

উষ্ণজলে স্নান, দিবানিদ্রা ও অজীর্ণকর দ্রব্য বর্জ্জন প্রভৃতি যে সমস্ত আচরণ স্নেহবস্তিতে উক্ত হইয়াছে, নিরূহ বস্তিতেও সেই সমস্ত আচরণ করিবে॥৩৫।৩৬॥

শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথোত্তরবস্তিবিধিঃ—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বস্তিমুত্তরসংজ্ঞিতম্।
নিরূহাদুত্তরো যস্মাত্তস্মাদুত্তরসংজ্ঞকঃ॥
দ্বাদশাঙ্গুলকং নেত্রং মধ্যে চ কৃতকর্ণিকম্।
মালতীপুষ্পবৃন্তাভচ্ছিদ্রং সর্ষপনির্গমম্॥

অতঃপর উত্তর নাম বস্তির বিধান কথিত হইতেছে। নিরূহবস্তির পর এই বস্তি প্রদত্ত হয় বলিয়া ইহাকে উত্তরবস্তি বলিয়া থাকেন। উক্ত বস্তির নল দ্বাদশাঙ্গুল এবং উহার মধ্যস্থল কর্ণিকবিশিষ্ট। এবং উহার ছিদ্র সর্ষপ নির্গমনের যোগ্য ও মালতীপুষ্পবৃন্তের ন্যায় আকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে। চিকিৎ-

পঞ্চবিংশতিবর্ষাণামধোমাত্রা দ্বিকার্ষিকী।
তদূর্দ্ধং পলমাত্রা চ স্নেহস্যোক্তা বিচক্ষণৈঃ ॥ ১—৩ ॥
অথাস্থাপনশুদ্ধস্য তৃপ্তস্য স্নানভোজনৈঃ।
স্থিতস্যজানুমাত্রেণ পিঠেন্বেষ্যশলাকয়া ॥
স্নিগ্ধয়া মেঢ্রমার্গেণ ততো নেত্রং নিযোজয়েৎ।
শনৈঃ শনৈর্ঘৃতাভ্যক্তং মেঢ্রমধ্যেঙ্গুলানি ষট্ ॥
ততোঽবপীড়য়েদ্বস্তিং শনৈর্নেত্রঞ্চ নির্হরেৎ।
ততঃ প্রত্যাগতে স্নেহে স্নেহবস্তিক্রমো হিতঃ ॥ ৪—৬ ॥
স্ত্রীণাং কনিষ্ঠিকাস্থূলং নেত্রং কুর্য্যাদ্দশাঙ্গুলম্।
মুদ্গাপ্রবেশ্যং যৌজ্যঞ্চ যোন্যন্তশ্চতুরঙ্গুলম্ ॥
দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রমার্গে চ সূক্ষ্মং নেত্রং নিযোজয়েৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রবিকারেষু বালানামেকমঙ্গুলম্ ॥
শনৈর্নিষ্কম্পমাদেয়ং সূক্ষ্মনেত্রং বিচক্ষণৈঃ।
মালতীপুষ্পবৃন্তাভং নেত্রমিত্যুদিতং পুনঃ ॥ ৭—৯ ॥

সকগণ পঞ্চবিংশতি বৎসরের অনধিক বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দুই কর্ষ এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এক পল মাত্রায় স্নেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন ॥ ১—৩ ॥

আস্থাপনদ্বারা বিশুদ্ধ এবং স্নানাহারদ্বারা রোগীকে পরিতৃপ্ত করতঃ জানুমাত্রাসনে (জানুর সমান উচ্চ আসনকে জানুমাত্রাসন বলিয়া থাকেন) বসাইয়া মেঢ্রে নল যোজনা করিয়া আস্তে আস্তে ছয় অঙ্গুলী পরিমিত স্নেহাভ্যক্ত শলাকা উহার (মেঢ্রের) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অনন্তর বস্তি পীড়ন করিয়া আস্তে আস্তে নল বাহির করিয়া লইবে এবং স্নেহ প্রত্যাগত হইলে স্নেহ বস্তির ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিবে ॥ ৪—৬ ॥

রোগী স্ত্রীলোক হইলে কনিষ্ঠ অঙ্গুলের ন্যায় স্থূল, মুদ্গা প্রবেশের যোগ্যছিদ্র ও দশ অঙ্গুলী প্রমাণ লম্বা নল প্রস্তুত করিয়া স্ত্রীলোকের অপত্যপথের অভ্যন্তরে চারি অঙ্গুল এবং মূত্রমার্গে দুই অঙ্গুল সূক্ষ্ম নল যোজনা করিতে হইবে। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে বালকের পক্ষে এক অঙ্গুল পরিমিত সূক্ষ্ম ও মালতীপুষ্পবৃন্তের ন্যায় নল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নল যোজনাকালে এরূপ সাবধানে ধরিতে হইবে যাহাতে নল কম্পমান না হয় ॥ ৭—৯ ॥

যোনিমার্গেষু নারীণাং স্নেহমাত্রা দ্বিপালিকী।
মূত্রমার্গে পলোন্মানা বালানাঞ্চ দ্বিকার্ষিকী॥
উত্তানয়ৈ স্ত্রিয়ৈ দদ্যাদূর্দ্ধং জান্বৈর্বিচক্ষণঃ।
অপ্রত্যাগচ্ছতি ভিষগ্বস্তাবুত্তরসংজ্ঞকে॥
ভূয়ো বস্তিং নিদধ্যাচ্চ সংযুক্তৈঃ শোধনৈর্গণৈঃ।
ফলবর্ত্তিং নিদধ্যাদ্বা যোনিমার্গে দৃঢ়ং ভিষক্॥
সূত্রৈর্বিনির্ম্মিতাং স্নিগ্ধাং শোধনদ্রব্যসংযুতাম্।
দহ্যমানে তথা বস্তৌ দদ্যাদ্বস্তিং বিচক্ষণঃ।
ক্ষীরবৃক্ষকষায়েণ পয়সা শীতলেন চ॥ ১০—১৩॥
বস্তিঃ শুক্ররুজঃ পুংসাং স্ত্রীণামার্ত্তবজাঃ রুজাম্।
হন্যাদুত্তরবস্তিস্তু নোচিতো মেহিনাং ক্বচিৎ॥
সম্যগ্‌দত্তস্য লিঙ্গানি ব্যাপদঃ ক্রমএব চ।
বস্তেরুত্তরসংজ্ঞস্য সমানং স্নেহবস্তিনা॥ ১৪। ১৫॥

স্ত্রীলোকদিগের যোনি মার্গে বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে স্নেহের মাত্রা দুই পল, মূত্রমার্গে প্রয়োগ করিতে হইলে এক পল এবং বালকের পক্ষে দুই কর্ষ প্রয়োগ করিতে হইবে। উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবার সময় স্ত্রীলোককে উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করাইয়া জানুদ্বয় উর্দ্ধে রাখিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। বস্তি একবার প্রয়োগ করিলে যদি স্নেহ প্রত্যাগত না হয় তাহা হইলে শোধনীয়গণ সহযোগে পুনর্ব্বার বস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত স্নিগ্ধ শোধনদ্রব্যযুক্ত দৃঢ় ফলবর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বস্তিস্থানে দাহ জন্মিলে ক্ষীরীবৃক্ষের (পাকুর, বট্, অশ্বথ, উড়ুম্বর ও বেতসবৃক্ষকে ক্ষীরীবৃক্ষ বলে) কষায় বা শীতল দুগ্ধসহ পুনর্ব্বার বস্তি প্রদান করিবে॥ ১০—১৩॥

উত্তর বস্তি ব্যবহারে পুরুষের শুক্রজনিতরোগ এবং স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব সম্বন্ধীয় রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু মেহরোগে উত্তরবস্তি প্রশস্ত নহে। স্নেহবস্তির লক্ষণ যেরূপ ব্যাপদ ও ক্রম, সম্যক্ প্রকারে প্রযুক্ত উত্তর বস্তির লক্ষণাদিও উক্ত রূপ জানিবে॥ ১৪।১৫॥

ফলবর্ত্তিবিধিঃ—

ঘৃতাভ্যক্তে গুদে ক্ষেপ্যা শ্লক্ষ্ণা স্বাঙ্গুষ্ঠসন্নিভা।
মলপ্রবর্ত্তিনী বর্ত্তিঃ ফলবর্ত্তিশ্চ সা স্মৃতা॥ ১৬॥

ইতি শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

রোগীর অঙ্গুষ্ঠ সন্নিভ ও শ্লক্ষ্ণ বর্ত্তি, যাহা ঘৃতাভ্যক্ত গুদদেশে প্রদান করিতে হয়, তাহাকে মলপ্রবর্ত্তিনী বা ফলবর্ত্তি বলা যায়॥ ১৬॥

শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নস্যন্তৎকথ্যতে ধীরৈর্নাসাগ্রাহ্যং যদৌষধম্।
নাবনং নস্যকর্ম্মেতি তস্য নামদ্বয়ং মতম্॥
নস্যভেদো দ্বিধা প্রোক্তো রেচনং স্নেহনন্তথা।
রেচনং কর্ষণং প্রোক্তং স্নেহনং বৃংহণং মতম্॥
কফপিত্তানিলধ্বংসে পূর্ব্বমধ্যাপরাহ্ণকে।
দিনস্য গৃহ্যতে নস্যং রাত্রৌ বাপ্যুৎকটে গদে॥ ১—৩॥
নস্যং ত্যজেদ্ভোজনান্তে দুর্দ্দিনে চাপতর্পণে।
তথা নবপ্রতিশ্যায়ী গর্ভিণী গরদূষিতঃ।
অজীর্ণী দত্তবস্তিশ্চ পীতস্নেহোদকাসবঃ।

নাসিকাদ্বারা যে সমস্ত ঔষধ গ্রহণ করিতে হয় পণ্ডিতগণ তাহাকেই নাবন অথবা নস্যকর্ম্ম বলিয়া থাকেন। নস্য ভেদে দুই প্রকার, যথা—রেচন ও স্নেহন। রেচন নামক নস্য কর্ষক এবং স্নেহন নস্য বৃংহণ। উক্ত নস্য প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে কফ, পিত্ত ও বায়ুনাশের জন্য এবং উৎকট পীড়াতে রাত্রি-কালেও ব্যবহার করা যাইতে পারে॥ ১—৩॥

অপতর্পিত, নবপ্রতিশ্যায়ী (নূতননাসারোগগ্রস্ত), অজীর্ণ পীড়িত, গরদূষিত, গর্ভিণী, ক্রুদ্ধ, শোকাভিভূত, পিপাসার্ত্ত, দত্তবস্তি (যাহাকে বস্তি প্রয়োগ করা

ক্রুদ্ধঃ শোকাভিভূতশ্চ তৃষার্ত্তো বৃদ্ধবালকৌ।
বেগাবরোধী স্নাতশ্চ স্নাতুকামশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪ । ৫ ॥
অষ্টবর্ষস্য বালস্য নস্যকর্ম্মসমাচরেৎ।
অশীতিবর্ষাদূর্দ্ধঞ্চ নাবনং নৈব দীয়তে ॥
অথ বৈরেচনং নস্যং গ্রাহ্যং তৈলৈঃ সুতীক্ষ্ণকৈঃ।
তীক্ষ্ণভেষজসিদ্ধৈর্বা স্নেহৈঃ ক্বাথৈরসৈস্তথা ॥
নাসিকারন্ধ্রয়োরষ্টৌষট্ চত্বারশ্চ বিন্দবঃ।
প্রত্যেকং রেচনং যোজ্যং মুখ্যমধ্যান্তমাত্রয়া ॥ ৬—৮ ॥
নস্যকর্ম্মণি দাতব্যং শাণৈকং তীক্ষ্ণমৌষধম্।
হিঙ্গুস্যাদ্ যবমাত্রন্তু মাষৈকং সৈন্ধবং মতম্ ॥
ক্ষীরঞ্চৈবাষ্টশাণং স্যাৎ পানীয়ঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্।
কার্ষিকং মধুরং দ্রব্যং নস্যকর্ম্মণি যোজয়েৎ ॥ ৯ । ১০ ॥
অবপীড়ঃ প্রধমনং দ্বৌ ভেদাবপরৌ স্মৃতৌ।
শিরোবিরেচনস্থানে তৌতু দেয়ৌ যথাযথম্ ॥
কল্কীকৃতাদৌষধাদ্যঃ পীড়িতো নিঃসৃতো রসঃ।
সোঽবপীড়ঃ সমুদ্দিষ্টস্তীক্ষ্ণদ্রব্যসমুদ্ভবঃ ॥

হইয়াছে), বৃদ্ধ, বালক, বেগাবরোধী, স্নাত বা স্নানেচ্ছু ব্যক্তিকে পরন্তু দুর্দ্দিনে, ভোজনান্তে এবং স্নেহ, জল ও মদ্যপায়ী ব্যক্তির পক্ষে নস্য ব্যবহার নিষিদ্ধ ॥৪।৫॥

অষ্টমবর্ষীয় বালক হইতে অশীতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে নস্য প্রদান করিবে। অশীতি বৎসরের ঊর্দ্ধে নস্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়। বিরেচননস্য গ্রহণ করিতে হইলে সুতীক্ষ্ণ তৈল বা তীক্ষ্ণ ঔষধ সহযোগে সিদ্ধজল, স্নেহ, ক্বাথ অথবা রসদ্বারা নস্য গ্রহণ করিবে। নাসিকারন্ধ্রদ্বয়ের মধ্যে পূর্ণ, মধ্যম ও অল্প-মাত্রায় ক্রমান্বয়ে আট, ছয় ও চারি বিন্দু রেচননস্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৬—৮॥

নস্যকর্ম্মে তীক্ষ্ণ ঔষধ এক শাণ এবং হিঙ্গু যবপরিমাণ ও সৈন্ধবলবণ মাষা পরিমাণ এবং দুগ্ধ আট শাণ, পানীয় তিন কর্ষ ও মধুরদ্রব্য এক কর্ষ মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত ॥ ৯।১০ ॥

শিরোবিরেচনের স্থানে অবপীড় ও প্রধমন নামক অপর দুই প্রকার নস্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কল্কীকৃত তীক্ষ্ণঔষধাদি পীড়নদ্বারা যে রস নির্গত

ষড়ঙ্গুলা দ্বিবক্ত্রা যা নাড়ী চূর্ণস্তয়ো ধমেৎ।
তীক্ষ্ণং কোলমিতম্বক্ত্রবাতৈঃ প্রধমনং হিতম্ ॥ ১১—১৩ ॥
ঊর্দ্ধজত্রুগতে রোগে কফজে স্বরসংক্ষয়ে।
অরোচকে প্রতিশ্যায়ে শিরঃশূলে চ পীনসে ॥
শোফাপস্মারকুষ্ঠেষু নস্যং বৈরেচনং হিতম্।
ভীরুস্ত্রীকৃশবালানাং নস্যং স্নেহেন শস্যতে ॥
গলরোগে সন্নিপাতে নিদ্রায়াং বিষমজ্বরে।
মনোবিকারে ক্রিমিষু যুজ্যতে চাবপীড়নং ॥
অত্যন্তোৎকটদোষেষু বিসংজ্ঞেষু চ দীয়তে।
চূর্ণং প্রধমনং ধীরৈস্তদ্ধি তীক্ষ্ণতরং যতঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

বৈরেচননস্যম্—

নস্যং স্যাদ্‌গুড়শুণ্ঠীভ্যাম্পিপ্পল্যা সৈন্ধবেন চ।
জলপিষ্টেন তেনাক্ষিকর্ণনাসাশিরোগদাঃ ॥
হনুমন্যাগলোদ্ভূতা নশ্যন্তি ভুজপৃষ্ঠজাঃ।
মধূকসারকৃষ্ণাভ্যাং বচামরিচসৈন্ধবৈঃ ॥

হয় তাহাকে অবপীড় এবং দুই মুখবিশিষ্ট নলদ্বারা কোলমাত্রায় তীক্ষ্ণদ্রব্যের চূর্ণ মুখবায়ুদ্বারা ধমন পূর্ব্বক যাহা নাসিকাতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তাহাকে প্রধমন নস্য বলা যায় ॥ ১১—১৩ ॥

ঊর্দ্ধজত্রুগত, অরুচি, প্রতিশ্যায়, স্বরভঙ্গ, কফজ, শিরঃপীড়া, পীনস, অপস্মার, শোথ ও কুষ্ঠরোগে বিরেচন নস্য হিতকর। ভীরু, স্ত্রী, কৃশ ও বালকের পক্ষে স্নেহন নস্য এবং গলরোগ, সন্নিপাত, নিদ্রা, বিষমজ্বর, মনোবিকার ও ক্রিমিরোগে অবপীড় নস্য হিতকর। অত্যন্ত উৎকটদোষে এবং অজ্ঞানতায় পণ্ডিতগণ প্রধমন চূর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ উহা অতিশয় তীক্ষ্ণ ॥ ১৪—১৭ ॥

গুড় ও শুঁঠ অথবা পিপুল ও সৈন্ধবলবণ জলদ্বারা পেষণ করিয়া যে নস্য প্রস্তুত হয় তদ্দ্বারা কর্ণ, চক্ষু, মস্তক, নাসিকা, মন্যা, হনু, গল, হস্ত ও পৃষ্ঠ এই সকল স্থানের পীড়ার শান্তি হয়। মধুকপুষ্পের সার (মউয়াফুলের সার), পিপুল, বচ, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ ঈষদুষ্ণজলে পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে

নস্যং কোষ্ণজলে পিষ্টন্দদ্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্।
অপস্মারে তথোন্মাদে সন্নিপাতেঽপতন্ত্রকে॥
সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপাঃ কুষ্ঠমেব চ।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টং নস্যং তন্দ্রানিবারণম্॥
রোহীতমৎস্যপিত্তেন ভাবিতং সৈন্ধবং বচা।
কটফলঞ্চেতি তচ্চূর্ণং দেয়ম্প্রধমনম্বুধৈঃ॥ ১৮—২২॥

বৃংহণনস্যকল্পনা—

অথ বৃংহণনস্যস্য কল্পনা কথ্যতেঽধুনা।
মর্শশ্চ প্রতিমর্শশ্চ দ্বৌ ভেদৌ স্নেহনে মতৌ॥
মর্শস্য তর্পণীমাত্রা মুখ্যাশাণৈঃ স্মৃতাষ্টভিঃ।
মধ্যমা চ চতুঃশাণৈর্হীনা শাণমিতা স্মৃতা॥
একৈকস্মিংস্তু মাত্রেয়ং দেয়া নাসাপুটে বুধৈঃ।
মর্শস্য দ্বিত্রিবেলম্বা বীক্ষ্য দোষবলাবলম্॥
একান্তরং দ্ব্যন্তরম্বা নস্যং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
ত্র্যহং পঞ্চাহমথবা সপ্তাহং বা সুযন্ত্রিতঃ॥

সংজ্ঞালাভ হয় এবং অপস্মার, উন্মাদ, সন্নিপাত ও অপতন্ত্রকরোগে বিশেষ উপকার দর্শে। সৈন্ধবলবণ, শ্বেতমরিচ (শোভাঞ্জন বা শৈজ্‌নারবীজ), সর্ষপ ও কুড় গোবৎসের মূত্রদ্বারা পেষণ করতঃ নস্য গ্রহণ করিলে তন্দ্রা (নিদ্রাবৎ ক্লান্তি) নিবারিত হয়। সৈন্ধবলবণ, বচ ও কটফল রোহীতমৎস্যের পিত্তদ্বারা ভাবনা দিয়া চূর্ণ করতঃ প্রধমন চূর্ণ প্রস্তুত হয়॥ ১৮—২২॥

অতঃপর বৃংহণ নস্যের কল্পনা বলা যাইতেছে। স্নেহন বিষয়ে মর্শ ও প্রতিমর্শ এই দুই প্রকার নস্যই অনুমোদনীয়। মর্শের তৃপ্তিকর মাত্রা নিম্নে কথিত হইতেছে। উহার পূর্ণ মাত্রা আটশাণ, মধ্যম মাত্রা চারি শাণ এবং হীনমাত্রা এক শাণ। পণ্ডিতগণ প্রত্যেক নাসাপুটে এইরূপ মাত্রানুযায়িক নস্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বিচক্ষণ বৈদ্য দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক সাবধানে দুই বেলা, তিন বেলা, এক দিন অন্তর, দুই দিন অন্তর, উপর্য্যুপরি তিন দিন, পাঁচ দিন অথবা সাত দিন নস্য প্রয়োগ করিবেন। দোষের

মর্শাশিরোবিরেকে চ ব্যাপদো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
দোষোৎক্লেশাৎ ক্ষয়াচ্চৈব বিজ্ঞেয়াস্তা যথাক্রমম্ ॥
দোষোৎকর্ষনিমিত্তাসু যুঞ্জ্যাদ্বমনশোধনম্।
অথ ক্ষয়নিমিত্তাসু যথাস্বং বৃংহণং মতম্ ॥
শিরোনাসাক্ষিরোগেষু সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদকে।
দন্তরোগে বলে হীনে মন্যাবাহ্বংসজে গদে ॥
মুখশোষে কর্ণনাদে বাতপিত্তগদে তথা।
অকালপলিতে চৈব কেশশ্মশ্রুপ্রপাতনে।
যুজ্যতে বৃংহণং নস্যং স্নেহৈর্বা মধুরদ্রব্যৈঃ ॥ ২৩—৩০ ॥

বৃংহণনস্যম্—

সশর্করং পয়ঃপিষ্টং ভৃষ্টমাজ্যে সকুঙ্কুমং।
নস্যপ্রয়োগতো হন্যাৎ বাতরক্তভবারুজাঃ ॥
ভ্রূশঙ্খাক্ষিশিরঃকর্ণসূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদকান্।
নস্যং স্যাৎ অণুতৈলেন তথা নারায়ণেন বা।
মাষাদিনা বা সর্পির্ভিস্তত্তদ্ভৈষজসাধিতৈঃ ॥ ৩১। ৩২ ॥
তৈলং কফে স্যাদ্বাতে চ কেবলে পবনে বসা।
দদ্যান্নস্যং সদা পিত্তে সর্পির্মজ্জানমেব চ ॥

উৎক্লেশ ও ক্ষয়প্রযুক্ত মর্শে ও শিরোবিরেচনে বিবিধ ব্যাপদ ঘটিয়া থাকে। দোষের উৎক্লেদ জনিত উপসর্গে বমনরূপ শোধন এবং ক্ষয়ে বৃংহণ নস্য হিতকর বলিয়া জানিবে।

সূর্য্যাবর্ত্ত, অর্দ্ধভেদক, দুর্ব্বলতা, মুখশোষ, কর্ণনাদ, কেশের অকাল পক্কতা, কেশ ও শ্মশ্রুর-প্র-পতন, দন্ত, মন্যা, বাহু, মস্তক, নাসিকা, চক্ষু ও অংস এই সকল স্থানের পীড়া এবং বাতজ ও পিত্তজরোগে স্নেহ অথবা মধুর দ্রব্যের সহিত বৃংহণ নস্য হিতকর ॥ ২৩–৩০ ॥

দুগ্ধদ্বারা পেষিত ও ঘৃতভর্জ্জিত কঙ্কুমদ্বারা চিনিসহ নস্য গ্রহণ করিলে বাতরক্তজনিত রোগ এবং ভ্রূ, শঙ্খ, চক্ষু, মস্তক ও কর্ণের পীড়া এবং সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধভেদকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অণুতৈল অথবা নারায়ণতৈল, মাষাদি, ঘৃত এবং পূর্ব্বোক্ত ঔষধাদিদ্বারা বৃংহণ নস্য সাধিত হয় ॥ ৩১।৩২ ॥

কফ ও বাতজরোগে তৈলের নস্য, বায়ুরোগে বসার নস্য এবং পৈত্তিকরোগে

মাষাত্মগুপ্তারাস্নাভির্বলারুবকরোহিষৈঃ।
কৃতোহশ্বগন্ধয়া ক্বাথো হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুতঃ॥
কোষ্ণনস্যপ্রয়োগেন পক্ষাঘাতং সকম্পনং।
জয়েদর্দ্দিতবাতঞ্চ মন্যাস্তম্ভাববাহুকৌ॥ ৩৩—৩৫॥
প্রতিমর্শস্য মাত্রাতু দ্বিদ্বিবিন্দুমিতা মতা।
প্রত্যেকশো নাসিকয়োঃ স্নেহেনেতি বিনিশ্চিতম্॥
স্নেহে গ্রন্থিদ্বয়ং যাবন্নিমগ্নং চোদ্ধৃতং ততঃ।
তর্জ্জনীয়ং শ্রবেদ্বিন্দু সামাত্রা বিন্দুসজ্ঞিতা॥
এবম্বিধৈর্বিন্দুসঙ্ঘৈরষ্টভিঃ শাণমুচ্যতে।
স দেয়ো মর্শনস্যেষু প্রতিমর্শো দ্বিবিন্দুকঃ॥
সময়া প্রতিমর্শস্য বুধৈঃ প্রোক্তাশ্চতুর্দ্দশ।
প্রভাতে দন্তকষ্ঠান্তে গৃহান্নির্গমনে তথা॥
ব্যায়ামাধ্বব্যবায়ান্তে বিণ্মূত্রান্তেহঞ্জনে কৃতে।
কবলান্তে ভোজনান্তে দিবাস্বপ্নোত্থিতে তথা॥
বমনান্তে তথা সায়ং প্রতিমর্শঃ প্রযুজ্যতে।
ঈষদুচ্ছিন্দনাৎ স্নেহো যদা বক্ত্রং প্রপদ্যতে॥

ঘৃত ও মজ্জার নস্য হিতকর। মাষকলাই, আলকুশীবীজ, রাস্না, বালা, এরণ্ড, রৌহিষ (গন্ধর্ব্বৃণ) ও অশ্বগন্ধা এই কএকটী দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে ঈষদুষ্ণাবস্থায় নস্য গ্রহণ করিলে সকম্পন পক্ষাঘাত এবং অর্দ্দিত, বাত, মন্যাস্তম্ভ ও অপবাহুকরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৩—৩৫॥

প্রত্যেক নাসিকাতে প্রতিমর্শের মাত্রা দুই দুই বিন্দু স্নেহন নস্য গ্রহণ করিবে। তর্জ্জনীর দুই পর্ব্ব স্নেহে ডুবাইয়া উঠাইলে তাহা হইতে যে বিন্দু পতিত হয় তাহাকে বিন্দু বলিয়া থাকেন। এইরূপ আট বিন্দুকে শাণ বলা যায়। মর্শনস্যের মাত্রা এক শাণ এবং প্রতিমর্শের মাত্রা দুই বিন্দু।

পণ্ডিতগণ প্রতিমর্শ প্রয়োগের চতুর্দ্দশ প্রকার কাল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যথা—প্রভাতে, দন্তধাবণের পর, গৃহ হইতে নির্গত হইবার সময়, ব্যায়ামকালীন, পথপর্য্যটনের পর, মল ও মূত্র পরিত্যাগান্তে, কবল ও অঞ্জন গ্রহণের পর, ভোজনান্তে, দিবানিদ্রার পর, বমনান্তে এবং সন্ধ্যাকালে এই সকল সময়ে প্রতিমর্শ নস্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

নস্যে নিষিক্তস্তং বিদ্যাৎ প্রতিমর্ষং প্রমাণতঃ।
উচ্ছিন্দং নপিবেচ্চৈতন্নিষ্ঠীবেন্মুখমাগতম্ ॥
ক্ষীণে তৃষ্ণাস্যশোষার্ত্তে বালে বৃদ্ধে চ যুজ্যতে।
প্রতিমর্শেন শাম্যন্তি রোগাশ্চৈবোর্দ্ধজত্রুজাঃ।
বলীপলিতনাশশ্চ বলমিন্দ্রিয়জং ভবেৎ ॥
বিভীতনিম্বগম্ভারীশিবাশেলুশ্চ কাকিনী।
একৈকতৈলনস্যেন পলিতং নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ৩৬—৪৪ ॥
অথ নস্যবিধিং বক্ষ্যে নস্যগ্রহণহেতবে।
দেশে বাতরজোযুক্তে কৃতং দন্তনিঘর্ষণম্ ॥
বিশুদ্ধং ধূমপানেন স্বিন্নভালগলন্তথা।
উত্তানশায়িনং কিঞ্চিৎ প্রলম্বশিরসং নরম্ ॥
আস্তীর্ণহস্তপাদঞ্চ বস্ত্রাচ্ছাদিতলোচনম্।
সমুন্নামিতনাসাগ্রং বৈদ্যো নস্যেন যোজয়েৎ ॥
কোষ্ণমচ্ছিন্নধারঞ্চ হেমতারাদিশুক্তিভিঃ।
শুক্ত্যা বা পাত্রে যুক্ত্যা বা প্লোতৈর্বা নস্যমাচরেৎ ॥

প্রতিমর্শের মাত্রানুরূপ স্নেহ প্রয়োগ করিলে যদি উহা মুখের মধ্যে যায় তাহা হইলে যথাবিধ নিষিক্ত হইয়াছে জানিবে। নস্যের অবশিষ্ট ভাগ মুখের ভিতর যাইলে গলাধঃকরণ না করিয়া নিষ্ঠীবন করিবে।

ক্ষীণ, বালক, বৃদ্ধ ও তৃষ্ণার্ত্ত এবং মুখশোষ পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে প্রতিমর্শ হিতকর। ইহাতে উর্দ্ধজত্রুজরোগ, বলীপলিতের নাশ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের বল বৃদ্ধি হয়।

বহেড়া, নিম্ব, গাম্ভারী, হরীতকী, শেলু (বহুবার বৃক্ষ) ও কাকিনী ইহাদিগের প্রত্যেকের তৈলের নস্য লইলে নিশ্চয়ই পলিত বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬—৪৪ ॥

সম্প্রতিক নস্য গ্রহণের জন্য নস্যের বিধি বলা যাইতেছে। দন্তধাবন ও বিশুদ্ধ ধূমপানদ্বারা মুখ ও গলদেশ সংশোধিত ও স্বিন্ন হইলে নির্ব্বাত ও রজোহীন স্থানে রোগীকে উত্তানভাবে (চিৎকরাইয়া) শয়ন করাইয়া ও মস্তক কিঞ্চিৎ লম্বিত করতঃ হস্তপদাদি প্রসারিত করিবে এবং চক্ষুর্দ্বয় বস্ত্রাচ্ছাদিত করতঃ বিচক্ষণ বৈদ্য রোগীর নাসার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া ধরিয়া রজত বা শুক্ত্যাদিপাত্রে বা যন্ত্রযোগে নস্য গ্রহণ পূর্ব্বক উষ্ণ থাকিতে থাকিতে অচ্ছিন্ন

নস্যেষ্বাসিচ্যমানেষু শিরোনৈব প্রকম্পয়েৎ।
নকুপ্যেন্নপ্রভাষেত নোচ্ছিক্কেন্নহসেত্তথা॥
এতর্হিবিহিতঃ স্নেহো নৈবান্তঃ সংপ্রদ্যতে।
ততঃ কাসপ্রতিশ্যায়শিরোঽক্ষিগদসম্ভবঃ।
শৃঙ্গাটকমভিপ্লাব্য স্থাপয়েন্নগিলেদ্ দ্রবম্॥ ৪৫—৫০॥
পঞ্চসপ্তদশৈবস্যুর্মাত্রা নস্যস্য ধারণে।
উপবিশ্যাথনিষ্ঠীবেন্নাসাবক্ত্রগতং দ্রবম্॥
বামদক্ষিণপার্শ্বাভ্যাং নিষ্ঠীবেৎ সন্মুখে নহি।
নস্যে নীতে মনস্তাপং রজঃক্রোধঞ্চ সংত্যজেৎ॥
শয়ীতনিদ্রাং ত্যক্ত্বাচ উত্তানোবাক্‌শতং নরঃ।
তথা বৈরেচনস্যান্তে ধূমো বা কবলো হিতঃ॥
নস্যে ত্রীণ্যুপদিষ্টানি লক্ষণানি সমাসতঃ।
শুদ্ধহীনাতিযোগানি বিশেষাচ্ছাস্ত্রচিন্তকৈ॥
লাঘবং মনসঃশুদ্ধিঃ স্রোতসাং ব্যাধিসংক্ষয়ঃ।
চিত্তেন্দ্রিয়প্রসাদশ্চ শিরসঃ শুদ্ধিলক্ষণম্॥

ধারা ক্রমে বা তুলায় করিয়া প্রয়োগ করিবে। নস্য প্রদত্ত হইলে শিরঃকম্প, বাক্যালাপ, ক্ষবথু (হাঁচি) ও হাসি পরিত্যাগ করিবে। কারণ, শিরঃকম্পাদি করিলে প্রদত্ত স্নেহ নাসিকার মধ্যে প্রবেশিত হইতে পারে না। সুতরাং কাস, প্রতিশ্যায় এবং মস্তক ও চক্ষুর পীড়া জন্মায়। প্রদত্ত স্নেহ শৃঙ্গাটকে অভিব্যাপ্ত হইলে তাহা গলাধঃকরণ করিবে না॥ ৪৫—৫০॥

নস্য গ্রহণের পরিমাণ পাঁচ, সাত বা দশ মাত্রা। অনন্তর উপবিষ্ট হইয়া নাসা ও মুখ হইতে নির্গত দ্রবপদার্থ নিষ্ঠীবন করিয়া ফেলিবে। বাম ও দক্ষিণ-পার্শ্বে নিষ্ঠীবন করা বিধেয়, কিন্তু সম্মুখে নিষ্ঠীবন করিবে না। নস্য গ্রহণ করিয়া মনস্তাপ, ক্রোধ ও রজঃ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য এবং নিদ্রা না যাইয়া উত্তানভাবে বাকশতকাল (একশত কথা বলিতে যে সময় লাগে তাহাকেই বাক্‌শত কাল বলা যায়) শয়ন করিয়া থাকিবে। শিরোবিরেকের পরে ধূম ও কবল গ্রহণ হিতকর। বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক শুদ্ধি, হীন ও অতিযোগ নস্য গ্রহণের এই তিন প্রকার লক্ষণ কথিত হয়। মস্তকের লাঘবতা, প্রসন্নতা, স্রোতঃসম্বন্ধীয় পীড়ার নাশ এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সকলেরও মনের প্রসন্নতা শিরঃসংশুদ্ধির লক্ষণ

কণ্ডূপ্রদেহৌ গুরুতা স্রোতসাং কফসংস্রবঃ।
মূর্দ্ধ্নি হীনবিশুদ্ধেতু লক্ষণং পরিকীর্ত্তিতম্॥
মস্তুলুঙ্গাগমোবাতবৃদ্ধিরিন্দ্রিয়বিভ্রমঃ।
শূন্যতা শিরসশ্চাপি মূর্দ্ধ্নি গাঢ়ং বিরেচিতে॥ ৫১—৫৭॥
হীনাতিশুদ্ধে শিরসি কফবাতঘ্নমাচরেৎ।
সম্যগ্বিশুদ্ধে শিরসি সর্পির্নস্যে নিষেচয়েৎ॥
কফপ্রসেকঃ শিরসোগুরুতেন্দ্রিয়বিভ্রমঃ।
লক্ষণং তদতিস্নিগ্ধেরুক্ষং তত্র প্রদাপয়েৎ॥
ভোজয়েচ্চানভিষ্যন্দি নস্যাচারিকমাদিশেৎ।
বমনং রেচনং নস্যং নিরূহমনুবাসনম্।
এতানি পঞ্চকর্ম্মাণি কথিতানি মুনীশ্বরৈঃ॥ ৫৮—৬০॥

ইতি শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বলিয়া জানিবে। শিরোদেশ উত্তমরূপ শোধিত না হইলে কণ্ডূ, প্রদেহ, মস্তকের গুরুত্ব এবং স্রোতঃপথে কফসঞ্চয় প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। মস্তকের অতিরিক্ত বিরেচনে মস্তকের অভ্যন্তরস্থ স্নেহের নিঃসরণ, বায়ুবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম ও মস্তকের শূন্যতা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থি হইয়া থাকে॥৫১—৫৭॥

হীন ও অতি শুদ্ধিতে কফ ও বাতনাশক প্রক্রিয়া করা কর্ত্তব্য, মস্তক সম্যক্‌রূপে বিশুদ্ধ হইলে নস্যের সহিত ঘৃত প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত স্নিগ্ধ হইলে কফ-প্রসেক, মস্তকের গুরুতা এবং ইন্দ্রিয় সমূহের বিভ্রম উপস্থিত হয়, সুতরাং এস্থলে রুক্ষ প্রক্রিয়া করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভব। নস্যে অনভিষ্যন্দি ভোজন ও বাতল প্রক্রিয়া করিবে। বমন, রেচন, নস্য, নিরূহণ ও অনুবাসন মুনিগণ এই পাঁচটীকে পঞ্চকর্ম্ম বলিয়া থাকেন॥ ৫৮—৬০॥

শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ধূমপানবিধিঃ—

ধূমস্তু ষড়্‌বিধঃ প্রোক্তঃ শমনো বৃংহণস্তথা।
রেচনঃ কাসহা চৈব বামনো ব্রণধূপনঃ॥
শমনস্যন্তু পর্য্যায়ৌ মধ্যঃ প্রায়োগিকস্তথা।
বৃংহণস্যাপি পর্য্যায়ৌ স্নেহনো মৃদুরেব চ।
রেচনস্যাপি পর্য্যায়ৌ শোধনস্তীক্ষ্ণএবচ॥ ১। ২॥
ন ধূমার্হাশ্চ খল্বেতে শ্রান্তো ভীরুশ্চ দুঃখিতঃ।
দত্তবস্তির্বিরিক্তশ্চ রাত্রৌ জাগরিতস্তথা।
পিপাসিতশ্চ দাহার্ত্তস্তালুশোষী তথোদরী॥
শিরোঽভিতাপী তিমিরী ছর্দ্দ্যাধ্মানপ্রপীড়িতঃ।
ক্ষতোরস্কঃ প্রমেহার্ত্তঃ পাণ্ডুরোগী চ গর্ভিণী॥
রুক্ষঃ ক্ষীণোঽভ্যবহৃতক্ষীরক্ষৌদ্রঘৃতাসবঃ।
ভুক্তান্নদধিমৎস্যশ্চ বালো বৃদ্ধঃ কৃশস্তথা॥ ৩—৫॥
অকালে চাপি পীতশ্চ ধূমঃ কুর্য্যাদুপদ্রবান্।
তত্রেষ্টং সর্পিষঃ পানং নাবনাঞ্জনতর্পণম্॥

ধূমপান ছয় প্রকার, যথা—শমন, বৃংহণ, রেচন, কাসঘ্ন, বামন ও ব্রণধূপন। শমনের পর্য্যায় মধ্য ও প্রায়োগিক, বৃংহণের পর্য্যায় স্নেহন ও মৃদু এবং রেচনের পর্য্যায় শোধন ও তীক্ষ্ণ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে॥ ১।২॥

শ্রান্ত, ভীত, দুঃখিত, দত্তবস্তি (যাহাকে বস্তি প্রদত্ত হইয়াছে), বিরিক্ত, (যাহাকে বিরেচন প্রদত্ত হইয়াছে), রাত্রিজাগরিত, পিপাসিত, দাহার্ত্ত, তালুশোষী, উদরী, শিরোভিতাপী, তিমিরী এবং ছর্দ্দি (বমন), উরঃক্ষত ও আধ্মানপ্রপীড়িত, মেহার্ত্ত, পাণ্ডুরোগী, গর্ভিণী, রুক্ষ ও ক্ষীণব্যক্তি এবং দুগ্ধ, মধু, ঘৃত ও আসবভুক্ত, অন্ন, দধি ও মৎস্যভুক্ত এবং বালক, বৃদ্ধ ও কৃশব্যক্তিগণ ধূমার্হ নহে॥ ৩—৫॥

অকালে অতিরিক্ত ধূমপানজন্য বিবিধ প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই সকল উপদ্রব শান্তির জন্য ঘৃতপান, নস্যগ্রহণ ও অঞ্জনাদি ব্যবহার

সর্পিরিক্ষুরসো দ্রাক্ষা পয়ো বা শর্করাম্বু বা।
মধুরাম্লৌ রসৌ বাপি বমনায় প্রদাপয়েৎ ॥ ৬। ৭ ॥
ধূমশ্চ দ্বাদশাদ্বর্ষাদ্ গৃহ্যতেঽশীতিকান্ন চ।
কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়ামন্যাহনুশিরোরুজঃ ॥
বাতশ্লেষ্মবিকারাংশ্চ হন্যাদ্ধূমঃ সুযোজিতঃ।
ধূমোপযোগাৎ পুরুষঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়বাঙ্মনঃ ॥
দৃঢ়কেশদ্বিজশ্মশ্রুঃ সুগন্ধিবদনো ভবেৎ।
ধূমনাড়ী ভবেত্তত্র ত্রিখণ্ডা চ ত্রিপর্বিকা ॥
কনীষ্ঠিকা পরীণাহা রাজমাষাগমান্তরা।
ধূমনাড়ী ভবেদ্দীর্ঘা শমনে রোগিণোঽঙ্গুলৈঃ ॥
চত্বারিংশন্মিতৈস্তদ্বদ্দ্বাত্রিংশদ্ভির্মৃদৌ স্মৃতা।
তীক্ষ্ণে চতুর্বিংশতিভিঃ কাসঘ্নে ষোড়শোন্মিতৈঃ ॥
দশাঙ্গুলির্বামনীয়ে তথা স্যাদ্ব্রণনাড়িকা।
কলায়মণ্ডলস্থূলা কুলত্থাগমরন্ধ্রকা ॥ ৮—১৩ ॥

করিলে উপকার হইয়া থাকে। ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস্‌), দুগ্ধ, শর্করোদক (চিনির জল বা চিনির পানা) এবং মধুর ও অম্লরসদ্বারা বমন করাইলেও বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে ॥ ৬।৭ ॥

দ্বাদশ বৎসর হইতে ধূম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ৮০ বৎসরের পর হইতে গ্রহণ বিধেয় নয়। ধূম সম্যক্‌রূপ প্রযোজিত হইলে কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, মন্যা, হনু ও শিরঃপীড়া এবং বাতশ্লেষ্মরোগের শান্তি হয়। ধূমপান করিলে বাক্যের স্ফূর্ত্তি, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা, কেশ, শ্মশ্রু ও দন্তের দৃঢ়তা এবং মুখ সুগন্ধবিশিষ্ট হয়। ধূম প্রয়োগের নলের অগ্রভাগের পরিমাণ কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় এবং অভ্যন্তরের ছিদ্র রাজমাষের ন্যায় হয়। ধূমের নলের দীর্ঘতা শমনে রোগীর চত্বারিংশৎ অঙ্গুলি, বৃংহণে দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুলি, রেচনে চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি, কাসঘ্নে ষোড়শাঙ্গুলি এবং বামনীয়ে ও ব্রণধূপনার্থ দশ অঙ্গুলি পরিমিত নল হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ধূমোপযোগী নলের স্থূলতা কলায়ের ন্যায় এবং ছিদ্রপথ কুলত্থের ন্যায় হওয়া আবশ্যক ॥ ৮—১৩ ॥

অথেষিকাং প্রক্ষিপেচ্চ সুশ্লক্ষ্ণং দ্বাদশাঙ্গুলাম্।
ধূমদ্রব্যস্য কল্কেন লেপশ্চাষ্টাঙ্গুলঃ স্মৃতঃ ॥
কল্কং কর্ষমিতং লিপ্ত্বা ছায়াশুষ্কঞ্চ কারয়েৎ।
ইষিকামপনীয়াথ স্নেহাক্তাং বর্ত্তিমাদরাৎ ॥
অঙ্গারৈর্দীপিতাং কৃত্বা ধৃত্বা নেত্রস্য রন্ধ্রকে।
বদনেন পিবেদ্ধূমং বদনেনৈব সংত্যজেৎ ॥
নাসিকাভ্যাং ততঃ পীত্বা মুখেনৈব বমেৎ সুধীঃ।
শরাবসম্পুটে ক্ষিপ্ত্বা কল্কমঙ্গারদীপিতম্ ॥
ছিদ্রে নেত্রং নিবেশ্যাথ ব্রণন্তেনৈব ধূপয়েৎ।
এলাদিকল্কং শমনে স্নিগ্ধং সর্জ্জরসং মৃদৌ ॥
রেচনে তীক্ষ্ণকল্কঞ্চ কাসঘ্নে ক্ষুদ্রিকোষণম্।
বামনে স্নায়ুচর্ম্মাদ্যং দদ্যাদ্ধূমস্য পানকম্ ॥
ব্রণে নিম্ববচাদ্যঞ্চ ধূপনং সংপ্রশস্যতে।
অন্যেপি ধূমাগেহেষু কর্ত্তব্যারোগশান্তয়ে ॥

প্রথমতঃ উৎকৃষ্টরূপ শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ) দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ একটী শরকাণ্ড লইবে। অনন্তর এক কর্ষ পরিমিত ধূমোপযোগী দ্রব্যের কল্কদ্বারা ঐ শরকাণ্ডের উপর অষ্টাঙ্গুল লেপ দিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিতে হইবে। উহা ভালরূপ শুষ্ক হইলে আস্তে আস্তে শরকাণ্ডটী বাহির করিয়া লইয়া সেই শুষ্ক কল্কের নলে ধূমপান করিবে। ধূমপান করিতে হইলে একটী তৈলাক্ত বর্ত্তির অগ্রভাগ প্রদীপ্ত করতঃ ঐ নলের মুখে ধরিবে এবং মুখদ্বারা সেই ধূমপান করিয়া মুখদ্বারাই বাহির করিয়া ফেলিবে। পরে নাসিকাদ্বারা ধূম গৃহীত হইলে মুখদ্বারা বাহির করিয়া ফেলিবে। ব্রণধূপনে প্রথমতঃ একটী সরাবে কল্ক রাখিয়া তাহার উপরে আর এক খানি ছিদ্রবিশিষ্ট সরাব আচ্ছাদন করিয়া দিবে এবং ঐ সরাবদ্বয় অগ্নিতে বসাইয়া রাখিবে। যখন সেই ছিদ্র দিয়া ধূম বহির্গত হইবে তখন সেই ছিদ্রমুখে নল সংযোজিত করিয়া ব্রণে ধূম প্রয়োগ করিবে। শমনে এলাদির কল্ক, বৃংহণের পক্ষে ধুনদ্বারা, রেচনের পক্ষে তীক্ষ্ণ বস্তুর কল্কদ্বারা, কাসশান্তির পক্ষে ক্ষুদ্রক ও উষণদ্বারা, বমনের পক্ষে স্নায়ু ও চর্ম্মাদিদ্বারা এবং ব্রণের পক্ষে নিম্ব ও বচাদিদ্বারা ধূপন প্রশস্ত উপায়। রোগ শান্তির জন্য গৃহমধ্যে অন্য প্রকার ধূমও করিতে

অপরাজিতধূপঃ—

ময়ূরপিচ্ছং নিম্বস্য পত্রাণি বৃহতীফলম্।
মরিচং হিঙ্গুমাংসী চ বীজং কার্পাসসম্ভবম্॥
ছাগরোমাহিনির্ম্মোকং বিষ্ঠা বৈড়ালিকী তথা।
গজদন্তশ্চ তচ্চূর্ণং কিঞ্চিদ্ঘৃতবিমিশ্রিতম্॥
গেহেষু ধূপনং দত্তং সর্ব্বান্ বালগ্রহাঞ্জয়েৎ।
পিশাচান্ রাক্ষসাঞ্জিত্বা সর্ব্বজ্বরহরো ভবেৎ॥
পরিহারস্তু ধূমেষু কার্য্যো রেচননস্যবৎ।
নেত্রাণি ধাতুজান্যাহুর্নলবংশাদিজান্যপি॥ ১৪—২৪॥

ইতি শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ।

হয়, যেমন ময়ূরপিচ্ছ, নিম্বপত্র, বৃহতীফল, মরিচ, হিঙ্গু, জটামাংসী, কার্পাসবীজ, ছাগরোম, সর্পের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা ও হস্তীদন্ত এই কয়েকটী বস্তু চূর্ণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণে ঘৃত মিশাইয়া গৃহ প্রধূমিত করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর এবং পিশাচ ও রক্ষোভয় দূরীভূত হয় এবং বালকদিগের কোন প্রকার গ্রহদৃষ্টি থাকে না। ইহাকেই অপরাজিত ধূপ কহে। ধূমপানকালে রেচননস্যবৎ মনস্তাপ, ক্রোধ ও শোক নিষিদ্ধ। ধূমপানের নল ধাতু অথবা নল ও বংশাদিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৪—২৪॥

শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

গণ্ডূষবিধিঃ—

চতুর্বিধঃ স্যাদ্গণ্ডূষঃ স্নৈহিকঃ শমনস্তথা।
শোধনো রোপণশ্চৈব কবলশ্চাপি তদ্বিধঃ॥
স্নিগ্ধোষ্ণৈঃ স্নৈহিকো বাতে স্বাদুশীতৈঃ প্রসাদনঃ।

গণ্ডূষ চারি প্রকার, যথা—স্নৈহিক, শমন, শোধন ও রোপন। কবলবিধিও ঐরূপ জানিবে। বায়ুতে স্নিগ্ধোষ্ণ দ্রব্যদ্বারা স্নৈহিক গণ্ডূষ, পৈত্তিকে স্বাদু শীতল বস্তুদ্বারা প্রসাদন গণ্ডূষ, কফে উষ্ণ, কটু, অম্ল ও লবণাক্ত দ্রব্যদ্বারা

পিত্তে কটূম্ললবণৈরুষ্ণৈঃ সংশোধনঃ কফে।
কষায়তিক্তমধুরৈঃ কটূষ্ণো রোপণো ব্রণে ॥ ১ । ২ ॥
চতুঃপ্রকারো গণ্ডূষঃ কবলশ্চাপি কীর্ত্তিতঃ ।
অসঞ্চারী মুখে পূর্ণে গণ্ডূষঃ কবলশ্চরঃ ॥
তত্র দ্রবেণ গণ্ডূষঃ কল্কেন কবলঃ স্মৃতঃ ।
দদ্যাদ্দ্রবেষু চূর্ণঞ্চ গণ্ডূষে কোলমাত্রকম্ ॥
কর্ষপ্রমাণঃ কল্কশ্চ দীয়তে কবলে বুধৈঃ ।
ধার্য্যন্তে পঞ্চমাদ্বর্ষাদ্গণ্ডূষকবলাদয়ঃ ॥ ৩—৫ ॥
গণ্ডূষান্ সুস্থিতঃ কুর্য্যাৎ স্বিন্নভালগলাদিকঃ ।
নরনার্য্যস্ত্রীন্ তথা পঞ্চসপ্ত বা দোষনাশনাৎ ॥
কফপূর্ণাস্যতা যাবচ্ছেদো দোষস্য বা ভবেৎ ।
নেত্রঘ্রাণস্রুতির্যাবত্তাবৎ গণ্ডূষধারণম্ ॥ ৬ । ৭ ॥
তিলকল্কোদকং ক্ষীরং স্নেহো বা স্নৈহিকে হিতঃ ।
তিলং নীলোৎপলং সর্পিঃ শর্করা ক্ষীরমেব চ ॥
সক্ষৌদ্রো হন্ত্যবক্তুস্থো গণ্ডূষো দাহনাশনঃ ।
বৈশদ্যং জনয়ত্যাস্যে সন্দধাতি মুখব্রণান্ ॥

সংশোধন গণ্ডূষ এবং ব্রণরোগে কষায়, তিক্ত ও মধুর দ্রব্যের সহিত কটু ও উষ্ণ রোপণগণ্ডূষ ব্যবস্থা করিবে ॥ ১।২ ॥

গণ্ডূষ কবল ইহারা উভয়েই চার চার প্রকার। গণ্ডূষ দ্রব্য মুখে পূর্ণ করিয়া রাখিবে কিন্তু নাড়িবে না। কবল দ্রব্য মুখে রাখিয়া সর্ব্বদা নাড়িবে। দ্রববস্তুদ্বারা গণ্ডূষ এবং কল্কবস্তুদ্বারা কবল দিতে হয়। গণ্ডূষোপযোগী দ্রব-পদার্থে এক কোল পরিমিত চূর্ণ এবং কবলে এক কর্ষ পরিমিত কল্ক প্রদান করা বিধেয়। পাঁচ বৎসরের পর গণ্ডূষ ও কবলাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ॥৩–৫॥

সুস্থভাবে এবং ললাট ও গলাদিতে স্বেদ দিয়া গণ্ডূষ গ্রহণ করিবে। যে পর্য্যন্ত মুখগহ্বরের কফপূর্ণতা ও দোষচ্ছেদন এবং নাসিকা ও চক্ষুর স্রুতি না হয় তাবৎ নরনারীদিগকে তিন, পাঁচ বা সাতবার দোষনাশক গণ্ডূষ ব্যবহার করাইবে ॥ ৬।৭ ॥

স্নৈহিকগণ্ডূষে তিলকল্কোদক, দুগ্ধ বা স্নেহদ্রব্য হিতকর। তিল, নীলোৎ-পল, ঘৃত, শর্করা ও দুগ্ধ মধুসহযোগে গণ্ডূষ করিলে দাহ নষ্ট হয় এবং মুখের

দাহতৃষ্ণাপ্রশমনং মধুগণ্ডূষধারণম্।
বিষে ক্ষারাগ্নিদগ্ধে চ সর্পির্ধার্য্যং পয়োঽথবা॥
তিলসৈন্ধবগণ্ডূষো দন্তচালে প্রশস্যতে।
শোষং মুখস্য বৈরস্যং গণ্ডূষঃ কাঞ্জিকো জয়েৎ॥
সিন্ধুত্রিকটুরাজীভিরার্দ্রকেণ কফে হিতঃ।
ত্রিফলামধুগণ্ডূষঃ কফাস্রপিত্তনাশনঃ॥
দার্বীগুড়ূচীত্রিফলাদ্রাক্ষা জাত্যাশ্চ পল্লবাঃ।
যবাসশ্চেতি তৎক্বাথঃ ষষ্ঠাংশমৌদ্রসংযুতঃ॥
শীতো মুখে ধৃতো হন্যান্মুখপাকং ত্রিদোষজম্।
যস্যৌষধস্য গণ্ডূষস্তস্যৈব প্রতিসারণম্।
কবলশ্চাপি তস্যৈব জ্ঞেয়োঽত্র কুশলৈনরৈঃ॥ ৮—১৪॥

কবলঃ—

কেশরং মাতুলুঙ্গস্য সৈন্ধবং ব্যোষসংযুতম্।
হন্যাৎ কবলতো জাড্যমরুচিং কফবাতজাম্॥
কল্কোঽবলেহশ্চূর্ণঞ্চ ত্রিবিধং প্রতিসারণম্।
অঙ্গুল্যগ্রগৃহীতঞ্চ যথাস্বং মুখরোগিণাম্॥ ১৫।১৬॥

নির্ম্মলতা সম্পাদন ও মুখব্রণ আরোগ্য হয়। মধুর গণ্ডূষধারণ করিলে দাহ ও তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। বিষ ও ক্ষারাগ্নিদগ্ধে ঘৃত ও দুগ্ধদ্বারা গণ্ডূষগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দন্তচালে তিল ও সৈন্ধবের গণ্ডূষ এবং মুখশোষে ও মুখের বিরসতায় কাঞ্জিকের গণ্ডূষগ্রহণ করা বিধেয়। কফে সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু, রাইসর্ষপ ও আর্দ্রকের গণ্ডূষ হিতকর। কফে ও রক্তপিত্তে ত্রিফলার ও মধুর গণ্ডূষ উপকারী। দেবদারু, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, জৈত্রিক ও দুরালভার কাথ এবং তাহাতে কাথের ষষ্ঠাংশ মধু প্রক্ষেপ দিয়া শীতল হইলে গণ্ডূষ ধারণ করিবে। ইহাদ্বারা ত্রিদোষজ মুখপাক আরোগ্য হয়।

যে সকল ঔষধদ্বারা গণ্ডূষ দেওয়া হয় সেই সেই ঔষধদ্বারাই প্রতিসারণ এবং ঐ সমস্ত ঔষধদ্বারাই কবল প্রদান করা বিধেয়॥ ৮—১৪॥

মাতুলুঙ্গলেবুর কেশর, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ সহযোগে কবল করিলে কফবাতজনিত মুখের জড়তা ও অরুচি বিনষ্ট করে। কল্ক, অবলেহ ও চূর্ণ এই তিন প্রকার প্রতিসারণ। ইহা যথাসাধ্য অঙ্গুলিদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক মুখরোগীকে প্রদান করিবে॥ ১৫।১৬॥

প্রতিসারণচূর্ণং—

কুষ্ঠদার্ব্বীসমঙ্গা চ পাঠাতিক্তা চ পীতিকা ।
তেজনীমুস্তলোধ্রঞ্চ চূর্ণং স্যাৎ প্রতিসারণম্ ॥
রক্তস্রুতিং দন্তপীড়াং দাহঞ্চ নাশয়েৎ ।
হীনযোগাৎ কফোৎক্লেশো রসাজ্ঞানারুচী তথা ।
অতিযোগান্মুখে পাকঃ শোষতৃষ্ণাক্লমো ভবেৎ ॥
ব্যাধেরপচয়স্তুষ্টির্বৈশদ্যং বক্ত্রলাঘবম্ ।
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসাদশ্চ গণ্ডূষে শুদ্ধিলক্ষণম্ ॥ ১৭—১৯ ॥

ইতি শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে দশমোঽধ্যায়ঃ ।

কুড়, দেবদারু, সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা), আকনাদি, কটুকী, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বা, মুতা ও লোধকাষ্ঠ ইহাদের চূর্ণ প্রতিসারণরূপে গ্রহণ করিলে রক্তস্রাব, দন্তপীড়া, শোথ ও দাহ নষ্ট হয় । গণ্ডূষের হীনযোগ হইতে কফোৎক্লেশ, রসজ্ঞানের অভাব ও অরুচি, এবং অতিযোগ হইতে মুখপাক, মুখশোষ, পিপাসা ও ক্লান্তি উপস্থিত হয় । ব্যাধি ক্ষয়, প্রফুল্লতা, মুখের বৈশদ্য ও লঘুতা এবং ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা ইত্যাদি গণ্ডূষে শুদ্ধির লক্ষণ বলিয়া জানিবে ॥ ১৭—১৯ ॥

শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

আলেপবিধিঃ—

আলেপস্য চ নামানি লিপ্তো লেপশ্চ লেপনম্ ।
দোষঘ্নো বিষহা বর্ণ্যো মুখলেপস্ত্রিধামতঃ ॥
ত্রিপ্রমাণশ্চতুর্ভাগস্ত্রিভাগোঽর্দ্ধাঙ্গুলোন্নতঃ ।
আর্দ্রো ব্যাধি হরঃ স স্যাচ্ছুষ্কো দূষয়তি ছবিম্ ॥ ১ । ২ ॥

আলেপনকে লিপ্ত, লেপ বা লেপন বলা যায় । আলেপন তিন প্রকার, যথা—দোষঘ্ন, বিষঘ্ন ও বর্ণ্য । শরীরে অঙ্গুলির চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ অথবা অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত পুরুলেপ দেওয়া যাইতে পারে । আর্দ্র লেপদ্বারা ব্যাধির শান্তি এবং শুষ্ক লেপদ্বারা ছবিদূষিত হয় ॥ ১।২ ॥

দোষঘ্নলেপঃ—

পুনর্নবাং দারুশুণ্ঠীং সিদ্ধার্থং শিগ্রুমেব চ।
পিষ্ট্বা চৈবারনালেন প্রলেপঃ সর্ব্বশোথহা ॥ ৩ ॥

দশাঙ্গলেপঃ—

বিভীতফলমজ্জস্তু লেপো দাহার্ত্তিনাশনঃ।
শিরীষং মধুযষ্টী চ তগরং রক্তচন্দনম্ ॥
এলামাংসীনিশাযুগ্মং কুষ্ঠং বালকমেব চ।
ইতি সংচূর্ণ্য লেপোঽয়ং পঞ্চমাংশঘৃতাপ্লুতঃ ॥
জলেন ক্রিয়তে সুজ্ঞৈর্দ্দশাঙ্গ ইতি সংজ্ঞিতঃ।
বিসর্পান্ বিষবিস্ফোটান্ শোথদুষ্টব্রণান্ জয়েৎ ॥ ৪—৬ ॥

বিষহালেপঃ—

অজাদুগ্ধতিলৈর্লেপো নবনীতেন সংযুতঃ।
শোথমারুষ্করং হন্তি লেপো বা কৃষ্ণমৃত্তিকৈঃ ॥
লাঙ্গল্যতিবিষালাবুজালিনীবীজমূলকৈঃ।
লেপো ধান্যাম্বুসংপিষ্টঃ কোঠবিস্ফোটনাশনঃ ॥ ৭ । ৮ ।

পুনর্নবা, দেবদারু, শ্বেতসর্ষপ, শুঠ ও শজনারছাল এই কয়টী দ্রব্য কাঞ্জিতে পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে সকল প্রকার শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বিভীত (বহেড়া) ফলের মজ্জাদ্বারা লেপ দিলে দাহ বিনষ্ট হয়। শিরীষ, যষ্টিমধু, তগর পাদুকা, রক্তচন্দন, ছোটএলাচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা এই কয়টী দ্রব্য চূর্ণ করতঃ পঞ্চমাংশ ঘৃত বা জল মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বিসর্প, বিস্ফোট, শোথ ও দুষ্টব্রণ আরোগ্য হয়। পণ্ডিতগণ ইহাকে দশাঙ্গ প্রলেপ বলিয়া থাকেন ॥ ৪—৬ ॥

ছাগদুগ্ধ মাহিষীনবনী ও তিল একত্র মিশ্রিত করিয়া লেপ দিলে আরুষ্ক (ভেলা) জনিত শোথ নষ্ট হয়। কৃষ্ণমৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিলেও উক্ত রোগ বিনষ্ট হয়। লাঙ্গলী, আতিস, লাউ, ঝিঙ্গাবীজ ও মূলক ধান্যাম্বু সংপিষ্ট করিয়া লেপ দিলে কোঠ ও বিস্ফোটাদি নষ্ট হয় ॥ ৭ । ৮ ॥

বর্ণ্যোলেপঃ—

রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠালোধ্রকুষ্ঠপ্রিয়ঙ্গবঃ।
বটাঙ্কুরামসূরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্না মুখকান্তিদাঃ॥ ৯॥
মাতুলুঙ্গজটাসর্পিঃ শিলাগোশকৃতো রসঃ।
মুখকান্তিকরো লেপঃ পিড়কাব্যঙ্গকীলজিৎ॥ ১০॥
লোধ্রধান্যবচালেপস্তারুণ্যপিড়কাপহঃ।
তদ্বদ্গোরোচনাযুক্তং মরিচং মুখলেপনাৎ। ১১॥
সিদ্ধার্থকবচালোধ্রসৈন্ধবৈশ্চ প্রলেপনম্।
ব্যঙ্গেষু চার্জ্জুনত্বগ্বা মঞ্জিষ্ঠা বা সমাক্ষিকঃ।
লেপঃ সনবনীতো বা শ্বেতাশ্বখুরজামষী॥ ১২॥
অর্কক্ষীরহরিদ্রাভ্যাং মর্দ্দয়িত্বা বিলেপনাৎ।
মুখকার্ষ্ণ্যং শমং যাতি চিরকালোদ্ভবং ধ্রুবম্॥ ১৩॥
বটস্য পাণ্ডুপত্রাণি মাতলীরক্তচন্দনম্।
কুষ্ঠং কালীয়কং লোধ্রমেভির্লেপং প্রযোজয়েৎ।
তারুণ্যপিড়কাব্যঙ্গনীলিকাদিবিনাশনং॥ ১৪॥

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর ও মসুর এই কয়টী দ্রব্যেদ্বারা প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ নামক চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয় এবং মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়।৯।

মাতুলঙ্গলেবুর মূল, ঘৃত, মনঃশিলা ও গোময়রসদ্বারা প্রলেপ দিলে মুখ কান্তিকর হয় এবং পীড়কা, ব্যঙ্গ এবং কীলক বিদূরিত হয়॥ ১০॥

লোধ, ধনিয়া ও বচ ইহাদের প্রলেপদ্বারা তারুণ্যপীড়কা (বয়সফোড়া) বিনষ্ট হয়। উক্ত প্রকারে গোরোচনাযুক্ত মরিচের প্রলেপ দিলেও তারুণ্য-পীড়কা বিদূরিত হয়॥ ১১॥

শ্বেতসর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধবলবণদ্বারা লেপ দিলে যৌবনোৎপন্ন ব্রণ নিবারিত হয়। মঞ্জিষ্ঠা বা অর্জ্জুনছাল, মধুর সহিত এবং শ্বেতাশ্বখুরভস্ম মাখনের সহিত একত্রে লেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ দূরীভূত হয়॥ ১২॥

আকন্দের আঠা হরিদ্রার সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপ দিলে মুখের কৃষ্ণতা অধিক দিনের হইলেও নিশ্চয়ই নষ্ট হয়॥ ১৩।

বটের পাণ্ডুবর্ণ পত্র, মালতী, রক্তচন্দন, কুড়, কালীয়ক এবং লোধ ইহাদের প্রলেপ তারুণ্যপীড়কা, ব্যঙ্গ ও নীলিকাদি ধ্বংসের জন্য প্রদান করিবে।১৪॥

পুরাণমথপিণ্যাকং পুরীষং কুক্কুটস্য চ।
মূত্রপিষ্টঃ প্রলেপোঽয়ং শীঘ্রং হন্যাদরুংষিকাম্ ॥ ১৫ ॥
খদিরনিম্বজম্বূনাং ত্বগ্‌ভির্বা মূত্রসংযুতৈঃ।
কুটজত্বক্‌সৈন্ধবং বা লেপো হন্যাদরুংষিকাম্ ॥ ১৬ ॥
পিয়ালবীজমধুককুষ্ঠমাষৈঃ সসৈন্ধবৈঃ।
কার্য্যো দারুণকে মূর্দ্ধ্নি প্রলেপো মধুসংযুতঃ ॥ ১৭ ॥
আম্রবীজস্য চূর্ণন্তু শিবাচূর্ণং সমং দ্বয়ম্।
দুগ্ধপিষ্টঃ প্রলেপোঽয়ং দারুণং হন্তি দারুণম্ ॥ ১৮ ॥
রসস্তিক্তপটোলস্য পত্রাণাং তদ্বিলেপনাৎ।
ইন্দ্রলুপ্তং শমং যাতি ত্রিভিরেব দিনৈর্ধ্রুবম্।
ইন্দ্রলুপ্তাপহো লেপো মধুনা বৃহতীরসঃ ॥ ১৯ ॥
গুঞ্জামূলফলং বাপি ভল্লাতকরসোঽপি বা।
গোক্ষুরস্তিলপুষ্পাণি তুল্যে চ মধুসর্পিষী।
শিরঃপ্রলেপনস্তেন কেশসংবর্দ্ধনং পরম্ ॥ ২০ ॥
হস্তিদন্তমষীং কৃত্বা ছাগদুগ্ধং রসাঞ্জনম্।

পুরাতন পিণ্যাক (সর্ষপাদির খৈল) ও কুক্কুটের বিষ্ঠা গোমূত্রে পেষণ করিয়া লেপ দিলে সত্বরই অরুংষিকা রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

খদির, নিম্ব ও জম্বু ইহাদের ছাল গোমূত্র সংযুক্ত করিয়া অথবা কুটজেরছাল সৈন্ধবলবণের সহিত লেপ দিলে অরুংষিকারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই, সৈন্ধবলবণ ও মধুর প্রলেপে মূর্দ্ধ্নির দারুণক বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

আম্রবীজের শস্য চূর্ণ ও হরীতকী চূর্ণ উভয়ে সমান ভাগ লইয়া দুগ্ধে পেষণ করিয়া লেপ দিলে ভয়ানক দারুণক রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

তিক্ত ও পটোল পাতার রস একত্র লইয়া বা বৃহতীর রস মধুর সহিত লেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত রোগের বিনাশ সাধন হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

গুঞ্জারমূল ও ফল কিম্বা ভেলার রস অথবা গোক্ষুর ও তিলের ফুল, সমান ভাগ মধু ও ঘৃতসহ মস্তকে প্রলেপ দিলে মস্তকের চুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

গজদন্ত ভস্ম করিয়া ছাগদুগ্ধ ও রসাঞ্জন (কজ্জল বা ধাতু বিশেষ ইহা চক্ষুতে

রোমাণ্যনেন জায়ন্তে লেপাৎ প্রাণিতলেষ্বপি ॥ ২১ ॥
যষ্টীন্দীবরমৃদ্বীকাতৈলাজ্যক্ষীরলেপনৈঃ।
ইন্দ্রলুপ্তং শমং যাতি কেশাঃ স্যুঃ সঘনাদৃঢ়াঃ ॥ ২২ ॥
চতুষ্পদানাং ত্বগ্রোমনখশৃঙ্গাস্থিভস্মভিঃ।
তৈলেন সহলেপোঽয়ং রোমসংজননঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্রবারুণিকাবীজতৈলেনাভ্যঙ্গমাচরেৎ।
প্রত্যহন্তেন যায়ন্তে কুন্তলাঃ ভৃঙ্গসন্নিভাঃ ॥ ২৪ ॥
অয়োরজো ভৃঙ্গরাজস্ত্রিফলাকৃষ্ণমৃত্তিকা।
স্থিতমিক্ষুরসে মাসং লেপনাৎ পলিতং জয়েৎ ॥ ২৫ ॥
ধাত্রীফলত্রয়ং পথ্যে দ্বে তথৈকং বিভীতকম্।
পঞ্চাম্রমজ্জালোহস্য কর্ষৈকঞ্চ প্রদীয়তে ॥
পিষ্ট্বা লোহময়ে ভাণ্ডে স্থাপয়েদুষিতং নিশি।
লেপোঽয়ং হন্তি চিরাদকালপলিতং মহৎ ॥ ২৬ । ২৭ ॥
ত্রিফলানীলিকাপত্রং লোহং ভৃঙ্গরজঃ সমম্।
অজামূত্রেণ সংপিষ্টং লেপাৎ কৃষ্ণীকরং স্মৃতম্ ॥ ২৮ ॥

লেপন করিলে চক্ষু অত্যন্ত শীতল হয়) একত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে লোম জন্মে। এমন কি হস্ততলে পর্য্যন্তও লোম উৎপন্ন হয় ॥ ২১ ॥

যষ্টিমধু, ইন্দীবর, দ্রাক্ষা, তৈল, ঘৃত ও ক্ষীরসহ একত্র প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত প্রশমিত এবং কেশ সকল ঘন ও দৃঢ় হয় ॥ ২২ ॥

চতুষ্পদের নখ, রোম, ত্বক্, শৃঙ্গ ও অস্থিভস্ম, তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে লোম উৎপন্ন হয় ॥ ২৩ ॥

ইন্দ্রবারুণীরবীজ, তৈলের সহিত প্রত্যহ অভ্যঙ্গ করিলে অত্যন্ত কৃষ্ণ (ভ্রমরের ন্যায়) বর্ণবিশিষ্ট কেশ উৎপন্ন হয় ॥ ২৪ ॥

লৌহচূর্ণ, ভৃঙ্গরাজ, ত্রিফলা ও কৃষ্ণমৃত্তিকা একমাস পর্য্যন্ত ইক্ষুরসের মধ্যে রাখিয়া তাহাদ্বারা প্রলেপ দিলে কেশের শুভ্রতা নষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

তিনটী আমলকী, দুইটী হরীতকী, একটী বহেড়া, আমের কেশী পাঁচটী লৌহচূর্ণ ১ কর্ষ একত্র পেষণ করিয়া রাত্রিতে লৌহপাত্রে স্থাপন করিবে। উহার প্রলেপ দ্বারা অচিরকালজাত শুভ্রতা বিনষ্ট হয় ॥ ২৬।২৭ ॥

ত্রিফলা, নীলিকাপত্র, লৌহ ও ভৃঙ্গরাজ সমান ভাগে লইয়া ছাগমূত্রে সংপিষ্ট করিয়া প্রলেপ দিলে মস্তকের চুল অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥ ২৮ ॥

ত্রিফলালোহচূর্ণঞ্চ দাড়িমত্বগ্বিসং তথা।
প্রত্যেকং পঞ্চপলিকং চূর্ণং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
ভৃঙ্গরাজরসস্যাপি প্রস্থষট্কং প্রদাপয়েৎ।
ক্ষিপ্ত্বা লোহময়ে পাত্রে ভূমিমধ্যে নিধাপয়েৎ॥
মাসমেকং ততঃ কুর্য্যাচ্ছাগীদুগ্ধেন লেপনম্।
কূর্চ্চে শিরসি রাত্রৌচ সংবেষ্ট্যৈরণ্ডপত্রকৈঃ।
স্বপেৎ প্রাতস্ততঃ কুর্য্যাৎ স্নানং তেন চ জায়তে॥ ২৯—৩১॥
হরীতকীসৈন্ধবঞ্চ গৈরিকঞ্চ রসাঞ্জনম্।
বিড়ালকো জলে পিষ্টঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহঃ॥ ৩২॥
রসাঞ্জনং ব্যোষযুতং সংপিষ্য বটকীকৃতম্।
কণ্ডূপাকান্বিতাং হন্তি লেপাদঞ্জননামিকাম্॥ ৩৩॥
প্রপুন্নাটস্য বীজানি বাকুচীসর্ষপস্তিলাঃ।
কুষ্ঠং নিশাদ্বয়ং মুস্তং পিষ্ট্বা তক্রেণ লেপনম্।
প্রলেপাদস্য নশ্যন্তি কণ্ডূদদ্রুবিচর্চ্চিকাঃ॥ ৩৪॥
হেমক্ষীরীবিড়ঙ্গানি দরদং গন্ধকং তথা।
দদ্রুঘ্নঃ কুষ্ঠসিন্দূরং সর্ব্বাণ্যেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥

ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ দাড়িম্ব ত্বক্ ও মৃণাল প্রত্যেকে পাঁচ পল চূর্ণ করিবে এবং ভৃঙ্গরাজের রস ছয় প্রস্থ লইয়া একত্রে একমাস পর্য্যন্ত মাটির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তৎপরে ছাগদুগ্ধের সহিত রাত্রিতে মস্তকে লেপন করিয়া 'এরণ্ডপত্র-দ্বারা সংবেষ্টন করিয়া রাখিবে, প্রাতঃকালে উহা খুলিয়া ফেলিয়া স্নান করিবে। ইহাতে কেশ উৎপন্ন হয়॥ ২৯-৩১॥

হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, গেরীমাটী ও রসাঞ্জন ইহাদের জলপিষ্ট বিড়ালকদ্বারা সকল প্রকার নেত্রাময় বিনষ্ট হয়॥ ৩২॥

রসাঞ্জন ও ত্রিকটু পেষণ করিয়া বটীকা করিবে। ইহাদ্বারা প্রলেপ দিলে কণ্ডূ ও পাকান্বিত অঞ্জননামিকা নষ্ট হয়॥ ৩৩॥

চাকুন্দেবীজ, সোমরাজ, সরিষা, তিল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মুতা, তক্র (ঘোল) দ্বারা পেষণ করিয়া লেপ দিবে, ইহাদ্বারা কণ্ডূ, দদ্রু ও বিচর্চ্চিকা নষ্ট হয়॥ ৩৪॥

হেমক্ষীরী, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গুল, গন্ধক, দদ্রুঘ্ন, কুড় ও সিন্দূর এই সকল দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিবে। পরে ধুতূরা, নিম্ব ও তাম্বূলিপত্রের রসদ্বারা পৃথক্ পৃথক্

ধত্তূরনিম্বতাম্বূলীপত্রাণাং স্বরসৈঃ পৃথক্।
অস্য প্রলেপমাত্রেণ যামাদ্ দদ্রুবিচর্চ্চিকাঃ ॥ ৩৫ । ৩৬ ॥
দূর্ব্বাময়াসৈন্ধবঞ্চ চক্রমর্দ্দঃ কুঠেরকঃ।
এভিস্তক্রযুতো লেপঃ কণ্ডূদদ্রুবিনাশনঃ ॥ ৩৭ ॥
শঙ্খচূর্ণস্য ভাগৌ দ্বৌ হরিতালঞ্চ ভাগিকম্।
মনঃশিলা চার্দ্ধভাগা সর্জ্জিকাক্ষারৈক ভাগিকা।
লেপোঽয়ং বারিপিষ্টস্তু কেশানুৎপাট্য দীয়তে ॥
অনয়া লেপযুক্ত্যা চ সপ্তবেলং প্রযুক্তয়া।
নির্ম্মূলকেশস্থানং স্যাৎ ক্ষপণস্য শিরো যথা। ৩৮। ৩৯ ॥
তালকং শাণযুগ্মং স্যাৎ ষট্শাণং শঙ্খচূর্ণকম্।
দ্বিশাণিকং পলাশস্য ক্ষারং দত্ত্বা প্রমর্দ্দয়েৎ ॥
কদলীদণ্ডতোয়েন রবিপত্ররসেন বা।
অস্যাপি সপ্তভির্লেপৈর্লোম্নাং শাতনমুত্তমম্ ॥ ৪০ । ৪১ ॥
সুবর্ণপুষ্পকাশীসং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা।
রোচনাসৈন্ধবং চৈব লেপনাচ্ছ্বিত্রনাশনম্ ॥ ৪২ ॥

মর্দ্দন করিবে। ইহাদ্বারা প্রলেপ দিলে এক প্রহর মধ্যে দদ্রু ও বিচর্চ্চিকা প্রশমিত হয় ॥ ৩৫।৩৬ ॥

দূর্ব্বা, কুড়, সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দে ও কুঠেরক, তক্রদ্বারা লেপ দিলে কণ্ডূ ও দদ্রু বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

শঙ্খচূর্ণ ২ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, মনঃশিলা অর্দ্ধ ভাগ, সর্জ্জিকাক্ষার ১ ভাগ, একত্র লইয়া জলদ্বারা পেষণ করিয়া কেশ উৎপাটনের নিমিত্ত লেপ দিবে। এই লেপ সাতবার প্রয়োগ করিলে কেশ নির্ম্মূল হয় ॥ ৩৮।৩৯ ॥

হরিতাল ২ শাণ, শঙ্খচূর্ণ ৬ শাণ ও পলাশের ক্ষার ২ শাণ লইয়া কদলী-দণ্ডের রস বা আকন্দপাতার রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া সাতবার লেপ দিলে কেশ নির্ম্মূল হয় ॥ ৪০।৪১ ॥

সুবর্ণপুষ্প, হিরাকস, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা, গোরোচনা ও সৈন্ধব একত্রে লেপন করিলে শ্বিত্ররোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

বায়স্যেড়গজাকুষ্ঠকৃষ্ণাভিগু টিকাকৃতা।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টা প্রলেপাচ্ছিত্রনাশিনী ॥ ৪৩ ॥
বাকুচী বেতসো লাক্ষা কাকোডুম্বরিকা কণা।
রসাঞ্জনমশ্চূর্ণং তিলাঃ কৃষ্ণাস্তদেকতঃ ॥
চূর্ণয়িত্বা গবাং পিত্তৈঃ পিষ্ট্বাচ গুটিকাকৃতা।
অস্যাঃ প্রলেপাচ্ছিত্রাণি প্রণশ্যন্ত্যতিবেগতঃ ॥ ৪৪। ৪৫॥
ধাত্রীসর্জ্জরসশ্চৈব যবক্ষারশ্চ চূর্ণিতঃ।
সৌবীরেণ প্রলেপোঽয়ং প্রযোজ্যঃ সিধ্মনাশনঃ ॥ ৪৬ ॥
দার্ব্বীমূলকবীজানি তালকং সুরদারু চ।
তাম্বূলপত্রং সর্ব্বাণি কার্ষিকাণি পৃথক্ পৃথক্ ॥
শঙ্খচূর্ণং শাণমাত্রং সর্ব্বাণ্যেকত্র চূর্ণয়েৎ।
লেপোঽয়ং বারিণা পিষ্টঃ সিধ্মানাং নাশনঃ পরঃ ॥ ৪৭।৪৮ ॥
চন্দনোশীরযষ্ট্যাহ্ববলাব্যাঘ্রনখোৎপলৈঃ।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপঃ স্যাৎ রক্তপিত্তশিরোরুজি ॥
সিদ্ধার্থরজনীকুষ্ঠৈঃ প্রপুন্নাঢ়তিলৈঃ সহ।
কটুতৈলেন সংমিশ্রমুদর্দ্দঘ্নং বিলেপনম্ ॥ ৪৯। ৫০ ॥

কাকমাচী, চাকুন্দে, কুড় ও কৃষ্ণজীরা একত্রে গুটিকা করিবে। পরে ছাগ-মূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগ নষ্ট হয় ॥ ৪৩ ॥

বাকুচী (সোমরাজ), অম্লবেতস, লাক্ষা, কাকোডুম্বরিকা, পিপুল, রসাঞ্জন, লৌহচূর্ণ, তিল ও কৃষ্ণজীরা এই সকল একত্রে চূর্ণ করতঃ গোপিত্তদ্বারা পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। ইহারদ্বারা প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগ নষ্ট হয় ॥৪৪।৪৫॥

আমলকী, ধুনা ও যবক্ষার চূর্ণ করিয়া কাঞ্জিকদ্বারা প্রলেপ দিলে সিধ্ম নষ্ট হয় ॥৪৬॥

দারুহরিদ্রা, মূলকবীজ, হরিতাল, দেবদারু ও তাম্বূলপত্র প্রত্যেকে এক এক কর্ষ, শঙ্খচূর্ণ এক শাণ, সকল গুলি একত্রে চূর্ণ করিবে। পরে জলদ্বারা পিষিয়া সিধ্ম নাশার্থ লেপ দিবে ॥ ৪৭।৪৮ ॥

রক্তচন্দন, বেণারমূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ব্যাঘ্রনখী ও উৎপল দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে রক্তপিত্তজ শিরোবেদনা নষ্ট হয়। শ্বেতসরিষা, হরিদ্রা, কুড়, চাকুন্দে ও তিল, কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে উদর্দ্দরোগ নষ্ট হয় ॥ ৪৯।৫০ ॥

রাস্নানীলোৎপলং দারুচন্দনং মধুকং বলা।
ঘৃতক্ষীরযুতো লেপো বাতবীসর্পনাশনঃ ॥ ৫১ ॥
মৃণালং চন্দনং লোধ্রমুশীরং কমলোৎপলম্।
সারিবামলকীপথ্যা লেপঃ পিত্তবিসর্পনুৎ ॥ ৫২ ॥
ত্রিফলাপদ্মকোশীরং সমঙ্গাকরবীরকম্।
নলমূলমনন্তা চ লেপঃ শ্লেষ্মবিসর্পহা ॥ ৫৩ ॥
মাংসীসর্জ্জরসং লোধ্রং মধুকং সহ রেণুকম্।
মূর্ব্বানীলোৎপলং পদ্মং শিরীষকুসুমৈঃ সহ।
প্রলেপঃ পিত্তবাতঘ্নঃ শতধৌতঘৃতপ্লুতঃ ॥ ৫৪ ॥
আমলং ঘৃতভ্রষ্টন্তু পিষ্টং কাঞ্জিকবারিভিঃ।
জয়েন্মূর্দ্ধ্নি প্রলেপেন রক্তং নাসিকয়া স্রুতম্ ॥ ৫৫ ॥
কুষ্ঠমেরণ্ডতৈলেন লেপাৎ কাঞ্জিকপেষিতম্।
শিরোর্ত্তিং বাতজাং হন্যাৎ পুষ্পং বা মুচুকুন্দজম্ ॥ ৫৬ ॥
দেবদারুনতং কুষ্ঠং নলদং বিশ্বভেষজম্।
সকাঞ্জিকঃ স্নেহযুক্তো লেপো বাতশিরোর্ত্তিনুৎ ॥ ৫৭ ॥

রাস্না, নীলোৎপল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, ঘৃত ও দুগ্ধসহ প্রলেপ দিলে বাতবিসর্প নষ্ট হয় ॥ ৫১ ॥

মৃণাল, রক্তচন্দন, লোধ, বেণারমূল, পদ্ম, উৎপল, অনন্তমূল, আমলকী ও হরীতকী ইহাদের প্রলেপদ্বারা পিত্তবিসর্প নষ্ট হয় ॥ ৫২ ॥

ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, উশীর, বরাহক্রান্তা, করবী, নলমূল ও অনন্তমূলদ্বারা লেপ দিলে শ্লেষ্মজ বিসর্প নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

জটামাংসী, ধুনা, লোধ, যষ্টিমধু, রেণুক, মূর্ব্বা, নীলোৎপল, পদ্ম এবং শিরীষ-পুষ্প, শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশাইয়া লেপ দিলে পিত্ত ও বাতঘ্ন হয় ॥ ৫৪ ॥

ঘৃতে ভাজা আমলকী, কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া মস্তকে লেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব রোধ হয় ॥ ৫৫ ॥

কুড়, এরণ্ডতৈল, কাঞ্জিকসহ মিশাইয়া কিম্বা মুচুকুন্দফুল কাঞ্জিকদ্বারা পেষণ করিয়া লেপ দিলে বাতজ শিরোবেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

দেবদারু, ভগরপাদুকা, কুড়, উশীর ও শুঁঠ, কাঞ্জিক ও তৈলযুক্ত করিয়া লেপ দিলে বাতজ শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

ধাত্রীকসেরুহ্রীবেরপদ্মপদ্মকচন্দনৈঃ।
দূর্ব্বোশীরনলানাঞ্চ মূলৈঃ কুর্য্যাৎ প্রলেপনম্।
শিরোর্ত্তিং পিত্তজাং হন্যাদ্রক্তপিত্তরুজন্তথা ॥ ৫৮ ॥
হরেণুনতশৈলেয়মুস্তৈলাগুরুদারুভিঃ।
মাংসীরাস্নারুবূকৈশ্চ কোষ্ণো লেপঃ কফার্ত্তিকা ॥ ৫৯ ॥
শুণ্ঠীকুষ্ঠপ্রপুন্নাড়দেবকাষ্ঠৈঃ সরোহিষৈঃ।
মূত্রপিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈশ্চ লেপঃ শ্লেষ্মশিরোর্ত্তিনুৎ ॥ ৬০ ॥
সারিবাকুষ্ঠমধুকবচাকৃষ্ণোৎপলৈস্তথা।
লেপঃ সকাঞ্জিকস্নেহঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ ॥ ৬১ ॥
বরীনীলোৎপলং দূর্ব্বাতিলাকৃষ্ণাপুনর্নবা।
শঙ্খকেঽনন্তবাতে চ লেপঃ সর্ব্বশিরোর্ত্তিজিৎ ॥ ৬২ ॥
অথ লেপবিধিশ্চান্যঃ প্রোচ্যতে সুশ্রুতসম্মতঃ।
দ্বৌ তস্য কথিতৌ ভেদৌ প্রলেপাখ্যপ্রদেহকৌ ॥
চর্ম্মাদ্রং মাহিষং যদ্বৎ প্রোন্নতং সংমিতিস্তয়োঃ।
শীতস্তনুর্ব্বিশোষী চ প্রলেপঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

আমলকী, কসেরু, বালা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, দূর্ব্বা, উশীর ও নলমূলের প্রলেপদ্বারা পিত্তোৎপন্নশিরোরোগ ও রক্তপিত্তোৎপন্ন বেদনাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

রেণুক, তগরমূল, শৈলজ, মুতা, এলাচ, অগুরু, দেবদারু, জটামাংসী, রাস্না এবং এরণ্ড ইহাদের ঈষদুষ্ণ প্রলেপ কফরোগ নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

শুঁঠ, কুড়, চাকুন্দে, দেবদারু, গন্ধতৃণ, গোমূত্র পিষ্ট ও সুখোষ্ণ করিয়া লেপ দিলে শ্লেষ্মশিরঃপীড়া নষ্ট হয় ॥ ৬০ ॥

অনন্তমূল, কুড়, যষ্টিমধু, বচ, কৃষ্ণজীরা ও পদ্ম, কাঞ্জিক ও তৈলসহ প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধভেদক রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

শতাবরী, নীলোৎপল, দূর্ব্বা, তিল, কৃষ্ণজীরা ও পুনর্নবার প্রলেপদ্বারা সর্ব্ব প্রকার শিরোরোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

সুশ্রুত সম্মত অন্যান্য লেপ বিধি কথিত হইতেছে, প্রলেপ ও প্রদেহ লেপের এই দুই প্রকার ভেদ আছে। প্রলেপ আর্দ্র মহিষের চর্ম্মের ন্যায় উন্নত এবং

আর্দ্রো ঘনস্তথোষ্ণঃ স্যাৎ প্রদেহঃ শ্লেষ্মবাতহা ॥ ৬৩। ৬৪ ॥
রোমাভিমুখমাদেয়ৌ প্রলেপাখ্যপ্রদেহকৌ।
বীর্য্যং সম্যক্‌বিশত্যাশু রোমকূপৈঃ শিরামুখৈঃ ॥
ন রাত্রৌ লেপনং কুর্য্যাচ্ছুষ্যমাণং ন ধারয়েৎ।
শুষ্যমাণমুপেক্ষেত প্রদেহং পীড়নং প্রতি ॥
তমসা পিহিতোষ্ম্যা রোমকূপমুখে স্থিতঃ।
বিনা লেপেন নির্য্যাতি রাত্রৌ নালেপয়েদতঃ ॥
রাত্রাবপি প্রলেপাদিবিধিঃ কার্য্যো বিচক্ষণৈঃ।
অপাকি শোথে গম্ভীরে রক্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবে ॥ ৬৫—৬৮ ॥
আদৌ শোথহরো লেপো দ্বিতেয়ো রক্তসেচনঃ।
তৃতীয়শ্চোপনাহঃ স্যাচ্চতুর্থঃ পাটনঃ ক্রমঃ ॥
পঞ্চমঃ শোধনো ভূয়াৎ ষষ্ঠো রোপণ ইষ্যতে।
সপ্তমো বর্ণকরণো ব্রণস্যৈতে ক্রমামতাঃ ॥ ৬৯। ৭০ ॥

অথ লেপোঃ—

বীজপূরজটাহিংস্রাদেবদারুমহৌষধম্।
রাস্নাগ্নিমন্থো লেপোঽয়ং বাতশোথবিনাশনঃ ॥ ৭১ ॥

শীতল ও শোষণ গুণযুক্ত এবং প্রদেহ আর্দ্র, ঘন ও উষ্ণগুণ বিশিষ্ট হয়। ই শ্লেষ্ম ও বাতনাশক॥ ৬৩।৬৪ ॥

প্রলেপ ও প্রদেহ রোমাভিমুখে দিতে হয়, তাহাতে রোমকূপদ্বারা ঔষধে বীর্য্য শিরোমুখে প্রবিষ্ট হয়। রাত্রিতে প্রলেপ দিবে না এবং প্রলেপ শুষ্ক হই দেহে ধারণ করিবে না।

প্রদেহ শুষ্ক হইলে পীড়নদ্বারা তাহা তুলিবে না। রাত্রিতে প্রলেপ দে না থাকিলে রোমকূপ মুখস্থিত উষ্মা নির্গত হয়, এই হেতু রাত্রিতে লেপ দি না। অপাকি, গম্ভীর ও রক্তশ্লেষ্ম সমুদ্ভূত শোথে রাত্রিতেও প্রলেপ দেও কর্ত্তব্য॥ ৬৫—৬৮ ॥

ব্রণে সর্ব্বাগ্রে শোথ বিনাশক লেপ দিবে, তৎপরে রক্তসেচন করিবে; ত পর যথাক্রমে উপনাহ, পাটন, শোধন, রোপণ এবং ব্রণ স্থানের বর্ণক করিবে॥ ৬৯।৭০ ।

টাবালেবুর মূল, জটামাংসী, কুলেখাড়া, দেবদারু, শুঁঠ, রাস্না ও গণিয়া প্রলেপ বাতোৎপন্ন শোথ বিনাশনার্থ প্রয়োগ করিবে॥ ৭১॥

মধুকং চন্দনং দুর্ব্বানলমূলঞ্চ পদ্মকম্।
উশীরং বালকং পদ্মং পিত্তশোথে প্রলেপনম্॥ ৭২॥
কৃষ্ণাপুরাণপিণ্যাকং শিগ্রুত্বক্‌সিকতাশিবা।
মূত্রপিষ্টঃ সুখোষ্ণোঽয়ং প্রদেহঃ শ্লেষ্মশোথহৃৎ॥ ৭৩॥
দ্বে নিশে চন্দনে দ্বে চ শিবাদূর্ব্বাপুনর্নবা।
উশীরং পদ্মকং লোধ্রং গৈরিকঞ্চ রসাঞ্জনম্।
আগন্তুজে রক্তজে চ শোথে কুর্য্যাৎ প্রলেপনম্॥
শণমূলকশিগ্রূণাং ফলানি তিলসর্ষপাঃ।
শক্তবঃ কিণ্বমতসী প্রদেহঃ পাচনঃ স্মৃতঃ॥
দন্তীচিত্রকমূলত্বক্‌সুধার্কপয়সা গুড়ৈঃ।
ভল্লাতকশ্চ কাশীশং সৈন্ধবৈঃ দারণে স্মৃতঃ॥ ৭৪—৭৭॥
চিরবিল্বোঽগ্নিকো দন্তী চিত্রকো হয়মারকঃ।
কপোতকঙ্কগৃধ্রাণাং মললেপেন দারণম্॥
স্বর্জ্জিকাযাবশূকাদ্যাঃ ক্ষারা লেপেন দারণাঃ।
হেমক্ষীর্য্যাস্তথা লেপো ব্রণে পরমদারণঃ॥

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, দূর্ব্বা, নলমূল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, বালা ও পদ্মের প্রলেপ পিত্তশোথে প্রযোজ্য॥ ৭২॥

কৃষ্ণা, পুরাতন সরিষারখইল, সজিনার ত্বক্, বালুকা ও হরীতকী, গোমূত্র পিষ্ট ও অল্প গরম করিয়া প্রদেহ করিলে শ্লেষ্মশোথ নষ্ট হয়॥ ৭৩॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দূর্ব্বা, হরীতকী, পুনর্নবা, উশীর পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, গেরিমাটী ও রসাঞ্জনের প্রলেপ আগন্তুজ ও রক্তজশোথে উপকারী।

শণমূল, সজিনারফল, তিল, সরিষা, ছাতু, সুরাবীজ ও মসিনার প্রদেহ দোষপাচক।

দন্তী, চিতামূল ত্বক্, সিজআঠা, আকন্দের আঠা ও গুড় এবং ভেলা, হিরাকস ও সৈন্ধবলবণদ্বারা প্রলেপ দিলে ব্রণ ফাটিয়া যায়॥ ৭৪—৭৭॥

করঞ্জ, অগ্নিক, দন্তী, করবীর ও কপোত, কঙ্ক ও গৃধ্রদিগের মলদ্বারা ব্রণ দারণার্থ লেপ দিবে। সাজিমাটী ও যবক্ষারাদির ক্ষার ব্রণ দারণার্থ লেপন করিবে। হেমক্ষীরির প্রলেপ শ্রেষ্ঠ ব্রণবিদারক।

তিলসৈন্ধবযষ্ট্যাহ্বনিম্বপত্রনিশাযুগৈঃ।
ত্রিবৃদ্দন্তীযুতৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপো ব্রণশোধনঃ॥ ৭৮—৮০॥
নিম্বপত্রঘৃতক্ষৌদ্রদার্বীমধুকসংযুতঃ।
তিলৈশ্চ সহ সংযুক্তো লেপঃ শোধনরোপণঃ॥ ৮১॥
করঞ্জারিষ্টনিগুণ্ডীলেপো হন্যাৎ ব্রণক্রমীন্।
লশুনস্যাথবা লেপো হিঙ্গুনিম্বভবোঽথবা॥
নিম্বপত্রতিলাদন্তীত্রিবৃৎসৈন্ধবমাক্ষিকম্
দুষ্টব্রণপ্রশমনো লেপঃ শোধনরোপণঃ॥ ৮২। ৮৩॥
মদনস্য ফলং তিক্তাং পিষ্ট্বা কাঞ্জিকবারিণা।
কোষ্ণং কুর্য্যান্নাভিলেপং শূলশান্তির্ভবেত্ততঃ॥
শিগ্রুশেফালিকৈরণ্ডযবগোধূমমুদ্গকৈঃ।
সুখোষ্ণোবহুলো লেপঃ প্রযুজ্যো বাতবিদ্রধৌ॥
পৈত্তিকে সর্পিষা লাজামধুকৈঃ শর্করান্বিতৈঃ।
প্রলিম্পেৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্বা পয়স্যোশীরচন্দনৈঃ॥

তিল, সৈন্ধব, যষ্টিমধু, নিম্বপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিবৃৎ (তেউড়ী) ও দন্তী পেষণ করিয়া ব্রণ পরিষ্কারার্থ লেপ দিবে॥ ৭৮—৮০॥

নিম্বপত্র, ঘৃত, মধু, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু ও তিলদ্বারা ব্রণ পরিষ্কার ও রোপণার্থ প্রলেপ দিবে॥ ৮১॥

করঞ্জ, নিম্ব ও নিসিন্দার প্রলেপদ্বারা ব্রণজ ক্রমি বিনষ্ট হয়। অথবা রসুন হিঙ্গু ও নিম্বদ্বারা প্রলেপেও ব্রণজ ক্রমি বিনষ্ট হয়।

নিম্বপত্র, তিল, দন্তী, তেউড়ী, সৈন্ধব ও মধুদ্বারা লেপ দিলে দুষ্টব্রণ নষ্ট এবং ব্রণশোধন এবং রোপণ হইয়া থাকে॥ ৮২—৮৩॥

মদনফল ও কটুকী, কাঞ্জিকদ্বারা পেষণ ও অল্প গরম করিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে শূলরোগ প্রশমিত হয়।

সজিনা, শেফালিকা, এরণ্ড, যব, গোধূম ও মুদ্গ ইহাদের সুখোষ্ণ প্রলেপ বাত বিদ্রধিতে প্রযোজ্য।

পৈত্তিক বিদ্রধিতে ঘৃত, খই, যষ্টিমধু ও শর্করা ইহাদিগকে দুগ্ধদ্বারা বাটিবা অথবা বেণারমূল ও রক্তচন্দন এই দুই দ্রব্যকে দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

ইষ্টিকাসিকতালোহকীট্টগোশকৃতা সহ।
সুখোষ্ণশ্চ প্রদেহোঽয়ং মূত্রৈঃ স্যাৎ শ্লেষ্মবিদ্রধৌ ॥ ৮৪—৮৭ ॥
রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠানিশামধুকগৈরিকৈঃ।
ক্ষীরেণ বিদ্রধৌ লেপো রক্তাগন্তুনিমিত্তজে ॥
নিচুলঃ শিগ্রুবীজানি দশমূলমথাপিবা।
প্রদেহো বাতগণ্ডেষু সুখোষ্ণঃ সম্প্রদীয়তে।
দেবদারু বিশালা চ কফগণ্ডে প্রদেহকঃ ॥ ৮৮। ৮৯ ॥
সর্ষপারিষ্টপত্রাণি দগ্ধ্বা ভল্লাতকৈঃ সহ।
ছাগমূত্রেণ সম্পিষ্টমপচিঘ্নং প্রলেপনম্ ॥
সর্ষপাঃ শিগ্রুবীজানি শণবীজাতসীযবাঃ।
মূলকস্য চ বীজানি তক্রেণাম্লেন পেষয়েৎ ॥
গণ্ডমালার্বুদং গণ্ডং লেপেনানেন শাম্যতি।
প্রক্ষয়িত্বা ক্ষুরেণাঙ্গং কেবলানিলপীড়িতম্ ॥
তত্র প্রদেহং দদ্যাচ্চ পিষ্টং গুঞ্জাফলৈঃ কৃতম্।
তেনাববাহুজা পীড়া বিপচী গৃধ্রসী তথা।
অন্যাপি বাতজা পীড়া প্রশমং যাতি বেগতঃ ॥ ৯০—৯৩ ॥

ইষ্টক, বালুকা, লৌহকিট্ট, গোময় ও গোমূত্র একত্র সুখোষ্ণ করিয়া শ্লেষ্ম-বিদ্রধিতে লেপ প্রদান করিবে ॥ ৮৪—৮৭ ॥

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু ও গেরিমাটী ইহাদিগকে দুগ্ধদ্বারা বাটিয়া রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিতে প্রলেপ প্রদান করিবে।

হিজলবীজ, সজিনাবীজ ও দশমূলের প্রদেহ সুখোষ্ণ করিয়া বাতগণ্ডে প্রদান করিবে। দেবদারু ও ইন্দ্রবারুণীর প্রদেহ কফগণ্ডে প্রযোজ্য ॥ ৮৮—৮৯ ॥

সরিষা ও নিম্বপত্র দগ্ধীভূত করিয়া ভেলার সহিত ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করতঃ অপচীতে লেপন করিবে।

সরিষা, সজিনার বীজ, শণবীজ, মসিনা, যব ও মূলকের বীজ, ঘোল ও কাঞ্জিক-দ্বারা পেষণ করিয়া লেপ দিলে গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ ও গণ্ড প্রশমিত হইয়া থাকে।

কেবল বায়ুপীড়িত ব্যক্তির অঙ্গ ক্ষুরদ্বারা পিঁচিয়া ঐস্থলে পিষ্ট গুঞ্জাফলের প্রলেপ দিলে অববাহুক, অপচী, গৃধ্রসী ও অন্যান্য বাতব্যাধি প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৯০—৯৩ ॥

ধত্তূরৈরেরণ্ডনিগুণ্ডীবর্ষাভূশিগ্রু র্ষপৈঃ।
প্রলেপঃ শ্লীপদং হস্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥
অজাজীহবুষাকুষ্ঠমেরণ্ডবদরান্বিতম্।
কাঞ্জিকেন তু সম্পিষ্টং কুরণ্ডঘ্নং প্রলেপনম্॥
করবীরস্থ মূলেন পরিপিষ্টেন বারিণা।
অসাধ্যাপি ব্রজত্যস্তং লিঙ্গোত্থারুক্ প্রলেপনাৎ॥
দহেৎ কটাহে ত্রিফলাং তাং মষীং মধুসংযুতাম্।
উপদংশে প্রলেপোহয়ং সদ্যো রোপয়তি ব্রণম্॥
রসাঞ্জনং শিরীষেণ পথ্যয়া চ সমন্বিতম্।
সক্ষৌদ্রং লেপনং যোজ্যমুপদংশগদাপহম্॥ ৯৪—৯৮॥
অগ্নিদগ্ধেতু গোক্ষারীপ্লক্ষচন্দনগৈরিকৈঃ।
সামৃতৈঃ সর্পিসা স্নিগ্ধৈরালেপং কারয়েদ্ভিষক্।
তণ্ডুলীয়কষায়ৈর্ব্বা ঘৃতমিশ্রৈঃ প্রলেপয়েৎ॥
যবান্ দগ্ধ্বা মষীকার্য্যা তৈলেন যুতয়া তয়া।
দদ্যাৎ সর্ব্বাগ্নিদগ্ধেষু প্রলেপো ব্রণরোপণঃ॥ ৯৯। ১০০॥

ধুস্তূর, এরণ্ড, নিসিন্দা, পুনর্নবা, সজিনা ও সর্ষপ ইহাদের লেপদ্বারা দীর্ঘকালের অতি কঠিন শ্লীপদ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কৃষ্ণজীরা, হবুষা, কুড়, এরণ্ড ও কুল ইহাদিগকে কাঞ্জিকদ্বারা পেষণ করিয়া লেপ দিলে কুরণ্ডের হ্রাস হয়।

করবীরের মূল জলদ্বারা ভালরূপে পেষণ করিয়া লেপ দিলে লিঙ্গোত্থ অতি কঠিন রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিফলা, কটাহে দগ্ধ করিয়া সেই মসী, মধুসংযুক্ত করিয়া উপদংশে প্রলেপ দিলে ব্রণ সদ্য রোপণ হয়।

রসাঞ্জন, শিরীষ ও হরীতকী, মধুসহ উপদংশে প্রলেপ দিলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে॥ ৯৪—৯৮॥

অগ্নিদগ্ধে বংশোচন, অশ্বত্থ, রক্তচন্দন, গেরিমাটী ও গুলঞ্চ ঘৃতসহ লেপ দিবে অথবা কাটানটের কষায় ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লেপ দিবে।

যব দগ্ধ করিয়া সেই মসী, স্নেহ সংযুক্ত করতঃ সকল প্রকার অগ্নিদগ্ধ ব্রণরোপণার্থ লেপন করিবে॥ ৯৯।১০০॥

পলাশোডুম্বরফলৈস্তিলতৈলসমন্বিতৈঃ ।
মধুনা যোনিমালিম্পেৎ গাঢ়ীকরণমুত্তমম্ ॥
কার্পাসস্য চ মূলানি ক্বাথয়েন্মৃদুবহ্নিনা ।
যোনিং প্রক্ষালয়েন্নিত্যং গাঢ়ত্বমুপজায়তে ॥
মাকন্দমূলসংযুক্তং মধুকর্পূরলেপনাৎ ।
গতেঽপি যৌবনে স্ত্রীণাং যোনির্গাঢ়াতি জায়তে ॥ ১০১—১০৩ ॥
মরিচং সৈন্ধবং কৃষ্ণা তগরং বৃহতীফলম্ ।
অপামার্গস্তিলাঃ কুষ্ঠং যবা মাষাশ্চ সর্ষপাঃ ॥
অশ্বগন্ধাচ তচ্চূর্ণং মধুনা সহ যোজয়েৎ ।
অস্য সন্ততলেপেন মর্দ্দনাচ্চ প্রজায়তে ॥
লিঙ্গবৃদ্ধিঃ স্তনোৎসেধঃ সংহতির্ভুজকর্ণয়োঃ ।
সিতাশ্বগন্ধাসিন্ধূত্থছাগক্ষীরৈর্ঘৃতং পচেৎ ।
তল্লেপান্মর্দ্দনাৎ লিঙ্গবৃদ্ধিঃ সংজায়তে পরা ॥ ১০৪—১০৬ ॥
ইন্দ্রবারুণিকাপত্ররসৈঃ সূতং বিমর্দ্দয়েৎ ।
রক্তস্য করবীরস্য কাষ্ঠেন চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥
তল্লিপ্তলিঙ্গসংযোগাদ্যোনিদ্রাবোঽভিজায়তে ।

পলাশ ও উডুম্বরফল, তিলতৈল ও মধুসহ যোনিগাঢ় করিবার নিমিত্ত লেপন করিবে।

কার্পাসেরমূল, মৃদু অগ্নিতে ক্বাথ করিয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বদা যোনি ধৌত করিলে যোনি দৃঢ় হয়।

আম্রমূল, মধু ও কর্পূর একত্রে প্রলেপন করিলে যৌবন বিগত নারীদিগেরও যোনি দৃঢ় হয় ॥ ১০১—১০৩ ॥

মরিচ, সৈন্ধব, কৃষ্ণা, তগর, বৃহতীফল, অপামার্গ, তিল, কুড়, যব, মাষকলাই, সরিষা ও অশ্বগন্ধা ইহাদিগকে চূর্ণ করিয়া সর্ব্বদা মধুর সহিত প্রলেপন ও মর্দ্দন করিলে লিঙ্গ বৃদ্ধি, স্তনবৃদ্ধি এবং হস্ত ও কর্ণ দৃঢ় হয়।

চিনি, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও ছাগদুগ্ধদ্বারা ঘৃত পাক করিয়া লেপন ও মর্দ্দন করিলে লিঙ্গবৃদ্ধি হয় ॥ ১০৪—১০৬ ॥

ইন্দ্রবারুণীর পাতার রসের সহিত পারদ, রক্তকরবীর কাষ্ঠের দ্বারা সর্ব্বদা মর্দ্দন করিবে তদ্দ্বারা লিপ্তলিঙ্গসংযোগ বশতঃ যোনিদ্রাব হয়।

তাম্বূলপত্রচূর্ণস্তু চূর্ণং কুষ্ঠশিবাভবম্ ॥
বারিণা লেপনং কুর্য্যাদ্গাত্রদৌর্গন্ধ্যনাশনম্ ।
কুলত্থঃ শক্তবঃ কুষ্ঠমাংসীচন্দনজং রজঃ ।
শক্তবশ্চণকস্যৈব ত্বক্চৈবৈকত্র কারয়েৎ ।
স্বেদদৌর্গন্ধ্যনাশশ্চ জায়তে স্যাবধূলনাৎ ॥
বচাসৌবর্চ্চলং কুষ্ঠং রজন্যৌ মরিচানি চ ।
এতল্লেপপ্রভাবেন বশীকরণমুত্তমম্ ॥ ১০৭—১১১ ॥

অথ মূর্দ্ধতৈলম্—

অভ্যঙ্গঃ পরিষেকশ্চ পিচুবর্ত্তিরিতিক্রমাৎ ।
মূর্দ্ধতৈলঞ্চতুর্ধা স্যাদ্বলবচ্চ যথোত্তরম্ ।
ত্রয়োঽভ্যঙ্গাদয়ঃ সর্ব্বে প্রসিদ্ধাঃ সর্ব্বতঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১২ ॥
শিরোবস্তিবিধিশ্চাত্র প্রোচ্যতে সুজ্ঞসম্মতঃ ।
শিরোবস্তিশ্চর্ম্মণঃ স্যাদ্দ্বিমুখো দ্বাদশাঙ্গুলঃ ॥
শিরঃপ্রমাণং তং বধ্বা মস্তকে মাষপিষ্টকৈঃ ।
সন্ধিরোধং বিধায়াদৌ স্নেহৈঃ কোষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ ॥

তাম্বূলপত্র চূর্ণ এবং কুড় ও হরীতকীর চূর্ণ করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ লেপন করিলে শরীরের দৌর্গন্ধ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুলত্থকলাইয়ের ছাতু এবং কুড়, জটামাংসী ও রক্তচন্দন চূর্ণ, ছোলারছাতু ও ত্বক্ একত্র লইয়া গাত্রে লেপন করিলে স্বেদ-দৌর্গন্ধ্য বিনষ্ট হয়।

বচ, সৌবর্চ্চল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মরিচ ইহাদের লেপ প্রভাবে বশীকরণ হয় ॥ ১০৭—১১১ ॥

অভ্যঙ্গ, পরিষেক, পিচুবর্ত্তি (তুলাদ্বারা বর্ত্তি), মূর্দ্ধতৈল এই চারি প্রকার বস্তু যথাক্রমে বলকর হয়। অভ্যঙ্গ, পরিষেক ও পিচুবর্ত্তি এই তিনটী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ॥ ১১২ ॥

এইস্থলে বিজ্ঞ সম্মত শিরোবস্তি নিয়ম বলা যাইতেছে। শিরোবস্তি চর্ম্ম-দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং উহা দ্বাদশাঙ্গুলি ও দুই মুখবিশিষ্ট। এই চর্ম্ম মস্তকের চারিদিকে বন্ধন করিয়া মাষকলাইয়ের পিষ্টকদ্বারা সন্ধিস্থান সকল আবদ্ধ করতঃ অল্প উষ্ণস্নেহ দ্রব্য উক্ত চর্ম্মের মধ্যে প্রপূরিত করিবে। যতক্ষণ নাসা, নেত্র ও

তাবৎ ধার্য্যস্তু যাবৎ স্যান্নাসানেত্রমুখস্রুতিঃ।
বেদনোপশমো বাপি মাত্রাণাং বা সহস্রকম্॥
বিনা ভোজনমেবাত্র শিরোবস্তিঃ প্রশস্যতে।
প্রযোজ্যস্তু শিরোবস্তিঃ পঞ্চসপ্তাহমেব বা॥
বিমোচ্য শিরসো বস্তিং গৃহ্নীয়াচ্চ সমন্ততঃ।
ঊর্দ্ধকায়ে ততঃ কোষ্ণনীরৈঃ স্নানং সমাচরেৎ॥
অনেন দুর্জ্জয়া রোগা বাতজা যান্তি সংক্ষয়ম্।
শিরঃকম্পাদয়স্তেন সর্ব্বকালেষু যুজ্যতে॥ ১১৩—১১৮॥

অথ কর্ণপূরণম্—

স্বেদয়েৎ কর্ণদেশন্তু কিঞ্চিন্নুঃ পার্শ্বশায়িনঃ।
মূত্রৈঃ স্নেহৈঃ রসৈঃ কোষ্ণৈস্ততঃ কর্ণং প্রপূরয়েৎ॥
কর্ণন্তু পূরিতং রক্ষেচ্ছতং পঞ্চশতানি বা।
সহস্রং বাপি মাত্রাণাং শ্রোত্রকণ্ঠশিরোগদে॥
স্বজানুনঃ করাবর্ত্তং কুর্য্যাচ্ছোটিকয়া যুতম্।
এষা মাত্রা ভবেদেকা সর্ব্বত্রৈবৈষনিশ্চয়ঃ॥ ১১৯—১২১॥
রসাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভোজনাৎ প্রাক্প্রশস্যতে।
তৈলাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভাস্করেস্তমুপাগতে॥

মুখস্রুতি অথবা যতক্ষণ বেদনার উপশম না হয় ততক্ষণ ধারণ করিবে। আহার না করিয়া শিরোবস্তি ধারণ করা কর্ত্তব্য।

৫।৭ দিন অন্তর শিরোবস্তি প্রয়োজ্য; শিরোবস্তি মুক্ত করিয়া মস্তকের চারিদিক ও ঊর্দ্ধকায় ঈষদুষ্ণ জলদ্বারা ধৌত করাইবে। এই উপায়ে দুর্জ্জয় বাতরোগ বিনষ্ট হয়। শিরঃকম্পাদি রোগে ইহা সকল সময়েই যোজনা করা যাইতে পারে॥ ১১৩—১১৮॥

পার্শ্বশায়ী ব্যক্তির কর্ণদেশে স্বেদ দিয়া পরে ঈষদুষ্ণ মূত্র, স্নেহ ও রসদ্বারা কর্ণছিদ্র পরিপূর্ণ করিবে। কর্ণ পূরণ করিয়া এবং কর্ণ ও শিরোরোগে শত, পঞ্চশত অথবা সহস্রমাত্রা কাল ঔষধ ধারণ করিবে নিজ জানুতে করাবর্ত্ত করিয়া ছোটিকাযুক্ত করিতে একমাত্রা সময় লাগিয়া থাকে॥ ১১৯—১২১॥

ভোজনের পূর্ব্বে রসাদিরদ্বারা কর্ণপূর্ণ করিবে। সূর্য্যাস্ত গেলে স্নেহাদিরদ্বারা কর্ণপূর্ণ করিবে।

পীতার্কপত্রমাজ্যেন লিপ্তমগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
তদ্রসঃ শ্রবণে ক্ষিপ্তঃ কর্ণশূলহরঃ পরঃ॥
কর্ণশূলাতুরে কোষ্ণং বস্তমূত্রং সসৈন্ধবম্।
নিক্ষিপেত্তেন শাম্যন্তি শূলপাকাদিকারুজঃ॥ ১২২—১২৪॥
শৃঙ্গবেরঞ্চ মধুকং মধুসৈন্ধবমামলম্।
তিলপর্ণীরসস্তৈলং টঙ্কণং নিম্বুদ্রবম্।
কদুষ্ণং কর্ণয়োর্দ্দেয়মেতদ্বা বেদনাপহম্॥ ১২৫॥
কপিত্থমাতুলুঙ্গাম্লশৃঙ্গবেররসৈঃ শুভৈঃ।
সুখোষ্ণৈঃ পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥
অর্কাঙ্কুরানম্লপিষ্টাংস্তৈলাক্তান্ লবণান্বিতান্।
তন্নিদধ্যাৎ স্নুহীকাণ্ডে কোরিতে তচ্ছদাবৃতে॥
পুটপাকক্রমং কৃত্বা রসৈস্তচ্চ প্রপূরয়েৎ।
সুখোষ্ণৈস্তেন শাম্যন্তি কর্ণপীড়াঃ সুদারুণাঃ॥ ১২৬—১২৮॥
মহতঃ পঞ্চমূলস্য কাণ্ডান্যষ্টাঙ্গুলানি তু।
ক্ষৌমেণাবেষ্ট্য সংসিচ্য তৈলেনাদীপয়েত্ততঃ॥

পীতার্কপত্র ঘৃতদ্বারা লেপন করিয়া অগ্নিতে তাপ দিবে, তৎপরে তাহার রস বাহির করিয়া কর্ণে ক্ষেপণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কর্ণশূলাতুর ব্যক্তির কর্ণকুহরে অল্প উষ্ণ ছাগমূত্র সৈন্ধবলবণের সহিত প্রয়োগ করিলে শূল ও পাকাদিজনিত বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে॥১২২-১২৪॥

আর্দ্রক, যষ্টিমধু, মধু, সৈন্ধব, আমলকী, তিলপর্ণীরস, তৈল, সোহাগা ও নিম্বুকদ্রব (কাগজীলেবুর রস) অল্প উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিলে বেদনা নষ্ট হইয়া থাকে॥ ১২৫॥

কপিত্থ, মাতুলুঙ্গ, কাঞ্জিক ও আর্দ্রকরস সুখোষ্ণ করিয়া কর্ণশূল শান্তির নিমিত্ত কর্ণে পূরণ করিবে।

আকন্দের অঙ্কুর অম্লপিষ্ট এবং স্নেহাক্ত ও লবণান্বিত করিয়া মনসাসিজের কাণ্ড লইয়া তাহার ভিতরে রাখিবে এবং সিজের পাতাদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পুটপাক করিবে। পরে উহা হইতে রস বাহির ও অল্প উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে সুদারুণ কর্ণপীড়ার উপশম হয়॥ ১২৬—১২৮॥

মহৎ পঞ্চমূলের অষ্টাঙ্গুলকাণ্ডে পট্টবস্ত্র সংবেষ্টন ও স্নেহ সংসেচন

ঘৎতৈলং চ্যবতে তেভ্যঃ সুখোষ্ণং তেন পূরয়েৎ।
দেয়ন্তদ্দীপিকাতৈলং সদ্যো গৃহ্লাতি বেদনাম্।
এবং স্যাদ্দীপিকাতৈলং কুষ্ঠেদেবতরোস্তথা॥
তৈলং শ্যোনাকমূলেন মন্দেঽগ্নৌ পরিপাচিতম্।
হরেদাশু ত্রিদোষোত্থং কর্ণশূলং প্রপূরণাৎ॥ ১২৯—১৩১॥
কল্কক্বাথেন যষ্ট্যাহ্বকাকোলীমাষধান্যকৈঃ।
শূকরস্য বসা পক্বা কর্ণনাদার্ত্তিহারিণী॥
স্বর্জ্জিকামূলকং শুষ্কং হিঙ্গুকৃষ্ণাসমন্বিতম্।
শতপুষ্পা চ তৈস্তৈলং পক্বং সূক্তং চতুর্গুণম্।
প্রণাদং শূলবাধির্য্যং শ্রাবং কর্ণস্য নাশয়েৎ॥ ১৩২। ১৩৩॥
অপামার্গক্ষারজলে তৎ ক্ষারং কল্কিতং ক্ষিপেৎ।
তেন পক্বং জয়েত্তৈলম্বাধির্য্যং কর্ণনাদকম্॥
শম্বুকস্য তু মাংসেন পচেত্তৈলন্তু সার্ষপম্।
তস্য পূরণমাত্রেণ কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি॥ ১৩৪। ১৩৫॥

করিয়া দীপিকায় রাখিয়া জ্বালাইবে। উহা হইতে যে তৈল পড়িবে, তাহা সুখোষ্ণ করিয়া কর্ণে দিলে বেদনার শান্তি হয় এবং দীপিকা তৈল কর্ণেপূরণ করিলেও সদ্য বেদনা নিবারিত হয়। এইরূপে কুষ্ঠরোগে দেবদারুদ্বারা প্রস্তুত তৈল ব্যবহৃত হয়।

শ্যোণাকমূলের দ্বারা মৃদু অগ্নিতে তৈলপাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে ত্রিদোষোত্থ কর্ণশূল সত্বর নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১২৯—১৩১॥

যষ্টিমধু, কাকোলী, মাষকলাই ও ধনিয়া ইহাদের ক্বাথ ও কল্কদ্বারা শূকরের চর্ব্বি পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সাচিক্ষার, শুষ্কমূলক, হিঙ্গু, কৃষ্ণজীরা ও শতপুষ্প ইহাদের কল্ক ও চারিগুণ সূক্তদ্বারা পক্বতৈল ব্যবহারে কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য ও কর্ণস্রাব বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৩২।১৩৩॥

অপামার্গের ক্ষারজল ও তৎকল্কদ্বারা পক্বতৈল কর্ণে পূরণ করিলে বাধির্য্য ও কর্ণনাদ নষ্ট হইয়া থাকে।

শম্বুকের মাংসদ্বারা সর্ষপতৈল পাক করিয়া তাহাদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাড়ী প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৩৪।১৩৫॥

চূর্ণং পঞ্চকষাণাং কপিত্থরসমেব চ।
কর্ণস্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনা সহ॥
তিন্দুকাভ্যভয়ালোধ্রং সমঙ্গা চামলক্যপি।
জ্ঞেয়াঃ পঞ্চকষায়াস্তু কর্ম্মণ্যস্মিন্ ভিষগ্বরৈঃ॥ ১৩৬। ১৩৭॥
স্বর্জ্জিকাচূর্ণসংযুক্তং বীজপূররসং ক্ষিপেৎ।
কর্ণস্রাবরুজো দাহাঃ প্রণশ্যন্তি নসংশয়ঃ॥
আম্রজম্বুপ্রবালানি মধূকস্য বটস্য চ।
এভিঃ সংসাধিতং তৈলং পূতিকর্ণোপশান্তিকৃৎ॥ ১৩৮।১৩৯॥
পূরণং হরিতালেন গবাং মূত্রযুতেন চ।
অথবা সার্ষপং তৈলং কর্ণকীটহরং পরম্॥
স্বরসং শিগ্রুমূলস্য সূর্য্যাবর্ত্তরসস্তথা।
ত্র্যূষণচূর্ণিতং চৈব কপিকচ্ছুরসস্তথা।
রসৈরেকত্র ক্ষিপেৎ কর্ণে কর্ণকীটহরং পরম্॥ ১৪০।১৪১॥

ইতি শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চকষায়চূর্ণ ও কপিত্থরস মধুসহ কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব প্রশমিত হইয়া থাকে।

গাব, হরীতকী, লোধ্র, সমঙ্গা ও আমলকীকে পঞ্চকষায় কহে॥ ১৩৬।১৩৭॥

সর্জ্জিকাচূর্ণ, বীজপূররসসংযুক্ত করিয়া কাণে ক্ষেপণ করিলে কর্ণস্রাব, বেদনা ও দাহ নষ্ট হয়।

আম, জাম, মউল ও বটের নূতন পল্লবদ্বারা সংসাধিত তৈল কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণের উপশান্তি হইয়া থাকে॥ ১৩৮।১৩৯॥

হরিতাল গোমূত্রের সহিত কিম্বা কেবল সর্ষপতৈল কাণে পূরণ করিলে কর্ণকীট বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সজিনামূলের রস, হুড়হুড়ের স্বরস, ত্রিকটুচূর্ণ এবং কপিকচ্ছুর (আলকুশীর) রস একত্র করিয়া কর্ণে ক্ষেপণ করিলে কর্ণকীট বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৪০।১৪১॥

শার্ঙ্গধরে উত্তরখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শোণিতস্রাববিধিঃ—

শোণিতং স্রাবয়েজ্জন্তোরাময়ং প্রসমীক্ষ্য চ ।
প্রস্থং প্রস্থার্দ্ধকং বাপি প্রস্থার্দ্ধার্দ্ধমথাপি বা ॥
শরুৎকালে স্বভাবেন কুর্য্যাদ্রক্তস্রুতিন্নরঃ ।
ত্বগ্‌দোষাগ্রন্থিশোথাদ্যা নস্থ্যুরক্তস্রুতের্যতঃ ॥
মধুরং বর্ণতো রক্তমশীতোষ্ণস্তথা গুরুঃ ।
শোণিতং স্নিগ্ধবিস্রং স্যাদ্বিদাহশ্চাস্যপিত্তবৎ ॥
বিস্রতাদ্রবতারাগশ্চলনং বিলয়স্তথা ।
ভূম্যাদিপঞ্চভূতানামেতে রক্তগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১—৪ ॥
রক্তে দুষ্টে বেদনা স্যাৎ পাকো দাহশ্চ জায়তে ।
রক্তমণ্ডলতা কণ্ডূঃ শোথশ্চ পিড়কোদ্গমঃ ॥
বৃদ্ধেরক্তাঙ্গনেত্রত্বং শিরাণাং পূরণং তথা ।
গাত্রাণাং গৌরবং নিদ্রামদদাহশ্চ জায়তে ॥

রোগ বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীর দেহ হইতে এক প্রস্থ, অর্দ্ধ প্রস্থ বা সিকি প্রস্থ রক্তমোক্ষণ করিবে। শরৎকালে সুস্থশরীরে রক্তমোক্ষণ করিলে ত্বগ্দোষ গ্রন্থি ও শোথ প্রভৃতি রোগোৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব এই সময় সুস্থ-শরীরেও রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

বর্ষা, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে নির্ম্মেঘ সময়ে, শীতকালে মধ্যাহ্ন সময়ে রক্তমোক্ষণ বিধেয়। রক্ত মধুর, বর্ণতঃ লাল, অশীত, উষ্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, বিস্র এবং পিত্তবৎ বিদাহি।

বিস্রতা, দ্রবত্ব, রাগ, চলন ও বিলয় রক্তে ভূম্যাদি পঞ্চভূতের এই কএকটী গুণ থাকে ॥ ১—৪ ॥

রক্তদুষ্ট হইলে, ব্যথা, দাহ, পাক, রক্তমণ্ডল, কণ্ডূ, শোথ ও পীড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্তবৃদ্ধি হইলে অঙ্গ ও চক্ষু রক্তবর্ণ, শিরা সকল পূর্ণ, শরীর গুরু এবং নিদ্রা, মোহ ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। রক্তক্ষীণ হইলে,

ক্ষীণেঽম্লমধুরাকাঙ্ক্ষা মূর্চ্ছা ত্বচি বিরুক্ষতা।
শৈথিল্যঞ্চ শিরাণাং স্যাদ্বাতাদুন্মার্গগামিতা ॥ ৫—৭ ॥
অরুণং ফেনিলং রুক্ষং পরুষন্তনুশীঘ্রগম্।
অস্কন্দি সূচীনিস্তোদি রক্তং স্যাদ্বাতদূষিতম্ ॥
পিত্তেন পীতং হরিতন্নীলং শ্যাবঞ্চ বিস্রকম্।
অস্কন্দ্যুষ্ণং মক্ষিকাণাং পিপীলিকানামনিষ্টকম্ ॥
শীতলং বহুলং স্নিগ্ধং গৈরিকোদকসন্নিভম্।
মাংসীপেশীপ্রভং স্কন্দিমন্দগং কফদূষিতম্ ॥
দ্বিদোষদুষ্টং সংসৃষ্টং ত্রিদুষ্টং পূতিগন্ধকম্।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং কাঞ্জিকাভঞ্চ জায়তে ॥
বিষদুষ্টং ভবেচ্ছ্যাবং নাসিকোন্মার্গগন্তথা।
বিস্রং কাঞ্জিকসংকাশং সর্ব্বকুষ্ঠকরং বহু ॥
ইন্দ্রগোপপ্রভং জ্ঞেয়ং প্রকৃতিস্থমসংহতম্।
শোথে দাহেঽঙ্গপাকে চ রক্তবর্ণাসৃজঃ স্রুতৌ ॥
বাতরক্তে তথা কুষ্ঠে সপীড়ে দুর্জ্জয়েঽনিলে।
পাণিরোগে শ্লীপদেচ বিষদুষ্টেচ শোণিতে ॥

অম্ল ও মধুরদ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা ও মূর্চ্ছা জন্মিয়া থাকে। চর্ম্ম রুক্ষ হয় এবং রক্তের ক্ষীণতা জন্য বায়ু কুপিত হইয়া শিরা সকলকে শিথিল ও ঊর্দ্ধগামী করে ॥ ৫—৭ ॥

বায়ুদূষিত হইলে রক্ত অরুণবর্ণ, ফেণাযুক্ত, রুক্ষ, কর্কশ, ক্ষীণ, শীঘ্রগ, আস্কন্দি এবং সূচীবিদ্ধবৎ পীড়া অনুভূত হয়। রক্ত পিত্তকর্ত্তৃক দূষিত হইলে পীত, হরিত, নীল, শ্যাব, বিস্রক, অস্কন্দি, উষ্ণ এবং মক্ষিকা ও পিপীলিকাদিগের অনিষ্টকর হয়। কফ কর্ত্তৃক দূষিত রক্ত শীতল, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, গৈরিকোদক তুল্য, মাংসপেশীর ন্যায় প্রভাযুক্ত, স্কন্দি ও মন্দগতি বিশিষ্ট হয়। দ্বিদোষ কর্ত্তৃক রক্তদূষিত হইলে সংসৃষ্ট অর্থাৎ মিলিত এবং ত্রিদোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে পূতিগন্ধযুক্ত এবং সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হইলে কাঞ্জিকের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হয়। বিষকর্ত্তৃক দূষিত হইলে শ্যাববর্ণ, নাসিকাগত ও উন্মার্গগামী হয়। বিস্র ও কাঞ্জিকের ন্যায় রক্ত সকল প্রকার কুষ্ঠরোগোৎপন্ন করে। ইন্দ্রগোপের (রক্তবর্ণ কীটবিশেষ) ন্যায় বর্ণই রক্তের প্রকৃত বর্ণ ও তরল হইয়া থাকে। শোথ, দাহ, অঙ্গপাক,

গ্রন্থ্যর্ব্বুদাপচীক্ষুদ্ররোগরক্তাধিমন্থিষু।
বিদারীস্তনরোগেষু গাত্রাণাং সাদগৌরবে ॥
রক্তাভিষ্যন্দিতন্দ্রায়াং পূতিঘ্রাণাস্যদেহকে।
যকৃৎপ্লীহবিসর্পেষু বিদ্রধৌ পিড়িকোদ্গমে ॥
কর্ণৌষ্ঠঘ্রাণবক্ত্রাণাং পাকে দাহে শিরোরুজি।
উপদংশে রক্তপিত্তে রক্তস্রাবঃ প্রশস্যতে ॥
এষু রোগেষু শৃঙ্গৈর্ব্বা জলৌকালাবুকৈরপি।
অথবাপি শিরামোক্ষৈঃ কুর্য্যাদ্রক্তস্রুতিন্নরঃ ॥ ৮—১৮ ॥
নকুর্ব্বীত শিরামোক্ষং কৃশস্যাতিব্যবায়িনঃ।
ক্লীবস্য ভীরোর্গর্ভিণ্যাঃ সূতিকাপাণ্ডুরোগিণাম্ ॥
পঞ্চকর্ম্মবিশুদ্ধস্য পীতস্নেহস্য চার্শসাম্।
সর্ব্বাঙ্গশোথযুক্তানামুদরিশ্বাসকাসিনাম্ ॥
ছর্দ্দ্যতীসারযুক্তানামতিস্বিন্নতনোরপি।
ঊনষোড়শবর্ষস্য গতসপ্ততিকস্য চ ॥
আঘাতাৎ স্রুতরক্তস্য শিরামোক্ষো ন শস্যতে।
এষাঞ্চাত্যয়িকে রোগে জলৌকাভিস্তু নির্হরেৎ।
তথাচ বিষদুষ্টানাং শিরামোক্ষো ন শস্যতে ॥

রক্তস্রুতি, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, দুর্জ্জয়বায়ু, পাণিরোগ, শ্লীপদ, বিষদুষ্ট, দুষ্টশোণিত, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, অপচী, ক্ষুদ্ররোগ, রক্তাধিমন্থ, বিদারী, স্তনরোগ, গাত্রের অবসাদ, রক্তাভিষ্যন্দ, তন্দ্রা, যকৃৎ, প্লীহা, বিসর্প, মুখে পূতিগন্ধ ও দাহ, বিদ্রধি, পীড়াকোদ্গম, নাসিকা, কর্ণ ও মুখপাক, দাহ, শিরঃপীড়া, উপদংশ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতিতে রক্তমোক্ষণ অতিহিতকর বলিয়া জানিবে। এই সকল রোগে শিরামোক্ষণ, অথবা জলৌকা (জোঁক), শৃঙ্গ ও অলাবুদ্বারা রক্তমোক্ষণ বিধেয় ॥ ৮—১৮ ॥

কৃশ, ব্যবায়ী, ক্লীব, ভয়শীল, গর্ভিণী, সূতিকা ও পাণ্ডুরোগী, পঞ্চকর্ম্ম দ্বারাবিশোধিত, স্নেহপায়ী, অর্শঃ, সর্ব্বাঙ্গ শোথ, উদর, শ্বাস, কাস, বমন, অতীসার, কুষ্ঠগ্রস্ত, স্বিন্ন, রক্তপিত্তজন্য স্রুতরক্ত, সর্ব্বাঙ্গে শোথ, ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ও সপ্ততি বৎসরের পর, এই সমস্ত অবস্থায় শিরামোক্ষণ নিষিদ্ধ। এই সকল স্থলে পীড়া সাংঘাতিক হইলে জোঁকদ্বারা রক্তমোক্ষণ বিধেয়। বিষদুষ্ট দেহ

গোশৃঙ্গেণ জলৌকাভিরলাবুভিরপি ত্রিধা।
বাতপিত্তকফৈর্দুষ্টং শোণিতং স্রাবয়েদ্বুধঃ॥
দ্বিদোষাভ্যাং তু সংসৃষ্টং ত্রিদোষৈরপি দূষিতম্।
শোণিতং স্রাবয়েদ্ব্যক্ত্যা শিরামোক্ষৈঃ পদৈস্তথা॥ ১৯—২৪॥
গৃহ্লাতি শোণিতং শৃঙ্গন্দশাঙ্গুলমিতং বলাৎ।
জলৌকাহস্তমাত্রঞ্চ তুম্বীচ দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদমঙ্গুলমাত্রেণ শিরাসর্ব্বাঙ্গশোধিনী॥
শীতে নিরন্নে মূর্চ্ছার্ত্তিতন্দ্রাভীতিমদশ্রমৈঃ।
যুতানাং নস্রবেদ্রক্তং তথা বিণ্মূত্রসঙ্গিনাম্॥
অপ্রবর্ত্তিনি রক্তেচ কুষ্ঠচিত্রকসৈন্ধবৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্ব্রণবক্ত্রঞ্চ তেন সম্যক্ প্রবর্ত্ততে॥
তস্মান্নশীতে নাত্যুষ্ণে ন স্বিন্নে নাতিতাপিতে।
পীত্বা যবাগূং তৃপ্তস্য শোণিতং স্রাবয়েদ্বুধঃ॥ ২৫—২৮॥
অতিস্বিন্নস্যোষ্ণকালে তথৈবাতিশিরাব্যধাৎ।
অতিপ্রবর্ত্তিতে রক্তে তত্রকুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াম্॥

ব্যক্তির পক্ষেও শিরামোক্ষণ প্রশস্ত নয়। গোশৃঙ্গ, জলৌকা ও অলাবু দ্বারা বাত, পিত্ত ও কফদুষ্টশোণিত মোক্ষণ করাইবে। অথবা দ্বিবিধ ও ত্রিবিধ দোষে দেহ দূষিত হইলে শিরামোক্ষণ বা পদ দ্বারা রক্তস্রাব করাইবে॥ ১৯—২৪॥

শৃঙ্গদ্বারা দশাঙ্গুলি, জলৌকাদ্বারা হস্ত পরিমিত ও অলাবুদ্বারা দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের রক্ত বল পূর্ব্বক টানিয়া লওয়া যায়। একাঙ্গুল পরিমিত স্থানের-শিরা মোক্ষণ দ্বারা সর্ব্বশরীর সংশোধিত হইয়া থাকে। শীতকালে, অভুক্ত, মূর্চ্ছা-যুক্ত, নিদ্রিত, ভীত, মত্ত ও শ্রান্ত এবং মল মূত্রের বেগে প্রপীড়িত ব্যক্তির রক্ত মোক্ষণ কর্ত্তব্য নহে। রক্ত বাহির হইতে না হইলে কুড়, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ সহিত ব্রণের মুখে মর্দ্দন করিলে রক্ত বহির্গত হইবে। যে সময় অত্যন্ত শীত কিংবা গ্রীষ্ম না থাকিবে এবং শরীর অতিশয় স্বিন্নও তাপিত না হইবে সেই সময় রোগীকে যবের মণ্ড সেবন করাইয়া পরিতৃপ্ত করত শোণিত মোক্ষণ করিবে॥ ২৫—২৮॥

অত্যন্ত স্বিন্ন দেহে অথবা উষ্ণ সময়ে বা অতিশয় শিরা কাটা বশতঃ অধিক পরিমিত রক্ত নির্গত হইলে নিম্নোক্তরূপে উহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবে।

অতিপ্রবৃত্তে রক্তেচ লোধ্রসর্জ্জরসাঞ্জনৈঃ।
যবগোধূমচূর্ণৈর্ব্বা যবধন্বনগৈরিকৈঃ॥
সর্পনির্ম্মোকচূর্ণৈর্বা ভস্মনা ক্ষৌমবস্ত্রয়োঃ।
মুখং ব্রণস্য বধ্বাচ শীতৈশ্চোপচরেৎ ব্রণম্॥
বিধ্যেদূর্দ্ধশিরাস্তাং বা দহেৎ ক্ষারেণ বাগ্নিনা।
ব্রণং কষায়ং সংধত্তে রক্তং স্কন্দয়তে হিমম্॥
ব্রণাস্যং যোজয়েৎ ক্ষারো দাহঃ সংকোচয়েচ্ছিরাম্।
বামাণ্ডশোথে দক্ষস্য করস্যাঙ্গুষ্ঠমূলজাম্॥
দহেচ্ছিরাং ব্যত্যয়েতু বামাঙ্গুষ্ঠশিরান্দহেৎ।
শিরাদাহপ্রভাবেন মুষ্কশোথঃ প্রশাম্যতি॥
বিসূচ্যাং পাদদাহেন জায়তেঽগ্নেঃ প্রদীপনম্।
সঙ্কুচন্তি যতস্তেন রসশ্লেষ্মবহাঃ শিরাঃ॥
যদা বৃদ্ধির্যকৃৎপ্লীহোঃ শিশোঃ সঞ্জা তেঽসৃজঃ।
তদা তৎ স্থানদাহেন সংকুচন্ত্যসৃজঃ শিরাঃ॥ ২৯—৩৬॥
রক্তে দুষ্টেঽবশিষ্টেপি ব্যাধির্নৈব প্রকুপ্যতি।
অতঃ স্রাব্যং সাবশেষং রক্তেনাতিক্রমো হিতঃ।

লোধ, ধুনা ও রসাঞ্জন বা যব ও গোধূম চূর্ণ অথবা ধব, ধন্বন ও গেরুমাটী অথবা সর্পেরখোলস চূর্ণ কিম্বা পট্ট ও তুলাবস্ত্রের ভস্মদ্বারা ব্রণের মুখ বন্ধ করিয়া শীতল ক্রিয়া করিবে। এবং ঊর্দ্ধ শিরা বিদ্ধ করিয়া ক্ষারাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। কষায়দ্রব্য দ্বারা সংহিত, শীতল দ্রব্য দ্বারা রক্ত জমাট, ক্ষার দ্বারা ব্রণের মুখ জোড়া লাগে এবং দাহ দ্বারা শিরা সমূহ সংকুচিত হয়। বামাণ্ডের শোথে দক্ষিণ করের অঙ্গুষ্ঠমূলজা শিরা, দক্ষিণাণ্ড শোথে বামকরের অঙ্গুষ্ঠ মূলের শিরা দগ্ধ করিয়া দিবে। শিরাদাহ প্রভাবে মুষ্ক শোথ প্রশমিত হয়। বিসূচীরোগে পাদ দাহন করিলে অগ্নিদীপন হয় এবং তদ্দ্বারা রস ও শ্লেষ্মবহা শিরাসমস্ত সংকুচিত হয়। শিশুর যকৃৎ ও প্লীহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে সেই স্থান দাহন করিলে রক্ত-বহা শিরা সংকুচিত হয়॥ ২৯—৩৬॥

দুষ্ট রক্ত অল্প পরিমিত থাকিলেও পীড়ার প্রকোপ হয় না, অতএব নিঃশেষ রূপে রক্ত বাহির করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু অতিরিক্ত রক্তস্রাবে অন্ধতা,

পূর্ণে চাপাঙ্গতঃ স্নেহং স্রাবয়িত্বাক্ষিশোধয়েৎ।
স্বিন্নেন যবপিষ্টেন স্নেহবীর্য্যেরিতং ততঃ॥
যথাস্বং ধূমপানেন কফমস্য বিরেচয়েৎ।
একাহং বা ত্র্যহং বাপি পঞ্চাহস্বেষ্যতে পরম্॥
তর্পণে তৃপ্তিলিঙ্গানি নেত্রস্যৈতানি ভাবয়েৎ।
সুখস্বপ্নাববোধত্বং বৈশদ্যং বর্ণপাটবম্॥
নির্বৃতির্ব্যাধিশান্তিশ্চ ক্রিয়ালাঘবমেব চ।
অথ সাশ্রুগুরুস্নিগ্ধং নেত্রং স্যাদতিতর্পিতম্॥
রুক্ষমস্রাবিলং রুগ্নং নেত্রং স্যাদ্ধীনতর্পিতম্।
রুক্ষস্নিগ্ধোপচারাভ্যামেতয়োঃ স্যাৎ প্রতিক্রিয়া॥ ৩৬—৫০॥

অথপুটপাকঃ—

অতউর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি পুটপাকস্য সাধনম্।
দ্বৌ বিল্বমাত্রৌ মাংসস্য পিণ্ডৌ স্নিগ্ধস্য পেষিতৌ॥
দ্রব্যাণাং বিল্বমাত্রন্তু দ্রবাণাং কুড়বো মতঃ।
তদেকস্থং সমালোড্য পত্রৈঃ সুপরিবেষ্টিতম্॥

তদনন্তর চক্ষুর কোণদ্বারা পূর্ব্ব পূরিত স্নেহাদি বাহির করিয়া লইবে এবং স্বিন্ন যবপিষ্টদ্বারা স্নেহবীর্য্য নষ্ট করিয়া চক্ষু সংশোধিত করতঃ ধূমপানদ্বারা কফ নষ্ট করিবে। পরে ব্যাধির বলাবলানুসারে এক, তিন বা পাঁচ দিন তর্পণ প্রয়োগ করিবে॥

যেসময় নিদ্রা কিম্বা জাগরণে চক্ষু সুস্থ থাকিবে ও বৈশদ্য, বর্ণপরিষ্কার ব্যাধিশান্তি ও নিমেষ এবং উন্মেষাদি চক্ষুক্রিয়ার লঘুতা প্রভৃতি চিহ্ন লক্ষিত হইবে, সেই সময় তর্পণ সুসিদ্ধ হইয়াছে জানিবে॥

অতি তর্পণদ্বারা নেত্র অশ্রুপূর্ণ, গুরু ও স্নিগ্ধ হয়। হীন তর্পণে চক্ষু রুক্ষ, স্রাবযুক্ত আবিল (ঘোলাটে) ও রুগ্ন হয়। উহাদের প্রতিকার রুক্ষ ও স্নিগ্ধ উপচার দ্বারা করিবে॥ ৩৬—৫০॥

অনন্তর পুট পাকের বিষয় কথিত হইতেছে। দুই বিল্ব মাত্রায় মাংস পিণ্ড স্নিগ্ধ দ্রব্য দ্বারা পেষণ করিবে। অনন্তর সমস্ত একত্র আলোড়ন ও পত্রের মধ্যে পূরিয়া

পুটপাকেন তৎপক্কং গৃহ্নীয়াত্তদ্রসং বুধঃ।
তর্পণোক্তবিধানেন যথাবদপচারয়েৎ ॥
দৃষ্টিমধ্যে নিষেচ্যঃ স্যান্নিত্যমুত্তানশায়িনঃ।
স্নেহনো লেখনশ্চৈব রোপণশ্চেতি স ত্রিধা ॥
হিতঃ স্নেহোঽতিরুক্ষস্য স্নিগ্ধস্যাপি হি লেখনঃ।
দৃষ্টের্ব্বলার্থমিতরঃ পিত্তাসৃক্‌ব্রণবাতনুৎ ॥
সর্পির্ম্মাংসবসামজ্জামেদঃস্বাদ্বৌষধৈঃ কৃতঃ।
স্নেহনঃ পুটপাকস্তু ধার্য্যো দ্বেবাক্‌শতং দৃশঃ ॥
জাঙ্গলানাং যকৃন্মাংসৈর্লেখনদ্রব্যসংযুতৈঃ।
কৃষ্ণলোহরজস্তাম্রশঙ্খবিদ্রুমসিন্ধুজৈঃ ॥
সমুদ্রফেনকাশীসস্রোতোজদধিমস্তুভিঃ।
লেখনো বাক্‌শতং ধার্য্যস্তস্য তাবদ্বিধারণম্ ॥
স্তন্যজাঙ্গলমধ্বাজ্যতিক্তকদ্রব্যপাচিতঃ।
লেখনস্ত্রিগুণো ধার্য্যঃ পুটপাকস্তু রোপণঃ।
বিতরেত্তর্পণোক্তান্তু ক্রিয়াং ব্যাপত্তিদর্শনে ॥ ৫১—৫৯ ॥

পুটপাকের বিধান অনুযায়ী পাক করিয়া তর্পণোক্ত বিধি অনুসারে পীড়িত ব্যক্তিকে উত্তান ভাবে শয়ন করাইয়া চক্ষু মধ্যে প্রদান করিবে। ইহা স্নেহন, লেখন ও রোপণ ভেদে তিন প্রকার। অত্যন্ত রুক্ষ লোকের পক্ষে স্নেহন ও স্নিগ্ধ লোকের পক্ষে লেখন প্রশস্ত উপায়। রোপণ পুটপাক দ্বারা দৃষ্টি সরল এবং রক্ত পিত্ত, ব্রণ ও বাতের উপশম হয়। মাংস, চর্ব্বি, মজ্জা, মেদ ও স্বাদু ঔষধের সহিত স্নেহন নামক পুটপাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই পুটপাক দুই শত বাক্মাত্রাকাল ধারণ করিবে। জাঙ্গলজন্তুর যকৃৎ ও মাংস এবং লেখন দ্রব্য কৃষ্ণলোহের গুঁড়া, তাম্র, শঙ্খ, বিদ্রুম, সৈন্ধবলবণ, সমুদ্রের ফেনা, হীরাকস, স্রোতজ, দধি ও মস্তুদ্বারা লেখন নামক পুটপাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ধারণের কাল একশত বাক্মাত্রা। জাঙ্গল জন্তুর মাংস, ঘৃত, মধু, স্তনদুগ্ধ, নিম্ব, গুলঞ্চ, পটোল, বৃষ ও কন্টকারী একত্রে পাক করিয়া রোপণ পুটপাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ধারণের কাল তিনশত বাক্মাত্রা। অযথাকৃত পুটপাক প্রযুক্ত পীড়া উৎপন্ন হইলে তর্পণোক্ত কার্য্য ব্যবহার করিবে। চক্ষুতে তর্পণ বা পুটপাক প্রদত্ত হইলে তেজ, বায়ু, আকাশ, দর্পণ এবং রৌদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষেধ ॥ ৫১—৫৯ ॥

অথাঞ্জনম্—

অথ সংপক্কদোষস্য প্রাপ্তমঞ্জনমাচরেৎ।
হেমন্তে শিশিরে চৈব মধ্যাহ্নেহঞ্জনমিষ্যতে॥
পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নে চ গ্রীষ্মে শরদি চেষ্যতে।
বর্ষাস্বনভ্রে নাত্যুষ্ণে বসন্তে চ সদৈব হি॥
লেখনং রোপণঞ্চৈব তথা স্নেহং স্নেহনাঞ্জনম্।
লেখনং ক্ষারতীক্ষ্ণাম্লরসৈরঞ্জনমিষ্যতে॥
কষায়তীক্ষ্ণরসযুক্ সস্নেহং রোপণং মতম্।
মধুরস্নেহসম্পন্নমঞ্জনঞ্চ প্রসাদনম্॥
গুটিকারসচূর্ণানি ত্রিবিধান্যঞ্জনানি চ।
কুর্য্যাচ্ছলাকয়াঙ্গুল্যা হীনানি চ যথোত্তরম্॥
শ্রান্তে প্ররুদিতে ভীতে পীতমদ্যে নবজ্বরে।
অজীর্ণে বেগঘাতে চ নাঞ্জনং সংপ্রশস্যতে॥
হরেণুমাত্রাং কুর্ব্বীত বর্ত্তিং তীক্ষ্ণাঞ্জনে ভিষক্।
প্রমাণং মধ্যমে চার্দ্ধং দ্বিগুণন্তু মৃদৌ ভবেৎ॥

যে সময় দোষের পরিপাক হইবে সেই সময় অঞ্জন ব্যবহার করিবে। হেমন্ত ও শিশির কালে মধ্যাহ্নে, গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে এবং বর্ষা ঋতুতে, মেঘ হীন সময়ে ও বসন্ত কালে অত্যুষ্ণ না হইলে সকল সময়ই অঞ্জন ব্যবহার করিবে॥

অঞ্জন তিন প্রকার, যথা লেখন, রোপণ ও স্নেহন। ক্ষার ও তীক্ষ্ণ ও অম্ল রস দ্বারা লেখন, কষায় ও তীক্ষ্ণ রসযুক্ত স্নেহ দ্বারা রোপণ এবং মধুর ও স্নেহ সম্পন্ন দ্রব্য দ্বারা প্রসাদন বা স্নেহন অঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে॥

গুটিকা, রস ও চূর্ণ এই তিন প্রকার অঞ্জন। অঞ্জন শলাকা বা অঙ্গুলি দ্বারা প্রয়োগ করিবে। উক্ত গুটিকা হইতে রস হীনবীর্য্য এবং রস হইতে চূর্ণ হীন বীর্য্য বিশিষ্ট॥

পরিশ্রান্ত, প্ররুদিত, ভীত, পীতমদ্য, নবজ্বরী, অজীর্ণী এবং মলমূত্রের বেগাবরোধী ব্যক্তিকে অঞ্জন দেওয়া উচিত নয়। তীক্ষ্ণাঞ্জনে বর্ত্তি হরেনু মাত্রায় হওয়া কর্ত্তব্য। এবং মধ্যমে অর্দ্ধ ও মৃদুতে দ্বিগুণ হরেনুক মাত্রায় বর্ত্তি প্রস্তুত করা বিধেয়॥

রসক্রিয়াতূত্তমা স্যাৎ ত্রিবিড়ঙ্গমিতা হিতা।
মধ্যমা দ্বিবিড়ঙ্গা স্যাদ্ধীনা ত্বেকবিড়ঙ্গিকা॥
বৈরেচনিকচূর্ণন্তু দ্বিশলাকং বিধীয়তে।
মৃদৌতু ত্রিশলাকং স্যাচ্চতস্রঃ স্নৈহিকেহঞ্জনে॥
মুখয়োঃ কুণ্ঠিতা শ্লক্ষ্ণা শলাকাষ্টাঙ্গুলোম্মিতা।
অশ্মজা ধাতুজা বা স্যাৎ কলায়পরিমণ্ডলা॥
তাম্রলোহাশ্মসংজাতা শলাকা লেখনে মতা।
সুবর্ণরজতোদ্ভূতা শলাকা স্নেহনে মতা।
অঙ্গুলীচ মৃদুত্বেন কথিতা রোপণে বুধৈঃ॥
সায়ং প্রাতর্ব্বাঞ্জনং স্যাত্তৎ সদানৈব কারয়েৎ।
নাতিশীতোষ্ণাবাতাভ্রবেলায়াং সংপ্রশস্যতে॥ ৬০—৭১॥

অথচন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ—

কৃষ্ণভাগাদধঃ কুর্য্যাদপাঙ্গং যাবদঞ্জনম্।
শঙ্খনাভির্বিভীতস্য মজ্জা পথ্যা মনঃশিলা॥

রসক্রিয়াতে শ্রেষ্ঠ মাত্রা ত্রিবিড়ঙ্গ, মধ্যম মাত্রা দ্বিবিড়ঙ্গ এবং হীন মাত্রা এক বিড়ঙ্গ প্রমাণ বর্ত্তি হওয়া আবশ্যক॥

বৈরেচনিক অঞ্জনার্থ চূর্ণ দুই শলাকা, মৃদু অঞ্জনে তিন শলাকা এবং স্নেহন অঞ্জনে চার শলাকা দ্বারা দেওয়া বিধেয়॥

শলাকার মুখদ্বয় কুণ্ঠিত, শ্লক্ষ্ণ ও শলাকা অষ্টাঙ্গুল পরিমিত হওয়া আবশ্যক। এবং উহা পাথর বা ধাতুনির্ম্মিত এবং মুখ কলায়ের ন্যায় মণ্ডলাকার হওয়া বিধেয়॥

তাম্র, লৌহ ও পাথর নির্ম্মিত শলাকা লিখনে ও স্বর্ণ ও রজতনির্ম্মিত শলাকা স্নেহনকার্য্যে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পরন্তু অঙ্গুলি মৃদু বলিয়া রোপণে হিতকর॥

সকল সময়েই অঞ্জন ব্যবহার বিধেয় নহে। উহা কেবল সায়ং এবং প্রাতঃকালেই বিধেয়, কিন্তু অতি শীতল, উষ্ণ অথবা বায়ু ও মেঘাড়ম্বরের সময় নিষিদ্ধ॥ ৬০—৭১॥

চক্ষুর কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভাগ হইতে অধোদেশস্থ অপাঙ্গ পর্য্যন্ত অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

শঙ্খনাভি, বহেড়ার মজ্জা, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপুল, মরিচ, কুড় ও বচ,

পিপ্পলীমরিচশুণ্ঠং বচা চেতি সমাংশকম্।
ছাগীক্ষীরেণ সম্পিষ্য বর্ত্তিং কুর্য্যাৎ যবোন্মিতাম্॥
হরেণুমাত্রাং সংঘৃষ্য জলৈঃ কুর্য্যাদথাঞ্জনম্।
তিমিরং মাংসবৃদ্ধিঞ্চ কাচং পটলমর্ব্বুদম্।
রাত্র্যন্ধ্যং বার্ষিকং পুষ্পং বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া জয়েৎ॥
পলাশপুষ্পস্বরসৈর্বহুশঃ পরিভাবিতা।
করঞ্জবীজবর্ত্তিস্তু দৃষ্টেঃ পুষ্পং বিনাশয়েৎ। ৭২—৭৫॥

লেখনীবর্ত্তিঃ—

সমুদ্রফেনসিন্ধূত্থশঙ্খদক্ষাণ্ডবল্কলৈঃ।
শিগ্রুবীজযুতৈর্ব্বর্ত্তিঃ শুক্রাদীন্ শস্ত্রবল্লিখেৎ॥
দন্তৈর্দ্দন্তিবরাহোষ্ট্রগোহয়াজখরোদ্ভবৈঃ।
শঙ্খমুক্তাম্ভোধিফেনযুতৈঃ সর্ব্বৈঃ বিচূর্ণিতৈঃ।
দন্তবর্ত্তিঃ কৃতাশ্লক্ষ্ণা শুক্রাণাং নাশিনী পরা॥
নীলোৎপলং শিগ্রুবীজং নাগকেশরকন্তথা।
একৎকল্কৈঃ কৃতাবর্ত্তিরতিতন্দ্রাং বিনাশয়েৎ॥ ৭৬—৭৮॥

এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধদ্বারা পেষণ করতঃ যব পরিমাণ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি। ইহার রেণুকা মাত্রা জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিবে। ইহাতে তিমির, মাংসবৃদ্ধি, কাচরোগ, পটল, অর্ব্বুদ এবং রাত্র্যান্ধ্য ও বৎসরোৎপন্ন পুষ্পরোগ (ফুলিপড়া) প্রশমিত হয়॥ ৪৫॥

পলাশপুষ্পের স্বরসে বহুবার ভাবনা দিয়া করঞ্জবীজের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে চক্ষুর ফুলি নষ্ট হয়॥ ৭২—৭৫॥

সমুদ্রফেনা, সৈন্ধবলবণ, শঙ্খ, কুক্কুটডিম্বের খোসা এবং সৈজনারবীজ এই সমস্ত বস্তুদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিলে ঐ বর্ত্তি শুক্রাদিরোগ শস্ত্রের ন্যায় লেখন করে॥

হস্তি, বরাহ (শূকর), উষ্ট্র, গো, অশ্ব, ছাগ, গর্দ্দভ ইহাদিগের দন্ত এবং শঙ্খ ও সমুদ্রফেনা এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির নাম দন্তবর্ত্তি। ইহা শুক্ররোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ॥

নীলোৎপল, সৈজনারবীজ ও নাগকেশর ইহাদিগের কল্কদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে অতিতন্দ্রা রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৭৬—৭৮॥

অথরোপনীবর্ত্তিঃ—

তিলপুষ্পাণ্যশীতিঃ স্যুঃ ষষ্ঠিসংখ্যা কণা ততঃ।
জাতীকুসুমপঞ্চাশন্মরিচানি চ যোড়শ॥
সূক্ষ্মং পিষ্ট্বা জলৈর্বর্ত্তিঃ কৃতাকুসুমিকাভিধা।
তিমিরার্জ্জুনশুক্রাণাং নাশনী মাংসবৃদ্ধিকৃৎ॥
এতস্যাশ্চাঞ্জনে মাত্রা প্রোক্তা সার্দ্ধহরেণুকা।
রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মালতীনিম্বপল্লবাঃ।
গোসকৃদ্রসসংযুক্তা বর্ত্তির্নক্তান্ধ্যনাশিনী॥ ৭৯—৮১॥

অথস্নেহনীবর্ত্তিঃ—

ধাত্র্যক্ষপথ্যাবীজানি একদ্বিত্রিগুণানি চ।
পিষ্ট্বা বর্ত্তির্জ্জলৈঃ কুর্য্যাদঞ্জনং দ্বিহরেণুকম্।
নেত্রস্রাবং হরত্যাশু বাতরক্তরুজন্তথা॥ ৮২॥

অথরসক্রিয়া—

তুত্থমাক্ষিকসিন্ধূত্থসিতাশঙ্খমনঃশিলা।
গৈরিকোদধিফেনঞ্চ মরিচং চেতি চূর্ণয়েৎ॥
সংযোজ্য মধুনা কুর্য্যাদঞ্জনার্থং রসক্রিয়াম্।
বর্ত্মরোগার্ম্মতিমিরকাচশুক্রহরম্পরম্॥ ৮৩। ৮৪॥

তিলপুষ্প ৮০টী, পিপুল ৬০টী, জাতিপুষ্প ৫০টী, মরিচ ১৬টী এই সমস্ত জলপিষ্ট করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির নাম কুসুমিকা বর্ত্তি। ইহার রেণুকা মাত্রায় অঞ্জন ব্যবহার করিবে। ইহাদ্বারা তিমির, অর্জ্জুন, শুক্ররোগ নষ্ট ও মাংসবৃদ্ধি হয়॥

রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম্ব ও মালতিপল্লব এই সমস্ত দ্রব্যদ্বারা গোময় রসসহ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে রাত্র্যন্ধতা নিবারণ হয়॥ ৭৯—৮১॥

আমলকী, বহেড়া এবং হরীতকী ইহাদিগের বীজ ক্রমিক এক দুই এবং তিন গুণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তির দুই রেণুকা মাত্রায় অঞ্জন করিলে চক্ষুস্রাব এবং বাতরক্তের বেদনা আশু প্রশমিত হয়॥ ৮২॥

তুঁতিয়া, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ, চিনি, শঙ্খ, মনঃশিলা, গৈরিক, সমুদ্রফেনা ও মরিচ ইহাদিগের চূর্ণ মধুর সহিত পাক করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। এই অঞ্জন বর্ত্ম, অর্ম্ম, তিমির, কাচ এবং শুক্ররোগের পরম ঔষধ॥ ৮৩। ৮৪॥

লেখনীরসক্রিয়া—

বটক্ষীরেণ সংযুক্তো মুখ্যঃ কর্পূরজং রজঃ।
ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি কুসুমন্তু দ্বিমাসিকম্॥
ক্ষৌদ্রাশ্বলালাসংঘৃষ্টৈর্ম্মরিচৈর্নেত্রমঞ্জয়েৎ।
অতিনিদ্রা শমং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়াদিব॥
জাতীপুষ্পং প্রবালঞ্চ মরিচং ব[illegible]কী বচা।
সৈন্ধবং বস্তমূত্রেণ পিষ্টং তন্দ্রাঘ্নমঞ্জনম্॥
শিরীষবীজগোমূত্রকৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ। ৮৫—৮৮॥

রোপণীরসক্রিয়া—

দার্ব্বিপটোলং মধুকং সনিম্বং পদ্মকোৎপলম্।
প্রপৌণ্ডরীকং চৈতানি পচেত্তোয়ে চতুর্গুণে॥
বিপাচ্য পাদশেষন্তু শৃতং নীত্বা পুনঃ পচেৎ।
শীতে তস্মিন্মধুসিতাং দদ্যাৎ পাদাংশিকাং নরঃ।
রসক্রিয়ৈষা দাহাশ্রুরক্তরাগরুজাহরী॥ ৮৯। ৯০॥

উৎকৃষ্ট কর্পূরের চূর্ণ বটক্ষীরের সহিত অঞ্জন রূপে প্রয়োগ করিলে দ্বিমাসিক পুষ্পরোগ প্রশমিত হয়॥

মরিচ এবং মধু অশ্বলালার সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সূর্য্যোদয়ে মেঘের ন্যায় অতিনিদ্রা প্রশমিত হয়॥

জাতিপুষ্প, প্রবাল, মরিচ, কট্‌কী, বচ এবং সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করতঃ অঞ্জন প্রয়োগ করিলে তন্দ্রা (নিদ্রাবৎ ক্লান্তি) নিবারিত হয়॥

শিরীষের বীজ, গোমূত্র, কৃষ্ণা, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, রসোন, মনঃশিলা এবং বচ ইহাদিগের অঞ্জন প্রয়োগ করিলে মূর্চ্ছিত ব্যক্তিও সংজ্ঞা লাভ করে॥ ৮৫—৮৮॥

— দারুহরিদ্রা, পলতা, যষ্টিমধু, নিম্ব, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ এই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিবে। অনন্তর চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া গাঢ় করিবে, এবং শীতল হইলে মধু এবং চিনি চতুর্থাংশ প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধে চক্ষুর জ্বালা, স্রাব, রক্তিমাবর্ণ এবং বেদনা প্রশমিত হয়॥ ৮৯।৯০॥

রোপণীবর্ত্তিঃ—

রসাঞ্জনং সর্জ্জরসো জাতীপুষ্পং মনঃশিলা।
সমুদ্রফেনো লবণং গৈরিকং মরিচানি চ॥
এতৎ সমাংশং মধুনা পিষ্ট্বা প্রক্লিন্নবর্ত্মনি।
অঞ্জনং ক্লেদকণ্ডূঘ্নং পক্ষ্মণাঞ্চ প্ররোহণম্॥ ৯১। ৯২॥

রোপণীরসক্রিয়া—

গুড়ূচীস্বরসঃ কর্ষঃ ক্ষৌদ্রং স্যান্মাষকোন্মিতম্।
সৈন্ধবং ক্ষৌদ্রতুল্যাংশং সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ।
অঞ্জয়েন্নয়নে তেন পিত্তার্ম্মতিমিরং জয়েৎ॥
কাচং কণ্ডূং লিঙ্গনাশং শুক্লকৃষ্ণগতান্ গদান্।
দুগ্ধেন কণ্ডূং ক্ষৌদ্রেণ নেত্রস্রাবঞ্চ সর্পিষা॥
পুষ্পং তৈলেন তিমিরং কাঞ্জিকেন নিশান্ধতাম্।
পুনর্নবা জয়েদাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
বব্বলদলনিঃক্বাথো লেহীভূতস্তদঞ্জনাৎ।
নেত্রস্রাবং জয়ত্যেষ মধুযুক্তো নসংশয়ঃ॥

রসাঞ্জন, ধুনা, জাতিপুষ্প, মনঃশিলা, সমুদ্রফেনা, সৈন্ধবলবণ, গৈরিক এবং মরিচ এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে পেষণ করতঃ মধুর সহিত প্রক্লিন্নবর্ত্মে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষুর ক্লেদ এবং কণ্ডূ প্রশমিত হয়॥ অপর পক্ষ্মলগ্ন ক্ষত শুষ্ক হয়॥ ৯১।৯২॥

গুলঞ্চের স্বরস এক কর্ষ, মধু একমাষা ও সৈন্ধবলবণ এক মাষা এই দ্রব্যগুলি একত্র মর্দ্দন করিয়া অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিবে। এই অঞ্জন দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে পিত্তজ অর্ম্ম, তিমির, কাচ, কণ্ডূ, লিঙ্গনাশ এবং শুক্ল ও কৃষ্ণভাগগত রোগ সমূহের নিবৃত্তি হয়। মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে কণ্ডূ এবং ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিলে চক্ষুস্রাব, তৈলের সহিত প্রয়োগ করিলে পুষ্পরোগ, কাঞ্জিক সহিত প্রয়োগ করিলে তিমির এবং পুনর্নবার সহিত প্রয়োগ করিলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় রাত্র্যন্ধতা প্রশমিত হয়॥

বাবলারপত্রের কাথ লেহের ন্যায় পাক করিয়া মধুর সহিত অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুস্রাবের প্রতিকার হইবে ইহাতে কোন সংশয় নাই॥

হিজ্জলস্য ফলং ঘৃষ্ট্বা পানীয়ৈর্নিত্যমঞ্জয়েৎ।
চক্ষুস্রাবোপশান্ত্যর্থং কার্য্যমেতন্মহৌষধম্॥ ৯৩—৯৭॥

স্নেহনীরসক্রিয়া—

কতকস্য ফলং ঘৃষ্ট্বা মধুনা নেত্রমঞ্জয়েৎ।
ঈষৎকর্পূরসহিতং স্মৃতং নেত্রপ্রসাদনম্॥ ৯৮॥

নেত্রপ্রসাদিনীরসক্রিয়া—

সর্পিঃ ক্ষৌদ্রঞ্চাঞ্জনং স্যাচ্ছিরোৎপাতস্য শান্তয়ে॥ ৯৯॥

অথ চূর্ণাঞ্জনম্—

কৃষ্ণসর্পবসাশঙ্খঃকতকাবলমঞ্জনম্।
রসক্রিয়েয়মচিরাদন্ধানাং দর্শনপ্রদা॥
দক্ষাণ্ডত্বক্‌শিলাকাচৈঃ শঙ্খচন্দনগৈরিকৈঃ।
দ্রব্যৈরঞ্জনযোগোঽয়ং পুষ্পার্ম্মাদিবিলেখনঃ॥ ১০০।১০১॥

লেখনচূর্ণম্—

কণা ছাগযকৃন্মধ্যে পক্ত্বা তদ্রসপেষিতা।
অচিরাদ্ধন্তি নক্তান্ধ্যন্তদ্বৎ সক্ষৌদ্রমূষণম্॥ ১০২॥

হিজ্জলের ফল জলে ঘর্ষণ করিয়া নিত্য অঞ্জন প্রয়োগ করিবে, ইহা চক্ষু স্রাবের মহৌষধ॥ ৯৩—৯৭॥

কতকফল (নির্ম্মালিফল) অল্প কর্পূর ও মধুর সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। ইহাতে চক্ষু পরিষ্কার বা প্রসন্ন হয়॥ ৯৮॥

ঘৃত ও মধু এই উভয় দ্রব্যের অঞ্জন করিলে শিরোৎপাত প্রশমিত হয়॥ ৯৯॥

কৃষ্ণসর্পের বসা, শঙ্খ ও কতকফল ইহাদিগের অঞ্জন প্রয়োগ করিলে অচিরাৎ অন্ধদিগের দৃষ্টিশক্তি জন্মায়।

কুক্কুটাণ্ডের ত্বক্‌, মনঃশিলা, কাঁচ, শঙ্খ, রক্তচন্দন এবং গৈরিক এই সকল দ্রব্যের অঞ্জন পুষ্প এবং অর্ম্মাদিরোগের লেখন বলিয়া জানিবে॥ ১০০।১০১॥

ছাগলের যকৃতের মধ্যে পিপুল পুরিয়া পাক করিবে এবং উহারই রসে পেষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। এই অঞ্জনদ্বারা অল্প সময়ের মধ্যেই রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হয়। মরিচ উক্ত প্রকারে পাক করিয়া মধু সহ অঞ্জন প্রয়োগ করিলেও রাত্র্যন্ধতার পক্ষে উপকার হয়॥ ১০২॥

লেখনমঞ্জনম্—

শাণার্দ্ধং মরিচং দ্বৌচ পিপ্পল্যর্ণবফেনয়োঃ।
শাণার্দ্ধং সৈন্ধবং শাণা নব সৌবীরকাঞ্জনাৎ॥
পিষ্টন্তু সূক্ষ্মং নেত্রাণাং চূর্ণাঞ্জনমিদং শুভম্।
কণ্ডূকাচকফার্ত্তানাং মলস্যাপি বিশোধনম্॥ ১০৩।১০৪॥

লেখনচূর্ণাঞ্জনম্—

শিলায়াং রসকং পিষ্ট্বা সম্যগাপ্লাব্য বারিণা।
গৃহ্নীয়াত্তজ্জলং সর্ব্বং ত্যজেচ্চূর্ণমধোগতম্॥
শুষ্কঞ্চ তজ্জলং সর্ব্বং পর্পটীসন্নিভং ভবেৎ।
বিচূর্ণ্য ভাবয়েৎ সম্যক্ ত্রিবেলং ত্রিফলারসৈঃ॥
কর্পূরস্য রজস্তত্র দশমাংশেন নিঃক্ষিপেৎ।
অঞ্জয়েন্নয়নে তেন সর্ব্বদোষহরং হিতম্।
সর্ব্বরোগহরং চূর্ণং চক্ষুষঃ সুখকারি চ॥ ১০৫—১০৭॥

মৃদ্বঞ্জনম্—

অগ্নিতপ্তঞ্চ সৌবীরং নিষিঞ্চেৎ ত্রিফলারসৈঃ।
সপ্তবেলস্তথাস্তন্যৈঃ স্ত্রীণাং সিক্তং হি চূর্ণিতম্॥

মরিচ অর্দ্ধশাণ, পিপুল ও সমুদ্রফেনা দুই শাণ, সৈন্ধবলবণ অর্দ্ধশাণ, সৌবিরাঞ্জন নয় শাণ সূক্ষ্মরূপে পেষণ করিয়া চূর্ণাকারে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। এই অঞ্জন কণ্ড, কাচ, কফজনিত রোগ নষ্ট এবং চক্ষুর মালিন্য সংশোধন করে॥ ১০৩॥১০৪॥

রসাঞ্জন শিলাতে পেষণ করিয়া অধিক পরিমাণ জলের সহিত আলোড়ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে সেই জল স্থির হইলে উপরের জল পৃথক করিয়া লইবে এবং অধস্থ চূর্ণ পরিত্যাগ করিবে। পরে সেই জল শুষ্ক করিয়া পর্পটী তুল্য হইলে উহার চূর্ণ করিয়া উহাতে ত্রিফলা ক্বাথের ভাবনা তিনবার দিবে। অনন্তর উহাতে দশমাংশ কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ অঞ্জন রূপে ব্যবহার করিবে। ইহা সর্ব্বদোষ নাশক ও সর্ব্বরোগ হারক এবং চক্ষুর অতিশয় সুখ জনক॥ ১০৫—১০৭॥

সৌবীরক নামক অঞ্জন অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া উহাতে সাতবার ত্রিফলার রস এবং সাতবার স্তনদুগ্ধ সেচন করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া অঞ্জন রূপে

অঞ্জয়েন্নয়নে তেন প্রত্যহং চক্ষুষোর্হিতম্।
সর্ব্বানক্ষিবিকারাংস্তু হন্যাদেতন্নসংশয়ঃ ॥ ১০৮।১০৯ ॥

শালাকাদৃষ্টিপ্রসাদনী—

ত্রিফলাভৃঙ্গশুণ্ঠীনাং রসৈস্তদ্বচ্চ সর্পিষা।
গোমূত্রমধ্বজাক্ষীরৈঃ সিক্তো নাগঃ প্রতাপিতঃ ॥
তচ্ছলাকা হরত্যেব সর্ব্বান্নেত্রভবান্ গদান্।
গতদোষমপেতাশ্রুং পশ্যন্তং সম্যগম্ভসি ॥
প্রক্ষাল্যাক্ষি যথাদোষং কার্য্যং প্রত্যঞ্জনন্ততঃ।
নচানির্গতদোষেঽক্ষি ধাবনং সংপ্রয়োজয়েৎ।
প্রত্যঞ্জনং তীক্ষ্ণতপ্তে নেত্রে চূর্ণঃ প্রসাদনঃ ॥ ১১০—১১২ ॥

নয়নামৃতং প্রসাদনচূর্ণাঞ্জনঞ্চ—

শুদ্ধে নাগে দ্রুতে তুল্যং শুদ্ধং সূতং বিনিক্ষিপেৎ।
কৃষ্ণাঞ্জনং তয়োস্তুল্যং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
দশমাংশেন কর্পূরন্তস্মিংশ্চূর্ণে প্রদাপয়েৎ।
এতৎ প্রত্যঞ্জনং নেত্রগদজিন্নয়নামৃতম্ ॥ ১১৩।১১৪ ॥

চক্ষুতে প্রতিদিন ব্যবহার করিবে। এই অঞ্জন চক্ষুর পক্ষে অতিশয় হিতকর এবং সমুদয় চক্ষুরোগ নাশক ॥ ১০৮।১০৯ ॥

সিসা অগ্নিতে অতিশয় উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ এবং শুঁঠের ক্বাথে অপর ঘৃত, গোমূত্র, মধু এবং ছাগদুগ্ধে সিক্ত করিয়া লইবে। উক্ত সিসার শলাকা ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগেরই উপকার হয়।

দোষের অপগম ও অশ্রুপাতের অভাব এবং দর্শনশক্তি সুন্দররূপ উপস্থিত হইলে চক্ষুর্দ্বয় জলে ধৌত করিয়া দোষানুসারে প্রত্যঞ্জন প্রয়োগ করিবে। চক্ষুর দোষ বর্ত্তমান থাকিতে ধৌত করা বিধেয় নহে। তীক্ষ্ণ ঔষধদ্বারা চক্ষু সন্তাপিত হইলে চূর্ণাকারে প্রসাদন প্রত্যঞ্জন প্রয়োগ করিবে ॥ ১১০—১১২ ॥

বিশুদ্ধ সিসা অগ্নিসন্তাপে গালাইয়া তাহাতে সমান পরিমাণ পারদ ক্ষেপণ করিবে। অনন্তর উক্ত উভয়ের তুল্য পরিমাণ কৃষ্ণাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে। এবং উক্ত চূর্ণের দশমাংশ কর্পূর চূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করিবে। এই

বিষহরীবৰ্ত্তিঃ—

জয়পালস্য মজ্জানং ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
একবিংশতিবেলন্তু ততো বৰ্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ॥
মনুষ্যলালয়া ঘৃষ্ট্বা ততো নেত্রে তয়াঞ্জয়েৎ।
সর্পদষ্টবিষং জিত্বা সঞ্জীবয়তি মানবম্॥
ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষোর্যদি দীয়তে।
জাতরোগা বিনশ্যন্তি তিমিরাণি তথৈব চ॥
শীতাম্বুপূরিতমুখঃ প্রতিবাসরং যঃ
কালত্রয়েণ নয়নং দ্বিতয়ং জলেন।
আসিঞ্চতি ধ্রুবমসৌ নকদাচিদক্ষি-
রোগব্যথাবিধুরতাং ভজতে মনুষ্যঃ॥ ১১৫—১১৮॥
আয়ুর্ব্বেদসমুদ্রস্য গূঢ়ার্থমণিসঞ্চয়ম্।
জ্ঞাত্বা কৈশ্চিদ্বুধৈস্তৈস্তু কৃতাবিবিধসংহিতাঃ॥
কিঞ্চিদর্থন্ততো নীত্বা কৃতেয়ং সংহিতা ময়া।
কৃপাকটাক্ষ বিক্ষেপমস্যাং কুর্ব্বন্তু সাধবঃ॥ ১১৯।১২০॥
ইতি শ্রীদামোদরসূনুনা শার্ঙ্গধরেণ বিরচিতায়াং
সংহিতায়ামুত্তরখণ্ডে চিকিৎসাস্থানে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।
সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

জয়পালের মজ্জা গ্রহণ করিয়া নেবুর রসদ্বারা একুশ বার ভাবনা দিয়া বৰ্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বৰ্ত্তি মনুষ্য লালায় ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন রূপে চক্ষুতে ব্যবহার করিলে সর্প দষ্ট ব্যক্তির বিষ বিনষ্ট হইয়া জীবন সঞ্চার হয়॥

আহারান্তে হস্ততল ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে সংলগ্ন করিলে তিমির রোগ এবং চক্ষুর অন্যান্য পীড়া প্রশমিত হয়॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন তিনবেলা শীতল জলে মুখ পূর্ণ করিয়া চক্ষুদ্বয়ে জল সেচন করে তাহার কখনই চক্ষুরোগ উপস্থিত হইতে পারে না॥ ১১৫—১১৮॥

আয়ুর্ব্বেদ-সমুদ্রের গূঢ়ার্থরূপমণি সংগ্রহ করিয়া অনেক পণ্ডিত অনেক প্রকার সংহিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমি সেই সকল গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করতঃ এই সংহিতা রচনা করিলাম। সাধুগণের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাহারা এই গ্রন্থের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুণ॥ ১১৯। ১২০॥

দামোদরপুত্র শার্ঙ্গধরকর্ত্তৃক বিরচিত শার্ঙ্গধরসংহিতাখ্যগ্রন্থে
উত্তরখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।